Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

CHECKED 1973
Initial

দ্বিতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী

UNIVERSITY OF CALCUTTA
ADVANCEMENT OF LEARNING

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১

মূল্য ৬৲ টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५५.४
३२
४०,२३५
गुरुकुल पुस्तकालय कांगड़ी

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1054B—August, 1951—ce.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

XLII. DROSERACEAE.

Genus—DROSERA Linn.

236. D. Burmanni Vahl. (মুখজালি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 407 ; Wight, Ill. i, t. 20.

Ref.—F. B. I., ii, 424 ; B. P., i, 472 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, 79.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে, কুমায়ুন, নীলগিরি ; হাওড়া, বৰ্দ্ধমান, গোবাট (হুগলী) ও ছোটনাগপুরের বালুকা বা প্রস্তরময় জমিতে ও ধান্যক্ষেত্রে শরৎ ও শীতকালে জন্মে। ছোটনাগপুরের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. মুখজালি ; পঞ্জাব চিত্রা ; Eng. Sundew.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ওষধি ; কাণ্ড সোজা, ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র চামচের মত, গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে জন্মে, পত্রের ধারে মাছি ধরিবার শুঁয়া আছে। পত্রের গোড়া হইতে একটির পর আর একটি পুষ্পদণ্ড জন্মে ; বৃন্ত লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৫টি, পুংকেসর ৩টি। বীজ প্রায় ডিম্বাকৃতি। এই পর্য্যায়ভুক্ত গাছ অনেক আছে, উহারা সমস্তই মক্ষিকাভুক। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই পর্যায়ভুক্ত—Aldrovonda vesiculosa Linn, নামক আর এক জাতীয় জলজ ভাসমান পতঙ্গভুক্ গাছ পূর্ব্ব-বঙ্গের জলায় ও জলাশয়ে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমায়ুনের লোকেরা কোন স্থানে ফোস্কা তুলিবার জন্য, এই গাছের পত্র ছেঁচিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেয়। Drosera পর্য্যায়ভুক্ত সমস্ত গাছই তিক্ত কটু ও দাহকর। ইহার রস দুগ্ধে দিলে ছানা কাটিয়া যায়। (Fig 226.)

XLIII. RHIZOPHORACEAE.

Genus—RHIZOPHORA Linn.

237. R. mucronata Lamk. (খামো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 408.

Ref.—F. B. I., ii, 435 ; Roxb., F. I., ii, 459 ; B. P., i, 475 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, H. S., 41.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে; এই গাছ প্রায়ই সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ভোরার, খামো; তে. আদইর-পউনা; সিন্ধু কাসো।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ; কাঠ শক্ত, গাঢ় লাল। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের গোড়ার দিক সরু, কতকটা রবার গাছের পাতার ন্যায়। ফুল অধিক বা অল্প পরিমাণে অবনত; বহির্ব্বাস ৪ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি ৪টি; পুংকেসর ৮টি। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ গাছের উপরেই অঙ্কুরিত হয়; সেই চারা কর্দ্দমের উপর পড়িলে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে, মানুষের দ্বারা আর রোপণের আবশ্যক হয় না। এই প্রকার বীজকে Vivipary বলা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রক্তকাশ ও রক্তবমন রোগে ব্যবহার হয়; ইহা ধারক এবং বহুমূত্র রোগ নিবারক (Journ. Soc. Chemic. Indus., 188)। (Fig. 237.)

Genus—KANDELIA W. & A.

238. K. Rheedii W & A. (গোরিয়া)

Fig.—Hook, Ic. Pl., t. 362; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 35; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 410.

Ref.—F. B. I., ii, 437; B. P., i, 476; Kurz., For. Fl. Burma, i, 449; Prain, H. H., 211; Voigt, H. S., 41.

জন্মস্থান—পশ্চিম সুন্দরবন; ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে প্রায় সকল স্থানেই জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গোরিয়া; উড়িয়া—রঙ্গনিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রযুক্ত ছোট উদ্ভিদ্। গাছের ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, লাল; কাষ্ঠ অতিশয় নরম। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গোড়ার দিক সরু, উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, সোজা, দুই শাখাবিশিষ্ট। ফুল বিস্তৃত, বহু পুংকেসর আছে। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা; ফলের বোঁটা লম্বা। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল, শুঁঠ, পিপুল ও গোলাপ জলের সহিত খাইলে বহুমূত্র রোগ আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 238.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

XLIV. COMBRETACEAE.

Genus—TERMINALIA

239. T. Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 414.

Ref.—F. B. I., ii, 447 ; Roxb., F. I., *Pentaptera Arjuna* Roxb., ii, 438 ; B. P., i, 481 ; Dymock, ii, 11.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ককুভ, অর্জ্জুন ; বা. হি. অর্জ্জুন ; তে. জারমাদ্দি ; তা. ভাল্লাই-মারুদমারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, ফল, পত্র ; মাত্রা, ত্বক্‌চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ, ৬০-৮০ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক ও অগ্রভাগ সরু, স্থূলকোণী, কতকটা বর্ষা-ফলকের ন্যায়। বৃন্ত প্রায় ½ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৫টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ ; পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে থাকে। পুংকেসর ১০টি। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় ৫।৭টি সরু পক্ষযুক্ত, দেখিতে কামরাঙ্গার ন্যায়, কিন্তু আকৃতিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ; গ্রীষ্মকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ বঙ্গদেশের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। ইহার পত্র মানুষের জিহ্বার ন্যায়, পৃষ্ঠে বোঁটার দিকে ২টি অর্ব্বুদ আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার ছাল বলকারক, উগ্র ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা বক্ষপ্রদাহে হিতকর। ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে আঘাত-জনিত বেদনা আরাম হয় (Dutta)। কাঙ্গড়া জেলায় ছাল ঘা ধোয়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Stewart)।

ইহার ছাল ধারক, জ্বরনাশক এবং ফল বলকারক। টাটকা পাতার রস কানের বেদনায় প্রযুক্ত হয়। ছালের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়। ছালের গুঁড়া, দুগ্ধ ও মাৎগুড়ের সহিত ব্যবহার হয়।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা।
ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥ চক্রদত্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উহা আরাম হয়।

ভগ্নঃ পিবেত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ। চক্রদত্ত

অর্জ্জুন ছাল ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া, উক্ত দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়। অর্জ্জুন ছাল গুঁড়া করিয়া উহার ২ তোলা পরিমাণ, গব্যঘৃত ½ পোয়া, জল ১½ পোয়া দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং দুগ্ধ অবশেষ থাকিবে; ইহা হৃদ্‌রোগনাশক।

অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়, ইহার ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ৭ বার ভাবনা * দিয়া মিছরী, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়কাশ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অর্জ্জুনের ছাল শ্বেতচন্দনের ছালের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

অর্জ্জুনের ছাল এক ভাগ ও জল ১০ ভাগ মিশাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় উহার ½ বা ১ আউন্স ব্যবহার করিলে রক্তঅর্শ, উদরাময় ও রক্তআমাশয় আরাম হয়। ইহা পিত্তের প্রকোপ নিবারণ করে ও বিষের প্রতিষেধক (Baden-Powell)। অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া ¼ তোলা, ইক্ষুর চিনি ২ তোলা, জ্বাল দেওয়া গোদুগ্ধ ৮ আউন্স পরিমাণ মিশাইয়া সেবন করিলে বক্ষপ্রদাহ ও যাবতীয় হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। ছাল বিশেষরূপে পেষণ করিয়া, চিনি ও গোদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবৎসর ব্যবহার করিলে যাবতীয় হৃদ্‌রোগ একেবারে আরাম হইয়া যায়। প্রাচীন কবিরাজেরা অর্জ্জুন ছাল বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শান্তিকর বলিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া, রক্ত চন্দনের গুঁড়া, চিনি এবং চাউল ধোয়া জল সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তোৎকাশ আরাম হয় (চরক)। অর্জ্জুনের পাতা দিয়া ক্ষত ও ঘা বাঁধিয়া রাখিলে উহা শীঘ্রই সারিয়া যায়। অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেত চন্দনের ছালের ক্বাথ পান করিলে যাবতীয় মেহ রোগ বিনষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হারীত বলেন, অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ গণোরিয়া-নাশক।

অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ৭ বার ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, মধু, মিছরি ও গব্যঘৃতের সহিত ব্যবহার করিলে ক্ষয়কাশ আরাম হয়। ইহাতে রক্তপাত নিবারণ এবং অন্ত্রের ক্ষত আরাম হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)। অস্থিভঙ্গে পিষ্ট অঙ্গে অর্জ্জুন ছালের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (Fig. 239.)

* ক্বাথে বা রসে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। কোন উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ধরিয়া লইতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 412B ; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 10 ; Bedd., Fl. Syl., t. 19.

Ref.—F. B. I., ii, 445 ; Roxb., F. I., ii, 432 ; B. P., i, 481 ; Dymock, ii, 5.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম ; বর্ম্মা, হিমালয় প্রদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বিভীতক ; বা. হি. বহেড়া ; তা. তানি ; তে. তান্দি ; Eng. Beleric myrobalan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—৬০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। গাছের গুঁড়ি অতিশয় লম্বা; ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিংবা ঈষৎ পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্রবৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড উন্নত, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট ; গর্ভ-কেসরের মস্তক উজ্জ্বল পীতবর্ণ ; পুংকেসর ১০টি, ইহার মধ্যে ৫টি বড় ও ৫টি ছোট একটির পর আর একটি সজ্জিত। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ধূসরবর্ণ ; একটি ফলে একটি বীজ থাকে ; শাঁস অল্প, আঁটী শক্ত। ভারতবর্ষে বহেড়া দুই প্রকার আছে—একটির ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, অপরটির ফল বড়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা বহেড়াকে উগ্র, মৃদুবিরেচক, সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বহেড়ার সহিত হরিতকী ও আমলকী মিশাইলে উহাকে ত্রিফলা বলে। বহেড়ার বীজ ধারক এবং ইহার প্রলেপ দিলে প্রদাহ নিবারণ হয় (Dutt)।

পঞ্জাবে, বহেড়া ফুলা, অর্শ, উদরাময় ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহার হয়। বহেড়ার জ্বরনাশক শক্তি আছে, অর্দ্ধপক্ক ফল বিরেচক, পক্ক ফল ধারক এবং মধু মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুপ্রদাহ (চক্ষু উঠা) আরাম হয়। ইহার আঠা শান্তিকর ও বিরেচক (Watt)।

বহেড়ার বীজে মাদকতা শক্তি আছে। বহেড়া ঘৃতে ভাজিয়া ময়দার ঠুলিতে দিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া উহা মুখে রাখিলে, সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গ আরাম হয়।

বিভীতকফলং কিঞ্চিদ্ ঘৃতেনাভ্যজ্য লেপয়েৎ।
গোধূমপিষ্টৈরঙ্গারৈর্বিপচেৎ পুটপাকবৎ॥
ততঃ পক্কং সমুদ্ধৃত্য ত্বচস্তস্য মুখে ক্ষিপেৎ।
কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়স্বরভঙ্গাজ্জয়েত্ততঃ॥ শার্ঙ্গধর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুসলমান হাকিমেরা বহেড়াকে ধারক, বলকারক, শান্তিকর, অজীর্ণ নিবারক এবং পিত্তজনিত মাথাধরায় হিতকর বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং ফলের শাঁস ঔষধার্থে ব্যবহার করেন (Dymock)।

Flora of British India নামক পুস্তকে বহেড়ার তিনটি জাতি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—Var. typica, Var. beleria Roxb. এবং Var. laurinoides Miq. (Fig. 240.)

241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 3 & 4 ; Bot. Mag., t. 3004.

Ref.—F. B. I., ii, 444 ; Roxb., F. I., ii, 430 ; B. P., i, 481 ; Watt, ii, Pt. 4, 22.

জন্মস্থান—ভারতের ও বর্ম্মার সকল স্থানে দেখা যায়; ইহা মালয় বা জাভা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী জেলার রাস্তার ধারে রোপিত আছে ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাদাম ; তা. নাতবা-ভুম ; তে. বেদাম ; Eng. Indian almond.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—৭০-৮০ ফুট উচ্চ গাছ। শাখা চারিদিকে বিস্তৃত, যেন গাছটি চারিদিকে হাত ছড়াইয়া আছে। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক সরু, মাথা বিস্তৃত গোলাকার। শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়, পাতা পড়িবার আগে পাতাগুলি পাকিয়া লাল বর্ণ ধারণ করিয়া গাছের শোভা বর্দ্ধন করে। গাছে যখন পাতাগুলি নূতন হয় তখন উহাতে নরম লোম থাকে, বড় হইলে সূক্ষ্ম লোমাবৃত হয়। পত্রের বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু বৃন্ত ¼-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পবৃন্ত ধূসরবর্ণ। ফলে শাঁস ও ছোবড়া আছে। ফল ডিম্বাকৃতি, শক্ত, পুরু, চেপ্টা, মসৃণ, কিনারাগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ। ফল পাকিলে উজ্জল বেগুনে রং ধারণ করে। বীজ ফলের অর্দ্ধেক। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক ; ক্বাথ গণোরিয়া এবং প্রদর রোগে শান্তিকর। ইহার আঠা বসোরা গঁদের তুল্য (Bassora Gum)।

কচি পাতার রসে দক্ষিণ ভারতে, কুষ্ঠ ও পাঁচড়ার মলম তৈয়ারী করে। পাতার রস খাইলে মাথাধরা ও পেটবেদনা আরাম হয়। (Fig. 241.)

242. T. Chebula Rtz. (হরিতকী)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 197 ; Brandis, For. Fl., 223, t. 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 413.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., ii, 446 ; Roxb., F. I., ii, 433 ; Watt, vi, Pt. 4, 24 ; Dymock, ii, 1 ; B. P., 481.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর ; কমায়ুন, দাক্ষিণাত্য ; বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। উত্তর ভারতে হরিতকী গাছ বেশী বড় হয় না ; দক্ষিণ ভারতে নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ গাছগুলি লম্বা লম্বা দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অভয়া, হরিতকী ; বা. হরিতকী ; হি হরারা ; তা. কান্দাকাই ; তে. কান্দুকার ; উড়িয়া—কারেবী ; Eng. Chebulic myrobalan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ ; ফল চূর্ণ ৪-১৬ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ এবং সবুজের আভাযুক্ত, পীতবর্ণের দাগ আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায় ; বোঁটা ১ ইঞ্চি। পত্র দূরে দূরে জন্মে, পত্রের মস্তক বসা ও ডিম্বাকৃতি। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফুলের বোঁটা ১/৬ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড অধিক লম্বা নহে ; ফলে ৫টি উন্নত শিরা আছে ; ইহা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ফলের আকৃতি সমস্তগুলি সমান নহে ; কোনটি একটু লম্বা, কোনটি একটু খর্ব্ব। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। সংস্কৃত লেখকেরা ৭ প্রকার হরিতকীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে মাত্র দুই প্রকার হরিতকী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার বড় পক্ক ফলকে হরিতকী এবং অপক্ক শুষ্ক ফলকে জাঙ্গি হরিতকী বলে। যে হরিতকী জলে ডুবিয়া যায় উহা ঔষধ প্রস্তুতের পক্ষে ভাল। ৪ তোলা ও তাহার অধিক পরিমাণ ওজনের হরিতকী ঔষধের জন্য ব্যবহার করা উচিত, অন্যথা খারাপ বলিয়া জানিবে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ৭ প্রকার হরিতকীর নাম উল্লেখ আছে—যথা, বিজয়া (লাউয়ের ন্যায় গোল), রোহিণী (গোলাকার), পূতনা (পাতলা ছাল বিশিষ্ট), অমৃতা (শাঁস অধিক ও মাংসল), অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট), জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), চেতকী (ত্রিরেখাযুক্ত)। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—একটি হরিতকীর গুঁড়া, পাইপে দিয়া ধূম পান করিলে হাঁপানির উপশম হয়। হরিতকী পাথরে ঘষিয়া তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হইয়া যায় (Watt)। কাঁচা হরিতকী রক্তআমাশয় ও উদরাময় নিবারক (Dymock)। উষ্ণ জলের সহিত হরিতকী সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয়। অর্শরোগে মল কঠিন হইলে, গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া পান করিলে মল নরম হইয়া যায়। আঁটীর সহিত হরিতকী দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে অশ্মরী আরাম হয়। হরিতকীর কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ আরাম হয়। হরিতকী গব্যঘৃতে গরম করিয়া খাইবার পর উক্ত ঘৃত পান করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হরিতকী মধুর সহিত সেবন করিলে আম পরিপাক হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় (বঙ্গ সেন)।

জ্বর, সর্দ্দি, হাঁপানি, অর্শ, ক্রিমি, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হরিতকী ব্যবহৃত হয়। বাল হরিতকী পুরাতন উদরাময় ও রক্তআমাশয়, পেটফাঁপা, বমন, উৎকাশি, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি রোগে বিশেষরূপে হিতকর। চিনি ও জলের সহিত চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। হরিতকী বলকারক, বার্দ্ধক্য-নিবারক ও জীবনী-শক্তি বৃদ্ধিকর (Dutta)।

হরিতকী ভিজান জল মুখের ঘা নিবারক।

হরিতকীর সহিত মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রস্তুত হয় :—

কটিবাতে—ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ আউন্স, দারুচিনি, এলাচ প্রত্যেক ৪ আউন্স, গুগগুল ৫ আউন্স, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা—১-২ ড্রাম।

স্মরণ-শক্তিনাশে ও দৌর্ব্বল্যে—ত্রিফলা ৮, দারুচিনি ৬, টগর (Valeriana Hardwickii) ৬, পিপুল ৪, জৈত্রী (nutmeg) ৬, কাবাবচিনি ৮, লোবান আঠা (Boswellia serrata) ৮, এবং কাবুলী মুস্তকি (Pistacia Khinjuk) ৪ ভাগ—এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা—½-১ ড্রাম।

জোলাপে—হরিতকী, সোঁদালের শাঁস, কণ্টিকারীর শিকড়, ত্রিবৃৎ বা তেউড়ীর শিকড় এবং বহেড়া সমপরিমাণ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা। মাত্রা—২-৪ আউন্স। এক্ষণে সোণামুখী ও রেবানচিনি (Rhubarb ; Rheum Emody) যোগ করিয়া থাকে।

জোলাপে—৫ ড্রাম হরিতকী, এক ড্রাম রেবানচিনির মূল এবং ৪ আউন্স জল, দশ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে।

অজীর্ণ, জ্বর এবং মাথা বেদনায়—ত্রিফলা, চিরেতা, গোলঞ্চ। পরিমাণ—১-২ আউন্স।

মাথাধরা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, অজীর্ণ, পিত্তকোপ, উদরাময় রোগে—হরিতকী ৩ ড্রাম, বহেড়া ৩ ড্রাম, ধুনা ৫ ড্রাম, বাল হরিতকী ৪ ড্রাম, বাদাম তৈল ৩ ড্রাম, মধু ২ ড্রাম, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা—৩-৬ আউন্স।

ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী, বহেড়া), ত্রিকটু (শুঁঠ, মরিচ, পিঁপুল), তিল, ভেলা, এইগুলি একত্রে ১০-৪০ গ্রেণ, দিবসে দুই বার ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ব্যবহার্য্য ; ইহাকে নরসিংহ চূর্ণ বলে। ইহা উত্তেজক, বলকারক, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য-নিবারক, সর্দ্দি, অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য এবং পারদ-দোষ নাশক। ইহা ব্যবহারে অজীর্ণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রক্তআমাশয়, কলেরার মত ও সাধারণ উদরাময়ে হরিতকী বিশেষ হিতকর। মাত্রা—৪ গ্রেণ বটিকা, দিবসে ৪টি হইতে ১২টি বটিকা সেব্য।

হরিতকীর গুঁড়া, আদা, মৌরি এবং সৈন্ধব লবণ ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ২ বার সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বাড়ে ও যকৃৎ বিকৃতি আরাম হয়।

হরিতকী, আমলকী প্রত্যেক এক ভাগ, বাদাম তৈলে মিশাইয়া মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে হইবে। মাত্রা—১ তোলা, শয়নকালে ভোজনের দুই ঘণ্টা পরে। ইহা অজীর্ণনাশক।

তিল তৈল, ঘৃত কিংবা মধু—ইহাদের কোনটির সহিত হরীতকী সেবন করিলে সন্নিপাত-জ্বর আরাম হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, কফজ পাণ্ডুরোগ আরাম হয়।

হরীতকী গুড়ের সহিত পান করিলে বাতরক্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)।

উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয়।

হরীতকী হইতে বহুবিধ কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়; যথা, অমৃত হরীতকী—অজীর্ণের জন্য, দন্তি হরীতকী—গুল্ম রোগের জন্য (উদরবৃদ্ধি), অগস্তি হরীতকী—ক্ষয়কাসের জন্য এবং দশমূল হরীতকী—সর্ব্বাঙ্গীণ শোথের জন্য প্রস্তুত হয়।

১টি হরীতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, শীতকালে প্রথমভাগে আদা ও শেষে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুযোগে এবং গ্রীষ্মকালে মাত গুড়ের সহিত পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে যে, ইহা সেবনে মানুষ ১০০ বৎসর পরমায়ু লাভ করে (Hindu Mat. Med.)।

গুড়েন মধুনা শুণ্ঠ্যা কৃষ্ণয়া লবণেন বা।
দ্বে দ্বে খাদন্ সদা পথ্যে জীবেদ্বর্ষশতং সুখী।
সিক্থ-শর্করাশুণ্ঠীকনামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়ন-গুণৈষিণা। চক্রদত্ত

হরীতকী বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় আনিয়া শরীরকে রোগবর্জ্জিত করে। হরীতকী-সেবনে কখনও কোন অপকার হয় না, বরং উপকারই হইয়া থাকে। (Fig. 242.)

243. T. tomentosa Bedd. (অসন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 17 ;Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 415.

Ref.—F. B. I., ii. 447 ; Roxb., F. I., ii. 440 ; B. P., i. 481 ; Watt, vi, Pt. iv, 37.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অসন, বীজক; বা. ও হি. অসন, পিয়াশাল; তা. কুরুপ্প, মারুতা, মারাম; তে. মাদ্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, ত্বক্, কাষ্ঠ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—৮০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। পত্র ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি। গাছের ত্বক্ কর্ত্তিত, ফাটা ফাটা, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। গাছের গায়ে লম্বা লম্বা ফাটা দাগ আছে। বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ; গাছের প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং ছোট পাতাগুলি লোমদ্বারা আবৃত, মরিচা-ধরার মত। পত্র শক্ত, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্প ছোট, উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ, সরল পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। বহির্ব্বাস বাটির ন্যায় ইহাতে ৫টি ভাগ আছে। ফল ১½-২ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, পক্ষবিশিষ্ট, ¾-১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল বসন্ত কালে প্রস্ফুটিত হয়, ফল শীতকালে জন্মে। ফুলগুলিতে প্রায়ই একপ্রকার পোকায় আক্রমণ করিয়া ফলে আব (gall) উৎপাদন করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের ক্বাথ ক্ষয়-নিবারক, উদরাময় ও ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। গাছের ছাল চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অসন সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ-নিবারক (সুশ্রুত)। অসন-কাষ্ঠের ক্বাথ ও খদির-কাষ্ঠের ক্বাথের সহিত ত্রিফলা-চূর্ণ সেবন করিলে উপদংশ-রোগ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার ছাল অতিসার, গ্রহণী ও প্রদর রোগে হিতকর (R. N. Khory)। (Fig. 243.)

Genus—ANOGEISSUS Wall.

244. A. latifolia Wall. (দাওয়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 294; Royle, Ill., t. 45; Bedd., Fl. Sylv., t. 15.

Ref.—F. B. I., ii. 450; Dymock, ii. 12; Brandis, For. Fl., 227.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাধারণতঃ দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. নববৃক্ষ, বকবৃক্ষ, মধুরত্বক্; বা. ও হি. দাওয়া; তা. বিল্লাইনাগ; বম্বে দারিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্ ও আঠা।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ছাল সমতল, শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ⅙ ইঞ্চি পুরু; কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ও শাখা পীতবর্ণ। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, ছোট বোঁটায় থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের আঠা অতিশয় মূল্যবান্। ইহা বৃশ্চিক ও সর্পবিষের প্রতিষেধক (Chopra)। (Fig. 244.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus – QUISQUALIS Linn.

245. Q. indica Linn. (রঙ্গনবেল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 519.

Ref.—F. B. I., ii. 459 ; Roxb., Fl. I., ii. 457 ; B. P., i. 484 ; Prain, H. H., 211.

জন্মস্থান—মালয়-দেশীয় গাছ, বাঙ্গালার অনেক বাগানে রোপিত আছে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—হি. রঙ্গন-কি-বেল ; তা. ইরাঙ্গুন মাল্লা ; তে. রঙ্গন-মাল্লী-চেট্টু ; মা. বিলালী চামেলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কাষ্ঠ ছিদ্রযুক্ত, ত্বক্ পাতলা, ধূসরবর্ণ, মোচড়ান। কাণ্ডের উভয় দিকে ডিম্বাকৃতি পত্র হয়, পত্রের অগ্রভাগ সরু। ফুল দেখিতে সুন্দর, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ, পরে লাল অথবা কমলা নেবুর রং-বিশিষ্ট, অবশেষে বার্ণিশের ন্যায় রং হয় ; একই পুষ্পদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টি, বিস্তৃত ; ফল ½ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ মাস হইতে ফুল ও ফল হয়, এবং বর্ষাকাল অথবা কখনও শীতকাল পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মালাক্কা দ্বীপে কৃমি হইলে ইহার বীজ ব্যবহার করে ; ৪।৫টি বীজ মধুর সহিত সেব্য, ইহাতে বড় কৃমি মরিয়া যায় (Ph. Ind.) ; ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়। আম্বোয়ানা নামক স্থানে ইহার পাতার রস পেটফাঁপা ও উদরবেদনায় ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে ইহার পক্ক বীজ ভাজিয়া জ্বর ও উদরাময় রোগে প্রয়োগ করে (Rumphius)। পত্রের ক্বাথ পেটকামড়ানি ও পাকস্থলীর পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 245.)

XLV. MYRTACEAE

Genus—BARRINGTONIA

246. B. acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 7 ; Bedd., Fl. Syl., t. 204 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 427.

Ref.—F. B. I., ii. 508 ; Roxb., F. I., ii. 625 ; B. P., i. 493 ; Prain, H. H., 212.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ; হুগলী, ২৪-পরগণা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ধাত্রীফল, সমুদ্রফল ; বা., হি. বম্বে—হিজ্জল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ, ফল।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও নরম। পত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত, বোঁটার দিকে সরু, ⅛-¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ছোট, মোচার ন্যায়, ⅛ ইঞ্চি, গোলাকার। পাপড়ি ¼ ইঞ্চি, লালবর্ণ ; পুংকেসর লম্বা, প্রায় লালবর্ণ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া ; মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। এই গাছকে ভারতীয় ওক গাছ বলে। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত এবং কুইনাইনের গুণবিশিষ্ট। বীজ উগ্র, প্রসবকালে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। বালকদের সর্দ্দি হইলে কয়েক গ্রেণ বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। কয়েকটি বীজ সাগুদানা কিংবা মাখনের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় রোগের শান্তি হয় (Watt)। হিজ্জল পাতার রস উদরাময়-নাশক, বীজের গুঁড়া নস্যস্বরূপ ব্যবহার করিলে মাথাধরা আরাম হয় (Dutta)।

বালকদের বক্ষে সর্দ্দি বসিলে, ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়। ছোট ছেলেদের বর্দ্ধিত প্লীহা কমাইতে বীজের গুঁড়া ২।৩ গ্রেণ, দুগ্ধের সহিত খাওয়াইতে হয় (Rumphius)। হিজ্জলের শিকড় পুকুরে মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ভারতীয়েরা বহুপরিমাণে এই কার্য্যে ব্যবহার করে। হিজ্জলের বীজ চক্ষু উঠার একটি মহৌষধ। (Fig. 246.)

247. B. racemosa Bl. (সমুদ্রফল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal, iv, t. 6 ; Wight., Ic., t. 152 ; Bot. Mag., t. 3831 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 426.

Ref.—F. B. I., ii. 507 ; Roxb., F. I., ii. 634 ; B. P., i. 493 ; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—ভারতের পশ্চিম উপকূল, আন্দামান, সিংহল ; সুন্দরবন, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তা. সমুদ্রফল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও ফল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—চির-সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৫০ ফুট উচ্চ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটা ⅙-⅓ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ ২½ ইঞ্চি লম্বা; গর্ভকেশর ১½ ইঞ্চি। ফল ১¾ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি। এই গাছ সচরাচর সমুদ্রের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। মার্চ্চ-এপ্রিল হইতে ফুল হয়, শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় কুইনাইনের ন্যায় জ্বরনাশক। ফল সর্দ্দি, হাঁপানি ও উদরাময়ে হিতকর। বীজ পেটবেদনা ও চক্ষুঃপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ফলের গুঁড়া নস্যে ব্যবহৃত হয় এবং অপরাপর ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ ও পিত্ত-প্রকোপ প্রশমিত হয়। বীজ অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। ইহা স্ত্রীলোকদের প্রসবকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (T. N. Mukherjee)। গাছের ছাল, শিকড় ও বীজ তিক্ত। যাভা দেশে মৎস্যের মত্ততা আনিবার জন্য ইহার বীজ ব্যবহার করে। বীজের গুঁড়া নস্য লইলে হাঁচি হইয়া মাথা ধরা আরাম করে। (Fig. 247.)

Genus—CAREYA

248. C. arborea Roxb. (কুম্বী)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t, 14, t. 218; Bedd. Fl. Sylv., 205; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 428.

Ref.—F. B. I., ii. 511; Roxb., F. I., ii. 638; B. P., i, 492.

জন্মস্থান—উত্তর ভারতবর্ষ, সাঁওতাল পরগণা, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—হি. বা.—কুম্বী, কুম্ভ; তা.—আয়মা, পোস্তা, তাম্বী; তে.—গাবুলদু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, ফুল, রস এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎ কালে পত্র পতিত হইয়া যায়, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটার দিক্ সরু। বৃন্ত ১ ইঞ্চি ও পুষ্পদণ্ড ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা; ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল দেখিতে সুন্দর, পাপড়ী ৪টি ১¾ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। পুং-কেসর লালবর্ণ অনেক থাকে। ফল ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার; ফলের পশ্চাৎ দিকে বসা গর্ত্ত। ফলের তলদেশ কলসীর মত দেখিতে এবং ফাঁপা বলিয়া সংস্কৃতে কুম্ভী বলে। বীজ ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা। ছাল পুরু ও ধূসরবর্ণ, ভিতর লালবর্ণ। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় ধারক, সর্পাঘাত হইলে ক্ষতস্থানে ইহার ছালের প্রলেপ দিলে এবং রস পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rev. A Campbell)। সিন্ধু দেশের লোকেরা প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে ইহার ফুল ব্যবহার করে। ছালের টাটকা রস মধুর সহিত পান করিলে সর্দ্দির উপশম হয় (Dymock)। এই গাছের পাতার পুলটিস বিষাক্ত ঘায়ের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পাতার রসে অনেক রোগীর বিষাক্ত ঘা আরাম হইয়াছে (Commercial Plants and Drugs.)

এই গাছের ছাল হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ছাল ও ফুল খাইলে সর্দ্দি ও কাশি আরাম হয় (Rheede, Hort. Mal., iii. 367)।

ইহার ফল ও কাণ্ড হইতে উগ্র আঠা বাহির হয়। বন্য শূকর এই গাছের ছাল খাইতে বড় ভালবাসে (Rheede, Hort. Mal., iii. 36)। (Fig. 248.)

Genus—EUGENIA

249. E. Jambolana Linn. (কালজাম)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 424.

Ref.—F. B. I., ii. 499 ; Roxb., F. I., ii. 484 ; B. P., i. 491 ; Prain, H. H., 212 ; Voigt, H. S., 49.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র এবং বঙ্গদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং.—জম্বু ; বা.—কালজাম ; হি.—জামন ; তে.—নাসডু ; তা.—নাভল।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র, ফল ও বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও পত্রের রস ১-২ তোলা, বীজচূর্ণ ½-৩ আনা।

বর্ণনা—চির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে নূতন পত্র বাহির হয়। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ও ফিকে ধূসর বর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ লাল ও ধূসর বর্ণ, মসৃণ নহে। ভিতরে কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, পাকিবার সময়ে প্রথমে লালবর্ণ হয়, অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় সুন্দর বেগুনে রং-বিশিষ্ট থাকে ও পাকিলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

শাস্ত্রে জাম ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—রাজজম্বু, ইহার ফল পারাবতের ডিম্বের ন্যায়, ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ও সমুদ্রের কিনারায় একপ্রকার বড় জাম জন্মে, উহাকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজজম্বু বলে, বাঙ্গালায় আমরা যাহাকে কালজাম বলি; এই জাম বঙ্গদেশীয় অপর জাম অপেক্ষা বড়। কাকজম্বুকে চলিত কথায় বনজাম বলে (E. Fruticosa Roxb., F. B. I., ii. 499; B. P., i. 491)। ইহা আকারে কালজাম অপেক্ষা ক্ষুদ্র, পাকিলে জামগুলি কালজামের ন্যায় মিষ্ট নহে। এই গাছগুলি সাধারণতঃ নদীর কিনারায় দেখা যায় এবং বীজ পড়িয়া আপনা-আপনি বন-জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে। ইহা বর্ষার প্রারম্ভে পাকে। আর এক প্রকার জাম আছে উহাকে ভূমিজম্বু বলে, ইহার ফল অল্প হয়, আকৃতিতে ছোট মটর কলায়ের ন্যায়। ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে চলিত কথায় কুকুর জাম (E. Jambolana Var. Caryophyllifolia; B. P., i. 491) বলে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে সকল জামের গুণ প্রায় সমান বলিয়া অপর জামগুলির বিষয়ে আর পৃথক্ লিখিত হইল না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জামের ছাল ধারক, ইহার টাটকা রস ছাগ-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বালকদের উদরাময় এবং পাতার রস রক্ত-আমাশয় নিবারণ করে (Dutt) জাম খাইলে মুখের ঘা ও পেটের কৃমি নষ্ট হয়।

অপক্ব জামের রস হইতে এক প্রকার ভিনিগার প্রস্তুত হয়। ইহা কৃমিনাশক, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া-নিবারক ও মূত্রকর।

জামের বীজ বহুমূত্র-নিবারক (Dymock)। ছালচূর্ণ-দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র পূরণ হইয়া আইসে (চরক)। পিত্ত প্রকুপিত হইলে জাম ও আম পাতার ক্বাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। (Fig. 249.)

250. E. Jambos Linn. (গোলাপজাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 17; Bot. Mag., xli, t. 1696.

Ref.—F. B. I., ii. 474; Roxb., F. I., ii. 494; B. P., i. 490; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাগানে রোপিত আছে। ব্রহ্মদেশে অনেক গাছ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম— বা. গোলাপজাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা– মাঝারী ধরণের গাছ; কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র লম্বাকৃতি, বোঁটা ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ¼ ইঞ্চি। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ অনেক ফুল হয়। পুং-কেসর ১½ ইঞ্চি লম্বা, পীত কিংবা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লালবর্ণ, গোলাপফুলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভামো ও উত্তর বর্ম্মায় ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া চক্ষের ঘায়ে প্রয়োগ করে। (Fig. 256.)

251. E. Caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

Fig.—Bentl. and Trim., Med. Pl., 112 ; Woodville, t. 193 ; Bot. Mag., tt. 2749 and 2750.

Ref.—F. B. I., ii. 506 ; Steph. and Church, Med. Bot., by Burnet, ii. 95 ; U. S. Disp., 298.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, ও সেলিবিস দ্বীপ। এক্ষণে স্থমাত্রা, মালাক্কা, পিনাং, মরিসস, বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে চাষ হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, গিয়ানা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক্ষণে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের দুই একটি বাগানে কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে এ৹টি গাছ আছে; দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে বহুপরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. বা. লবঙ্গ ; হি. লাউঙ্গ ; তে. কারাবাল্লু ; তা. কিরাম্বু ; সা. লবঙ্গ ; Eng. Cloves.

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্ক ফুল ও ফুলের তৈল, ফল।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, ইহার বহুসংখ্যক নরম ও অবনত শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ছাল ফিকে পীতাভ ধূসরবর্ণ, মসৃণ। ডালের উভয়দিকে বহুসংখ্যক, সবুজবর্ণ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা পত্র জন্মে। পত্রবৃন্ত ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পত্র ডিম্বাকৃতি অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশ: সরু হইয়াছে। পত্রের উপরিভাগ উজ্জ্বল, নিম্নভাগ ফিকে, মধ্যশির স্পষ্ট। পুষ্প শাখার অগ্রভাগস্থ পুষ্পদণ্ডে জন্মে। বৃন্ত ছোট, এক একটি ভাগে ৩টি করিয়া জন্মে। ফুলের বহির্ব্বাস ½ইঞ্চি লম্বা, চারভাগে বিভক্ত, ত্রিকোণাকার ও শাঁসযুক্ত। পাপড়ি ৪টি, উহা ফুলের কেসরগুলিকে কুঁড়ি অবস্থায় ঢাকিয়া রাখে। পুংকেসর অনেক। গর্ভাশয় বহির্ব্বাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ফল মাংসল ; প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। লম্বা বহির্ব্বাস লালবর্ণ, পাকিয়া পড়িলে বাজারের লবঙ্গের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ এক একটি হয়, ইহা দেখিতে বড়, সমগ্র ফলের মধ্যে থাকে। মার্চ্চ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চরকের সময় হইতে এদেশে লবঙ্গ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা শান্তিকর, পেটফাঁপা-নিবারক, হজমীকারক, পিপাসা, বমন ও পেট-বেদনা-নিবারক। ইহা সৈন্ধব লবণ ও অপরাপর মসলার সহিত ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লবঙ্গ বাটিয়া কপালে ও নাসিকায় লাগাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। লবঙ্গ পোড়াইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে গলার ক্ষত আরাম হয়। মুসলমান বৈদ্যগণের এই বিশ্বাস আছে যে, যদি একটি লবঙ্গ প্রত্যহ ভক্ষণ করা যায় তবে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না, অপর পক্ষে তাঁহারা বলেন যে, লবঙ্গ চর্ব্বণ করিয়া উহার লালা পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রয়োগ করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিলে স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম-শক্তি বাড়াইয়া দেয়। লবঙ্গ পাকাশয়িক রোগ-নিবারক ও উত্তেজক। ইহা ঘুংড়ি কাশির পক্ষে ও দন্ত-বেদনায় হিতকর।

লবঙ্গ ৪ ভাগ, সিদ্ধি ৪, পিপুল আকরকরামূল ৬ এবং মধু ৮ ভাগ যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা অলসতা, অজীর্ণ এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে অতিশয় মূল্যবান্ ঔষধ।

লবঙ্গ ও শুঁঠ প্রত্যেকটি ৫ ভাগ, জোয়ান সৈন্ধব লবণ ৬ ভাগ যোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ- ও অম্ল-রোগনাশক; মাত্রা ৫ গ্রেণ।

লবঙ্গ ও চিরেতা সমভাগ চূর্ণ সেবন করিলে, দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধানাশ প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং উহা শরীরের বল-বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর। (Fig. 251.)

Genus—MYRTUS

252. M. communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 417. B.

Ref.—F. B. I., ii. 462; Roxb., F. I., ii. 497; B. P., i. 488.

জন্মস্থান—ভারতে প্রচুর জন্মে, ভূমধ্যসাগর হইতে আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বিলাতী মেন্দী; পঞ্জাব—হাব্ব লাস; সিন্ধু—আভুলাস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ। ইউরোপীয়েরা এবং ইহুদী জাতিরা ইহার পত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পর্ব্বে বহু পরিমাণে ব্যবহার করে। ইহা ভারতবর্ষে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পত্র সুগন্ধযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ; ইহার বোঁটা ছোট। ফুলের পাপড়ি ৫টি শ্বেতবর্ণ। ফল মটরের ন্যায় বড়, বেগুনে রং-বিশিষ্ট (O'Shaughnessy, Beng. Disp., 333)। জুন মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উত্তর ভারতে ইহার পত্র অপস্মার, অম্ল, উদরাময় ও যকৃৎ-রোগে ব্যবহার করে। পত্রের ক্বাথ মুখের ঘায়ে ধৌতরূপে ব্যবহৃত হয়। ফল কৃমিনাশক, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, রক্ত অর্শ, বাত ও আভ্যন্তরিক ক্ষতে হিতকর (Watt)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার পত্র হইতে এক প্রকার Essential Oil (পরিশ্রুত তৈল) বাহির হয়। উহা Paris Hospitalএ শ্বাসযন্ত্রের ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া এবং বাতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয় (Pharm. Journ. 782, 1899)। (Fig. 252.)

Genus—MELALEUCA

253. M. Leucodendron Linn. (কাজুপটি)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 420 ; Bentl. & Trim., t. 108.

Ref.—F. B. I., ii. 465 ; Roxb., F. I., iii. 397 ; B. P., i. 486 ; Dymock, ii. 23.

জন্মস্থান—ভারতে চাষ হয় ; বর্ম্মার টেনাসরিম প্রদেশে অনেক গাছ আছে ; মালয় উপদ্বীপে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বম্বে—কাজুপটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ। ইহার ত্বক্ শ্বেতবর্ণ, পুরু, পেয়ারা গাছের ন্যায় মোটা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা হইতে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ শক্ত ও ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রের অগ্রভাগ সরু, ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৬ ইঞ্চি পুষ্পদণ্ডে স্থাপিত। পুষ্পদণ্ড ডালের অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুংকেসর অনেক আছে। বীজকোষ ৩ ভাগে বিভক্ত (Brandis)। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত বেদনা আরাম হয়, ইহা উত্তেজক এবং ঘর্ম্মকর (Dymock)। তৈল মালিশ করিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ হয়—এই তৈল একটি শক্তিসম্পন্ন ঘর্ম্মকর ঔষধ (Watt)। British এবং Indian Pharmacopœiaতে ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। (Fig. 253)।

Genus—PSIDIUM

254. P. Guyava Linn. (পেয়ারা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 421 ; Rheede, Hort. Mal., iii, t. 48 ; Rumph. Ambo., i. 480.

Ref.—F. B. I., ii. 468 ; Roxb., F. I., ii. 480 ; B. P., i. 487.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, কাশী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেয়ারা; হি. আমরুত; তা. সেগাপু; তে. ইবাজাম-পাণ্ডু, কামা-কোইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক, ফল।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল মসৃণ, পাতলা, ধূসরবর্ণ, ছাল পাকিলে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ মাঝামাঝি শক্ত। পাতার অগ্রভাগ ভোঁতা, পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, উপরের দিক মসৃণ নীচের দিক কোমল লোমযুক্ত, পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া, সমান্তরাল ও শক্ত। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা, এক একটি অথবা ২-৩টি একত্রে হয়, সুগন্ধ বিশিষ্ট, ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। ফল বড় ৩-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, গোল অথবা লম্বাকৃতি। ফলে অনেক বীজ থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ ও মসৃণ, ইহার শাঁস লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, অম্ল-মিষ্ট রসবিশিষ্ট। ফুল মে-জুন মাসে হয় ও জুলাই মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের ক্বাথ বালকদের উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়, পেয়ারার কচি পাতা উদরাময়ে বলকারক ঔষধ বলিয়া বর্ণিত আছে। পেয়ারা পাতার ক্বাথ পান করিলে কলেরা রোগের ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পায় (Pharm. Ind.)। পেয়ারা পাতা চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের ঘা আরাম হয়। (Fig. 254)।

XLVI. MELASTOMACEAE

Genus—MEMECYLON

255. M. edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)

Fig.—Roxb., Pl. Coromondal. i, t. 82; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 429.

Ref.—F. B. I., ii. 563; Roxb., F. I., ii. 260; B. P. i., 497; Dymock, ii, 35.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে, বর্ম্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল।

বিভিন্ন নাম—বম্বে. অঞ্জন; তে. আলি-চেটু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—Roxburgh সাহেবের Flora Indica নামক পুস্তকে এই গাছ ১২ রকমের আছে বলিয়া লিখিত আছে। গাছগুলি সাধারণতঃ গুল্মজাতীয়। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১-১¼ ইঞ্চি চওড়া, চামড়ার ন্যায় শক্ত। ফুল বেগুনের আভাযুক্ত নীলবর্ণ ও গুচ্ছবদ্ধভাবে স্থাপিত। ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, গাঢ় বেগুনে রং-বিশিষ্ট ও গোলাকার। বহির্ব্বাস ফলে সংলগ্ন থাকে। ফল মানুষে খাইয়া থাকে। এপ্রিল জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের স্বাদ অম্ল-তিক্ত ও উগ্র, উহা ধারক এবং প্রদর ও গনোরিয়া রোগ ও চক্ষুপ্রদাহ নিবারক; মাত্রা ২০ ফোঁটায় ১ ফোঁটা। পত্র সিদ্ধ করিবার পর ছেঁচিয়া পিষ্টকাকারে খাইতে হয়। Dr. Peters বলেন ইহা গনোরিয়া রোগের একটী চমৎকার মহৌষধ। শিকড়ের ক্বাথ ½-১½ মাত্রায় সেবন করিলে ঋতুস্রাব আরাম হয় (Drury)। ইহার ছাল, নারিকেলের শাস, জোয়ান, হরিদ্রা, কালজীরা এইগুলি সমান মাত্রায় গুঁড়া করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন অস্থি জুড়িয়া যায়। (Fig. 255)।

XLVII. LYTHRACEAE.

Genus—AMMANNIA Linn.

256. A. baccifera Linn. (দাদমারি)

Fig.—Lam., Ill., t. 77, Fig. 5; Wight, Ill., t. 87; Griff., Ic. Pl. Asit., t. 580.

Ref.—F. B. I., ii. 569; Roxb., F. I., i. 426; B. P., i. 500; Dymock, ii. 37; Prain, H. H., 213.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—স. অগ্নিগর্ভ; বা. দাদমারি; তা. নিরুমেল; তে. অগ্নিবেন্দ্র পাকু; বম্বে—বনমরিচ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, সেঁতসেঁতে স্থানে জন্মে; ৬-৮ ইঞ্চি, কখন কখন ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ও বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ভাবে প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ছোট। পুষ্পনল বৃত্তাকার; ফুলের পাপড়ি সাধারণতঃ নাই কিংবা ছোট। বীজকোষ গোলাকার, চেপ্টা। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, কতক পরিমাণে গোলাকার। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অনেকেই ইহাকে অগ্নিগর্ভ বলিয়া থাকে। বাতিক জ্বর হইলে দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার "blister" দিয়া থাকে। টাটকা পাতার রস কোন স্থানে দিলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

½ ঘন্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে। পাতুকোটা নামক স্থানের লোকেরা ইহা হইতে একপ্রকার মালিশ প্রস্তুত করে, চক্ষু জ্বালা করিলে ইহা কপালে লাগাইয়া থাকে। (Fig. 256)। এই পাতার ছেঁচা রস গাত্রে লাগাইবার অর্দ্ধঘন্টা পরে ফোস্কা উঠিতে থাকে এবং যতক্ষণ না তুলিয়া ফেলা হয় ততক্ষণ দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহার যন্ত্রণা Cantharides অপেক্ষা অধিক এবং Plumbago (চিতা) অপেক্ষা কম উগ্র।

পত্রের রস সেবন করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dr. Bholanath Bose)। কিন্তু ইহা খাওয়ান সমীচীন নহে কারণ ইহাতে অতিশয় কষ্ট হয়। কঙ্কন দেশে ইহার রস জলের সহিত পান করাইয়া সঙ্গম প্রবৃত্তি কমাইয়া দেয়। শুষ্ক ও কাঁচা গাছের ক্বাথ আদা ও মুথার সহিত সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। গাছ পোড়ান ছাই তৈলের সহিত গাত্রে লাগাইলে চর্ম্ম রোগ আরাম হয়। (Fig. 256)।

Genus—LAWSONIA Linn.

257. L. alba Lamk. (মেহেদী)

Fig.—Wight, Ill. t. 87 ; Lamk., Ill. t. 296 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432A.

Ref.—F. B. I., ii, 573 ; Roxb., F. I., ii. 358 ; Watt, vi, Pt. II, 597 ; Dymock., ii, 41.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. শাকচেরী ; বা. মেহেদী, মেন্দী ; হি. হেনা ; তা. মারুতনরী ; তে. গুনুতেচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছ, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—গাছ ৩ ফুট উচ্চ হয়। সচরাচর বেড়ার রোপণ করে। পত্র ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ছোট। ফুলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপের ন্যায় সৌগন্ধবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি। ফল মটরের ন্যায়। ইহার ফুল ও ফল সম্বৎসর ধরিয়া গাছে থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা তৈলের সহিত ছেঁচিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয়। বসন্ত হইলে ইহার রস পায়ের তলায় লাগাইয়া থাকে এবং চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষে বসন্ত হয় না বলিয়া কথিত আছে। নখে ও চুলে লাগাইলে নখ ও চুল বর্দ্ধিত হয়। ইহার ছাল কামলা রোগে ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে প্রদত্ত হয় এবং কুষ্ঠ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চর্ম্মরোগে হিতকর। ক্বাথ পোড়া ঘা ও ক্ষত নিবারণ করে। বীজ মধুর সহিত ব্যবহার করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়।

ফুলের ক্বাথ মাথাধরা আরাম করে ও কোন স্থান মচকাইয়া যাইলে উপকার হয় (Dymock)।

পাতার ক্বাথ উগ্র ও ক্ষত নিবারক, পায়ে হাজা হইলে এবং পা জ্বালা করিলে টাট্‌কা রস দিলে উপকার হয়। ইহার ফুল নিদ্রাকর বলিয়া বালিসে দিয়া থাকে।

তামিল দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পুষ্পিত শাখা এবং পত্র হইতে এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করে, উহা কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগের মহৌষধ (Ainslie)। অনৈচ্ছিক শুক্র পাতে কঙ্কন দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস চিনির সহিত ব্যবহার করিতে বলেন (Dymock)। ছেঁচা পাতার রস কিংবা পাতার ক্বাথ ভগ্নস্থানে প্রদান করিলে উহা সারিয়া যায় ও বেদনা কমিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা ইহার পাতার রসে পা রঙ করিয়া থাকে। (Fig. 257)।

Genus—WOODFORDIA Salisb.

258. W. floribunda Salisb. (ধাইফুল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 31; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432B.

Ref.—F. B. I., ii, 572; Roxb., F. I., ii, 233; Watt, vi, Pt. 4, 312; B. P., i, 502; Prain, H. H., 213; Voigt, H. S. 502.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ; হুগলী জেলার পশ্চিম ভাগে গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ধাতকী, পার্ব্বতী; বা. ধাইফুল; হি. ধাউরা; তে. ফারগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল এবং পত্র। মাত্রা—৪-৮ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বর্ষাকৃতি বিপরীত মুখী, গোড়ার দিকে প্রায় গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের উপর দিক ধূসর বর্ণ, কোমল লোমাবৃত, নীচের দিক সূক্ষ্ম লোমাবৃত। ফুল উজ্জল লালবর্ণ। একটী পুষ্পদণ্ডে ৫-১৫টি ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুং কেশর ১২টি, বিস্তৃত, গর্ভকেশর লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, উহা ধূসর বর্ণ ও মসৃণ। ইহার ফুল শীতকালে হয়, এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দুমতে ইহার শুষ্কফুল ধারক, উত্তেজক, ইহা পেটের ব্যারাম ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রক্ত অর্শে ব্যবহার হয়, এবং মধুর সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয়। ফুলের গুঁড়া ায়ে লাগাইলে পুঁজ নির্গত হয় ও শীঘ্র শীঘ্র ঘা সারিয়া উঠে (Dutta)।

ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবং।
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থ্যং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥
ধাতকীচূর্ণলোধ্রৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ। চক্রদত্ত।

ধাইফুল, বেল, লোধ্রছাল (Symplocos racemosa), বালার (Pavonia odorata) শিকড় এবং গজপিপুল (Sindapsus officinalis) ছাল সমপরিমাণ, ২ তোলা পরিমাণ ক্কাথ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার আরাম হয়।

ধাতকীবিল্বলোধ্রাণি বালকং গজপিপ্পলী।
এভিঃ ক্কতং শৃতং শীতং শিশুভ্যঃ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
দদ্যাদবলেহং সর্ব্বাতিসারশান্তয়ে। শার্ঙ্গধর।

ইহার শুষ্কফুল বলকারক, অর্শ ও যক্বৎ দোষে হিতকর এবং গর্ভাবস্থায় উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কঙ্কন দেশীয় লোকে রোগীর দারুণ পিত্তজ্বরে রোগীর মুখে তিল তৈল দিয়া মাথায় পাতার রস দেয়, কথিত আছে যে, তাহার মুখের তৈল পীতবর্ণ হয় এবং পিত্ত টানিয়া লয় ও সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার তৈল দেয়—এইরূপে ২।৩ বার দিলে যখন সমস্ত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় তখন আর তৈল পীতবর্ণ হয় না (Dymock)। (Fig. 258)।

Genus—LAGERSTROEMIA

259. L. Flos-Reginae Retz. (জারুল)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 433.

Ref.—F. B. I., ii. 577 ; Roxb., F. I., ii. 505 ; B. P., i. 504 ; Watt, iv, Pt. ii, 582 ; Prain, H. H., 213.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, আসাম, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. জারুল ; তা. কাদালি ; তে. চেন্নাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—৫০-৬০ ফুট উচ্চগাছ, গাছের কাণ্ড মোটা ও উচ্চ। শাখায় ১-৩ ইঞ্চি লম্বা শক্ত কাঁটা হয়। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা ; ফুল বক্র, ঈষৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেগুণে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ; বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস শ্বেতবর্ণ ও শক্ত ; ফুলের পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা, কিনারাগুলি শক্ত। ফল ১-১⅛ ইঞ্চি লম্বা। বীজাধার বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজ পক্ষসমেত ½-⅝ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ। এপ্রিল-জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় একবৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক এবং পত্র, ফল অনেক দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়, বীজের মাদকতা শক্তি আছে, শিকড় ও পত্র বিরেচক (Rev. J. Rang)। ছাল উত্তেজক ও জ্বর নাশক (Surg. W. D. Stewart)। (Fig. 259)।

Genus—PUNICA Linn.

260. P. Granatum Linn. (দাড়িম্ব)

Fig.—Bent & Trim., Med. Pl., t. 113 ; Wight, Ill., t. 97 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 435.

Ref.—F. B. I., ii, 581 ; F. I., ii, 499 ; Watt, ii, Pt. I, 368 ; B. P., i, 505 ; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—আফ্রিকা দেশীয় গাছ, বঙ্গদেশ, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে রোপিত হইয়াছে, কাবুল ও পারস্যে প্রচুর জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. দাড়িম্ব ; বা. হি. দাড়িম্ব ; তা. মাদালাই চেদ্দি ; তে. দানিম্মা। Eng. Pomegranate.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, খোলা, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—১০-১৫ ফুট উচ্চ গাছ ; শাখাগুলি গোলাকার, ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে পীতবর্ণ, অল্প কাল দাগ আছে। ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত। পত্র সাধারণতঃ ২-২½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-⅝ ইঞ্চি চওড়া ; পত্রের উভয় দিক সরু। ফুলের বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি ; পাপড়ি লালবর্ণ ½ ইঞ্চি কিংবা অধিক। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, ইহাতে লালবর্ণ রস আছে। দাড়িম্ব গাছ দুই রকমের আছে—একটিতে কেবল পুং পুষ্প হয়, ইহার পাতাগুলি রক্তিমবর্ণ, অপর প্রকার গাছে সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী উভয়বিধ পুষ্পই জন্মে। ফলের ভিতর অনেক বীজ আছে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল হয় এবং আগষ্ট সেপ্টেম্বরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজেরা দাড়িম্বের রস ও টাটকা ফল বলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলের খোসা ও ফুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে উদরাময় ও অজীর্ণ আরাম হয়। ইহার বীজ ও শাঁস পাকযন্ত্রের পরিশোধক (U. C. Dutt)। আরবেরা ইহার শিকড়ের ছাল সঙ্কোচক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহা ফিতার ন্যায় বৃহৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃমির পক্ষে হিতকর। টাটকা শিকড়ের ২ আউন্স পরিমাণ ১½ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিতে হয়, ¾ পাইন্ট অবশিষ্ট থাকিবে, উহা অল্প শীতল হইলে এক গ্লাস মদ্যের সহিত ½ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। কখন কখন ইহাতে উদরাময় হয় কিন্তু কৃমি নাশের পক্ষে ইহা একটী অব্যর্থ ঔষধ (Dymock)।

দাড়িম্ব গাছের ছাল, অহিফেন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় ও আমাশয় নিবৃত্তি পায়। জোলাপ লইবার পরদিন ইহার ছালের ক্বাথ পান করিলে কৃমি বাহির হইয়া যায় (Pharma Ind.)।

যে নারীর প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, গর্ভস্রাব নিবারণের জন্য, তাহার পঞ্চম মাসে দাড়িম্ব-পত্র পেষণ করিয়া, শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

দাড়িম্ব ও কুরচীর ত্বকের ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স-রক্ত অতিসার নিবারণ হয় (চক্রদত্ত)।

অরুচি হইলে, দাড়িম্বের রস, বিটলবণ, মধুসহ মুখে ধারণ করিলে দারুণ অরুচি নিবারণ হয়। কুট্টিত কুরচীর ছাল ৪ তোলা, কাঁচা দাড়িম্বের খোলা ৪ তোলা, ৬৪ তোলা জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ৮ তোলা অবশেষ রাখিবে; এই ক্বাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবল রক্তআমাশয় আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। দাড়িম্ব ফুলের রসে নস্য গ্রহণ করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ হয় (চরক)।

দাড়িম্ব শিকড়ের ক্বাথে শুণ্ঠিচূর্ণ সেবন করিলে অর্শ রোগীর রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দাড়িম্বের বীজ হজমিকারক এবং শাঁস হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক (Hiudu Met. Med.)। (Fig. 260)।

XLVIII. ONAGRAGEAE.

Genus—JUSSIAEA Linn.

261. J. suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 50; Lamk., Ill., t. 280, Fig 3.

Ref.—F. B. I., ii, 587; B. P., i, 507; Voigt, H. S. 33; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বল্লভী অঙ্গ; বা. লাল বনলবঙ্গ; তা. নিরকিরাম্বু; ইং. Water-clove.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—গুল্ম জাতীয় গাছ ৪-৬ ফুট উচ্চ, গুল্মগুলি বহু শাখা বিশিষ্ট। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ছোট। ফুলের পাপড়ি ৪টি

1034B—29

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পীতবর্ণ, বীজকোষ ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ৮টি শিরাবিশিষ্ট। ফল দেখিতে লবঙ্গের ন্যায়। প্রান্তদেশে লবঙ্গের ন্যায় ফুল থাকে। এই গুল্ম বর্ষজীবী, এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়! শীতকালে ফুল ও ফল হয়

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ক্বাথ জ্বরকালে ব্যবহার করিলে জ্বর বন্ধ হয় (Wood, Plants of Chutia Nagpur)। মালাবার দেশে এই গাছের ক্বাথ পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপায় ব্যবহার করে; ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে মূত্রকর, বিরেচক ও কৃমিনাশক। Miller বলেন যে ইহার ফল লবঙ্গের ন্যায় এবং ইহা জামেকা দেশীয় J. repensএর ন্যায়। ইহা থুতুর সহিত রক্ত বমনে হিতকর (Mat. Ind., ii, 66)। ইহার ধারকতা গুণ ভারতীয় অনেক কৃষকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। (Fig. 261)।

262. J. repens Linn. (কেসরদাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 51; Hook, Bot., Misc. iii. 300, t. 40.

Ref.—F. B. I., ii. 587; Roxb., F. I., ii. 401; B. P., i. 507; Prain, H. H., 214; Voigt, H. S., 33.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই পুকুর কিংবা ঝিলে ভাসিয়া থাকে অথবা পুকুরের কিনারায় কাদায় লতাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন নাম—স. কঞ্চট; বা. কাঁচড়াদাম; কেসরদাম; জলতুণ্ডলীয়; হি. জল-চৌলাদ্।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—লতানে জলজ উদ্ভিদ্, পুকুর অথবা বিলের উপরে বা কিনারায় জন্মে। পত্র পাতলা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তের দিকে সরু, দেখিতে ক্ষুদ্র কাঁটাল পাতার মত। ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, উপরের পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় স্থূলকোণী; ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫-৬ টি, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে অনেকটা মূড়ীর ন্যায়। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার মসৃণ ও লোমাবৃত। বীজ মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বনলবঙ্গের গুণের তুল্য, এই জন্য পৃথক লেখা বাহুল্য মাত্র।

পানীয়ং তণ্ডুলীয়স্তু কঞ্চট-সমুদাহৃতম্।
কঞ্চটতিক্তকং রক্তপিত্তানিলহরং লঘু॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার পত্র জাম, দাড়িম্ব, পানিফল পাঠা ও একটি কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিবে, উক্ত বেল পুরাতন গুড় ও পিপুল দিয়া খাইতে হইবে এবং পত্রের সিদ্ধ ক্বাথ পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। (Fig. 262)।

Genus—TRAPA Linn.

263. T. bispinosa Roxb. (পানিফল)

Fig. Rheede, Hort. Mal., xi, t. 33; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 437.

Ref. F. B. I., ii. 590: Roxb., F. I., ii. 428; B. P., i. 508; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের, ছোটনাগপুরের বহু পুকুরে ও ঝিলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরের পুকুরে আছে।

বিভিন্ন নাম—স. শৃঙ্গাটক; বা. পানিফল; হি. তা. সিঙ্গেরা; তে. পারিগাদ্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহা একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ লতা। পত্র ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের কিনারাগুলি করাতের ন্যায় বড় দাঁত বিশিষ্ট। বৃন্ত ৪-৬ ইঞ্চি, পশমময়। ফল ¾ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, কোমল লোমযুক্ত এবং দুই কোণে দুইটি ধারাল কাঁটাযুক্ত। পানিফলের অপর একটি জাতি আছে যথা, T. incisa (F. B. I. ii, 590), ইহা প্রধানতঃ ছোটনাগপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাসমান পত্র ১ ইঞ্চি লম্বা, দাঁতযুক্ত, বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। ফল ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত; চারি কোণেই এক একটি কাঁটা আছে, ইহার মধ্যে ২টি কাঁটা ছোট। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফলের শাঁস মিষ্ট, বলকারক, ইহা পিত্তপ্রকোপ ও উদরাময়ে ব্যবহার হয়। পানিফল পুলটিস দিতে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয় (Punjab Products)। বিছা কামড়াইলে পানিফল ছেঁচিয়া দিলে যন্ত্রণার অবসান হয়। (Fig. 263)।

XLIX. SAMYDACEAE.

Genus—CASEARIA Jacq.

264. C. tomentosa Roxb. (চিল্লা)

Fig.—Brandis, For. Fl., 243, t. 31; Wight, x, t. 1846; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 439.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., ii. 593 ; Roxb., F. I., ii. 421 ; B. P., i. 509 ; Watt, ii, Pt. i, 209.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, অযোধ্যা, পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. সতগণ্ড ; হি. চিল্লা ; সাঁওতাল—কর্ক ; তে. গামগাদু ; মারহাট্টা—মোসেই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, ২-৫ ফুট উচ্চ ; শাখাগুলি ক্ষুদ্র। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। সকল পত্রের বৃন্ত সমান নহে, কোনটি অতি ক্ষুদ্র, কোনটি বা ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। পুষ্পাধার ⅛ ইঞ্চি, ফুলের কুঁড়ি লোমযুক্ত। পুংকেসরনল ছোট, ৭-১০টী। ইহা C. esculentaর সমগুণ বিশিষ্ট (Rheede, Hort. Mal., v. 50)। ইহার ছাল Mallotus philippinensis (কমলাগুঁড়ি) সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Roxburgh বলেন যে দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী লোকেরা ইহাকে বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতে ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি এবং অর্শরোগের ঔষধ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। ছাল ৯০-১২০ গ্রেণ ১ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া দিবসে তিনবার সেবন করিলে এবং শিকড় বাটিয়া অর্শের বলিতে লাগাইলে অর্শ আরাম হয়। ছালের ক্বাথ সেবন করিলে যকৃতের শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহার শিকড়ে ৭টি পাক আছে, ইহা বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের অরিষ্ট ১০-২০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে পুরাতন যকৃৎ রোগ আরাম হয়। এই গাছের ফল মৎস্যের পক্ষে বিষের ন্যায় কাজ করে (Stewart)। পত্র এবং ফলের শাঁস মূত্রকর। (Fig. 264)।

L. PASSIFLORACEAE

Genus—CARICA Linn.

265. C. Papaya Linn. (পেঁপে)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 440.

Ref.—F. B. I., ii. 599 ; Roxb., F. I., iii. 824 ; B. P., i. 514 ; Prain, H. H., 215.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজীল (Brazil) নামক স্থানে ; তথা হইতে পর্ত্তুগীজেরা প্রথম এদেশে আনে এবং এক্ষণে ইহা ভারতের বহুস্থানে বাগানে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, রাঁচি, মহীশূর, বম্বে, প্রভৃতি স্থানে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁপে ; হি. পেঁপে আম ; তা. পাপ্পানি ; তে. বাপ্পেয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, আঠা।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ লম্বা সোজা গাছ, শাখা-প্রশাখা প্রায়ই হয় না। গাছ পুরাতন হইলে দুই একটি শাখা বাহির হয়। পত্র তালপত্রের ন্যায় ছত্রাকার, ইহাতে ৭টি ভাগ আছে। বৃন্তটি নলের মত, প্রায় ৩ ফুট লম্বা। পুং-পুষ্প পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুং ও স্ত্রী পুষ্প সাধারণতঃ ভিন্ন গাছে জন্মে। পুং-পুষ্পের পুষ্পাধার গোলাকার, স্ত্রী-পুষ্পের পুষ্পাধার ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বা ও প্রায় গোলাকার, দেখিতে অনেকটা ছোট লাউএর ন্যায়, পাকিলে পীতের আভাযুক্ত রং হয়। ফলের ভিতর অনেকগুলি ধূসরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বীজ থাকে। কাঁচা ফলে দুগ্ধের মত ঘন আঠা আছে। প্রায় সারাবৎসরই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁপের আঠা টাট্‌কা আদার সহিত মিশাইয়া মাংসে দিলে মাংস অতি শীঘ্র গলিয়া যায়। পেঁপে রক্ত অর্শ, প্রস্রাবের রোগ ও অজীর্ণে হিতকর। পেঁপের আঠা কৃমিনাশক (Dr. Fleming)। পেপের টাটকা আঠা, ১ চামচে মধু, ৩-৪ চামচে গরম জল, একত্রে মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম থাকিতে একবারে খাইয়া দুই ঘণ্টা পরে চূনের জল খাইতে হইবে—এইরূপে উপর্য্যুপরি দুই দিন খাইলে কৃমি নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য্য, ১০ বৎসরের অধিক বালকদের পক্ষে অর্দ্ধেক এবং তাহার কম বয়সের পক্ষে ⅙ ভাগ খাইতে হইবে। ইহা যদি পেটের শূলনিজনক যন্ত্রণাদায়ক হয় তবে চিনির জল ব্যবহার করিবে (O' Shaughnessy)।

ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা জানে, যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক পেঁপের আঠা খায় তবে তাহার গর্ভপাত হয়। তাহাদের ধারণা এই যে পেঁপে খাইলেই গর্ভপাত হইতে পারে।

পেঁপের আঠা ১ চামচ, সমপরিমাণ চিনি - এইগুলি তিন ভাগ করিয়া ৩ বার খাইলে যকৃৎ বৃদ্ধি কমিয়া যায় (Ind. Med. Gazette)। পেঁপের আঠা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে ; পত্রের রস হৃদ্‌রোগ এবং জ্বরে হিতকর। পেঁপের আঠা দদ্রু নাশক ও গ্রহণীরোগ নিবারক। পেঁপের শিকড় তিক্ত, ইহা পাকাশয়ের বল বৃদ্ধি করে। (Fig. 265)।

LI. CUCURBITACEAE

Genus—TRICHOSANTHES Linn.

266. T. palmata Roxb. (মাকাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442B ; Wight, Ill., t. 104 & 105.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., ii. 606 ; Roxb., F. I., iii. 704 ; B. P., i. 518 ; Watt, vi, Pt. iv, 84, Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জঙ্গলে দেখা যায়। সিঙ্গাপুর, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ইন্দ্রাম্বণ, শ্বেতপুষ্পী-বিশালা, মাহাকাল; বা. মাকাল; হি. ইন্দ্রায়ন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, ৩০-৪০ ফুট লম্বা হয়। পত্রের ব্যাস ২-৮ ইঞ্চি, পত্র তিন অংশে বিভক্ত, দেখিতে অনেকটা করাঙ্গুলিবৎ। পত্রের গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা দাঁতযুক্ত। বৃন্ত ১-৩ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পাপড়ি ৩ ইঞ্চি, ইহার গোড়া পীতবর্ণ, পুংপুষ্প একসঙ্গে দুইটি করিয়া হয়, ইহার দণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ১½-২ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ফলের গায়ে ১০টি নেবু রংএর দাগ আছে। ফলের শাস সবুজবর্ণ, শাসে বীজ অনেক থাকে। প্রত্যেক বীজ ⅙-½ ইঞ্চি, লম্বা, চেপ্টা, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। বীজে তৈল আছে। আর এক জাতীয় মাকাল আছে যাহাকে (T. bracteata Kurz) বড় মাকাল বলে (Kurz, Journ. Asit. Soc., Pt. ii, 99, 1877)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল গুঁড়া করিয়া নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া নাক ও কানের ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Ainlie)। মাকালের ফল বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। ইহা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাককে খাইতে দিলে কাক মরিয়া যায় (Roxburgh). গবাদি পশুর বক্ষপ্রদাহে ও হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Wight)। বম্বে দেশে ইহার ফল হাঁপানী রোগে ধূমপানরূপে ব্যবহৃত হয়। মাকালের শিকড়, ত্রিফলা ও হরিদ্রা সমপরিমাণ যোগে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় উহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া গনোরিয়া রোগীকে দেওয়া হয় (Dymock)। ফলের রস কিংবা শিকড়ের ছাল, তিল তৈলের সহিত গরম করিয়া স্নান করিবার সময় তৈলরূপে ব্যবহার করিলে বহুক্ষণস্থায়ী মাথাধরা ও আধকপালে আরাম হয় (Watt)। কানে পুঁজ হইলে এই তৈল কানে দিলে পুঁজ আরাম হয়। (Fig. 266)

267. T. cordata Roxb. (ভুঁইকামড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442A.

Ref.—F. B. I., ii. 608 ; Roxb., F. I., iii. 703 ; B. P., i. 518.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পেগু, খাসিয়া পাহাড়, তেরাই পাহাড়, কাছাড় এবং নেপাল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—স. বিদারী ; বা. ভূঁইকামড়া (চট্টগ্রাম)।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও ফুল।

বর্ণনা—বহুদূর বিস্তৃত লতা, কাণ্ডে ঘন লোম আছে। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা দাঁতযুক্ত ও করাতের ন্যায় ; আঁকড়ী ১-২ ফুট লম্বা, আঁকড়ীতে ৩টি প্রশাখা আছে। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় শক্ত। পুষ্পপত্রে ঘন পশম আছে, ১½ ইঞ্চি লম্বা। ফল মাকালের মত উজ্জ্বল লালবর্ণ, মস্তক কমলানেবুর রং বিশিষ্ট। ইহার কন্দ স্বাদে তিক্ত, কটু ও কষায়, দেখিতে পীতবর্ণ। বরিশাল ও চট্টগ্রামের লোকে ইহাকে ভূকামড়া বলে। প্রকৃত ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বাদে মধুর এবং উহার কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে এবং কন্দ দেখিতে শ্বেতবর্ণ। প্রকৃত ভূঁইকুমড়ার লাটিন নাম Ipomoea digitata L. অথবা Convolvulus paniculata Linn. ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র জন্মে। ইহাও লতানে গাছ। শালিগ্রাম বৈশ্য বলেন, যাহার কন্দ মূলার মত, বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং প্রতি শাখায় ৭।৮টি পত্র থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী (I. digitata)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কন্দ একটী মূল্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং Columbaর সমস্থানীয় ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Roxb.)। পাটনা জেলায় ইহার শুষ্ক ফুল ২-৫ গ্রেণ পরিমাণ উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি আরাম করে এবং টাট্‌কা শিকড় তৈলের সহিত মিশাইয়া কুষ্ঠের ক্ষতে প্রয়োগ হয় (Taylor's Topography, Dacca)। (Fig. 267)।

268. T. dioica Roxb. (পটোল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 443.

Ref.—F. B. I., ii, 609 ; Roxb., F. I., iii, 701 ; B. P, i. 517 ; Watt, vi, Pt. 4, 83 ; Prain, H. H., 215 ; Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. পটোল ; তা. কম্বুপুদালাই ; তে. কম্বুপটলা ; হি. পালভাল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও গাছের লতা ; কাথ ৫-১০ তোলা ; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, বহুদূর বিস্তৃত হয়, লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে মূল বাহির হয়। পত্র খস্‌খসে। গাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট ; পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ সরু। বোঁটা পশমময়, ¾ ইঞ্চি লম্বা ; আঁকড়ী ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যোড়া যোড়া থাকে, স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ড অতি ক্ষুদ্র ; পুষ্পনল ১৪ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফল ২-৩½ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি কিংবা ঈষৎ গোলাকার, কাঁচা পাতিলেবুর মত রং বিশিষ্ট। বীজ ⅛-½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারায় ঢেউখেলান। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পুং-কেসর ৩টি আছে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে আমরা যে পটোল খাই তাহা ঔষধার্থে ব্যবহারের উপযোগী নহে ; উহা অরণ্য-জাত পটোল, উহার ফল তিক্ত, পত্র অতিশয় কর্কশ ও লোমযুক্ত। T. Cucumerina Linn. কেই আসল পটোল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার করা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার পত্র জ্বরনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে। কাঁচা পটোলের রস স্নিগ্ধকর ও ধারক, ইহা অপর ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার হয়। পটোলের পত্র ও ধ'নের ক্বাথ জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dutt)। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজেরা পটোলের শিকড় কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতেন (Pharm. Ind.)।

শোথ-রোগীকে বন-পটোলের রস খাওয়াইলে শোথের উপকার হয়। তিক্ত পল্‌তা জলে সিদ্ধ করিয়া তৈলে ভাজিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে খাওয়াইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়। পিত্তজ বসন্ত রোগে পটোলের মূলের ক্বাথ পান করাইলে বসন্তের শান্তি হয়। নিম পাতা ও পলতার ঝোল পিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (চক্রদত্ত)।

পটোলের মূল খাইলে অতিশয় তরল ভেদ হয় (K. L. Dey)। পটোলাদি ক্বাথ—পল্‌তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বাশিকড়, বচ, আকনাদি, গোলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকটি ১ ড্রাম পরিমাণ, অর্দ্ধসের জলে দিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে জ্বর আরাম হয়।

পলতা, গোলঞ্চ, মুথা, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, কমলাগুড়ি, ত্রিফলা প্রত্যেক দুই তোলা, দারুচিনি, নিমের শিকড় প্রত্যেক ৩ তোলা, ত্রিবৃৎ ৪ তোলা এই গুলির গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে কামলা ও শোথ রোগ আরাম হয় ; মাত্রা ১ ড্রাম, গোমূত্রের সহিত ব্যবহার্য্য। পটোলাদ্য চূর্ণ জ্বর ও চর্ম্মরোগে—পটোল পাতা, গোলঞ্চ, মুথা, চিরেতা, নিমছাল, খয়ের, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া প্রত্যেক ২ তোলা, অর্দ্ধসের জল, আধ পোয়া থাকিতে ব্যবহার্য্য। (Fig. 268)।

269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

Fig.—Bot. Mag., t. 722 ; Lamk., Ill., t 794.

Ref.—F. B. I., ii. 610 ; Roxb., F. I., iii, 701 ; B. P., i. 518 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র অল্প ও অধিক পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. চিচিণ্ডা ; বা. চিচিঙ্গা, হোঁপা ; তে. সিঙ্গা-পটল ; বম্বে—পদাবলা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ; পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৫টী কোণযুক্ত, পত্রের উভয়দিকে কোমল লোম আছে। ইহার আঁকড়ী ১½-২ ফুট লম্বা। পুং পুষ্প লম্বা বোঁটায় জন্মে এবং স্ত্রী পুষ্প এক একটি পৃথক জন্মে, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র পুং পুষ্পের একই লতায় হয়। ফল ৪ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। বীজ ঢেউ খেলান, একটি ফলে অনেক বীজ হয়। চাষের চিচিঙ্গা বনচিচিঙ্গা অপেক্ষা লম্বা। বোধ হয় বন চিচিঙ্গার চাষের উন্নতি করিয়া এই চিচিঙ্গা জন্মিয়াছে (C. B. Clarke)। বর্ষাকালে চিচিঙ্গার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বনচিচিঙ্গার মত। বীজ ত্রিদোষ নাশক। পাকা চিচিঙ্গা জোলাপের কাজ করে। ইহার বীজ কৃমি ও জ্বর নাশক। পাতার রস টাকে দিলে টাক আরাম হয়। (Fig. 269.)

270. T. cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. viii, t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 444.

Ref.—F. B. I., ii. 609; F. I., iii, 702; B. P., i, 518; Prain, H. H., 215.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. বনচিচিঙ্গা, বন পটল; হি. জঙ্গলি চিচিঙ্গা; তা. পুদেল; তে. আদাবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—লতা, পাতা ও বীজ।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ চিচিঙ্গার ন্যায়, সুতরাং পৃথক বর্ণনা অনাবশ্যক। ফল ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, মোচার মত; বীজ ⅙-½ ইঞ্চি ঢেউ খেলান, চেপ্টা, শাঁস লাল বর্ণ, করলার শাঁসের মত (C. B. Clarke)। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন যে ইহা ফোড়া এবং কৃমির পক্ষে হিতকর। ইহার ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ লতা এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া এক ছটাক পরিমাণ জল মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে খাইলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। বনচিচিঙ্গা ও চিরেতার ক্বাথ, আদা ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। চিচিঙ্গা পাতার রস যকৃতের উপর লাগাইলে জ্বরের উপশম হয় (Dymock)।

ইহার বীজ অতিসার রোগে হিতকর। কাঁচা চিচিঙ্গা এবং উহার কাঁচা ফেঁকড়ি গুলির ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে; ইহার বীজ কৃমি ও জ্বর নাশক। শিকড়ের রস ২ আউন্স পরিমাণ সেবন করিলে অতিশয় উদরাময় দেখা দেয়। (Fig. 270.)

30—1034B.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—LAGENARIA Seringe.

271. L. vulgaris Seringe. (লাউ)

Fig.—Lamk. Ill. t. 795 ; Wight, Ill., t. 105 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 446.

Ref.—F. B. I., ii. 613 ; Roxb., F. I., iii. 718 ; B. P., i. 519 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, হাজারা, কাশ্মীর, কুমায়ূন।

বিভিন্ন নাম—স. তুম্বী, অলাবু, ইক্ষ্বাকু ; বা. লাউ বা তিক্তলাউ ; হি. কদু ; তা. সোরিআই-কাই ; তে. সোরাকায়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শাঁস।

বর্ণনা—লতানে গাছ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পত্রের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, অতিশয় নরম, ৫টি কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি ; পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পাপড়ী ১-২ ইঞ্চি। ফল ১½-২ ফুট লম্বা, কখনও আরও বড় হয়। বীজ ¾-⅞ ইঞ্চি লম্বা ⅛ ইঞ্চি পুরু ও চেপ্টা, ইহাতে সমান্তরাল দাগ আছে। মিষ্ট লাউ সাধারণত দুই জাতীয়, যথা গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী, কটু লাউয়ের নাম ইক্ষাকু ও ভূতুম্বী। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লাউয়ের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহা মাথাধরার পক্ষে হিতকর। লাউয়ের শাঁস মূত্রকর এবং পিত্তনিবারক, ইহা পুলটিসে ব্যবহার হয়। তিক্ত লাউ বিরেচক, প্রবল জ্বরে মাথা বেদনা থাকিলে ও ভুল বকিতে থাকিলে ইহা প্রদত্ত হয় (Watt)। হস্তপদ জ্বালা করিলে পাঞ্জাবের লোকে উক্ত জ্বালা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। তিক্ত লাউ জোলাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুলটিসের কাজে ব্যবহার হয় (Dymock)। লাউ পাতার রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যকৃৎদোষ ও কামল রোগ আরাম হয় (Drury)। প্রসূতির যোনিদেশে ক্ষত হইলে তিক্ত লাউয়ের পাতা ও লোধ্র ত্বক (Simplocos racemosa) সমপরিমাণ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। দন্তে পোকা ধরিলে তিক্ত লাউয়ের মূল চূর্ণ করিয়া দাঁতের গর্ত্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়। (Fig. 271.)

Genus—LUFFA Cav.

272. L. acutangula Roxb. (ঝিঙা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 448 ; Field and Garden Crops, Pt. II, t. 62.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., ii. 615 ; Roxb., F. I., iii, 713 ; B. P., i. 520, Watt, v. Pt. I, 96 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিঙ্গক ; বা. ঝিঙা ; হি. তোরাই ; তে. ধারাকোশাতকী ধারকাই ; তা. পীকুনকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, আঁকড়ী ২-৩ ফুট, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি প্রায় গোলাকার, পত্রে ৫টী কোণ আছে, কিনারা কর্ত্তিত ও কোমল লোমাবৃত, বোঁটা ২ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, ফুল সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে থাকে ; পাপড়ী ৫টী, সংযুক্ত ; পুংকেশর ৩টী। স্ত্রী পুষ্প পৃথক পৃথক হয়, ইহা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি, অথবা আরও বড় হয়, ইহাতে ১০টী উঁচু শিরা আছে। বীজ ঘনভাবে অনেক থাকে। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ¼ ইঞ্চি লম্বা। ফুল বৈকালে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ বিরেচক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। পত্রের রস কুষ্ঠরোগে হিতকর। টাটকা পত্রের রস বালকদিগের চক্ষে দিলে রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয় (Watt)। (Fig. 272.)

273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

Fig.—Bot. Mag., t. 1638 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 449.

Ref.—F. B. I., ii, 615 ; Roxb., F. I., iii, 715 ; B. P., i. 520 ; Voigt., S. 57.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায় ; হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনায় স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ধামার্গব কোষাতকী ; বা. ঘোষালতা, তিক্ত ধুন্দুল ; হি. করবী-তরাই ; বম্বে—রামতরাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা ও পাতা। মাত্রা, ফল ও লতার কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা ঝিঙারই সমতুল্য। ফল ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ফলের গায়ে ১০টী লম্বা লম্বা শিরা থাকে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, শসার ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। বীজ ধূসরবর্ণ এবং উহাতে ছোট কাল দাগ আছে। পত্র এবং ফল তিক্ত। ঘোষালতার ফুল শরতের প্রথমে হয়, শীতকালে ফল পুষ্ট হয় এবং শীতের শেষভাগে গাছ মরিয়া যায়। পাকা ফুলের অগ্রভাগ খসিয়া একটী গোলাকার ছিদ্র হয়, এই জন্য ইহার আর একটী নাম কৃতছিদ্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘোষালতা আরও দুই প্রকারের আছে ; যথা, L. echinata Roxb., ইহার ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ, এই লতা উত্তরবঙ্গ ও ত্রিহুত নামক স্থানে দেখা যায়। আর এক প্রকার ঘোষালতা আছে যাহাকে L. graveolens Roxb. বলে, ইহার ফল আকারে বড়, ইহা বেহার, ছোট-নাগপুর ও উত্তর পশ্চিম সুন্দরবনে দেখা যায় (B. P., i, 520 ; Prain, H. H., 216 ; Voigt., 57)। ইহার লতা বহুদূর বিস্তৃত হয়, কখন কখন অপর গাছে উঠিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ জালের মত পরদায় থাকে বলিয়া কোষাতকী বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা অপক্ব ফলের অল্প-গরম রস মাথাধরায় ব্যবহার করে। পক্ব ফলের রস বমনকারক, ইহা তিক্ত, মূত্রকর এবং প্লীহা বিবৃদ্ধি রোগে ব্যবহার হয় (Pharm. Ind.) ; পত্রের রস প্রাণীগণের ক্ষত রোগে এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে বাহিক প্রয়োগ হয়। ফলের শাঁস খাইলে Colocynthএর ন্যায় ভেদ ও বমন হয়। শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া কামলা রোগে নস্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ঘোষালতার শিকড়, অনন্তমূল, জিরা ও চিনি সমপরিমাণ গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 273.)

274. L. aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 8 ; Wight, Ic., t. 499 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 447.

Ref.—F. B. I., ii. 614 ; Roxb., F. I., iii, 712 ; B. P., i. 520 ; Watt, v, Pt. I, 96 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধুন্দুল ; হি. ঘিয়াতরাই ; তে. নুলীবার্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ। পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, ইহাতে ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত। পুং পুষ্পের বোঁটা ৬ ইঞ্চি লম্বা। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট লতা। পাপড়ী ৫টি ¾ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ; পুংকেসর ৫টি ; স্ত্রী পুষ্প আলাদা থাকে, যেমন ঝিঙা, লাউ প্রভৃতির থাকে। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি লম্বা, কখনও এক হস্ত লম্বা হয়, ইহাতে ১০টী শিরা আছে। বীজ ⅜-½ ইঞ্চি কৃষ্ণবর্ণ, অল্প পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হইতে আরম্ভ হয়, শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বমনকারক ; ইহা হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। (Fig. 274.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—BENINCASA Savi.

275. B. cerifera Savi (ছাঁচিকুমড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 451.

Ref.—F. B. I., ii. 616 ; Roxb., F. I., iii. 718 ; B. P., i. 521 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান জাপান ও যবদ্বীপ ; ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্মাণ্ড ; বা. ছাঁচিকুমড়া, বলিকুমড়া ; হি. ভুটুয়া ; তা. কুমুলি ; তে. বুদিদি গুম্মাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা।

বর্ণনা—আরোহী লতা। ডাঁটায় ও পাতায় সাদা লোম আছে। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, বৃন্ত ৩-৪ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি ; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস সরু, করাতের মত দাঁতযুক্ত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ফল ১-১½ ফুট লম্বা, গোলাকার ও লোমযুক্ত, পাকিলে ফলের গায়ে সাদা দাগ হয়। বীজ ½-⅞ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাঁচিকুমড়া স্নিগ্ধকর, বলকারক, পুষ্টিকর, মূত্রকর ও রক্ত উৎকাশের মহৌষধ। ফলের টাটকা রস সেবন করিলে ও ফলের একটু টুকরা কপালে দিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা অপস্মার (epilepsy) ও অপানের স্নায়বিক মহৌষধ। ইহার টাটকা রস চিনির সহিত পান করিলে স্নায়বিক রোগ আরাম হয় (W. C. Dutt)।

কুমড়াবীজ কৃমিনাশক। বীজের তৈল ½ আউন্স পরিমাণ একবার কিংবা দুইবার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে Taenia আরাম হয় (Ind. Pharm) ; টাটকা রস এক ঝিনুক পরিমাণ সেবন করিলে নূতন ক্ষয়কাশ রোগে উপকার পাওয়া যায় (Sur. Sakharam Arjun)।

রক্ষিত কুমড়া অর্শ, অজীর্ণ ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ক ফলের রস বিরেচক এবং পারদাক্রান্ত শরীরের পক্ষে ইহা বড়ই হিতকর। রক্ষিত কুমড়া ক্ষয়রোগের পরিপোষক (Dutta) এবং প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিলে কৃতকার্য্যতার সহিত আরোগ্য হয় (Watt)। অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে শরীরে যে মত্ততা আসে, উহা নিবারণের জন্য কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেব্য।

কুমড়ার রস মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরোগ্য হয়। পুরাতন গুড়, যবক্ষার, কুমড়ার রসের সহিত পান করিলে মূত্ররোধ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ইহা অশ্মরী রোগে হিতকর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অল্প গরম জলের সহিত ইহার মূল চূর্ণ পান করিলে হাঁপানী নিবারণ হয়। বস্তিদেশে কুমড়ার বীজ প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কুমড়া ছোট ছোট কাটিয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া উহাতে সরা ঢাকা দিয়া গোময় মিশ্রিত মাটি দিয়া প্রলেপ দিবে এবং কাপড় দিয়া বেশ বাঁধিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ঐ পাত্রটী অল্প অগ্নিতে বসাইয়া সাবধানে জাল দিবে যেন কুমড়ার খণ্ডগুলি ভস্ম না হয়। কিছুক্ষণ বসাইবার পর পাত্রের মধ্যস্থ কুমড়া অঙ্গারে পরিণত হইবে। এই অঙ্গারচূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় কিছু শুঁটচূর্ণ যোগে জলের সহিত পান করিলে যে কোন প্রকার শূল হউক না কেন উহা সত্বর আরাম হইবে। এইটী শূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

অর্দ্ধপোয়া কুমড়ার রসে অর্দ্ধসের ওজনের কুঁড়া পেষণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। (Fig. 275.)

Genus—BRYONIA Linn.

276. B. laciniosa Linn. (মালা)

Fig.—Wight, Ic., t. 500 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 464.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; Roxb., F. I., iii. 728 ; B. P., i. 526 ; Prain, H. H., 218 ; Voigt, H. S., 55. আধুনিক নাম করণানুসারে ইহাকে Bryonopsis laciniosa Naud. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের কিনারায় জন্মে, তবে সচরাচর দেখা যায় না।

বিভিন্ন নাম—বা. মালা ; হি. গারগুনাড়ু ; তে. লিঙ্গাদোনদা ; বম্বে কাওয়ালি ; তে. দোল।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র লতা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী আরোহী লতা, কখন কখন অধিক দিন থাকে। লতায় দুইভাগে বিভক্ত আঁকড়ী আছে। শিকড় স্থূল ও আলুর মত। কাণ্ড অতিশয় নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, প্রশাখাগুলি লম্বা। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, কিনারা করাতের ন্যায়। উপরিভাগ খসখসে। বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, ছোট গুচ্ছে ৬।৭টী থাকে, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। পুং পুষ্পের বোঁটা ১ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, স্ত্রী পুষ্প আরও ছোট। ফুলের পাপড়ী ৫টী। ফল ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ¾ ইঞ্চি সবুজবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলের অগ্রভাগে পিয়ারার ন্যায় শুষ্ক ফুল লাগিয়া থাকে। এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছে ফল ধরিলে উহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা তিক্ত, মৃদু বিরেচক এবং বলকারক (Dymock)। (Fig. 276).

Genus—CEPHALANDRA Schrad.

277. C. indica Naud. (তেলাকুচা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 14; Hook, Ic., Pl., t. 138; Wight, Ill., t. 105; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462A.

Ref.—F. B. I., ii. 621; Roxb., F. I., iii. 708; Watt, ii, Pt. I, 252; B. P., i. 528; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের কিনারায় ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তেলাকুচা; হি. বিম্ব।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্রের রস। মাত্রা, মূল ও পাতার রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী আছে, গাছে জড়াইয়া উঠে। পত্রের ব্যাস ৪ ইঞ্চি, ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত; বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড প্রায় ¾ ইঞ্চি, স্ত্রীকেশর লম্বা, পুং কেশর ৩টী থাকে। সুপক্ক ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ, লম্বাকৃতি মসৃণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া। ফলে শাঁস হয়, বীজ অনেক থাকে। শীতকাল ব্যতীত বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত অপরাপর ধাতুর ঔষধ যোগে বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করে (W. C. Dutt)। কঙ্কন দেশে তেলাকুচার শিকড়ের গুঁড়া ও পাতার রস, জ্বরে ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য সমস্ত দেহে প্রলেপ রূপে দেয়। কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার ঘা আরাম হয় (Dymock)। শুষ্ক শিকড়ের ছাল প্রত্যেকবারে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে দারুণ সর্দ্দি আরাম হয়। তেলাকুচার পত্র ঘৃতে ভাজিয়া ঘায়ে প্রয়োগ হয়।

কোন স্থানে ফোড়া উঠিলে ইহার পত্র ফোঁড়ায় বসাইয়া দিলে ফোড়া আরাম হয়। তেলাকুচার রস গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা কফ, পাণ্ডু, শোথ, জ্বর, শ্বাস ও কাশনাশক। ফল বাতনাশক।

একপ্রকার তেলাকুচা আছে উহাকে বাঙ্গালায় কুঁন্দরুকী বলে। তেলাকুচা তিক্ত, কুঁন্দরুকী মিষ্ট, ইহা রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং মলমূত্র শোধক। Moodeansherifl

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলেন যে দাক্ষিণাত্যে Caper rootএর স্থলে ইহার শিকড় বিক্রয় হয়। Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার রস কোন জন্তুতে কামড়াইলে প্রয়োগ হয়। (Fig. 277.)

Genus—CITRULLUS Neck.

278. C. Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুনী, রাখালশসা)

Fig.—Wight Ic., t. 498 ; Bentl. & Trim., 114 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 460.

Ref.—F. B. I., ii, 620 ; Dymock, ii, 59 ; Roxb., F. I., iii, 719.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে জন্মে, দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কোর নামক স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বিশাল্য, ইন্দ্রবারুণী ; বা. রাখালশসা ; হি. ছোটী ইন্দ্রায়ন ; তে. ইতি-পুক-কা ; তা. পেয়কোমাটী ; Eng. Bitter cucumber.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও শিকড়, সরস ১-২ তোলা ; মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহা বনজ লতা, গাছের ডাঁটা এবং পত্র লোমযুক্ত। পত্র তরমুজ পত্রের ন্যায় খণ্ডিত ২-২½ ইঞ্চি এবং বোঁটা ১ ইঞ্চি ; পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফল ও আকর্ষী বাহির হয় ; ফুলের আকৃতি ঘণ্টার মত ; উপরিভাগ ৫ অংশে বিভক্ত, ফুলের পাপড়ী ¼ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, ফিকে পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে লোম আছে। ফল মসৃণ সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ, বীজ ⅙-¼ ইঞ্চি ; ফল গোলাকার, ব্যাস ২½-৩ ইঞ্চি। ফল দেখিতে তরমুজের ন্যায়, আকারে একটু ক্ষুদ্র। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা আছে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে তিক্ত, শ্লেষ্মাকর ও পিত্তপ্রকোপক বলেন ; ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও ক্রমিতে হিতকর। ইহার শিকড় কামলা রোগ নিবারক, উদরবৃদ্ধি, প্রস্রাবের রোগ ও বাতে হিতকর। ভারতবর্ষে ইহার শিকড় কিংবা ফল Nux vomica (কুচিলার) সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দেয় ও পুলটিস স্বরূপ ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় ও সমপরিমাণে পিপুল যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা বাতে হিতকর। ইহার শিকড়ের প্রলেপ বালকদিগের প্লীহা-বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Harzl বলেন ; তাঁহাদের মতে ইহা অতিশয় বিরেচক ও শ্লেষ্মা রোগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। শোথ, ক্রমি, কামলা ও শ্লীপদ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহা বেশ হিতকর ও কার্য্যকরী ঔষধ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য অধিক, ইহার স্বেদপ্রদান করিলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে। ইন্দ্রবারুণীর বীজ বিরেচক ; বীজের তৈল ব্যবহার করিলে চুল পাকে না। ইহার শিকড়ের পুল্‌টিস দিলে স্ত্রীলোকদিগের ঠুন্‌কো আরাম হয়।

ইন্দ্রবারুণিকা বীজ তৈলেনাভ্যঙ্গমাচরেৎ।
প্রত্যহস্তেন কালাগ্নিসন্নিভাকুন্তলা অলম্॥ শার্ঙ্গধর

কবিরাজী জ্বরঘ্ন গুটিকা ইন্দ্রবারুণীর শিকড় যোগে প্রস্তুত হয়। পারদ, ১ ভাগ, ইহার শাঁস, এলাচ, পিপুল, হরিতকী, Pellitory root (আকরকরা মূল) প্রত্যেক ৪ ভাগ—এইগুলি ইহার রসে বাটিয়া ২০ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বটিকা টাটকা গোলঞ্চের রসের সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটের পীড়া ও জ্বর আরাম হয়। (Fig. 278.)

279. C. vulgaris Schrad. (তরমুজ)

Fig.—Hook., Kew Journ. Bot., iii, t. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Mad. Pl., t. 461.

Ref.—F. B. I., ii, 621 ; Roxb., F. I., iii, 719 ; Watt, ii, Pt. I, 252 ; B. P., i. 523 ; Dymock, ii, 63.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. তরমুজ ; তা. পিকা-পুল্লাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, ক্ষেত্রে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। লতা শিরাযুক্ত ; আঁকড়ী শক্ত এবং নরম লোমাবৃত। বোঁটা ২ ইঞ্চি, পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, হস্তাঙ্গুলিবৎ পত্র গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকার। ফুল এক একটী জন্মে। পুং কেশর ৩টী। স্ত্রীপুষ্প গর্ভাশয়ের সহিত মিলিত ও গোলাকার। ফল বড় গোলাকার, গাঢ় সবুজবর্ণ। শাঁস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পীত ও লালবর্ণ, কখন বা গাঢ় লালবর্ণ হয়। বীজ চেপ্টা, সবগুলি সমান নহে। লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণের হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও শক্তিবর্দ্ধক। ইহার রস জিরা এবং চিনি দিয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও পিপাসা নিবারিত হয় (Dymock), তরমুজের রস সান্নিপাতিক (Typhus) জ্বরের প্রতিষেধক। তিক্ত তরমুজকে সিন্ধুদেশে kirbut বলে, ইহা বিরেচক (Watt)। তরমুজের আর এক জাতি আছে, ইহাকে C. fistulosus Steeks বলে ;

31—1084B.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার ডাঁটা মোটা, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত; ইহার শক্ত লোম আছে, ইংরাজিতে ইহাকে water-melon বলে। ইহা পাঞ্জাবে জন্মে, তথায় এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসে চাষ হয় (Watt)।

Genus—CUCUMIS Linn.

280. C. Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 457 B.

Ref.—F. B. I., ii. 620; Roxb., F. I., iii, 220; B. P., i. 522; Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ষড়ভূজা; বা. কাঁকুড়, ফুটী, খরমুজা; হি. খরমুজা; Eng. Melon.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। পত্র গোলাকার কোণযুক্ত। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট গাছ। পুংপুষ্প-বিস্তৃত কেসরগুলি ফুলের ভিতর হয়। স্ত্রীপুষ্প ফল সমেত হয়। ফল গোলাকার ও লম্বা, উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ৮-১২টী শিরা আছে। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় ও আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ চেপ্টা। খরমুজা জাতীয় গাছকে বাঙ্গালায় কাঁকুড় অথবা ফুটী বলে। বাঙ্গালার বহুস্থানে বিশেষতঃ নদীর ধারে চাষ হয়। ফল চৈত্রমাসে হয় এবং বৈশাখের প্রথমে পরিপক হয়। ইহা কচি অবস্থায় কাঁচা খাওয়া যায় অথবা রন্ধন করিয়া খায়। ইহার আর এক জাতির বাঙ্গালায় চাষ হয়, উহাকে C. utilissimus অথবা গোমুখ বলে। এই গাছ বর্ষায় চাষ হয়, কাঁচা ফল তিক্ত, পাকিলে ফুটীর মত খায়। লক্ষৌ দেশে যে খরমুজা জন্মে উহার সংস্কৃত নাম চির্ভিট। বঙ্গদেশীয় কাঁকুড়কে সংস্কৃতে এর্ব্বারু বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শান্তিকর ও মূত্রকর, ইহা খাইলে প্রস্রাব সরল হয়। ফল ধারক, অম্লরোগে ব্যবহার হয়। ইহার বীজের তৈল বড় পুষ্টিকর (Watt) এবং শিকড় বিরেচক। ইহার ৩০ গ্রেণ পরিমাণ বীজ বাটিয়া জল ও সৈন্ধব লবণ যোগে পান করিলে মূত্ররোধ ও প্রস্রাবের দারুণ জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)। কিসমিসের ক্বাথের সহিত কাঁকুড় বীজ পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। ইহার বীজের তৈল মূত্ররোধ শোধক (সুশ্রুত)। (Fig. 280.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

281. C. sativa Linn. (শশা)

Fig.—Roxb., Hort. Mal., viii, t. 6 ; Royle, Ill., t. 47 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 459.

Ref.—F. B. I., ii. 620 ; Roxb., F. I., iii. 720 ; Watt, ii., Pt. ii, 632 ; B. P., i, 523 ; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. এর্ব্বারু ; বা. শশা ; হি. ক্ষিরা ; তে. ডজাকাইয়া ; তা. মূহীবেত্রি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত, বহুস্থানে চাষ হয়। আঁকড়ী একটী একটী জন্মে। পত্রের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫টী কোণবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ী ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, ফলসমেত বাহির হয়, ফল এক একটী পৃথক্ পৃথক্ জন্মে, বোঁটা ছোট। পুংপুষ্প নলযুক্ত ও ৫ ভাগে বিভক্ত, ইহার পুংকেশরগুলি ফুলের ভিতর থাকে। ফল সাধারণতঃ লম্বাকৃতি ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি মোটা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে, উহার মুখগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ফল ফিকে সবুজবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ। ফলে বীজ অনেক আছে, উহা মসৃণ, শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও চেপ্টা, উভয়দিক ক্রমশঃ সরু। ভাদ্র মাসে মাচায় যে শশা হয় উহাকে ভাদুরে শশা, আর চৈত্র মাসে জমিতে চাষ হইয়া যে শশা জন্মে উহাকে ক্ষিতি শশা বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ মূত্রকর। ইহার পত্র জিরার সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং ভাজিয়া গুড়ের সহিত খাইলে গলার ঘায়ে উপকার হয়। শশা-বীজের তৈল মূত্ররোধ নাশক। (Fig. 281.)

Genus—CUCURBITA Linn.

282. C. maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462B.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; B. P., i. 524 ; Wall Cat., 6720 ; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ; বাঙ্গালায় হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মিঠাকুমড়া।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত এবং সরু লোম আছে। আঁকড়ী ২-৪টী হয়। পত্র ৫ ভাগে বিভক্ত। বৃন্ত পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। ফুল এক একটী হয়, হরিদ্রাবর্ণ। পুংকেসর ৩টী, ফলের ভিতর থাকে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, ইহার বোঁটা অতিশয় মোটা ও শক্ত। এক বোঁটায় একটী ফল ধরে। ফলে হরিদ্রাবর্ণ শাঁস আছে। বীজ লম্বাকৃতি, চেপ্টা ½ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅙ ইঞ্চি চওড়া ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। এই কুমড়া বাটীর সন্নিহিত স্থানে মাচায় অথবা ভারায় জন্মে। মার্চ্চ হইতে জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল স্নায়বিক রোগে হিতকর। কুমড়ার শাঁস পুলটিসে ব্যবহার হয় (Watt)। পাকা ফলের বোঁটা শুষ্ক করিয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল রকম বিষাক্ত পোকার বিষ নষ্ট হয় (Watt)। (Fig. 282.)

283. C. pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 463.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; Roxb., F. I., iii. 718 ; B. P., i. 528 ; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জমিতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমড়া ; হি. সফেদ কুমড়া ; তে. বুদ্দেদগুম্মাদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা ; পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, শক্ত ও নরম লোমাবৃত। বোঁটা পাতার সমান লম্বা। পুং পুষ্পের ডাঁটা ৪ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি। ফল ও বীজ মাচার কুমড়ার ন্যায়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে C. moschata Duch. বলে (F. B. I., ii, 622 ; B. P., i, 524 ; Prain, H. H., 218)। ইহার বাঙ্গালা নাম ক্ষেতকুমড়া। শীতের পর হইতে ফুল হয় ও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ ক্রিমিনাশক। কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পাতার রস লাগাইলে আরাম হয় (Atkinson)। (Fig. 283.)

Genus—MOMORDICA Linn.

284. M. cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)

Fig.—Bot. Mag., 5145 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 455A.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., ii. 618 ; Roxb., F. I., iii. 709 ; B. P., i. 532. Prain, H. H., 217 ; Voigt, H. S., 56.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুচবিহার, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও কোন কোন স্থানে চাষ হয়। টেনাসরিম ; দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—স. কর্কটকী ; বা. কাঁকরোল, ঘিকরোসা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৫ ইঞ্চি ; হৃৎপিণ্ড ডিম্বাকৃতি পত্র সাধারণতঃ ৩ অংশে বিভক্ত, কোমল লোমযুক্ত, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংপুষ্পবৃন্ত ২-৬ ইঞ্চি, পাপড়ী ১-২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ আছে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। ফল ৪-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, উজ্জ্বল লালবর্ণ শাঁসযুক্ত, অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। গায়ে কাঁটা আছে, এগুলি ⅛ ইঞ্চি উচ্চ। বীজ ⅜-⅝ ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি সরু, চেপ্টা, ফিকে কৃষ্ণবর্ণ ; কিনারা ঢেউ খেলান। বঙ্গদেশে ইহাকে ঘিকরোসা বলে। জঙ্গলে ও দামোদর নদীর ধারে পতিত স্থানে প্রচুর জন্মে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের শাঁস ভাজিয়া খায়, ইহা সর্দ্দি ও বক্ষ-বেদনায় হিতকর। স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে যে ঝাল খায় ইহার বীজের গুঁড়া তাহার একটী উপকরণ ; কখন কখন ইহার সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই ঝাল ব্যবহারে শরীরের বেদনা ও অপরাপর গ্লানি দূর হয়। ইহার শিকড়ের প্রলেপ মাথায় দিলে কেশ পতন বন্ধ হয় ও কেশ বাড়িয়া উঠে। (Fig. 284.)

285. M. charantia Linn. (করলা)

Fig.—Bot. Reg., t. 980 ; Rheede, Hort. Mal., viii, t. 9010 ; Bot. Mag., t. 2455.

Ref.—F. B. I., ii. 616 ; Roxb., F. I., iii. 707 ; Watt, v, Pt. I, 256 ; B. P., i. 521 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. কারবেল্ল, সুষবী ; বা. করলা, উচ্ছে ; হি. করেলা ; তা. কাকড়াচেট্ট ; তে. পাবাকাচেদী ; Eng. Bitter gourd.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা, পত্র ও মূল। মাত্রা, সরস পত্র ১-২ তোলা ; বমনার্থে ১০ তোলা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী এক একটী হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, গোলাকার লোমযুক্ত, মসৃণ; গোড়ার দিক কর্ত্তিত, অনেকগুলি অসমান অংশে বিভক্ত। পুংপুষ্পদণ্ডে একটী একটী গোলাকার ফুল হয়; পাপড়ী ৳-৳ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি অবনত। ফল ১-৩ ইঞ্চি কখনও ৬-৭ ইঞ্চি হয়, ফলের মধ্যস্থল মোটা—উভয়দিক ক্রমশ সরু। ফলের গায়ে অনেক অর্ব্বুদের ন্যায় কাঁটা আছে উহা দেখিতে ত্রিকোণাকার। বীজ ½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারা ঢেউ খেলান, চিত্র-বিচিত্র করা। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

করলার আরও একজাতি আছে, উহাকে ছোট উচ্ছে বলে, ইহা বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে চাষ হয়; এবং অপর একজাতি আছে, উহাকে বন উচ্ছে বলে, ইহার চাষ হয় না, বনের ধারে আপনা আপনি বীজ পড়িয়া গাছ হয় ও ফল ধরে; এই উচ্ছে কম তিক্ত। এই ত্রিবিধ উচ্ছে গাছের গুণের বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল ফলের পার্থক্য আছে। শেষোক্ত দুই প্রকার গাছের লাটিন বা বৈজ্ঞানিক নাম M. charantia var. muricata (Voigt, 56; Prain, H. H., 217)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—করলা বলকারক; পরিপাক যন্ত্রের রোগ নাশক, বাত, গেঁটেবাত, প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে হিতকর এবং কৃমিনাশক। পাতার রস ½ পোয়া, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া বমনকারক ও বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পায়ের তলা জালা করিলে উচ্ছে পাতার রস দিলে আরাম হয়। উচ্ছে পাতা গোলমরিচের সহিত ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে রাতকানা আরাম হয় (Dymock)। উচ্ছে ও উচ্ছে পাতা কৃমিনাশক এবং অর্শ, কুষ্ঠ ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার শিকড় রক্তস্রাবনাশক সংকোচক। পত্রের টাটকা রস মৃদুবিরেচক, ইহা বালকদিগকে জোলাপের স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। উচ্ছে পাতার রস জ্বর নাশক (Watt)।

ঋতুনাশ রোগে ইহার পাতার রস খাইলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে (Watt)।

বসন্তরোগে হরিদ্রাচূর্ণের সহিত উচ্ছে পাতার রস পান করিবে। ইহা হাম বসন্ত ও বিস্ফোটক প্রশমক (চক্রদত্ত)।

উচ্ছে পাতার ক্বাথ তিল তৈল যোগে পান করিলে ওলাউঠা নিবারণ হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 285.)

286. M. dioica Roxb. (ধারকরলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 505 & 506; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 454.

Ref.—F. B. I., ii, 617; Roxb., F. I., iii. 709; B. P., i. 521; Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 56.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—বাঙ্গালার অনেক স্থানে চাষ হয়, দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধারকরলা, ঘি-করলা; হি. ধারকরলা; তা. পাহ্নপেখল-কালুঙ্গ; তে. অঙ্গকোরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী লতা; শিকড় আলুর মত, আঁকড়ী আছে, ডাঁটা চেপ্টা, উজ্জ্বল, পাতা ছোট বড় হয়। পত্র ২-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ৩-৫টী অংশে বিভক্ত, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। এক একটী হয়, বোঁটা ২ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। পুংপুষ্পের নীচে কচি পাতাগুলি ইহাকে ঘেরিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ী ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ½-১ ইঞ্চি চেপ্টা, শাঁস লালবর্ণ, ফল খাইতে তিক্ত। যেগুলি চাষ হয় সেগুলি কম তিক্ত, তরকারীতে ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে কেহ কেহ ঘি-করলা বলে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—করলা গাছ, নারিকেল, মরিচ, রক্তচন্দন এবং অপরাপর মসলা যোগে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় (Rheede)। ইহার শিকড় রক্ত অর্শে ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়, মাত্রা ৩০ গ্রেণ। শুষ্কগাছের গুঁড়া অথবা শুষ্ক ফলের শাঁস নাকে দিলে সর্দ্দি বাহির হয়। পুংগাছের শিকড় সর্পাঘাত জনিত ঘা আরাম করে।

অপক্ক ফলের তরকারী রোগীর পক্ষে মুখরোচক। (Fig. 286.)

Genus—MUKIA Arn.

287. M. scabrela Arn. (আগমুখী)

Fig.—Wight, Ic., t. 501; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 465.

Ref.—F. B. I., ii, 623; Roxb., F. I., iii, 724; B. P., i. 525.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে, এবং বাঙ্গালা দেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. আগমুখী, গোয়ালকাঁকড়ী; হি. বিলারী; তে. পুত্রীবুদিঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা অবনত ও শক্ত লোমযুক্ত। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, করাতের ন্যায় বোঁটা ছোট, কখন ১ ইঞ্চি হয়। ফুল ⅛-⅙ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পীতবর্ণ। ফল ⅓-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। বীজ ঘনসন্নিবদ্ধ, চেপ্টা। ফুল বৎসরের সকল সময়েই হয়। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের ক্বাথ ঘর্ম্মকর। শিকড়ের ক্বাথ, পেটফাঁপা ও দাঁতের বেদনা নিবারক (Atkinson)। লতার ডগা এবং কচি পাতা মৃদুবিরেচক এবং কপালের বেদনা ও বিবমিষায় ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার পাতার রস গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভকালীন শোথ রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 287.)

Genus—ZEHNERIA Endl.

288. Z. umbellata Thw. (কুদারী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 26 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 466B.

Ref.—F. B. I., ii. 625 ; Roxb., F. I., iii. 710 ; Watt, vi, Pt. IV, 355 ; B. P., i. 525 ; Dymock, ii, 90. আধুনিক নামকরণানুসারে এই লতাকে Melothria heterophylla Cogn বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বন জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কুদারী, বিলারী ; হি. তারালী ; তে. তিদান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পত্র।

বর্ণনা—ডাঁটায় চিক্কণ লোম আছে। পত্রের অংশগুলি অতিশয় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের বৃহৎ অংশটী ১-৬ ইঞ্চি, সরু, ত্রিকোণাকার, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। দেখিতে হস্তাঙ্গুলিবৎ। উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট লতা। পুংপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি এবং স্ত্রীপুষ্প ছোট বোঁটায় এক একটী থাকে। ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ ও লম্বাকৃতি, ফলের পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশ সরু। ফলে বীজ প্রায় ১২টী থাকে, কখনও ২-৬টী থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়, ফল পাকিতে দুইমাস লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের রস, জিরা, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, কঙ্কনদেশে বসন্ত ও মেহ রোগে ব্যবহার করে। কোন স্থানে ভেলার রস লাগিয়া ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতার রস দিলে শীঘ্র উপকার হয় (Dymock)। (Fig. 288.)

LII. CACTEAE

Genus—OPUNTIA Tourn, ex Mill.

289. O. Dillenii Hav. (ফনিমনসা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 469B.

Ref.—F. B. I., ii. 657 ; Roxb., F. I., ii. 475 ; B. P., i, 531 ; Prain, H. H., 218.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—আমেরিকা দেশীয় গাছ; ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলায় পতিত জমিতে জন্মায় অথবা বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগফণা, ফনিমনসা; হি. নাগফনি; তে. নাগদালি; তা. নাগফালী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র, রস।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ইহার কাণ্ড চেপ্টা ও ইহাতেই পত্রের কাজ হয়। সারা গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের পাতা নাই। ফুল এক একটী হয়, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট; দেখিতে ছোট পদ্মফুলের ন্যায় ও শ্বেতবর্ণ। পাপড়ী এক একটী যুক্ত; ইহা ফুলের গোড়ায় সংলগ্ন। ফল শাঁস যুক্ত, বীজ অনেক থাকে। আমেরিকা দেশে এক হাজারের অধিক ফনিমনসা জাতীয় গাছ আছে। বর্ষার সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লেখকগণ ও পোর্টুগীজেরা ইহার ফল উৎকাশী ও হাঁপানী নিবারক বলিয়া প্রশংসা করেন। ফলের সিরাপ ১ চামচ করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে দারুণ সর্দ্দি কাশী আরাম হয়। গর্ভকালীন হাঁপানীতে যখন অপর ঔষধে ফল হয় না তখন ইহার রস সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উৎকাশী আরাম হইয়া যায়; কয়েকটী রোগীকে ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে (Dymock)। ইহার পাতা ছেঁচিয়া পুলটিস দিলে আরক্ত স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায় (Ainslie)। ইহার দুগ্ধের মত আঠা ১০ ফোঁটা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ফল খাইলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়। (Fig. 289.)

LIII. FICOIDEAE

Genus—TRIANTHEMA Linn.

290. T. monogyna Linn. (সাবুনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 470; Wight, Ic., t. 228.

Ref.—F. B. I., ii. 660; Roxb., F. I., ii. 445; B. P., i. 533; Prain, H. H., 218. আধুনিক নামকরণ অনুসারে ইহাকে Trianthema portulacastrum Linn. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; পতিত জমি ও বাগানের জমিতে সাধারণত জন্মে। ইহা আসলে গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকা দেশের আদিমবাসী।

বিভিন্ন নাম—বা. সাবুনী, গাদাবনী; তা. শারুন্নাই; তে. ঘেলিজেহরু।

32—1034B

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় ভূলুণ্ঠিত লতা; ডাঁটা বক্র ও লোমাচ্ছাদিত। পত্র গাছের বিপরীত দিকে হয়, অসমান, উপরের পত্র ⅛-১ ইঞ্চি নিম্নের পত্র ⅙-½ ইঞ্চি, পত্রের মাথার দিক মোটা ও গোলাকার, বোঁটার দিক ক্রমশ সরু। বহির্ব্বাস মোটা, পুংকেসর ১০-১২টী। বীজকোষ ছোট এবং শাখায় লুক্কায়িত। ফলে বীজ ৮টী থাকে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। অনেকে ইহা শ্বেত পুনর্ণবা বলিয়া ব্যবহার করেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত, খাইলে বমন উৎপাদন করে। ইহা আদার সহিত গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে সর্দ্দি নাশ হয়। টাট্‌কা খাইতে মিষ্ট (Ainslie)। (Fig. 290.)

Genus—MOLLUGO Linn,

291. M. spergula Linn. (গীমাশাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 24; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 474.

Ref.—F. B. I., ii. 662; Roxb., F. I., ii. 360; B. P., i. 533; Prain, H. H., 219.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে পুকুরের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. গ্রীষ্মসুন্দরক; বা. গীমাশাক; হি. গিমা; তা. কচ্ছনথারাই; তে. চয়ান্তারাশিয়াকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ, মাত্রা রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পত্রময় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র ½-১ ইঞ্চি, সাধারণতঃ ডাঁটার চারিদিকে বিস্তৃত, লম্বাকৃতি। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পাপড়ী ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা; পুংকেসর ৫-১০টী। বীজাধারে বীজ অনেক থাকে, দেখিতে গোলাকৃতি। Mollugo hirta Thunb. নামে আর এক জাতীয় শাক আছে, ইহার নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা নাম নাই, কেহ কেহ ইহাকে কাকড়িমে বলে। উভয় প্রকার শাকের ফুল শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, অন্ত্র রোগ নিবারক ও বিষ দোষ নাশক। প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইলে এই শাক খাইলে স্রাব নির্গত হইয়া যায় (Ainslie)।

ইহার রস রেড়ির তৈলের সহিত কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। পাদুকোটা নামক স্থানে ইহার রস এবং M. hirtaর রস চর্ম্মরোগ নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে (Dymock, Pharm. Ind., ii, 103)। (Fig. 291.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকে। বাহিরের ফুল অসমান ও উজ্জ্বল। পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে; ফল গোলাকার, ভাঙ্গিলে দুইখানা হইয়া যায়। শীতের শেষে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যদের মতে ধনে স্নিগ্ধকর ও কৃমিনাশক। ইহা হইতে এক প্রকার চক্ষের ধৌত প্রস্তুত হয়, ইহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বসন্ত রোগে চক্ষের তারা নষ্ট হয় না। ধনে পেটফাঁপা নিবারক, বলকারক, মূত্রকর এবং কামোত্তেজক।

শুষ্ক ধনে এবং volatile oil পেট বেদনার উত্তম ঔষধ। ধনে ভারতীয় Pharmacopœiaতে ব্যবহার হয়। ধনে গাছের রস কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়।

প্রাতঃসশর্করঃ পেয়োহিভো ধন্যাকসম্ভবঃ।
অন্তর্দ্দাহং তথাতৃষ্ণাং জয়েচ্ছ্রোতো বিশোধনঃ। ভাবপ্রকাশ।

ধনে চিনির সহিত প্রাতে পান করিলে অন্তর্দ্দাহ ও পিপাসা নিবারণ হয়।

ধান্যনাগরসিদ্ধন্তু তোয়ং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণ প্রশমনং দীপনং বস্তিশোধনম্। চক্রদত্ত।

ধনের সহিত আদার ক্বাথ খাইলে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়।

তরুণ জ্বরে উহার বেগ কমাইবার জন্য ধনে ও পলতার ক্বাথ ব্যবহার হয়। ইহা উপর্য্যুপরি তিন দিবস ব্যবহার করিলে জ্বর ত্যাগ হইয়া যায় এবং অপর ঔষধ খাইবার আবশ্যক হয় না। (Fig. 296.)

Genus—DAUCUS (Tourn.) Linn.

297. D. carota Linn. (গাজর)

Fig.—Wight, Ill., t. 111, Fig. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 485B.

Ref.—F. B. I., ii. 718; Roxb., F. I., ii. 90; B. P., i. 541; Prain, H. H., 220; Voigt, H. S., 23.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান ইউরোপ ও এসিয়া; সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. গারজর; বা. গাজর; তে. পিতাকন্দ; তা. গার্জ্জার; Eng. Carrot.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কখনও অধিক দিন থাকে। কাণ্ড ১-৪ ফুট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি পক্ষযুক্ত, ইহাতে শক্ত লোম আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র অনেক, ৩টী আঁকড়ী বিশিষ্ট ; ফুলের পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল। ফল ১/১০ ইঞ্চি শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক ও বলকারক। ইহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গাঁজিয়া একপ্রকার মদ প্রস্তুত হয়। পত্র ও বীজের ক্বাথ সেবন করিলে গর্ভবেদনা বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায়। ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Stewart)। (Fig. 297.)

Genus—FERULA Tourn. ex Linn.

298. Ferula foetida Regil. (হিঙ্গু)

Fig.—Bent. and Trim., t. 127 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 483.

Ref.—F. B. I., ii. 708 ; Dymock, ii. 141.

জন্মস্থান—আফগানিস্থান, কাশ্মীর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. হি. হিঙ্গু ; তা. পেরুঙ্গায়াম্ ; তে. ইঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গাছ, ৬-৮ ফুট লম্বা। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ পক্ষযুক্ত ; পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যোড়া যোড়া পত্র বাহির হয় এবং অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। নিম্নে পত্র ১-২ ফুট, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের শেষভাগের দণ্ডটী বৃহৎ ও পত্রহীন। ফল ১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪ ইঞ্চি চওড়া গর্ভাশয়ে মসৃণ লোম আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু, কৃমিনাশক, আক্ষেপ নিবারক, সর্দ্দি নিঃসারক, স্নায়বিক উত্তেজক, মৃদুবিরেচক ও হিষ্টিরিয়া রোগ নিবারক। ইহা হাঁপানী, উৎকাশি, পেটফাঁপায় হিতকর। হিঙ্গু বালকদিগের নিউমোনিয়া এবং বক্ষপ্রদাহের পক্ক অবস্থায় বিশেষ হিতকর (Dymock)। ইহার পাতা কৃমিনাশক ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়। ফিতার মত কৃমিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

হিঙ্গু বহুকাল হইতে ভারতে চলিত আছে। নির্ঘণ্টুকার ইহাকে নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হিঙ্গু বোখারা হইতে আসে বলিয়া ইহাকে বাহ্লিক এবং ইহা ব্যবহার করিলে শূলরোগ বিনাশ পায় বলিয়া ইহাকে শূলনাশক বলে। জেদনগরের আদ্রেশির মেহেরবান নামক একজন বণিকের নিকট হইতে হিঙ্গু সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেস্থানে হিঙ্গুর গাছ আছে সেই স্থানটীতে উক্ত বণিক্ বহুদিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন হিঙ্গুগাছ খোরাসানের নিকটবর্ত্তী প্রস্তরময় ভূভাগে জন্মে। ইহার উপরিভাগের শিকড়ের ব্যাস ২ ইঞ্চির অধিক হয় না। হিঙ্গুসংগ্রহকারীরা গাছের গোড়ার মাটী সরাইয়া শিকড়ের উপরিভাগ কাটিয়া দেয়, দুই তিন দিন পরে আবার আঠাসমেত খানিকটা শিকড় কাটিয়া ফেলে। এইরূপে প্রত্যেক বারে কর্ত্তিত অংশ হইতে যে আঠা পাওয়া যায় তাহাই হিঙ্গুনামে অভিহিত। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ভারতের বোম্বাই নগরে বিক্রীত হয়, ইহাকে আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। উপরিলিখিত ব্যবসায়ী জেদ হইতে যে বাক্স পাঠাইয়া দেন, উহার কাষ্ঠ-সংলগ্ন আঠা প্রথমে দুগ্ধের ন্যায়, পরে শুষ্ক হইয়া ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। Ferula Narthex Boiss. গাছ হইতেও হিঙ্গু পাওয়া যায় (Boiss. Flora. Orientalis, ii. 994, 1872)।

বম্বে বাজারে হিঙ্গুকে আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। বম্বে হিঙ্গু ইহা অপেক্ষা ভাল নহে, কারণ ইহার সহিত বাবলার আঠা ও অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করে। অধুনা ইহার সহিত আলুর টুকরা পর্য্যন্ত মিশ্রিত করে।

F. alliacea Boiss., F. foetida Regel, F. Narthex Boiss. প্রভৃতি গাছ হইতে হিঙ্গু উৎপন্ন হয় তবে ইহাদের গুণের বিভিন্নতা ও আকারগত পার্থক্য আছে।

১৮৮৪ খৃঃ Dr. Peters যখন কোয়েটায় থাকিতেন তখন পুষ্পিত হিংগাছ দেখিয়াছিলেন। তিনি যে গাছের পালা (specimens) পাঠাইয়াছিলেন, উহা E. M. Holmes সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, গাছটী F. foetida Regel। Dr. Petersও উক্ত গাছের শুষ্ক শিকড় দেখিয়া একই ধারণা করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের Reportএ দেখা যায় যে, গাছ একটু পরিপক্ব হইলে উহার গাত্র হইতে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয় এবং উহা ঘন হইলেই হিঙ্গু হয়। ভারতীয় হিঙ্গুর মূল্য কান্দাহারী ও খোরাসানী হিঙ্গু অপেক্ষা কম।

উৎকৃষ্ট হিঙ্গু চেপটা, উহার গায়ে বালুকাকণা লাগিয়া থাকে, উহার উপরিভাগ পীতাভ, ভাঙ্গিলে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ দেখায়, বাতাস লাগিলে উজ্জ্বল লালবর্ণ, অবশেষে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ হয়।

Dr. Aitchison বলেন যে, ইহার দুগ্ধের মত আঠা হইতে ব্যবসায়ীরা হিঙ্গু প্রস্তুত করে। তিনি আরও বলেন যে, হিরাটে "Towah" নামক এক প্রকার লালবর্ণ কর্দ্দম আছে, ইহা হিঙ্গের সহিত মিশ্রিত করে; ইহাকেই কান্দাহারী হিঙ্গু বলে।

Mr. Bellow বলেন যে, হিংগাছের কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া যে আঠা বাহির হয় তাহাই মূল্যবান্ হিঙ্গু; আর হিঙ্গুর সহিত পাতার কুঁড়ি মিশ্রিত থাকিলে তাহার মূল্য কম হয়। কান্দাহারী হিঙ্গু বম্বেতে আমদানী হয় এবং উহাতে চাপ দিয়া একপ্রকার লালের আভাযুক্ত তৈল বাহির হয়। আসল হিঙ্গু লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। হিঙ্গু ভাজিয়া ব্যবহার না করিলে বমন হইতে পারে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রিকটুক-মজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে সমধরণ ঘৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথম কবড়ভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ॥
ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

অর্থাৎ ভাজা হিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান, জীরা, কালজীরা, সৈন্ধবলবণ সকলগুলি সম-পরিমাণ গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, প্রথমে চাউল ও ঘৃত-যোগে পান করিলে অগ্নি উদ্দীপিত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু এবং মাষকলাই জলন্ত অঙ্গারে রাখিয়া নলের দ্বারা উহার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানীর টান প্রশমিত হয়, ইহাকে হিঙ্গুবড়ী ধূম বলে। হিঙ্গু এবং aloes প্রত্যেকটী ১½ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিষ্টিরিয়া ও ঐ প্রকারের অপরাপর স্নায়বিক রোগ আরাম হয়।

দুই ড্রাম পরিমাণ হিং জলে ঘষিয়া গুলিবে। সেই জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া করিলে টাইফাইড জ্বরজনিত পেটফাঁপা, কলেরা, বালকদের তড়কা ও পেটফাঁপা নিবারিত হয়। হিংএর গুঁড়া, এলাচ, আদা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটী ১ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিবে, এই গুঁড়া বালকদের পেট-বেদনা ও পেট-ফাঁপায় বিশেষ হিতকর। ইহা দুর্ব্বল ও শীর্ণ বালকদের তড়কায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হিং, জোয়ান, ত্রিফলা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটীর ১০ গ্রেণ পরিমাণ গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পেট-বেদনা একেবারে কমিয়া যায়। বালকদের ঘুংড়ি কাশিতে বক্ষস্থলে হিংএর প্রলেপ দিলে কাশির উপশম হয়। ৫ গ্রেণ হিং ১ ড্রাম জলে দিয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে দারুণ মাথা-ধরা কমিয়া যায়। অহিফেন ও হিঙ্গু দাঁতের গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে দাঁতবেদনা আরাম হয়।

হিঙ্গু, কর্পূর এবং গোলমরিচ প্রত্যেকটী ১ গ্রেণ, অহিফেন ⅛ গ্রেণ—এইগুলি একত্র করিয়া যে বটিকা প্রস্তুত হয় তাহা কলেরার প্রথম অবস্থায় এবং উদরাময় রোগে অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অল্প পরিমাণ হিঙ্গু ভাজিয়া রশুন এবং তালের মিছরি বা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতি স্ত্রীলোককে প্রাতঃকালে খাওয়াইলে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া শরীর সুস্থ হয় এবং ইহা খাওয়াইলে গর্ভস্রাব-প্রবণ স্ত্রীলোকদের আর গর্ভস্রাব হইবার ভয় থাকে না। ৯০ গ্রেণ পরিমাণ হিংএর ৬০টী বটিকা করিবে, ইহাতে প্রত্যেক বটিকা ১½ গ্রেণ হইবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার সেবন করিলে গর্ভস্রাবের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এই মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া ১০টী বটিকা প্রত্যহ সেবন করিবে, তৎপরে কমাইয়া গর্ভ হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে। ইহাতে আর গর্ভস্রাব হইবে না।

ভাজাহিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান (cumen), জিরা, কালজিরা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটী সমভাগ লইয়া গুঁড়াইবে ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, চাউল-ধোয়া জল ও ঘৃতযোগে প্রাতে ব্যবহার করিলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি, পরিপাকশক্তি-বৃদ্ধি এবং পেটফাঁপা আরাম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়। এই গুঁড়াকে হিঙ্গু অষ্টক চূর্ণ বলে ; কেহ কেহ ইহার সহিত নেবুর রস মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে বলেন। ইহাতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্লীহা-দোষ আরাম হয়। (Fig. 298.)

Genus—FOENICULUM Adans.

299. F. vulgare Gaertn. (মৌরী)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 477 ; Woodville, Med. Bot. t. 8.

Ref.—F. B. I., ii. 695 ; Roxb., F. I., ii. 94 ; B. P., i. 537 ; Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয় ; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. মধুরিকা, মিশ্রেয়া, তালপর্ণী ; বা. মৌরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং বীজ। মাত্রা, বীজচূর্ণ ১-৪ আনা, ক্বাথ ৫-১০ আনা, শীতকষায় ১৫ তোলা, তৈল ১-৫ মিশ্র।

বর্ণনা—লম্বা, সূক্ষ্ম, লোমযুক্ত, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, পক্ষযুক্ত ; পত্রের অগ্রভাগ লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই, কখনও ছোট ছোট পত্র থাকে। ফুলের বহির্ব্বাস নাই, পাপড়ি পীতবর্ণ। ফল সরু সরু, লম্বা, শিরাযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মৌরী উত্তেজক ও কৃমিনাশক, ইহার শিকড় মূত্রকর ও জোলাপের কাজ করে। মৌরী জননেন্দ্রিয়ের রোগ-নিবারক (Watt)।

> মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলহৃৎ।
> রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাশবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ ॥ ভাবপ্রকাশ।

ইহা যোনিশূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, কাশ, শ্লেষ্মা, বমি ও বায়ুনাশক। মৌরী শ্বাসযন্ত্রের নলের উপর বিশেষ কাজ করে, এই কারণে বালকদিগের শ্লেষ্মায় হিতকর, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে মত্ততা আনয়ন করে। মৌরীর তৈল কপালে দিলে মাথাবেদনা, পেটে দিলে পেটবেদনা, সন্ধিস্থানে দিলে বাত ও কর্ণে দিলে কানবেদনা আরাম হয় (R. N. Khory)। (Fig. 299.)

Genus—SESELI Linn.

300. S. indicum W. & A. (বনজোয়ান)

Fig.—Wight, Ic., t. 569.

Ref.—F. B. I., ii. 693 ; Roxb., F. I., ii. 92 ; Watt, vi. pt. 2 ; B. P. 538 ; Prain, H. H. 220.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বনযমানী; বা. বনজোয়ান।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ; মাত্রা ১৫-২০ গ্রেণ।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী ওষধি, ৪-১২ ইঞ্চি উচ্চ গাছ, অনেক ডাল-পালা আছে। পত্র কর্ত্তিত, ২ পক্ষবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি, বিভক্ত এবং নরম লোমযুক্ত! বহির্ব্বাস নাই; পুষ্পগুচ্ছ ৪-১৬টী $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড বিস্তৃত; ফুল শ্বেত ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফল গোলাকার ফিকে পীতবর্ণ $\frac{১}{১২}$-$\frac{১}{১০}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ দুইভাগে বিভক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বনযমানী পেটফাঁপা-নিবারক, কৃমিনাশক, ইহা ফিতার ন্যায় কৃমিতে বড়ই উপকারী (Moodeen Sherif)। (Fig. 300.)

Genus—PEUCEDANUM Linn.

301. P. Sowa Kurz. (শলুকা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 484; Wight, Ic., t. 572.

Ref.—F. B. I., ii. 709; Roxb., F. I., ii. 94; B. P., i. 540; Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. মিশ্রেয়া; বা. হি. শলুকা; Eng. Dill seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্; ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, পক্ষাকার; পত্রের লম্বা অংশ $\frac{১}{২}$-১ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি অনেক, $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। পাপড়ি পীতবর্ণ; স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ছোট। ফল $\frac{১}{৬}$-$\frac{১}{১২}$ ইঞ্চি, সরু পক্ষযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর এবং ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ক্বাথ স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর খাইতে দিলে উহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভালরূপে হয়। ইহার পত্র তৈলে ভিজাইয়া ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায় (Dymock)। (Fig. 301)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

LV. CORNACEAE.

Genus ALANGIUM Lamk.

302. A. Lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. H. 17, 26; Wight, Ill., t. 96; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 487A.

Ref.—F. B. I., ii. 741; Roxb., F. I., ii. 502; B. P., i. 545; Prain, H. H., 221.

জন্মস্থান—অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের মধ্যে ও রাস্তার কিনারায় অথবা রেলের লাইনের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অঙ্কোট, আঙ্কোল; বা. আঁকোড়, বাঘ আঁকড়া; তে. আনকোলাম্ চেট্টু; তা. এলাঙ্গি; হি. টেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও ত্বক্।

বর্ণনা—এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, কঙ্কণ দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। এই গাছে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা-কণ্টক আছে; পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া; বৃন্ত ⅛ ইঞ্চি। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যোড়া যোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটী পত্র আছে। পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, পুষ্পগুচ্ছ বদ্ধ; ফুল সুগন্ধি। পাপড়ি ৫-১০টী, সাধারণতঃ ৬-৭টী; পুংকেসর ২০-৩০টী থাকে। ফল ⅜-⅝ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ (Brandis), দেখিতে পক্ব বৈঁচের মত, আকারে আঁশ ফলের ন্যায়; ঘন কোমল লোমযুক্ত অথবা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফলের উপরের আচ্ছাদন শক্ত (Hooker)। ইহার ডাল হইতে ছড়ি প্রস্তুত হয়। আঁকোড়ের ছড়ি বেশ শক্ত। গাছের পত্র, ফুল এবং ফল বৎসরের সকল সময়েই দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার শিকড়কে উগ্র ও কটু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মৃদু-বিরেচক, কৃমি ও পেটবেদনা-নিবারক। কোন বিষাক্ত জন্তুতে কামড়াইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল শান্তিকর, বলকারক, গা বা হাতের জ্বালা, ক্ষয়কাশ ও রক্তস্রাবে হিতকর এবং ইহা কুষ্ঠরোগের মহৌষধ (Dutta)।

দেশীয় চিকিৎসায় ইহার শিকড়ের ছাল কৃমিনাশক ও বিরেচক। বম্বে দেশে ইহার পাতার পুলটিস বাতের বেদনায় প্রযুক্ত হয় (S. Arjun)। ইহার শিকড় তিক্ত এবং চর্ম্মরোগে হিতকর। ৫০ গ্রেণ ওজনের শিকড়ের ছাল একটী উৎকৃষ্ট বমনকারক ঔষধ (Moodeen

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Sheriff)। Moodeen Sheriff আরও বলেন যে ইহা Ipecacuanhaর স্থানে প্রয়োগ করা চলে এবং রক্ত আমাশয় ভিন্ন অপরাপর রোগে বেশ কাজ করে। বমন, মূত্রনাশ এবং জ্বরের পক্ষে শিকড়ের ছাল ১০ গ্রেণ। ইহার কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগ আরাম করিবার শক্তি আছে। কোন বিষধর জন্তুতে বা কুকুরে কামড়াইলে দষ্ট স্থানে ছালের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় (Fig. 302)।

LVI. RUBIACEAE.

Genns—ANTHOCEPHĀLUS A. RICH.

303. A. Cadamba Miq. (কদম্ব)

Fig.—Bed. Fl. sylv., 127, t. 35; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 489A.

Ref.—F. B. I., iii. 23; Roxb., F. I., i. 512; B. P., i. 551; Prain, H. H., 221; Voigt. 375.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অরণ্যে জন্মে; পশ্চিম বঙ্গে ও উত্তর ভারতে রোপণ করে; ব্রহ্মদেশের পেগু অঞ্চলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কদম্ব, নীপ; বা. হি. ধারাকদম্ব, কদম্ব; তাঃ. ভেল্লাই কদম্ব; তেঃ. কদম্বী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র ও ফল। ফলের রস ১-২ তোলা; ত্বক্চূর্ণ—১-২ আনা।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ, সরল গাছ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পাতলা, আঁইশের ন্যায় ফাটিয়া পড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট এবং নরম। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, চামড়ার ন্যায় শক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে নেবু-রং-বিশিষ্ট, পরাগ শ্বেতবর্ণ, রাত্রিকালে ফুলের সুগন্ধি বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। ফল ছোট নেবুর ন্যায়; শাঁসযুক্ত, বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। ফুল বর্ষাকালে হয়; পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের রস-চূর্ণ, অহিফেন এবং ফটকিরি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দ্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম হয় (Dymock)। কদম্ব-পাতার ক্বাথ ক্ষতে এবং মুখের ঘায়ে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। কোন স্থানে ব্রণ বা ঘা হইলে কদম্ব-পাতা দ্বারা আচ্ছাদন করিলে উহা আরাম হয় (চরক)। কদম্বকে লোকে বন্য কুইনাইন (Wild Cinchona) বলে, ইহার ত্বকের রস জীরাচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবন করিলে শিশুর বমন নিবারিত হয়। জ্বরের প্রবল অবস্থায় যখন অতিশয় পিপাসা হয় তখন ইহার ফলের রস সেবন করিলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)। কোন স্থানে বেদনা, শুক্রশোধন ও বমনের জন্য কদম্ব-নির্য্যাস হিতকর (চরক)। (Fig. 303)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—CINCHONA Linn,

304. C. officinalis Linn. (কুইনাইন)

Fig.—Woodville, Med. Bot., iii. t. 200 (1793); Bentl. & Trim, Med. Pl., ii. 140; Bot. Mag., t. 5364.

Ref.—F. B. I., iii. 35; Lamarck, Ill., i. t. 164; Trans. Linn. Soc. London, iii. t. 12; Baillon Dict. Bot., ii. 49 (1879), iii. 673 (1891).

জন্মস্থান—কুইনাইন গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ; এক্ষণে ভারতের নীলগিরি ও দার্জ্জিলিংএ মাংপু, মানদং ও রঙ্গো নামক স্থানে চাষ হইতেছে। দক্ষিণবর্ম্মা টেনাসেরিমে যে ভারত সরকারের কুইনাইন গাছের চাষ হইত উহা কয়েক বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাভা দেশে বহুপরিমাণে কুইনাইনের চাষ হয়। তথাকার কুইনাইন গাছের ছাল অতি উৎকৃষ্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. কুইনাইন; হি. কুইনাইন; Eng. Cinchona।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—এই গাছ ২৫-৩৫ ফুট উচ্চ হয়। গাছের কাণ্ড গোলাকার ও লম্বা, গাছের অগ্রভাগ পত্রময়, ছাল ধূসরবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দাগে পরিপূর্ণ, অভ্যন্তর পীতবর্ণ। সরু প্রশাখা, কিঞ্চিৎ চেপটা ও নরম। পত্র বিপরীতমুখী, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, চিরসবুজবর্ণ, বৃন্ত ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল মাঝারী, বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড বহু-শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়; ফুল দেখিতে গোলাপী, স্থানে স্থানে কিনারা শ্বেতবর্ণ। ফল লম্বাকৃতি, ৳ ইঞ্চি, লাল ও ধূসরবর্ণ। বীজ ছোট চেপটা, ফিকে ধূসরবর্ণ, ফল ও বীজ অনেক জন্মে, ফল ফাটিলে পাতলা বীজ বাতাসে উড়িয়া যায়। মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

C. calisaya Weddell. ইহাও একপ্রকার কুইনাইন গাছ, ইহাকে Yellow Cinchona বলে (Bot. Mag., t. 6052; Bently. Trim., ii. t. 141)। এই জাতীয় গাছ বড় হয়, ছাল পুরু, শ্বেতাভ। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, কখন কখন লালের দাগ দেখা যায়। ফুল C. officinalisএর মত, কিন্তু কিছু কম হয়, ফুল গোলাপী। বীজকোষ ৳ ইঞ্চি লম্বা। ইহা দেখিতে প্রথমোক্তটীর মত। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

C. Ledgeriana Moens. কেহ কেহ ইহাকে C. calisayaরই একটী variety বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গাছ C. calisayaর অনুরূপ; ইহার পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সরু। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল হয়। এই জাতীয় গাছেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বেশী পরিমাণ কুইনাইন জন্মায়।

C. succirubra Pavon। ইহাকে Red Cinchona বলে। এই গাছ ৫০-৮০ ফুট উচ্চ হয়, কিন্তু সচরাচর ২০-৪০ ফুটের অধিক হয় না। কাণ্ড সরল, গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণের দাগ আছে, নূতন ডাল নরম। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঈষৎ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পাতলা, গাঢ় সবুজবর্ণ। ফুল অপরাপরগুলির মত। ফল ¾-১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজ অপরগুলির মত। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

C. cordifolia Mutis। ইহাকে Columbian Bark বলে। এই গাছ মাঝারী, কাণ্ড সরল। শাখা বিস্তৃত। ছাল ধূসরবর্ণ ও কটা, কাটা-কাটা। পত্র বৃহৎ বিস্তৃত, বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, লালবর্ণ, পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার, অগ্রভাগ প্রায় সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল অপরাপর সিনকোনা গাছের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট, অতিশয় ঘেঁসাঘেঁসিভাবে ফুল হয়, দেখিতে লালবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বীজ অপরগুলির মত।

Variety ও hybrid লইয়া কুইনাইন গাছ ৩০।৪০ রকমের আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার জন্মস্থান। অতি প্রাচীনকালে কেহ উহার জ্বরনাশক শক্তির বিষয়ে অবগত ছিল না। ১৬৩৯ খৃঃ Countess Chinchon নাম্নী পেরু-দেশীয় শাসনকর্ত্তার স্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে ইহা ব্যবহার করিয়া জ্বরনাশক শক্তির পরিচয় পান এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করেন। ইউরোপে ক্রমেই সিনকোনা-ছালের আদর বাড়িয়া যায়।

Sir Clements R. Markham সাহেব ভারতের নীলগিরিতে প্রথমে কুইনাইন গাছ উৎপাদন করেন। Lady Canning তদানীন্তন কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেডেন্ট Dr. Thomas Andersonএর সহিত পরামর্শ করিয়া দার্জ্জিলিঙে চাষের ব্যবস্থা করেন এবং Lady Canning তাঁহাকে যাবাদেশে ইহার চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর Sir George King সাহেবের চেষ্টায় দার্জ্জিলিঙ ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কুইনাইনের চাষ হয় ও তথায় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ভারতে কুইনাইন একটু সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নীলগিরি, দার্জ্জিলিঙ এবং আসামের পর্ব্বতেও কুইনাইনের চাষ হইতেছে। এই চাষ মাননীয় Markham, Anderson ও King সাহেবদিগের অবিরত চেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Cinchona-ছাল হইতে প্রধানতঃ Quinine, Sulphate of Cinchonidine এবং C. Febrifuge প্রস্তুত হয়। কুইনাইন অবিরাম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা Typhoid, typhus, বসন্ত, প্রবলবাত ও বক্ষঃপ্রদাহ রোগের প্রতিষেধক ও নিবারক। ইহা ঘুংড়ি, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ হিতকর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুইনাইন Sulphuric acid যোগে সেবন করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এবং কলম্বা প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কুইনাইন সেবন অপেক্ষা উহার injection লইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

১ আউন্স পরিমাণ লাল পিপীলিকার ডিম্ব ও ৩০ গ্রেণ কুইনাইন লইয়া ১ কোয়ার্ট তালের তাড়িতে উক্ত ডিম্ব ও কুইনাইন ৪ ঘণ্টা রাখিয়া দেও, তৎপরে উহা ছাঁকিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দিবসে ২ বার মাত্রায় ৩।৪ দিন সেবন করিলে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়। ইহা একটী পরীক্ষিত ঔষধ (Ind. For., LXI, No. 12, p. 794)। (Fig. 304.)

Genus—ADINA SALISB.

305. A. cordifolia Hook (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

Fig. - Roxb., Cor. Pl., i, t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 490.

Ref.—F. B. I., iii, 24 ; Roxb., F. I., i, 514 ; B. P., i, 552 ; Watt, i, Pt. i, 266 ; Prain, H. H., 221.

জন্মস্থান—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কেলিকদম্ব, ধূলিকদম্ব, দাকম্; হি. হলুদকদমী; তা. সজ্জকদমী; তে. লুন্ধুকদমী।

ব্যবহার্য্য অংশ—কুঁড়ি, শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—বড় গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ, কাষ্ঠ শক্ত। পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়, চামড়ার ন্যায় শক্ত; পত্রের বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি। ফুলের মাথার ব্যাস ৳-১ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত, ১-২ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ ও অবনত। ফল দেখিতে সুপারীর মত। বীজাধার ৳ ইঞ্চি, ৬টী বীজ থাকে। ফুল বসন্তকালে জন্মে, বর্ষাকালে ফল ধরে। এই গাছ সাধারণ কদম্ব গাছ অপেক্ষা ছোট, ঝোপের ন্যায় ইহাতে বহু শাখাপ্রশাখা জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক বলকারক, তিক্ত ও জ্বরনাশক। ইহা জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগে হিতকর (R. N. Khory, ii, 325)।

ইহার ছোট কুঁড়ি, গোলমরিচের সহিত চূর্ণ করিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে মাথাধরা আরাম হয় (A. Campbell)। কেলিকদম্বের রস, ক্ষতের পোকা নাশ করে (Dymock)। (Fig. 305.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—IXORA Linn.

306. I. parviflora Vahl. (গান্ধালরঙ্গন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 222; Wight, I. C., t. 711; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 503.

Ref.—F. B. I., iii, 142; Roxb., F. I., i, 383; B. P. i, 511; Dymock, ii, 214.

জন্মস্থান. বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দেখা যায়; হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে পতিত জমিতে এবং অপরাপর জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডিতক; বা. গান্ধালরঙ্গন; হি. কোটাগান্ধাল; তা. শুলুন্দু কোরা, সামমেরসেট।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময় ছোট গুল্ম। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত ও উজ্জ্বল, গোড়ার দিক গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেত অথবা ঘোর লালবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ½-⅓ ইঞ্চি; পুংকেসর ছোট; স্ত্রীকেসর কোমল, লোমযুক্ত। ফল ছোট। চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সাঁওতালেরা ইহার শিকড় কিম্বা ফল, স্ত্রীলোকদিগের রক্তপ্রস্রাবে খাওয়াইয়া দেয় (A. Campbell)। (Fig. 306.)

307. I. coccinea Linn. (রঙ্গন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 13; Lamk., Ill., i, t. 66, Fig. i; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 504.

Ref.—F. B. I., iii, 142; Roxb., F. I., i, 383; B. P., i, 571; Dymock, ii, 214; Prain, H. H., 223.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় দেখা যায়। চট্টগ্রামের জঙ্গলে বিস্তর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. রক্তক, বন্ধুক; বা. রঙ্গন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি লম্বা ও চেপ্টা। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। ফুল বড় বোঁটায় থাকে। বহির্ব্বাস দাঁতযুক্ত, লম্বা কিংবা সরু। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, অবনত। ফল ½ ইঞ্চি, খাইবার যোগ্য। ইহার অনেক জাতি আছে, বাগানে চাষ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফুল বড় অথবা ছোট, পীত ও লালবর্ণ। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পার্ব্বতীয় প্রদেশে নদীর কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে। ইহা অনেক ভারতীয় বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার- ইহার ২ তোলা পরিমাণ ফুল ঘৃতে ভাজিয়া ৪ কুঁচ পরিমাণ জীরা ও নাগেশ্বর ফুলের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহা চিনি ও মিছরীর সহিত সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)। এই বটিকা প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর; এবং ইহা ঘোল, ছানার জল বা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য।

শিকড়ের গুঁড়া জলে গুলিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া ঘায়ে পুলটিস দিলে ক্ষত আরাম হয়। গলার ঘায়ে শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া ধৌত স্বরূপ ব্যবহার করিলে গলার ঘা আরাম হয়।

ইহার শিকড় ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ পেষণ করিয়া অল্প জল পিপুলচূর্ণ দিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা ইপিকাক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জ্বর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। (Fig. 307.)

Genus—OLDENLANDIA Linn.

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 38; Wight, I. C., t. 822; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 492B.

Ref.—F. B. I., iii, 64; Roxb., F. I., i, 624; B. P., i, 559; Prain, H. H., 222.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমন কি ৫০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশেও জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ক্ষেত্রপর্পটী, পর্পট; বা. ক্ষেতপাপড়া; হি. পিতপাপড়া; মালাবার—পরিপাট; তা. পর্প্দাগম; তে. ভেরীনেল্লা বেমু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমস্ত উদ্ভিদ। ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ বর্ষজীবী ওষধি; গাছগুলি ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ হয়, শাখাগুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১/২-২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১/১৬-১/৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিংবা বক্র। পুষ্পবৃন্তে ৪টী অথবা অধিক ফুল থাকে। পুষ্পাধার শ্বেতবর্ণ এবং ইহার নল ছোট, বীজকোষ বিস্তৃত, গোলাকার, গোড়ার দিকে সরু। এই গাছ সময়ে সময়ে বিভিন্ন আকৃতির দেখা যায় এবং O. diffusa হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। গাছগুলি বর্ষাকালে জন্মে এবং শীতের শেষ ভাগে মরিয়া যায়। এই গাছগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসই প্রশস্ত, সেই সময়ে ইহার ফুল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা শক্তিকর ঔষধ, বায়ু ও পিত্ত দমন করে বলিয়া অবিরাম জরে ও উদরাময়ে এবং স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে বিশেষ হিতকর। সমগ্র গাছের ক্বাথ অপরাপর ঔষধযোগে পাচন প্রস্তুত হয়।

গোয়াদেশে ইহা কালিঝাঁট (Adiantum lunulatum) এবং থুলকুড়ি মিশাইয়া সামান্য জরে ব্যবহার হয়।

কঙ্কন দেশে জরে হাত পায়ের তলা জালায় ব্যবহার হয়। ইহার রস ১ তোলা পরিমাণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটজালা আরাম হয়। ইহার ক্বাথ অবিরাম জরে ব্যবহৃত হয় এবং শরীরের উপরিভাগে মাখাইতে হয় (Dymock)। কামলা রোগে, যকৃৎ দোষ এবং কৃমি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। পর্পটের ক্বাথ মধুযোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। ক্ষেতপাপড়ার রস ও ক্বাথ পিত্ত রোগে হিতকর। পর্পটের ক্বাথ পিত্ত জরে অতি হিতকর। জর রোগীকে ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ ২।১ দিন সেবন করাইলে আস্তে আস্তে জর আরাম হইয়া যায়। (Fig. 308.)

Genus—PSYCHOTRIA Linn.

309. P. ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

Fig.—Mart., Fl. Bras., vi & v, t. 52 (1881); Kohl, Off. Phl. Pharm. Germ., t. 144 (1895).

Ref.—Mart., Fl. Bras., vi & v. (1881); Kohl, Off. Phl. Pharm. Germ. (1895).

জন্মস্থান—দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতের মধ্যে এক্ষণে দার্জ্জিলিঙের Cinchona Plantationএ চাষ হইতেছে।

বিভিন্ন নাম—বা. ইপিকাক্।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইপিকাক গাছের generic নাম সম্বন্ধে নানাদেশীয় উদ্ভিদবেত্তাগণের নানা মত আছে। U. S. Pharmacopoeia মতে ইহা Cephaelis, ব্রিটিশ মতে Psychotria এবং German মতে Uragosa নামে অভিহিত। এই সকল গোলযোগ নিরাকরণের জন্য উহার সাবেক নাম Cephaelis দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই গাছ ছোট গুল্মজাতীয়, মূল নরম ও ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, মূলে দুই একটী শাখাপ্রশাখা হয় এবং ইহা মাটীতে একটু বক্রভাবে প্রবেশ করে। গাছের কাণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা, কখন কখন এক ফুটের কম উচ্চ হয়। গাছের নিম্নভাগে পত্র হয় না. ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, গাছের উপরিভাগ নরম ও সবুজবর্ণ। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, উহা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং ১ ২ ইঞ্চি চওড়া, উপরিভাগ সবুজবর্ণ ও খসখসে, নিম্নভাগ নরম ও ফিকে রং বিশিষ্ট। ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, ছোট, প্রথমে বেগুনে রং বিশিষ্ট পরে পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উহাতে দুইটী বীজ থাকে। ইপিকাকের অনেক জাতি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সাধারণতঃ চাষ হইতেছে। ব্রাজিলের ইপিকাকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মে মাসে ফল হয়। ১৮৬৬ খৃঃ Dr. King সাহেব ভারতে ইপিকাকুয়ানার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন এবং বহু চেষ্টার ফলে ও বহু বৎসর পরে এই গাছগুলি দার্জ্জিলিং অঞ্চলে Cinchona আবাদে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। বর্ম্মার পাহাড়ে ইহার বেশ চাষ হইয়াছিল, কিন্তু Cinchona চাষের সঙ্গে ইহারও চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, আসাম ও বর্ম্মার পার্ব্বত্য প্রদেশে ও পূর্ব্ব হিমালয় অঞ্চলে সহজেই ইপিকাকের চাষ হইতে পারে।

Mongpoo নামক স্থানে সরকারের চাষ ক্ষেত্রে ১৯৩১-৩২ অব্দে ১২০ হাজার, ১৯৩২-৩৩ অব্দে ১৩৬ হাজার এবং ১৯৩৩-৩৪ অব্দে ১৬৭ হাজার ইপিকাকুয়ানা গাছ হইয়াছিল। উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইহার চাষ ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে; কিন্তু চাষে অধিক খরচ হইলে আমেরিকা দেশীয় আমদানি মূলের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে। ইপিকাকুয়ানা আমেরিকার কলম্বিয়া দেশ হইতে আমদানি হয় এবং উহাকে সাধারণতঃ Carthagena Ipecacuanha বলে। ব্রাজিল হইতে যে ইপিকাক আইসে উহা তত ভাল নহে, উহার গুণ কিছু কম। আমাদের দেশে অনেকগুলি গাছ আছে যাহা ইপিকাকের সমগুণবিশিষ্ট। নিম্নে কতকগুলির নাম দেওয়া গেল:—

(*1*) *Naregamia alata* Wight & Arnot (Wight, I. C., Pl. Ori., t. 90; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 217)। এই গাছ Meliaceae বর্গভুক্ত, ইংরাজীতে ইহাকে Country Ipecacuanha বলে। ইহার কাণ্ডে ও পত্রে ইপিকাকের ন্যায় বমনকারক গুণ আছে, এবং ১২-২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে তীব্র রক্ত আমাশয় আরাম হয়। অল্প মাত্রায় ইহা সর্দ্দি-নিঃসারক, পুরাতন ফুসফুস ঘটিত পীড়া ও হাঁপানী আরাম করে। ইহা ৫-২০ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে সর্দ্দির উপসম করে ও ১৫-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে বমন উৎপাদন হয়। ইহার রস নারিকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে খোস ও পাঁচড়া আরাম হয়।

(2) *Tylophora asthmatica* W. & A. ইহার বাঙ্গালা নাম অন্তমূল। এই পুস্তকে পরে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

(3) *Asclepias curassavica* Linn. এই গাছ দক্ষিণ ভারতে ও বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে (B. P., ii, 689)। ইহার বম্বে দেশীয় নাম কুরকী বা কাকতুণ্ড। জামেকা দেশীয় লোকে ইহা রক্ত আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া ইহাকে "Blood Flower" বলে।

ইহার শিকড় বা মূল খাইলে প্রথমতঃ ভেদ হয়, তৎপরে ইহা পাকস্থলী সঙ্কুচিত করে। ইহার রস বমন কারক। ইহার মূল অর্শ ও গনোরিয়া রোগে হিতকর এবং ইহার শিকর রক্ত আমাশয় নিবারক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(4) *Calotropis gigantea* R. Br. (আকন্দ)। ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

আরও কয়েকটী সমগুণবিশিষ্ট গাছ আছে, তাহা নগণ্য বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘর্ম্মকর, পাকস্থলীর উত্তেজক ও সর্দ্দি নিঃসারক ও বমনকারক। অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে ঘুংড়িকাসি সর্দ্দি নিঃসারিত করিয়া ঘুংড়িকাসি আরাম করে। ইহা নূতন ও পুরাতন ফুসফুস ঘটিত পীড়ায় হিতকর। গর্ভাবস্থায় বমন অথবা মদ্যপানজনিত বমন রোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১-২ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। বিছা ও পোকার কামড়ে ইপিকাক প্রযুক্ত হয়। পুরাতন বক্ষপ্রদাহ ও হাঁপানী রোগে ইপিকাক ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। কঠিন উদরাময় রোগ ১৫ গ্রেণ পরিমাণ ইপিকাক দিবসে ৫।৬ বার সেবনে আরাম হয়। (Fig. 309.)

Genus—OPHIORRHIZA Linn.

310. O. Mungos Linn. (গন্ধ-নকুলি)

Fig.—Gaertn, Fruct., i, t. 55 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 493.

Ref.—F. B. I., iii, 77 ; Roxb., F. I., i, 701.

জন্মস্থান—ভারতের খাসিয়া পাহাড়, বর্ম্মা এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. সর্পাক্ষী ; বা. গন্ধ-নকুলি ; তা. কিরিপুরন্দন ; তে. সর্পাক্ষীচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২½ ইঞ্চি চওড়া ও পাতলা, পত্রের অগ্রভাগ বসা, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১ ৩ ইঞ্চি, মস্তক চেপ্টা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও কোমল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ ; বীজাধারের ব্যাস ⅙-⅓ ইঞ্চি ; বীজ ক্ষুদ্র, এক একটী ফলে অনেক থাকে, কোণযুক্ত। বর্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় তিক্ত এবং বলকারক। বিষধর সর্প অথবা অপর কোন বিষধর প্রাণী অথবা পাগলা কুকুরে কামড়াইলে ইহার শিকড়ের ক্বাথ সেবনে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 310.)

Genus—MUSSAENDA Linn.

311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., 494.

Ref.—F. B. I., iii, 89 ; Watt, v, Pl. i, 308 ; Dymock, ii, 202 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 647.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড় এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্রীবল্লি ; বা. নাগবল্লী ; লেপ্‌চা—টাম্বার ; নেপাল—আসারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সরু ; কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও কিছু শক্ত। পত্রের বোঁটা ছোট, পত্র লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ছোট ও শাখাবিশিষ্ট, গুচ্ছবদ্ধ ও যুক্ত রেশমের মত নরম ; পুষ্প নেবু রং বিশিষ্ট অথবা পীতবর্ণ, কোমল লোমযুক্ত, পত্রাংশ বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফলগুলি ডিম্বাকার এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশে ইহার শিকড়ের ½ তোলা পরিমাণ রস গোমূত্রের সহিত দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হয়। ইহার পত্রের রস ২ তোলা পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Dymock)। পত্রের রস লাগাইলে তিমির দৃষ্টি আরোগ্য হয়। ইহার কাঁচা রস অথবা ক্বাথ বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। (Fig. 311.)

Genus—PAEDERIA Linn.

312. P. foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 195 ; Watt, vi, Pt. i, 2 ; Dymock, ii, 228 ; B. P., i, 578 ; Voigt, 388.

জন্মস্থান—নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. প্রসারিণী ; বা. গন্ধভাদুলিয়া ; হি. গন্ধালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে গাছ, সচরাচর অপর গাছে অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। লতায় সূক্ষ্ম লোম আছে, পত্র যোড়া যোড়া বাহির হয় ; বোঁটা লম্বা। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅘-২½ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিকে সরু, গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লতার উভয় দিকে থাকে, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। মুকুলে ছোট ছোট পত্র আছে। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্ব্বাস ছোট নলের মত, ইহার দাঁত ছোট ত্রিকোণাকার, ফুলের রং গোলাপী। পুষ্পাধার ⅓-⅙ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ফল ⅙-⅓ ইঞ্চি মসৃণ, ইহার মস্তক মোচার ন্যায়, বহির্ব্বাসের দ্বারা আবৃত, বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার ক্বাথ দুর্ব্বল লোকের পক্ষে হিতকর। সমগ্র গাছটীর বাতের ঔষধের জন্য বিশেষ খ্যাতি আছে। পত্র বাতে মালিশ করিলে এবং রস খাওয়াইলে বাত আরাম হয় (U. C. Dutt)।

বহুদিন রোগ ভোগ হইয়া মুখ খারাপ হইলে ইহার পাতার ঝোল রোগীদিগকে দেওয়া হয়।

গন্ধভাদুলিয়া পাতার রস ধারক এবং ১ ড্রাম পরিমাণ পাতার রস বালকদের উদরাময়ে বিশেষ হিতকর (Watt).

ইহার ফল খাইলে দাঁত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ইহা দাঁত বেদনায় হিতকর (Gamble)।

গন্ধভাদুলিয়া যোগে প্রসারণী লেহ প্রস্তুত হয়. ইহা বাত রোগের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল :—

গন্ধভাদুলিয়ার শিকড় ও পাতা ২ সের, জল ৩২ সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ সিকি পরিমাণ। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া ২ সের মাৎগুড় যোগে পুনরায় সিদ্ধ করিবে। এইটী সিরাপের মত হইলে ইহাতে গুঁড়া আদা, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, চিতামূল এবং চৈ (Piper Chaba)-এর মূল প্রত্যেকটী অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে দিলে যে অবলেহ প্রস্তুত হইবে, উহার ১ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ খাইলে অতিশয় দুরারোগ্য বাত আরাম হয়।

প্রসারণ্যাড়কে ক্বাথে প্রস্থো গুড়রসো মতঃ।
পক্ব পঞ্চোষণরজো যশ্চ স্যাদামবাতহা॥ (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধভাদুলিয়ার শিকড় বমন কারক। ইহা পেটফাঁপা নিবারক, পেটবেদনা, আক্ষেপ, বাত ও গেঁটে বাত রোগে হিতকর (Dymock)। (Fig. 312.)

Genus—PAVETTA Linn.

313. P. indica Linn. (কুকুরচূড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xix, t. 10 ; Wight, I. C., t. 148 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 505.

Ref.—F. B. I., iii, 150 ; Roxb., F. I., i, 385 ; B. P., i, 565 ; Dymock, ii, 211.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ভারতের হিমালয় হইতে ভূটান পর্য্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। হুগলী জেলার স্থানে স্থানে ও গোঘাট অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে রোপিত হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. পাপট, তির্য্যকফল; বা. কুকুরচূড়া; হি. পাপারী; তে. পাপ্পূ ট্ট-বয়রু।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ছাল পাতলা, মসৃণ ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে ধূসরবর্ণ, শক্ত। শাখা বহু বিস্তৃত কোমল লোমযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি, কখনও ডিম্বাকৃতি, উভয়দিকে লোমযুক্ত, মাথা মোটা, বোঁটার দিকে ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, গাঢ় সবুজবর্ণ, পত্রে স্থানে স্থানে অর্ব্বুদ আছে। পত্রের বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। ডালে বহুপরিমাণে ফুল হয়, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, স্ত্রীকেসর ¾ ইঞ্চি, অত্যন্ত নরম। ফলের ব্যাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত. মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক, দেশীয় ডাক্তারেরা অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহা ব্যবহার করেন। বালকদের পক্ষে শিকড়ের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য (Ainslie)। গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ফ্লানেল অথবা কাপড় ভিজাইয়া অর্শে সেক দিলে অর্শের যন্ত্রণা আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের ক্বাথ (১ : ১০) ভাগ, আদা ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাইলে যকৃৎ রোগে হিতকর; ইহাতে যকৃতের কার্য্য বেশ ভাল হয় ও শোথ কমিয়া যায়। (Fig. 313.)

Genus—RANDIA Linn.

314. R. dumetorum Lamk. (মদনফল)

Fig.—Wight, I. C. t., 580 ; Roxb., Cor. Pl., t. 136 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 496.

Ref.—F. B. I., iii, 110 ; Roxb., F. I., i, 713 ; B. P. i, 567 ; Watt, vi, Pt. i, 389.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের নিকটস্থ স্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মদনফল ; বা. মদনফল ; হি· মেনফল ; তে. মান্দ ; তা. মধুকারয় ; Eng. Emetic nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফলের খোসা ও ফল। মাত্রা ১-২ আনা।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম বা ছোট গাছ, বসন্তকালে পত্র পতিত হইয়া যায়। গাছ লম্বা কাঁটা দ্বারা আবৃত ; কাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় তীক্ষ্ণ, সরল ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। শাখা লম্বা ভাবে বিস্তৃত। পত্র দেখিতে অনেকটা টেনিসের ব্যাটের ন্যায়, বোঁটা ছোট, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, আপাং গাছের পত্রের ন্যায়। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যেক শাখার গোড়া হইতে ১-৩টী ফুল হয়। পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, কিংবা ডিম্বাকৃতি, প্রায় ১/২ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ২টী ঘর আছে, শাঁস পুরু। ফল দেখিতে অনেকটা ন্যাসপাতির মত, ভিতরে ফলের ৪ ভাগে ৪টী বীজ থাকে। বীজ চেপ্টা ও শাঁসের দ্বারা আচ্ছাদিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল হয়, শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যদের মতে ইহার ফল একটী উৎকৃষ্ট বমনকারক। মদনফল খাইলে গা ঘোরে ও বমনের ন্যায় হয়। ফোড়া হইলে মদন ফলের প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় এবং ফল কাংস্যপাত্রে পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে নাভিশূল আরাম হয়।

একটী পাকা ফল ১ মাত্রার পক্ষে যথেষ্ট।

মুসলমান বৈদ্যেরাও ইহাকে বমনকারক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা কফ ও পিত্তনাশক ও ধারক। ইহা দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিতে হয় (Dymock)। ইহা বাতে মালিশ হয় (Stewart)। যখন জ্বরে হাড়ে বেদনা হয় তখন ইহার ছালের ক্বাথ সেবন করিলে বেদনা কমিয়া যায়।

রক্ত আমাশয় রোগে ইহা ইপিকাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়; মাত্রা ৪০ গ্রেণ বমনের জন্য, ১৫-৩০ গ্রেণ রক্ত আমাশয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় (Moodeen Sheriff)।

ছাল ধারক। পেটের বেদনায় ইহার ফল চাউল ধোয়া জলের সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মদনফল মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মদনফল, আকন্দ এবং যষ্টিমধুযোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা সর্দ্দি ও হাঁপানীর একটী উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ফলের শাঁস ক্রিমি নাশক এবং কখন কখন গর্ভস্রাব করাইয়া দেয়। ফলের গুঁড়া জিহ্বা ও তালুতে লাগাইলে জ্বর আরাম হয়, বিশেষতঃ বালকদের দাঁত উঠিবার সময় যে জ্বর হয় উক্ত জ্বরে বিশেষ কাজ করে (Murray)। (Fig. 314.)

315. R. uliginosa Dc. (পিরআলু)

Fig.—Wight, I. C., t. 397; Roxb., Cor. Pl., t. 135; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 495.

Ref.—F. B. I., iii, 110; Roxb., F. I., i, 712; B. P., i, 566; Watt, vi, Pt. i, 391.

জন্মস্থান—পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, সিকিম ও আসামে দেখা যায়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—বা. পিরআলু; হি. পিণ্ডালু; সাঁওতাল—পিণ্ডি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং ফল।

বর্ণনা—শক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শাখা ৪ কোণবিশিষ্ট। পত্র ২-৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, শুষ্ক অবস্থায় মলিনবর্ণ, পত্র বোঁটার দিকে ক্রমশঃ সরু। পুষ্পবৃন্ত ছোট ও ত্রিকোণাকার, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১½ ইঞ্চি। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। বীজ চেপ্টা, মসৃণ। ফল বাজারে বিক্রয় হয়, লোকে খাইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার অপক্ব ফল কাঠের কয়লায় সেঁকিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পিণ্ডালু ধারক (Dymock)। ইহার শিকড় ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে উপকার হয়। (Fig. 315.)

Genus—RUBIA Linn.

316. R. cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)

Fig.—Wight, I. C., t. 187; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 510.

Ref.—F. B. I., iii, 202; Roxb., F. I., i, 374; B. P., i, 580.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, হিমালয়ের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে, ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে সিংহল এবং মালাক্কা নামক স্থানে, ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সংস্কৃত ও কঙ্কন—মঞ্জিষ্ঠা; বা. মঞ্জিষ্টা; হি. মজিঠ; বম্বে, মারহাট্টা, তে.—তাম্রবল্লী; তা. মন্দিট্ট; Eng. Indian Madder.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও শিকড়। মাত্রা, চূর্ণ ১-৪ আনা; ক্বাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটী বৃক্ষারোহী বহুবর্ষ-জীবি লতা; শিকড় লম্বা ও মোটা। গাছের ডাঁটা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়; অতিশয় লম্বা, অন্য গাছের উপর সচরাচর অনেক দূর লতাইয়া যায়। ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। লতায় অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। ডাঁটা চারিটী কোণবিশিষ্ট, কখনও কোণে কাঁটার মত থাকে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দেখিতে অনেকটা ছোট পানের পাতার ন্যায়, কিনারায় ছোট শ্বেতবর্ণ বক্র কাঁটা আছে। বোঁটা পাতার দ্বিগুণ লম্বা, ইহাতে কাঁটা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টী; ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পস্তবক পুরু ও অতিশয় ছোট, ইহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি, মাথাটা স্থূলকোণী। ফল ⅙ ইঞ্চি, ঈষৎ বেগুণে ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার--মঞ্জিষ্ঠা রং করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কোন প্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয় (চক্রদত্ত)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত, কামলা ও মূত্রপথের রোধকারক রোগে এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোনাশে প্রয়োগ করেন।

ইহার ফল যকৃতের পীড়ায় একটী আবশ্যকীয় ঔষধ, ইহার শিকড়ের মলম মধুর সহিত মিশাইয়া দিলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

মঞ্জিষ্ঠার শিকড়ের ছেঁচা রস স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করিবার জন্য বড়ই শোধক ঔষধ। ৩ ড্রাম অথবা তাহার অধিক পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠা খাইলে স্নায়ুযন্ত্রের অপকার করে (Ainslie) তজ্জন্য উন্মত্ততা ও আক্ষেপ উৎপাদন করে (Pharm. Ind., ii, 232)। এই গাছ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে বহুপরিমাণে জন্মে এবং বম্বে বাজারে অনেক পরিমাণে আমদানী হয়। শরীরের কোন স্থানে মেছেতা হইলে মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ দিলে মেছেতা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মেহ রোগে শ্বেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথ হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা ঋতুকর ও মূত্রকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; এই কারণে শোথ, পক্ষাঘাত, কামলা ও ঋতুনাশে ইহার ব্যবহার হয়।

ইহার ক্বাথ সেবনে, মূত্র এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত লালবর্ণ হয়। ঘায়ের পক্ষে মঞ্জিষ্ঠা ঘৃত বড় উপকারী। ইহা মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্গার শিকড় যোগে প্রস্তুত হয় ; দাহজনিত ক্ষত ও অপরাপর ঘায়ে ইহা বেশ কাজ করে। (Fig. 316.)

Genus—VANGUERIA Juss.

317. V. spinosa Roxb. (ময়না)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 502.

Ref.—F. B. I., iii, 136 ; Dymock, ii, 211 ; Roxb., F. I., i, 536 ; B. P., i, 575 ; Prain, H. H., 224.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডিতক ; বা. ময়না।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় বড় সবুজ কাঁটাযুক্ত অথবা কণ্টকহীন ছোট উদ্ভিদ, পাতা মসৃণ ও শক্ত লোমাবৃত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা বোঁটা ⅙-১ ইঞ্চি। ফুল ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি। ফলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শাঁস আছে, দেখিতে চেরীফলের ন্যায় অথবা কতক পরিমাণে আমলকীর মত, পাকিলে পীতবর্ণ, অনেকটা গোলাকৃতি ও মসৃণ। ফলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি ; শাঁস খায়, ফল শক্ত ও মসৃণ, ইহাতে একটী বীজ আছে। গ্রীষ্মকালে এই গাছের ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে। অপর এক জাতীয় ময়না আছে উহার লাটিন নাম V. mollis (F. B. I., iii, 136). ইহা পশ্চিম বঙ্গেই বেশী দেখা যায় ; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা ছোট, পত্রের উভয়দিক কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যেরা ইহার ফল বলকারক, সর্দ্দি ও পিত্তনিঃসারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (Fig. 317.)

Genus—MORINDA Linn.

318. M. citrifolia Linn. (আচ)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 220 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 507.

Ref.—F. B. I., iii, 156 ; Roxb., F. I., i, 543 ; B. P., i, 573 ; Prain, H. H., 224.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয় ; ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. আচ্ছুক ; বা. আচ ; হি. আল ; তে. মাদ্দী-চেটু ; সামতাল—চাইলী বা কাতারী ; Eng. Indian Mulberry.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র কোমল অথবা শক্ত লোমযুক্ত। গাছের ত্বক্ কর্কের মত। কাষ্ঠ পীতবর্ণ, কখনও লালবর্ণ, শক্ত ও ভারী ; এই গাছ হইতে পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। গাছের গাত্র লম্বালম্বি কাটা কাটা। পত্র উজ্জ্বল নহে, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পনল শক্ত লোমযুক্ত ; ফুল অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, এক একটী হয়। পাপড়ি ৫টী, ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। ফলে শাঁস আছে। এই গাছের আর এক জাতি আছে, ইহাকে M. bracteata Roxb. (B. P., i, 573) অথবা বন আচ কিংবা হল্‌দীকুঁচ বলে। এই গাছগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের গঙ্গা ও দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী জেলার জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে দেখা যায়। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয় ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক এবং সর্দ্দিনাশক (Irvine)। বম্বেদেশে ইহার পাতা ঘা ও ক্ষতে ব্যবহার হয় এবং পাতার রস, জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রয়োগ হয় (Dymock)। (Fig. 318.)

Genus—HYMENODICTYON Wall.

319. H. excelsum Wall. (কুকুর কট)

Fig.—Wight, I. C., t. 79 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 491.

Ref.—F. B. I., iii, 35 ; Roxb., F. I., i, 529 ; B. P., i, 555.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, মধ্যভারত, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কুকুর কট, কালবুকনন ; তে. ভাণ্ডারু ; তা. সাগাপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, কাণ্ড সরল, মোটা ও উচ্চ ; বহু শাখাপ্রশাখা হয়। ছাল পুরু, বাহিরের ছাল ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, গায়ে কাটা কাটা দাগ আছে, ভিতরের ছাল শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে হয়, পশমের ন্যায় নরম। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ক্ষুদ্র সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, এক সঙ্গে অনেক ফুল হয়। পুংকেসর ৫টী ছোট পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল লম্বা ও দেখিতে প্রায় মটরের মত কিন্তু লম্বায় দ্বিগুণ, ইহাতে ডোরা কাটা আছে। ফলের ভিতর ৬-১২টী বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় ধারক ও উগ্র জ্বরে সিনকোনা গাছের তুল্য। ইহার ছাল তিক্ত, ভারতীয়েরা ইহাকে জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। Dr. O'Shaughnessy বলেন যে জ্বরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তিনি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার ছাল কাঁচা অবস্থায় তিক্ত, কিন্তু শুষ্ক হইলে স্বাদবিহীন হয়। (Fig. 319.)

LVII. VALERIANEAE

Genus—NARDOSTACHYS Dc.

320. N. Jatamansi Dc. (জটামাংসী)

Fig.—Royle, Ill., 242-44, t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 509B.

Ref.—F. B. I., iii, 211 ; Wall, Cat., 431 ; Dymock, ii, 233.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে সিকিমের পর্ব্বতে প্রায় ১১০০০ হইতে ১৭০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. তা. তে. জটামাংসী ; হি. বালচর ; Eng. Musk root.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, মূলের গেঁড়।

বর্ণনা—ইহার মূল কাষ্ঠের মত শক্ত, লম্বা এবং বহুসংখ্যক ছোবড়ার মত দ্রব্যে আবৃত। কাণ্ড ৪-২৪ ইঞ্চি, কোমল লোমাবৃত; পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে সচরাচর ১-৫টী ফিকে গোলাপী অথবা নীল বর্ণের ফুল থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কেশে আবৃত। ইহার দুই প্রকার গাছ আছে। এক প্রকার গাছে বড় ফুল হয় ও পুষ্পস্তবকে মসৃণ লোম আছে। এই গাছের সংস্কৃত নাম জটামাংসী, কেহ কেহ ইহাকে ভূতকেশী অথবা পীষিত তপস্বিনী বলে. ইহা সৌগন্ধকরণে ও ঔষধে ব্যবহার হয়। জুলাই-আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জটামাংসী অপস্মার ও মৃগী রোগের মহৌষধ (সুশ্রুত)। হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে স্নায়বিক রোগের ঔষধ ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। নির্ঘণ্টকারের মতে ইহা স্নিগ্ধকর ও কুষ্ঠের মহৌষধ। মাথার চুল কৃষ্ণবর্ণ ও বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য ইহা হইতে এক প্রকার মাথার তৈল প্রস্তুত হয়। জটামাংসী ব্যবহার করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

O'Shaughnessy বলেন ইহা Valerian-এর সমতুল্য (Beng. Disp., 404); Valerian যখন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা যায় তখন উহা হজমশক্তি বাড়াইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; প্রত্যেক বারে ২ ড্রাম পরিমিত ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, বমন হয় ও পেট বেদনা করে, নাড়ী দ্রুত হয় ও ঘাম হয়।

ইহা উত্তেজক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করে। জটামাংসী ৪৫ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে সর্দ্দির কফ নিঃসারিত হয় (Dymock)।

জটামাংসীর শিকড় উত্তেজক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; ইহা অপস্মার, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও অপরাপর আক্ষেপে ব্যবহার হয় (Watt)।

১ তোলা জটামাংসী ৮ তোলা গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া পান করিলে মূর্চ্ছা ও বুক ধড়ফড়ানি রোগ আরাম হয়।

জটামাংসীর ফুল হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগে ব্যবহার্য্য।

জটামাংসীর শিকড় সুবাসিত ও তিক্ত। কথিত আছে, ইহা বলকারক, উত্তেজক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; এই জন্য মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও তড়কা রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রকর, ঋতুকর এবং পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় রোগে হিতকর। কথিত আছে, ইহা কামলা ও কণ্ঠনালীর রোগ নিবারক ও বিষের প্রতিষেধক। (Fig. 320.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—VALERIANA Linn.

321. V. Hardwickii Wall (টগর)

Fig.—Wall, Pl. As. Rar., 39, t. 268; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 512.

Ref.—F. B. I., iii, 213; Wall, Cat., 452.

জন্মস্থান—কাশ্মীর হইতে ভূটান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১২০০০ ফুট উচ্চে এবং খাসিয়া পাহাড়ে ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. টগর; কুমায়ূন—আসরুণ; লেপচা—চাম্মাহা; Eng. Indian Valerian.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে; শিকড় ছোবড়ার ন্যায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট সরল। পত্র পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে উভয়দিকে যোড়া যোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটী বিযোড় পত্র থাকে; ত্রিপত্রবিশিষ্ট, কখনও ৫টী পত্র থাকে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, লোমবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা অপেক্ষা পুষ্পদণ্ড লম্বা। ফল কেশযুক্ত। জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ জটামাংসীর তুল্য (Makhzan)।

Royle বলেন এই গাছ নেপাল ও উত্তর ভারতে ঔষধার্থে ব্যবহার হয়, ইহা Valerian এর সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় (Dymock)। (Fig. 321.)

322. V. officinalis Linn. (কালবালা)

Fig.—Woodville, Med. Bot., ii. t. 99 (1792); Bentley & Trim., ii. 146 (1876).

Ref.—F. B. I., iii. 211; Boiss., Fl. Orient., iii. 89; Sowerby & Sm., Engl. Bot., x, t. 698 (1800).

জন্মস্থান—ইউরোপের আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে; ভূমধ্যসাগরের নিকটস্থ প্রদেশে, পশ্চিম এসিয়া, জাপান। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় চাষ হয়। কাশ্মীরের উত্তরভাগে ৮০০০ হইতে ৯০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—মারহাট্টা—কালবালা; Eng. Common Valerian.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; মূলদেশ সরল, ইহা হইতে নরম, গোলাকার ফিকে ধূসরবর্ণ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, গাছের অগ্রভাগ, গোলাকার ও ফাঁপা প্রশাখা বিশিষ্ট। পত্র পক্ষাকার, কাণ্ডের উভয়দিকে পর্য্যায়ক্রমে বাহির হয়। উপপত্র ¾-২½ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফুল ছোট, এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে জন্মে। পুষ্পদণ্ড বহুশাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ও লম্বা। ফুল ফিকে লালবর্ণ, লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। পুংকেসর ৩টী, ইহার অর্দ্ধেক অংশ পুষ্পনলের অভ্যন্তরে থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ইহাতে ৩টী শিরা আছে। ফলে এক একটী বীজ হয়, দেখিতে চেপ্টা। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় উত্তেজক এবং আক্ষেপ নিবারক। ইহা হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও পেশীর আক্ষেপ নিবারক। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় ইহা উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। আক্ষেপ নিবারণ করিবার পক্ষে ইহা হিঙ্গু অপেক্ষা শক্তিতে কম। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে, মাথা ধরা, মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়ুর অবসাদ আনয়ন করে। সিন্‌কোনার ছালের সহিত ব্যবহার করিলে ইহা অবিরাম জ্বর নাশ করে। প্রবল বাতরোগে ইহার জলে স্নান করিলে কিংবা আক্রান্ত অংশ ধৌত করিলে বাতের উপশম হয়। Volatile তৈল কিংবা Valerian খাইলে বাতরোগে বিশেষ ফল হয় (Bentl. and Trim.)। (Fig. 322.)

LVIII. COMPOSITAE

Genus—VERNONIA Schreb.

323. V. cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 64; Wight, Ic., t. 1076; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 516.

Ref.—F. B. I., iii, 233; Roxb., F. I., iii, 406; B. P., i, 590; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, এমন কি হিমালয়ের ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও দেখা যায়; খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও রাস্তার ধারে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অর্দ্ধপ্রসাদন, সহদেবী; বা. ছোট কুকসিমা; তা. সশিরাসঙ্গলানীর; বম্বে—মতিসাদরী; গুজরাট—সাদরী; তে. ঘেরিটী কারনিনা; Eng. Fleabane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম, ফুল এবং বীজ।

বর্ণনা—সাধারণ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কাণ্ড নরম ও সরল, ৬-১২ ইঞ্চি উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত; শাখা অতি অল্প হয়। পত্র বিপরীত দিকে দূরে দূরে জন্মে, নিম্নের পত্র ২ইঞ্চি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপরের পত্রগুলি ছোট ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, ইহার বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত, কিনারা কর্ত্তিত ; পত্রের উভয় দিকে লোম আছে। ফুল ২০-২৫টী জন্মে, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণ, কতক অংশ শ্বেত বর্ণ। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Flora of British India নামক পুস্তকে ইহার আরও ২টী জাতি উল্লেখ করিয়াছেন। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কবিরাজী মতে ইহার ক্বাথ জ্বরে ঘর্ম্ম উদ্রেক করে (Ainslie)। ইহার রস অর্শে ব্যবহৃত হয়।

পাটনা জেলায় ইহার বীজ কৃমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ছোটনাগপুরে এই গাছ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে মূত্রকোষের আক্ষেপে ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। ইহার শিকড় শোথ নাশক (Wood, Plant, Chutia Nagpur)। (Fig. 323.)

324. V. anthelminticum Willd. (সোমরাজ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 24 ; Burm. Thes., 210, t. 95 ; Kirtikar and Basu, t. 515A.

Ref.—F. B. I., iii. 236 ; Roxb., Fl. I., iii, 405 ; B. P., i, 589 ; Prain, H. H., 224 ; Voigt, H. S., 405.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশে বহু পরিমাণে জন্মে। বঙ্গদেশের হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় অকর্ষিত ভূমিতে এবং বাগানের ধারে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. সোমরাজ, বাকুচী ; বা. সোমরাজ ; হি. কালোজী, গু. কাদবোজিরি, তে. আদাবী জিলাকারা, তা. কাটাক-জিরাগাম্ ; Eng. Purple Fleabane.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র। মাত্রা, পত্রের রস ১-২ তোলা ; বীজচূর্ণ ১-৮ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি, বহু পত্র হয়। পুষ্পস্তবকের মাথার ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, প্রায় ৪০ ভাগে বিভক্ত, নরম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, চেপ্টা। ফুল ঈষৎ বেগুণে, বর্ষাকালে জন্মে। ফল মার্চ্চ মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা বহুকাল হইতে ইহা শ্বেত প্রদর এবং সর্ব্বাঙ্গীন শোথে প্রধান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত দিলে কৃমি নাশ হয়। সোমরাজ বীজের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ এবং কৃষ্ণতিল ১৫ গ্রেণ গরম জলের সহিত পান করিলে যাবতীয় চর্ম্মরোগ আরাম হয়। ঔষধ সেবন করিয়া রৌদ্র লাগাইয়া অথবা ব্যায়াম করিয়া ঘর্ম্ম বাহির করা একান্ত আবশ্যক (চক্রদত্ত)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Leucoderma রোগে হরিতকী, খদির ও গুঁড়া সোমরাজের ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। সোমরাজের তৈল পাঁচড়ার একটী বিশেষ ঔষধ।

নির্ঘণ্ট মতে ইহা মিষ্ট, হজমীকারক, তিক্ত, ধারক, সর্দ্দিনাশক, জর, কাশি ও ক্রিমিনাশক, কিন্তু এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে অপকার হয়।

ইহার কৃষ্ণবর্ণ তিক্ত বীজ ক্রিমিনাশক ও সর্পবিষের ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

মালাবার দেশে ইহা কফ ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। Pharmacopoeia মতে ইহার বীজের গুঁড়া মধুর সহিত কয়েক ঘণ্টা অন্তর দিবসে দুইবার সেবন করিলে পেটের ক্রিমি মরিয়া যায় (মাত্রা ১½ ড্রাম অথবা ২২ গ্রেণ)। ডাঃ রস বলেন, বীজের গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেণ পরিমাণ ক্রিমির পক্ষে হিতকর। Dr. Gibson বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ২০-২৫ গ্রেণ সোমরাজ যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগ নাশক (Pharm. Ind., 126)।

পাতার রস নাকের সর্দ্দি বাহির করিয়া দেয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Watt)। সোমরাজের বীজ জর নাশক (Baden-Powell)।

কুষ্ঠ রোগী কৃষ্ণতিলের সহিত এক বৎসর সোমরাজ ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ একেবারে আরাম হইয়া রোগী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করে।

খদির কাষ্ঠ এবং আমলকীর ক্বাথে সোমরাজ বীজ মিশাইয়া পান করিলে শ্বেত কুষ্ঠ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 324).

Genus—ELEPHANTOPUS Linn.

325. E. scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামদলন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1086; Rheede, Hort. Mal., n. t. 7; Kirtikar & Basu, t. 517.

Ref.—F. B. I., iii, 242; Roxb., F. I., iii, 445; B. P., i, 590; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পতিত জমিতে এবং মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. গোজিহ্বা, শ্যামদলন।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম। পত্র উভয় দিকে একটীর পর আর একটী জন্মে, অনেকটা গরুর জিহ্বার ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে ২-৫টী ফুল হয়। মুকুলের নিম্নভাগে ৮টী ছোট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পত্র হয়। ফুল বেগুনে কিংবা নীল লোহিত বর্ণ, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফল গাছে থাকিতে থাকিতে কখন কখন গাছের উপরিভাগেই অঙ্কুরিত হয়। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মালবার দেশে ইহার পত্র ও শিকড়ের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যবহার হয় (Rheede)। ত্রিবাঙ্কোর দেশে ইহার পাতা ছেঁচিয়া চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়, ইহাতে পেটফাঁপা ও পেটের যন্ত্রণা আরাম হয় (Watt)।

ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের ক্বাথ জ্বর নাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। (Fig 326.)

Genus—GRANGEA Forsk.

326. G. maderaspatana Poir. (নামুতি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1097 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 520.

Ref.—F. B. I., iii, 247 ; Roxb., F. I., iii, 412 ; B. P., i, 593 ; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে এবং পতিত জমিতে ও মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নামুতি ; হি. মাস্তারু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতার রস।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে, ৬-১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শাখা লোমযুক্ত। পত্র অনেক হয়, ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্ত ছোট। পত্রিকা ২-৪ জোড়া কাণ্ডের উভয় দিকে বিভক্তভাবে জন্মে, পত্রিকার শেষ অংশটী বড়; পত্র ঘন ঘন জন্মে, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত ও কোমল লোমাবৃত। পুষ্প পীতবর্ণ, ⅛-½ ইঞ্চি। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র অন্ত্ররোগ নিবারক বলিয়া খ্যাত। ইহা আক্ষেপ নিবারক। ঋতুবন্ধ হইলে এবং হিষ্টিরিয়া হইলে ইহার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা কখন কখন বিষ দোষে বেদনা নিবারণের জন্য উত্তপ্তস্বেদ কার্য্যে প্রয়োগ হয় (Ainslie)। ইহার রস কাণে দিলে কাণ বেদনা আরাম হয় (Watt)। (Fig 326.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—EUPATORIUM Linn.

327. E. Ayapana Vent. (আয়াপান)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 518A.

Ref.—F. B. I., iii, 244 ; Watt, iii, 293 ; B. P., i. 592 ; Prain, H. H., 225 ; Voigt, H. S., 407.

জন্মস্থান—ইহা আমেরিকার ব্রাজীল দেশীয় গাছ, মধ্যবাঙ্গালা ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় বাগানে রোপণ করে, হুগলী, হাওড়া জেলার অনেক বাগানে যত্নে রক্ষিত ও চাষ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মা. আয়াপান।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র রস ; মাত্রা ১ আনা পরিমাণ।

বর্ণনা—ছোট ২-৬ ফুট উচ্চ গুল্ম। শাখা সরল ঈষৎ লালবর্ণ, ইহাতে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত লোম আছে। পত্র উভয় দিকে যোড়া যোড়া জন্মে, পত্রের বোঁটা ডাঁটায় মিলিত আছে, পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি চওড়া, নরম, মসৃণ ও লম্বাকৃতি, তিনটি মোটা শিরা বিশিষ্ট। ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল বেগুনে। এই গাছের গন্ধ উগ্র ও আনন্দদায়ক ; স্বাদ কটু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়াপানের পাতার ক্বাথ মসলার ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট, ইহার টাটকা রস বেশ সুন্দর পানীয়। অতিশয় দুরারোগ্য ক্ষত পরিষ্কার করিতে ইহা অতি উত্তম ঔষধ (Ainslie)। আয়াপান বলকারক ও উত্তেজক। কলেরা রোগে ইহা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্পাঘাতে আয়াপান বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় (Pharm. Ind.)। আয়াপান Chamomileএর সমগুণবিশিষ্ট, অল্পমাত্রায় বলকারক, উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ইহার গরম রস বমনকারক, ঘর্ম্মকর, ক্রমাগত বমন হইয়া যখন শরীর দুর্ব্বল হয় এবং প্রাদাহিক জ্বরে যখন নাড়ীর বেগ কমিয়া আইসে তখন ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা আভ্যন্তরিক ক্ষতে ও রক্তবমনে বিশেষ ফলপ্রদ। (Fig 327.)

Genus—BLUMEA DC.

328. B. lacera DC. (কুকসিম)

Fig.—Burm. Fl. Ind., 180, t. 59, Fig. i ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 521A.

Ref.—F. B. I., iii, 263, Roxb., F. I., iii, 438 ; B. P., i, 598 ; Watt, i, Pt. ii, 459 ; Prain, H. H., 226.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের সমতলভূমিতে এবং ২০০০ ফুট উচ্চে হিমালয় প্রদেশে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রিবাঙ্কোর, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পতিত জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কুকুরদ্রু; বা. বড় কুকসিম, কুকুর শোঙ্গা; তে. আদবী; তা. কাট্টু মুলাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং পাতার রস। মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা, মূলচূর্ণ ২-৮ আনা, মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ও আগাছা, কাণ্ড সরল, পত্র ঘনসন্নিবিষ্ট। গাছগুলি ২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। ফুল পীতবর্ণ ও উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, কোমল ও লোমযুক্ত, ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ। কুকসিম কয়েক জাতীয় আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার পত্রের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অপরগুলির পত্র অবিভক্ত, কেবল পত্রে করাতের ন্যায় দাঁত আছে। ইহাদের মধ্যে B. eriantha DC., B. densiflora DC. B. balsamifera DC. এইগুলি প্রধান। ডাঃ Dymock বলেন যে, বম্বেদেশে কুকসিম জাতীয় সকল গাছকে "ভামবারদা" বলে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় কুকসিম জাতীয় গাছের মধ্যে B. bifoliata DC., B. Wightiana DC., B. glomerata DC., এবং B. laciniata DC. প্রধান (B. P., i, 597-98 এবং Prain, H. H., 226)। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা রস মুখে দিলে মুখের শুষ্কতা দূর হয়। কুকসিমের রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে কলেরা, রক্ত অর্শ ও মূত্ররোধ রোগ উপশমিত হয় (Watt)। পাতার টাট্‌কা রস খাইলে ফিতার ন্যায় ক্রিমি নাশ করে। ইহা জ্বর নাশক, আমরক্তাতিসারে হিতকর। পাতার রসের ঘ্রাণ লইলে কখন কখন পালাজ্বর আরাম হয়। জ্বর, রক্তাতিসার ও কণ্ডুতে অর্দ্ধছটাক কুকসিমের রস হিতকর। দধির সহিত কুকসিমের শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। (Fig 328.)

Genus—ANACYCLUS Linn.

329. A. pyrethrum DC. (আকরকরা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 151 ; Dymock, iii, l., t. 683.

Ref.—Woodville. t. 20 ; Dymock, ii, 277.

জন্মস্থান—উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া দেশে বহুপরিমাণে জন্মে। ইহা ভারতীয় গাছ না হইলেও ঔষধরূপে ইহা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. আকারকরভ; বা. আকরকরা; তা. অক্কির করম; তে. অকলকরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে, কাণ্ডের গাঁইট দূরে দূরে হয়। ইহার মূল লম্বা, সঙ্কুচিত, দুইপ্রান্ত সরু। মূলের গাত্র হইতে সরু সরু শিকড় বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, তিক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চর্ব্বণ করিলে অল্প মিষ্ট পরে ঝাল লাগে। মূল খাইলে জিহ্বা জ্বালা ও চিন্ চিন্ করে। অনেকে ইহাকে আকরকরা বচ বলে, কিন্তু বচ ভিন্ন বস্তু, ইহার লাটিন নাম Zinziber zerumbet Sm. (B. P., ii, 1045)। শিকড় ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি পুরু, ইহার গায়ে চুলের ন্যায় সরু শিকড় আছে। এইগুলিতে অতিশয় পোকা ধরে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। এই গাছ আফ্রিকার আলজিরিয়া দেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। পাতার আস্বাদ কয়েত বেলের পাতার ন্যায়। ফুল অনেকটা গাঁদা ফুলের ন্যায়, ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ ও গোলাপী, মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণ। ফল চেপ্টা, লম্বাকৃতি, দেখিতে পিয়ারার মত। ফুল এপ্রিল-মে মাসে হয়, বীজ প্রায় হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আকরকরা সিফিলিস্ রোগ নাশক, বিশুদ্ধ পারদ ½ তোলা, খদির ½ তোলা, আকরকরা ½ তোলা, মধু ১½ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৭টী বটিকা করিবে. এই বটী প্রাতে একটী সেবন করিলে দারুণ সিফিলিস্ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ঔষধ ব্যবহার করিয়া লবণ ও অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

ইহা অতিশয় উত্তেজক ; ইহার প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়, অধিকক্ষণ থাকিলে ফোস্কা উঠে। অধিক মাত্রায় আকরকরা ব্যবহার করিলে মুখ দিয়া লালা বাহির হয়, ও রক্ত মিশ্রিত মল বারংবার ত্যাগ হয়, সংজ্ঞাহীনতা হয় ও নাড়ির বেগ বাড়িয়া যায়। আদার সহিত ইহা ব্যবহার করিলে তন্দ্রা ও জড়তা নষ্ট হয়। ইহার অরিষ্ট পোকা ধরা দাঁতের কন্‌কনানি নষ্ট করে। পীনস ও সর্দ্দিতে ইহার চূর্ণ নাসিকাতে দিলে হাঁচি হইয়া সর্দ্দি বাহির হইয়া যায়।

আকরকরা খণ্ড খণ্ড করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইলে ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয় (R. N. Khory, ii, 349)।

ইহা একটী উত্তেজক ঔষধ কিন্তু ইউরোপে ইহা খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। Dr. Thomson বলেন, তিনি মাথাধরা, সন্ন্যাস, চক্ষু উঠা, সংজ্ঞাহীনতা এবং মুখের বাতে ইহা ব্যবহার করাইয়া অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন (Met. Med. Ind., i, 300)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ফোড়া ফাটাইয়া দিবার বিশেষ শক্তি আছে। কাকাতুয়া পাখীকে কথা বলাইবার জন্য ভারতের লোকে পাখীকে ইহা খাওয়াইয়া থাকে। (Fig. 329.)

Genus—ARTEMISIA Linn.

330. A. vulgaris Linn. (নাগদমনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1112 ; Rheede, Hort. Mal., n. t. 45 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 540.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iii, 325 ; Roxb., F. I., iii, 420 ; Dymock, ii, 284.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়, খাসিয়া পাহাড়, মনিপুর, পশ্চিম ঘাট পাহাড় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে রোপন করে।

বিভিন্ন নাম—সং. নাগদমনী, গ্রন্থীপর্ণি ; বা. নাগদমনী, নাগদানা ; নেপাল—তিতপাট ; তা. তে. ম্যাকিপত্রী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

বর্ণনা—গন্ধযুক্ত গুল্ম, ২-৮ ফুট উচ্চ, কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ডে অনেক পত্র থাকে, নীচের পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ; পক্ষাকার, পত্রের গোড়ার অংশটী বোঁটার ন্যায়, পত্রের রং ধুসর বর্ণ, নীচের রং শ্বেতবর্ণ ও লোমযুক্ত। উপরে পাতার বোঁটা ছোট ও কিনারা সম্পূর্ণ ৩ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ধূসর বর্ণ ও পীত বর্ণ। স্ত্রীপুষ্প বাহির দিকে থাকে, ইহা নরম, ভিতরে উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট ফুল থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নাগদমনী অন্ত্ররোগে হিতকর ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার রস ঋতুনাশ ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর। ইহার পুলটিস দুরারোগ্য ক্ষতে এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

ইহা বলকারক, ক্রিমিনাশক, আক্ষেপ নিবারক ও বালকদের সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় কবিরাজেরা বালকদের তড়কা নিবারণের জন্য ইহার রস মস্তকে দেয় (Watt)।

নাগদমনী হাঁপানী ও মাথাধরা নিবারণ করে। ইহার ক্বাথ বলকারক ; আফগানিস্থানে ইহার ক্বাথ ক্রিমি নাশের জন্য সেবন করে। ইহার মৃদু ক্বাথ বালকদের হামে ব্যবহার হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহার পত্র এবং গাছের কচি ডগা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও আক্ষেপ নাশক। ইহার রস ক্ষতে স্বেদরূপে ব্যবহৃত হয়।

Dr. Stewart বলেন, ইহার রস ও গাছের ডগা পেটের দোষ নিবারণ করে (Ph. Ind.)।

নাগদানার ডাল হাতে লইয়া মৌচাক ভাঙ্গিলে মৌমাছি কামড়ায় না। (Fig. 330.)

Genus—CARTHAMUS Linn.

331. C. tinctorius Linn. (কুসুমফুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 555.

Ref.—F. B. I., iii, 386 ; Roxb., F. I., iii, 409 ; B. P., i, 625 ; Watt, vi, Pt. ii, 327.

জন্মস্থান—ভারতে অনেক স্থানে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে শীতকালে চাষ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাগ—সং. কুসুম্ভ; বা. কুসুমফুল; তা. সেন্দুরফুল; তে. কুসুম্ববিত্তুলু; Eng. Safflower.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফুল, তৈল এবং শাক। মাত্রা, শাক ১-২ তোলা; ফুলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা; বীজের ফল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়, সূক্ষ্ম অথবা শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা ও কণ্টকময়। পত্রপ্রান্ত করাতের ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, গোড়া সবুজ বর্ণ, কাঁটাযুক্ত কিংবা কাঁটা থাকে না। ভিতরের পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল নেবু রংবিশিষ্ট বা লালবর্ণ। পাপড়ি ৫টী, নরম নলের মধ্যে থাকে। ইহার ফুল কুঙ্কুমের ন্যায় বলিয়া ইহাকে গ্রাম্য কুঙ্কুম বলে। ফুল ডালের অগ্রভাগে থাকে। বীজ ক্ষুদ্র, মসৃণ, দেখিতে ক্ষুদ্র শঙ্খের ন্যায়। শীতকালে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। ভারতবর্ষে ইহা রং ও তৈলের জন্য চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার বীজ, বিরেচক, বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা বাতে ও পক্ষাঘাতে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ মৃদুবিরেচক ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

ইহার বীজ পেটে পুলটিস দিলে প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের উদরস্ফীতি কমিয়া যায়; ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত আরাম হয় এবং ক্ষতের মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

ইহার বীজ মূত্রকর ও বলকারক (Dr. Stewart)।

ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মৃদুবিরেচক, গরম রস ঘর্ম্মকর। আরক্ত স্ফোটকে ও হামে, কুসুম জাফরাণের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

১৫ গ্রেণ পরিমাণ শুষ্ক ফুল খাইলে কামলা রোগ আরাম হয়। ইহার বীজের তৈল ৩।৪ বার পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হইয়া যায়।

কুসুমের কচি পাতা সর্দ্দিতে হিতকর। ইহা দেহ বেশ গরম করিয়া দেয়। ইহার তৈল পশুদের ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের যুক্তপ্রদেশে ইহার সিদ্ধ বীজকে "হেরিরা" বলে। ইহা পেটের বেদনা নিবারক।

সিন্ধুদেশে ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং তৈল মৃদুবিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Agric. Ledg., No. 11)।

কিসমিসের ক্বাথের সহিত কুসুমবীজের ক্বাথ পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। কুসুমের পত্র দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায় (R. N. Khory)।

কেশযুক্ত স্থানে কুসুম তৈল মর্দ্দন করিলে সেই স্থানে কেশ পুনরায় জন্মে না। (Fig. 331.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—CHRYSANTHEMUM Linn.

332. C. coronarium Linn. (গুলচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 536B.

Ref.—F. B. I., iii, 314 ; Roxb., F. I., iii, 436 ; B. P., i, 619 ; Dymock, ii, 276.

জন্মস্থান—কাশ্মীর ও সিন্ধু দেশের ৯০০০ ফুট উচ্চে, লাদাক নামক স্থানে ১১৩০০ ফুট উচ্চে, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও আসামের উপত্যকায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার বাগানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. সেবন্তিকা ; বা. হি. গুলদণ্ডী, গুলচিনি ; তে. চামান্তি ; তা. সামন্তিপ্পূ ; Eng. Garden Daisy.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল ; শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ ; ৩-৪ ফুট উচ্চ ; পত্র কাণ্ডের দুইদিকে যোড়া যোড়া হয় ; পত্রের বিভক্ত অংশগুলি গভীর, পক্ষাকার। ফুলের মাথায় পাপড়ি অনেক আছে, ইহা পীতবর্ণ ও এক একটী ফুল হয়। পুষ্পের বহির্ভাগ, পীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, ফুলের ডাঁটা লম্বা। শীতকালে ফুল হয়, ফুল নানাবিধ রঙের হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার লাটিন নাম C. indicum, ইহার বাঙ্গালা ও হিন্দি নাম গুলচিনি বা চন্দ্রমল্লিকা। ইহার গুণ উপরোক্ত গাছের সমান।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Dazell & Gibson বলেন, ইহার ফুল Chamomileএর তুল্য। ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে আকরকরার ন্যায় জিহ্বা কির্কির্ করে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইহার সহিত গোলমরিচ মিশাইয়া গনোরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Pharm. Ind.)। C. cinerariaefolium এর ফুল হইতে যে 'Pyrethrin' তৈয়ারী হয় উহা কীট-পতঙ্গাদি মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। Dalmatia দেশে ইহার চাষ হয় ও ফুলের গুঁড়া Dalmation Insect Powder নামে রপ্তানি হয়। ভারতে কাশ্মীর অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব হিমাচলে ৫ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। (Fig. 332.)

Genus—ECLIPTA Linn.

333. E. alba Hassk. (কেসুরিয়া)

Fig.—Lamck., Ill., t. 687 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 530.

Ref.—F. B. I., iii, 304 ; Roxb., F. I., iii, 438 ; B. P., i, 610 ; Watt, iii, Pt. i, 210.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সচরাচর পতিত জমিতে এবং আর্দ্রস্থানে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. কেশচারী, কেশরাজ ; বা. কেসুরিয়া ; হি. ভাঙ্গরা ; তা. কাইবিসিইলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে শাখা ও পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পত্রবৃন্ত ছোট, পত্র লম্বা, কিনারাগুলি কর্ত্তিত, পত্রের অগ্রভাগ ও গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুলের মাথার ব্যাস ১/৪-১/৩ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ; বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ ; একটী বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। গাছগুলি সরস মৃত্তিকায় সচরাচর নর্দ্দামার ধারে জন্মে, ডাঁটায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম আছে। এই গাছের সহিত অনেকে ভৃঙ্গরাজ গাছের গোলমাল করিয়া থাকেন। ইহার পত্র অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র অধিক চওড়া, এবং ইহার ফুলের বোঁটা অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের বোঁটা অধিক লম্বা ও ঈষৎ বক্র। কেসুরিয়ার ফুল শ্বেতবর্ণ, ভৃঙ্গরাজের (Wedelia Calendulacea) ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ বলিয়া আর এক প্রকার ভৃঙ্গরাজের উল্লেখ করেন। নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্বেতভৃঙ্গরাজ বা কেশরাজ অথবা কেসুত্তের ডাঁটা কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহাকে নীল বা কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ বলিয়া থাকে, সাধারণতঃ ইহার ডাঁটা ফিকে রক্তবর্ণ। আগাষ্ট মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কেসুরিয়ার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা একটী বলকারক ঔষধ। যকৃৎ বৃদ্ধিরোগে ও চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার রস খাইলে অথবা রস কেশযুক্ত স্থানে মাখিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কেসুরিয়ার টাট্কা রস কামান স্থানে দিলে কেশ বৃদ্ধি হয় (Dutt)। ইহার পত্রের ২ ফোঁটা রসের সহিত ৮ ফোঁটা মধু ও কিছু সৌগন্ধ দ্রব্য, যেমন এলাচ, দারুচিনি মিশাইয়া খাওয়াইলে সদ্যোজাত শিশুর সর্দ্দি আরাম হয়। গুজরাট দেশে ইহা ক্ষতে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয়। ইহা আঘাত জনিত ক্ষতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেসুরিয়ার টাটকা গাছ তিল তৈলের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয়। ইহা শোথ ও যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয়। কেসুরিয়া একটী স্নিগ্ধকর ঔষধ। ইহা বেদনা নিবারক ও শোষক, ইহার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মাথায় মাখিলে মাথার বেদনা নিবারণ হয়।

গাল গলা ফুলিলে ও গরুর গলা ফুলিলে ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। কামলা রোগে ও জ্বরে ইহার শিকড়ের রস এক চামচে পরিমাণ খাইলে বিশেষ কাজ করে। ইহার শিকড়ের রস ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে মূত্রের জ্বালা নিবারণ করে (Watt)। কেশরাজের রসে উপদংশ ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ছাগের দুগ্ধ ও ইহার রস সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া লৌহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বেলা বৃদ্ধির সহিত মাথা ধরা বাড়িলে উহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত বলে।

মন্থের সহিত বেল গাছের মূলের ছাল এবং সমপরিমাণ ইহার মূল লইয়া পেষণপূর্ব্বক খাইলে প্রসবের পর যোনিশূল আরাম হয়। কেশরাজ মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অতিসার আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

দুগ্ধ ও কেশুরিয়া রস ৮ সের যষ্টিমধুর কল্ক ৮ তোলা সহ একত্রে তিল তৈলে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্বতা নিবারণ হয়। যে রোগীর অম্লপিত্তের জন্য আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও সমপরিমাণ কেশুরিয়া চূর্ণ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত খাওয়াইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়।

কেশুরিয়া মূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষম ফোড়া আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত কেশুরিয়া রস পান করিলে কফ ও কাশি আরাম হয় (চরক)।

ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল আরাম হয় এবং রস এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে পেট হইতে ক্রিমি পতিত হয়।

কেশুরিয়া পত্রের রস বলকারক, রসায়ন, কাশি, প্লীহাবিবৃদ্ধি ও যকৃৎ দোষে ইহা জোয়ানের সহিত ব্যবহৃত হয় (R. N. Khory)।

কেশুরিয়া রসের সহিত কাঁজিতে সিদ্ধ মৎস্যের ডিম্ব ভক্ষণ করিলে রাতকানা আরাম হয়।

১০ গুণ পরিমাণ তিল তৈলের সহিত কেশুরিয়া রস যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে কাশ ও শ্বাস প্রশমিত হয়। (Fig. 333.)

Genus—ENHYDRA Lour.

334. E. fluctuans Lour. (হিংচা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528B.

Ref.—F. B. I., iii, 304; Roxb., F. I., iii, 448; Watt, iii, Pt. i, 244; B. P., i, 610; Prain, H. H., 228.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্ট, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পুষ্করিণীর ধারে এবং খালের জলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. হিলমোচিকা; বা. হিংচা; হি. হরহুচী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মাত্রা ১৮০ গ্রেণ অথবা ১ তোলা।

বর্ণনা- সূক্ষ্মলোমযুক্ত জলজ উদ্ভিদ; কাণ্ড ১-২ ফুট, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা; পাতার প্রস্থ সবগুলির সমান নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পত্রের গোড়া সরু। সচরাচর জলের ধারে অথবা পুকুরের জলে ভাসিয়া থাকে। রস তিক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্রের রস পিত্তনাশক; পত্রের ছেঁচা রস গনোরিয়া রোগের শান্তিকর, গরু কিংবা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য। হিংচা পাতা ছেঁচিয়া মস্তকে ধারণ করিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় (Watt)। হিংচা যকৃৎ রোগে হিতকর। হিংচা সিদ্ধ করিয়া সরিষার তৈল ও লবণ যোগে সেবন করিতে হয়। হিংচার রস সমুদ্র ফেনার সহিত গায়ে মর্দ্দন করিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্বেতচন্দন চূর্ণ ও হিংচার রস বসন্তের প্রারম্ভে পান করিলে অথবা নিম্ব পত্রের রসের সহিত পান করিলে বসন্তের প্রকোপ কমিয়া যায়। (Fig. 334.)

Genus—GUIZOTIA Cass.

335. G. abyssinica Cass. (রামতিল)

Fig.—Wight, Ill., t. 132; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 533B.

Ref.—F. B. I., iii, 308; Roxb., F. I., iii, 441; B. P., i, 614; Prain, H. H., 229.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র শীতকালে চাষ হয়; হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রামতিল, সোরগুঁজা; Eng. Niger seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ কোমল লোমাবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। পুষ্প বিস্ফারিত, পাপড়ি ৫টী, ও মোটা, সবুজ বর্ণ। ইহা আফ্রিকাদেশীয় উদ্ভিদ্, ১৮০০ খৃঃ ভারতে আসে; বেরারের রাজার বৃটিশ রেসিডেণ্ট এবং Mr. Heyne বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতার বোটানিক গার্ডেনে পাঠাইয়া দেন (Roxb., Flora Indica, iii, 441)। শীতকালে ইহার চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল জ্বালানীর জন্য ব্যবহার হয় এবং কখন কখন তিল তৈলের স্থানে ব্যবহৃত হয়; তিল তৈল অপেক্ষা ইহা অপকৃষ্ট। এই তৈল মিষ্ট, ইহা তিল তৈলের সহিত ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 335.)

Genus—SAUSSUREA DC.

336. S. lappa Clarke (কুড়)

Fig.—Dcne. in Jacq. Voy. Bot., t. 104; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 551B.

Ref.—F. B. I., iii, 376; Dymock, ii, 296.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—কাশ্মীর।

বিভিন্ন নাম—সং. কুষ্ঠ ; কাশ্মীরজ ; বা. কুড় ; Eng. Costus root.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ; মাত্রা, মূলচূর্ণ ½-৩ আনা ; ক্বাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৬-৭ ফুট, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা। প্রধান পত্রদণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা। ফুলের শাখা শক্ত, পাপড়ি অনেক আছে, বেগুণে রংএর ও কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ঘোর বেগুণে, ¾ ইঞ্চি, বীজ ¼ ইঞ্চি, চেপ্টা ও বক্র। ইহা নদীতটে জন্মে বলিয়া ইহার আর এক নাম "বাপ্য"। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ইহার ফুল ও ফল হয় এবং সেই সময়ে মূল তুলিতে হয়। কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। আমাদের দেশে যেমন ঘরে ধুনা দেয়, চীন দেশের লোকে সেইরূপ কুড় ঘরে জ্বালাইয়া থাকে। Dr. Dymock কুষ্ঠকে পুষ্কর মূল বলিয়াছেন। কুড়কে Costus root বলে। আমাদের দেশের লোকের অনেক দিন হইতে ধারণা ছিল যে বাঙ্গালার যে "কেউ" গাছ (Costus speciosus Smith) জন্মে উহাই কুড় গাছ। কিন্তু "কেউ" গাছের মূলের গন্ধ কুড়ের ন্যায় নহে। Dr. Falconer তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধে (Trans. Linn. Soc., Vol. xix, Pt. i, page 23, 1842) স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে S. lappaই আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকৃত কুষ্ঠ। কুষ্ঠের অপর নাম কাশ্মীরজ অর্থাৎ কাশ্মীর দেশীয় গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে পাচক মূল বলে (Royle, Illustration)। Royle দুই প্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা মিষ্ট ও তিক্ত। তিক্ত কুষ্ঠের নাম "কুস্ত-ই-তলস্ম" এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে "কস্ত-ই-সিরিন" বলে। Royle যে তিক্ত কুষ্ঠের নাম করিয়াছেন উহা Aplotaxisএর মূল। কুষ্ঠের দুই প্রকার গাছ নাই, সম্ভবতঃ পক্ক অবস্থায় তুলিলে মিষ্ট ও অপক্ক অবস্থায় তুলিলে তিক্ত হয়। তিক্ত কুষ্ঠকে নব্য জাতীয় বৈদ্যেরা (Indian Costus) বা পুষ্কর মূল এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে (Orris root—Iris Florentina) বলেন। এস্থলে Dr. Dymockএর সহিত মতভেদ হইতেছে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, চিবাইলে উষ্মবোধ ও জিহ্বা চিন্‌চিন্ করে উহা ভাল কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠ মৃগশৃঙ্গের ন্যায় এবং ভাঙ্গিলে গুঁড়া পড়ে না উহা উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠের বহুকাল হইতে ব্যবহার আছে। ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্ত প্রকোপে যে সকল রোগ হয় তাহার শান্তিকারক ও হাঁপানী নিবারক। ইহা প্রাচীন কালে অহিফেনের পরিবর্ত্তে হুঁকায় সাজিয়া ধূমপান স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক, সর্দ্দি, হাঁপানী, জ্বর, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ইহা শুষ্ক করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। ইহার দ্বারা কেশ ধৌত করিলে কেশ পরিষ্কার হয়। ইহা কলেরা রোগে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, পশমী কাপড়ে দিলে কাপড়ে পোকা ধরে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুষ্ঠ অন্ত্রের রোগ নিবারক ও বলকারক, এই জন্য Typhus রোগের পরিপক্ক অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঞ্জাব দেশে ইহার গুঁড়া ক্ষতে এবং পাঁচড়ায় ব্যবহার হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

কাশ্মীরের লোকে ইহার মূলের সহিত অপরাপর গাছের মূল ভেজাল দিয়া থাকে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, শুষ্ক, নিরেট ও যাহা কীটদষ্ট নহে, যাহাতে ঝাঁজ নাই এবং যাহা চর্ব্বণ করিলে গরম বোধ হয় এবং জিহ্বা চিন্ চিন্ করে তাহাই উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট কুষ্ঠের পরিচয় চক্রদত্তে এইরূপ লিখিত আছে—

ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ।
মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং।

অর্থাৎ যাহা ভাঙ্গিলে গুঁড়া বাহির হয় না ও দেখিতে হরিণ শৃঙ্গের ন্যায় তাহাই উৎকৃষ্ট কুষ্ঠ।

মাতুলুঙ্গ (Citrus medica) নেবুর ভিতর কুড় এক সপ্তাহ রাখিয়া মধুসহ পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণদাগ নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

কুড় ও এরণ্ডমূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

মস্তকে বহুমুখবিশিষ্ট ক্ষত হইলে উহা আরাম করিবার জন্য কুড়চূর্ণ কাঠখোলায় ভাজিয়া তিলতৈলযোগে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়।

কুষ্ঠমেরণ্ডতৈলেন লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোঽর্ত্তিং বাতজাং হন্যাৎ পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥ শার্ঙ্গধর

আরও লিখিত আছে :—

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্রতৈলসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণো মৰ্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ॥ ভাবপ্রকাশঃ

কুড় বলকারক, ত্রিদোষনাশক, আক্ষেপনিবারক, কামোত্তেজক। ইহার ক্বাথ (১ : ১০) অল্প এলাচ দিয়া খাইলে সর্দ্দি, হাঁপানী, পুরাতন বাত, চর্ম্মরোগ এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

হিঙ্গ ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁট ৪ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ যোগে অগ্নিমুখচূর্ণ প্রস্তুত হয়। উক্ত দ্রব্যগুলি গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহা ঘোল অথবা মদ্যের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য আরাম হয়; মাত্রা ২০-৪০ গ্রেণ।

কুড়ের গুঁড়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পূরিয়া আইসে ও শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। কুড়ের গুঁড়া দিয়া মাথা ঘষিলে মাথার চুল পরিষ্কার হয়। সরিষার তৈলে সমপরিমাণ কুড় ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সৈন্ধব-লবণ দিয়া কাঁজিতে মিশ্রিত করিবে, উহা সন্ধিস্থলে লাগাইলে পুরাতন বাত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কুড় পশমী বস্ত্রের সহিত রাখিলে কাপড়ে পোকা লাগে না। ইহার শীকড়ের গুঁড়া অথবা সুরাসার সর্দ্দি ও হাঁপানী-নাশক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মতে ইহা উত্তেজক, বায়ু ও পিত্তনাশক, সর্দ্দি, শ্বাস ও জ্বর-নিবারক। ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, পার্শ্বশূল, শোথ ও কামলা রোগ নিবারক। ইহার মলম ক্ষতের পক্ষে হিতকর। গোলাপ জলে পিশিয়া ইহার প্রলেপ দিলে হস্তপদের স্ফীতি ও শিরঃপীড়া আরাম হয়। (Fig. 336).

Genus—XANTHIUM Linn.

337. X. strumarium Linn. (বনওকড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528A.

Ref.—F. B. I., iii, 303 ; Roxb., F. I., iii, 601 ; B. P., i, 607 ; Prain, H. H., 227.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুকুরের কিনারায়, খালের ধারে এবং পতিত জায়গায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অরিষ্ঠ ; বা. বনওকড়া ; হি. ছোট গক্ষুর ; তা. মারলুমুলতা ; তে. ভেরিটেলনেপ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—বর্ষজীবী এবড়োখেবড়ো লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ছোট, দৃঢ়, অল্প শাখাযুক্ত, পাতায় দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে অনেকটা বেগুন পাতার ন্যায় খস্‌খসে। ফুল উপরিভাগে যোড়া যোড়া হয়। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি লম্বা ও সোজা। ফল কণ্টকময়, পত্রের গোড়ায় কাণ্ডের দুইদিকে এক একটী ফল হয়। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহার কণ্টকময় ফলগুলি স্নিগ্ধ বলিয়া কথিত আছে। ইহা বসন্ত রোগে দেয় (Stewart)।

চীনদেশে ইহার কাঁটা ও লোমগুলি ঔষধে ব্যবহার করে (Watt)।

আরবদেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে ইহা চক্ষু-উঠা-নিবারক, এবং দূষিত শুক্র ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহা পেট-বেদনা-নিবারক, মূত্রকর ও উৎকৃষ্ট রসায়ন।

হিন্দুরা সমগ্র গাছকে ঘর্ম্মকর এবং শান্তিকর বলেন এবং ইহা বহুদিনের পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর নাশক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার বীজ প্রাদাহিক ফুলায় হিতকর। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে এই গাছ গৃহপালিত গো, মহিষ ও শূকরাদির পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় (Dymock)।

ইহা মূত্রকর ও লালানিঃসারক, মাত্রা শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ।

দক্ষিণ ভারতের লোকে ইহার কচিপাতা ও ফুল অর্দ্ধ-শিরঃশূল নিবারণের জন্য কর্ণে বাঁধিয়া দেয়।

ইহা মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর এবং মূত্রযন্ত্রের বেদনা ও জ্বালা নিবারণ করে। মধুমেহ ও প্রদর-রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা গাছের রস এবং গুঁড়া প্রত্যেকটী ১০ গ্রেণ। ইহা অতিরজঃ-রোগে হিতকর (Watt)। (Fig. 337.)

Genus—WEDELIA Jacq.

338. W. calendulacea Less. (ভীমরাজ)

Fig.—Burm. Zeyl., 52, t. 22, Fig. 1; Wight, Ic., t. 1170; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 531.

Ref.—F. B. I., iii, 306; B. P., i, 611; Voigt, 414; Prain, H. H., 228.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে জন্মে; আসাম, শ্রীহট্ট, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় নদীর কিনারায়, খাল ও পুকুরের ধারে নরম আর্দ্রমৃত্তিকায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. ভৃঙ্গরাজ; বা. ভীমরাজ; হি. পীতভৃঙ্গী, ভাংরা; বম্বে—পিওলা, ভাংরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ, ফুল।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, কাণ্ড ৬-৯ ইঞ্চি, ইহার নীচের গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত করাতের দাঁতের ন্যায়, পত্রের উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। মস্তকে এক একটী পীতবর্ণ ফুল জন্মে। ফুল ১-১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, পাপড়ি কর্ত্তিত ও লোমযুক্ত, ফুলের বাহিরের পাপড়ি ৪-১২টী বিস্তৃত, ভিতরের পাপড়ি ২০টী, ছোট, সরু ও বক্র। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। ভৃঙ্গরাজের আর এক প্রকার জাতি আছে, উহার লাটিন নাম Wedelia scandens Clarke (B. P., i, 612 এবং Prain, H. H., 228); এই গাছ বহুপরিমাণে পশ্চিম সুন্দরবনে নদীর কিনারায় ঝোপের উপর লতাইয়া থাকিতে দেখা যায় এবং গঙ্গানদীর ধারে হাওড়া ও হুগলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটা ঈষৎ রক্তবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভৃঙ্গরাজের পত্র পক্ককেশ রং করিতে এবং কেশবৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্রের রস নস্য-স্বরূপ নাকে দিলে শিরঃশূল আরাম হয় (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজ বীজ, ফুল ও পত্রের ক্বাথ বহু রোগের আক্রমণ নিবারণ করে (Ainslie)।

ইহার পত্র বলকারক, ইহা সর্দ্দি, শিরঃশূল, ইন্দ্রলুপ্ত ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজের ক্বাথ জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব ও অতিরজঃ-রোগে হিতকর। ভৃঙ্গরাজের রস ও অপরাপর কয়েকটী গাছের কল্ক-যোগে ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুত হয়; যথা—

ভৃঙ্গরাজরসেনৈব লোহকিট্টং ফলত্রিকম্।
সারিবা চ পচেৎ কল্কৈস্তৈলং দারুণনাশনম্।
অকালপলিতং কণ্ডূমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ নাশয়েৎ। শার্ঙ্গধর

ভৃঙ্গরাজ রস, লোহাচূর্ণ, হরীতকী, আমলকী ও অনন্তমূলের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশপতন, কেশের অকালপক্কতা ও ইন্দ্রলুপ্ত আরাম হয়।

Eclipta alba (কেসুরিয়া) গাছকেও সংস্কৃতে ভৃঙ্গরাজ বলে, কেশবর্দ্ধনে ও পক্ককেশ কলপ করিবার জন্য উক্ত গাছেরও শক্তি আছে, তবে উভয় গাছ ভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী গাছটীর পত্র কর্ত্তিত, পত্রে ও কাণ্ডে লোম আছে, দ্বিতীয় গাছটীর কাণ্ডে লোম নাই, পত্রে শ্বেতবর্ণ অস্পষ্ট লোম আছে। Eclipta alba গাছের কাণ্ডের গোড়া হইতে ফেঁকড়ি বাহির হয়, কিন্তু ইহার গাঁইটের গোড়া হইতে প্রায়ই ফেঁকড়ি বাহির হয় না। প্রথম গাছটী প্রায়ই খাড়াভাবে হয় আর W. calandulacea গাছ জমির উপর কতকটা গড়াইয়া গড়াইয়া যায়। অপরাপর গুণ দুইটী গাছের ভিন্ন প্রকার। (Fig. 338.)

Genus—SPHAERANTHUS Linn.

339. S. indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 524.

Ref.—F. B. I., iii, 257; F. I., iii, 446; B. P., i, 601; Prain, H. H., 226; Voigt, H. S., 409.

জন্মস্থান—কুমায়ুন হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়। আসাম, শ্রীহট্ট, সিংহল, সিঙ্গাপুর। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় ধান্যক্ষেত্রে অথবা উচ্চ কলাইক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. মুণ্ডী; বা. মুড়মুড়িয়া, মুণ্ডী, ছাগলনাদী; হি. মুণ্ডী, গোরক্ষ, আমলী; তে. বড়তারাপু; তা. কারাণ্ডুই।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়, ত্বক্, ফুল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—ছোট বর্ষজীবী গুল্ম, প্রায় ১ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি বিস্তৃত, পাতার কিনারাগুলি কর্ত্তিত। ইহা ধান্যক্ষেত্রে ও কলাইক্ষেত্রে জন্মে। কাণ্ড গোলাকার; পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়াটী কখন কখন ক্ষয়প্রাপ্ত, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ৡ-ৡ ইঞ্চি গোলাকার, ইহার ফুল বেগুনে, ফল মসৃণ। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার লাটিন নাম S. africanus Linn. (B. P., i, 601, Voigt, 409)। উভয় গাছের গুণের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আলাদা লেখা হইল না। শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও শিকড় কৃমিনাশক। শিকড়ের গুঁড়া অন্ত্র-রোগ-নিবারক এবং ছাল ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ একেবারে সারিয়া যায় (Rheede)। যাভা দেশে ইহা মূত্রকর ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Mokhzan পুস্তকের লেখক বলেন, ইহা একটী বীর্য্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং ত্রিদোষ-নাশক; যে ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করে তাহার মূত্রে ও ঘর্ম্মে গাছের গন্ধ অনুভূত হয়। পিত্তপ্রকোপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অনেক প্রকার ফোড়া ও ব্রণের রক্ত সারাইয়া সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে। তিনি আরও বলেন যে হিন্দুরা এই গাছ বাটিয়া চিনি, ঘৃত ও ময়দা-সংযোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। কথিত আছে, মুড়মুড়িয়ার রস প্রত্যহ খাইলে চুল শীঘ্র পাকে না এবং মাথার চুল পড়িয়া যায় না। ইহার শিকড় হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; জলে ভিজাইয়া তিল-তৈলে পাক করিতে হয়, জলীয় অংশ উপিয়া যাইলেই পাক করা হইল। ইহার ক্বাথ একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন। অল্প পরিমাণ রস প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ৪১ দিন ব্যবহার করিলে শরীরের বেশ পুষ্টি হয় এবং কান্তি, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় (Dymock)। পাঞ্জাব দেশে ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও জ্বরনাশক বলিয়া কথিত আছে (Stewart)। (Fig. 339.)

Genus—TAGETES Linn.

340. T. erecta Linn. (গেঁদাফুল)

Fig.—Bot. Mag., t. 150.

Ref.—B. P., i, 607; Dymock, ii, 321; Prain, H. H., 227; Voigt, H. S., 417.

জন্মস্থান—ইহা মেক্সিকো দেশীয় ফুলের গাছ; এক্ষণে বঙ্গদেশের বহুস্থানে বাগানে ও লোকের বাড়ীতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. গেঁদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে এবং পক্ষাকারে বিন্যস্ত। ফুলের মস্তক বহু পাপড়িযুক্ত, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। ফুল হরিদ্রাবর্ণ, ফিকে হরিদ্রা, বেগুনে প্রভৃতি রংএর আছে। গাঁদার অনেক Variety আছে, কোনটীর ফুল বড়, কোনটীর ছোট, কোনটীর বেগুনে রং এবং কোনটীর হরিদ্রা প্রভৃতি রং হয়। ফুলের বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ। কখন কখন কাণ্ডের গাত্র হইতে শিকড় বাহির হয়। গাঁদা ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে ফুল বেশ বড় হয়। ফুল বর্ষার শেষে ও শীতকালে জন্মে। শীতকালের শেষভাগে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাঁদাফুলের পাপড়ির রস ১ তোলা এবং ১ তোলা পরিমাণ মাখম ক্রমাগত তিন দিন খাইলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। কোন স্থান কাটিয়া যাইলে ইহার পত্র ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয় এবং বেদনা কমিয়া যায়, এমন কি কর্ত্তিত অংশ পুনরায় জুড়িয়া যায়। ইহা যক্ষা রোগে হিতকর (Amsterdam Catalogue)। (Fig. 340.)

Genus—CENTIPEDA Lour.

341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 538.

Ref.—F. B. I., iii, 317 ; Roxb., F. I., iii, 423 ; B. P., i, 620 ; Prain, H. H., 230 ; Voigt, H. S., 420.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের সমতল ভূমিতে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায়, আর্দ্র জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মেচেতা, হাচুতি ; হি. নাক-চিকনী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, মাটীতে বিস্তৃত থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা অনেক হয়, কাণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, অবনত ও পত্রপরিপূর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, ½-¾ লম্বা। পুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, এক একটী হয়, ব্যাস ১/১০-১/৬, বোঁটা ছোট। স্ত্রীপুষ্প স্তবক অতিশয় ক্ষুদ্র ও লম্বা। পত্র কর্ত্তিত। ফলে কাঁটা কাঁটা লোম আছে। শীতের শেষ ভাগে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছোট ছোট বীজের গুঁড়া হিন্দু বৈদ্যেরা হাঁচি বৃদ্ধিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা শিরঃপীড়া ও শীতলবায়ু লাগিয়া সর্দ্দি হইলে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই গাছ সিদ্ধ করিয়া এবং বাটিয়া গণ্ডদেশে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় (Stewart)।

হাচুতি অর্দ্ধ-শিরশূল রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

ভারতীয় লেখকেরা ইহাকে উষ্ণবীর্য্য বলিয়া থাকেন, ইহা পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত ও কৃমি রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 341.)

Genus—SONCHUS Linn.

342. S. arvensis Linn. (বন পালং)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 562.

Ref.—F. B. I., iii, 414; Roxb., F. I., iii, 402; B. P., i, 629; Prain, H. H., 231.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বন্য অবস্থায় অথবা চাষ জমিতে জন্মে, খাসিয়া পাহাড় এবং হিমালয়ের ৪০০০ ফুট উচ্চে সাধারণতঃ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা এবং বর্দ্ধমান জেলার বাগানে কিংবা পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর অধিক পরিমাণে জন্মে না।

বিভিন্ন নাম—বা. বনপালং ; পাঞ্জাব—ভাংগারা ; হি. সহদেবী-বরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—দুগ্ধের ন্যায় আঠাযুক্ত লম্বা গুল্ম, মূলদেশ অনেক দিন থাকে, পুরাতন মূল হইতে আবার নূতন গাছ হয়; কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, চিক্কণ লোমযুক্ত ও ফাঁপা; পত্র পক্ষাকার, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, পত্রাংশ নীচের দিকে অবনত, দাঁতগুলি ছোট, গোড়াকার অংশ গোলাকার। ফল সরু, চেপ্টা, প্রত্যেক দিকে শিরা আছে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা গরুতে খাইতে অতিশয় ভালবাসে। কাটিলে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয়, পরে উহা জমিয়া টাটকা আফিংএর মত হয় (Roxb.)।

সাঁমতালেরা ইহার শিকড় কামলা রোগে ব্যবহার করে (Revd. Campbell)। (Fig. 342.)

LIX. PLUMBAGINEAE

Genus—PLUMBAGO Linn.

343. P. zeylanica Linn. (চিতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 8; Wight, Ic., t. 179; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 574.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iii, 480 ; Roxb., F. I., iii, 462 ; B. P., i, 639 ; Prain, H. H., 232 ; Voigt, H. S., 438.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, দক্ষিণভারত ও কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে ও বাগানের কিনারায় এবং বহুদিনের পতিত জমিতে জন্মে, কেহ কেহ বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—স. হি. চিত্রক, অগ্নিশিখা ; বা. চিতা ; তা. বেনচিত্তিরা ; তে. তেলচিত্র। Eng. White Leadwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়। মূলচূর্ণ, ½-১ আনা। মাত্রা অধিক হইলে বিষবৎ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অতএব স্বাস্থ্য দেখিয়া মাত্রা ঠিক করা উচিত।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম ; গাছ ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। মূল হইতে প্রতি বৎসর গাছ বাহির হয় ; গাছের মূল অঙ্গুলিবৎ মোটা, অনেকটা শতমূলীর মূলের ন্যায়। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড চট্‌চটে ; ৪-১২ ইঞ্চি বহুশাখাবিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফুল শ্বেতবর্ণ, গন্ধহীন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি চওড়া, দাঁতগুলি ছোট। পুষ্পনল ⅘-১ ইঞ্চি, অবনত ৫ অংশে বিভক্ত, প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা ; স্ত্রীপুষ্পের মস্তক আঠাযুক্ত, দুই ভাগে বিভক্ত। শুঁটী পরদাবিশিষ্ট, লম্বা ধারাল। বীজ লম্বা, শীতকালে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় একমাস লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, অজীর্ণ, অর্শ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ উদরাময় ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Hindu Met. Med.)।

শিকড়ের ছালের অরিষ্ট জ্বরনাশক। Dr. Oswald বলেন যে অবিরাম জ্বরে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ এবং ঘর্ম্মকর (Pharm. Ind.)।

বাতের বেদনা ও পেটফাঁপায়, চিতামূল, আমলকী, ছোট কালহরিতকী, পিপুল, পিপুলের মূল এবং সৈন্ধব লবণ ৬ আনা পরিমাণ গুঁড়া গরম জলের সহিত সন্ধ্যায় শয়নকালে সেব্য (Dymock)।

Dr. Taylor বলেন, ইহার আম নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে। চিতার দুগ্ধের ন্যায় রস অপরিপক্ক ফোড়ায় ও পাঁচড়ায় দিলে উহা আরাম হইয়া যায় (Watt)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে জ্বালাকর ও সর্দ্দিনাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বাত ও প্লীহানাশক এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকরণে হিতকর। চিতা গর্ভস্রাবকারক। চিতা দুগ্ধ ও লবণের সহিত বাটিয়া কুষ্ঠে ও চর্ম্মরোগে লাগাইলে শীঘ্র রোগ সারিয়া যায়। ফোস্কা উঠিতে আরম্ভ হইলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত (Dymock)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চিতার শিকড়, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী এবং পিপুল সমপরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিতে হইবে, অনন্তর ৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুঁড়া প্রত্যেকবারে ব্যবহার করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

চিতামূল, ইন্দ্রযব, পাঠার শিকড় (Stephenia hernandifolia), কটকী, অতিষ এবং হরীতকী, প্রত্যেক সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটফাঁপা ও অজীর্ণ আরাম হয়। (সুশ্রুত)

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠা কুটুকাতিবিষাভয়াঃ।
মহাব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড্ধরণঃ স্মৃতঃ॥ চক্রদত্তঃ

চিতার মূল বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

ইহার মূল গোমূত্রের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (সুশ্রুত)

দুগ্ধে চিতামূল নিক্ষেপ করিয়া দধি করিবে, সেই দধিতে ঘোল (তক্র) প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়। (বাগ্ভট)

চিতার মূল ছায়ায় শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ গব্যঘৃত, মধু, দুগ্ধ কিংবা জলের সহিত পান করিলে মানব মেধাবী ও সুপুরুষ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

চিতামূল চূর্ণ একমাস তিল তৈল যোগে পান করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়। চিতামূলের ক্বাথে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, শোথ ও উদরী আরাম হয়।

গর্ভিণীকে উপযুক্ত মাত্রায় চিতামূল খাওয়াইলে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে শিশু জীবিত বা মৃত অবস্থায় বাহির হয়।

চিতা একটী অগ্নিদীপক ঔষধ, ইহার যোগে বড়বানলচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণ ক্ষুধাবৃদ্ধি করে, অজীর্ণ ও অম্লরোগ বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধের যোগে বড়বানলচূর্ণ তৈয়ারী হয়; যথা—

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধ্যা বিচূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্। শার্ঙ্গধর

অর্থাৎ সৈন্ধব ১ তোলা, পিপুলমূল ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, চই ৪ তোলা, চিতা ৫ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা ও হরীতকী ৭ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে বড়বানল চূর্ণ হইল।

চিতা, শুঁঠ, হিঙ্গু, পিপুল, পিপুলমূল, চই, বনযোয়ান ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ তোলা, স্বর্জ্জিকা (সাঁচিক্ষার), যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বীটলবণ, সামুদ্রিক ও রোমকলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণ দাড়িম্ব বা নেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে, গুল্ম, গ্রহণী, আমজনিত পীড়া ও কফ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিদীপক ও রুচিকর (শার্ঙ্গধর)। এই চূর্ণকে চিত্রকাদ্য চূর্ণ বলে। (Fig. 343.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 574B.

Ref.—F. B. I., iii, 481 ; B. P., i, 639 ; Prain, H. H., 232 ; Voigt, 439.

জন্মস্থান—সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কোচবেহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে ও বহুদিনের পতিত জমিতে এবং বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. রক্তচিত্রক ; বা. রক্তচিতা ; হি. লালচিত্রা ; তে. যেরা-চিত্রামূলুম ; তা. সিভাপ্পু-চিত্ত্রিরা ; Eng. Rose-coloured Leadwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত বর্ষজীবী বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। এই গাছ দেখিতে বড় মনোহর হয়। শিকড় বহুশাখাবিশিষ্ট, ধূসরের আভাযুক্ত পীতবর্ণ অথবা ঈষৎসবুজবর্ণ, টাট্‌কা অবস্থায় পীতবর্ণ, ধূসরের দাগ থাকে, পক্ক অবস্থায় ইহার ভিতর ফোঁপ্‌রা এবং মাটীর ভিতর অনেক ছোবড়ার মত শিকড় থাকে, শিকড় ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র প্রায় অপর চিতার ন্যায়, পত্রের বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস ছোট, গোলাকার, আঠাযুক্ত ইহাতে লম্বালম্বি লাল দাগ আছে, ৫-১০টী শিরাবিশিষ্ট, উপরের অর্দ্ধাংশ উজ্জল লালবর্ণ প্রায় গোলাপ ফুলের ন্যায়, নিম্নের অর্দ্ধাংশ ধূসরবর্ণ ও লাল, একটু শ্বেতের আভাযুক্ত। শুঁটী আঠাযুক্ত ও চট্‌চটে, গায়ে চট্‌চটে লোম আছে। বীজ গোলাকার ও লম্বা, ইহাতে লম্বাভাগে ৫টী ডোরা আছে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ P. zeylanicaর মত, তবে ইহার গর্ভস্রাব করিবার শক্তি অধিক। Dr. O'Shaughnessy বলেন রক্তচিতার শিকড়ের ছাল জলের সহিত পিষ্ট করিয়া ও চর্ম্মে প্রলেপ দিয়া তিনি ৩।৪ শত রোগীর Blister (ফোস্কা) তুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; ইহা Cantharidesএর স্থানে সস্তায় ব্যবহার করা বেশ চলে এবং ইহাতে জনন ও মূত্রযন্ত্রের কোনপ্রকার যন্ত্রণা হয় না, সমান মাত্রায় ইহা উত্তেজক, অধিকমাত্রায় বিষতুল্য। দেশীয় লোকেরা ইহা দ্বারা গর্ভস্রাব করায়, ইহার শিকড়ের ছাল যোনিদেশ হইতে গর্ভাশয়ের মুখে দিলেই গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অনেকক্ষেত্রে প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। চিতার শিকড়ের লালা ও আম নিঃসরণ করিবার শক্তি আছে। দক্ষিণভারতে ইহার শিকড় কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় একটী মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় (Pharm. Ind.)।

চিতার দুগ্ধের মত রস পাঁচড়া রোগে স্থানীয় প্রয়োগ হয় ; ইহাতে কয়েকটী ধবলকুষ্ঠ রোগী একেবারে আরাম হইয়াছে (Watt)।

ইহার শিকড় জননযন্ত্রের উপর বিশেষ কাজ করে এবং ইহাতে গর্ভপাত হইয়া যায়।

গরোমদনদহনমূলং চিরজমপি গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি।—চক্রদত্ত (Fig. 344.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

LX. MYRSINEAE

Genus—EMBELIA Burm.

345. E. Ribes Burm. f. (বিড়ঙ্গ)

Fig.—Lam., Ill., t. 133 ; Wight, Ic., t. 1207 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 577.

Ref.—F. B. I., iii, 513 ; Roxb., F. I., i, 586 ; Dym., ii, 349 ; B. P., i, 643.

জন্মস্থান—পূর্ব্ব এবং উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—স. বা. বিড়ঙ্গ ; হি. বেবারঙ্গ, বেরাঙ্গ ; তে. তা. বায়ু-বিলামগম ; নেপাল—হিমালয়েরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা। ছাল ½ ইঞ্চি, খস্‌খসে, কাঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ; এই লতা সরু প্রশাখাগুলি দ্বারা গাছে চড়িয়া থাকে। শাখা লম্বা, বিস্তৃত, প্রশাখাগুলি অবনত, গোলাকার ও লম্বা ; নূতন শাখাগুলির ছাল শ্বেতবর্ণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক গোলাকার, পত্রের উভয় পিঠে সূক্ষ্ম লোম আছে, ভিতরের পিঠের লোম শ্বেতবর্ণ। ফুল ছোট ⅙ ইঞ্চি, একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক হয়, হরিদ্রাভ পীতবর্ণ ; শ্বেত ও নরম লোমে আবৃত ; পুষ্পদণ্ড উচ্চ, ২ ফুট লম্বা। পুংকেসর ৫টী সরল। ফল ⅛ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার ; পাকিলে কোঁকড়াইয়া যায়। বসন্তে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিড়ঙ্গ কৃমিনাশক, পেটফাঁপা নিবারক, অন্ত্রদোষ নাশক, পাকস্থলীর কৃমিনাশক, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Dutt)।

হাকিমেরা ইহাকে ফিতার ন্যায় কৃমিনাশক ও বিরেচক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

দক্ষিণ ভারতের বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে বহুপরিমাণে বিড়ঙ্গ পাওয়া যায়। তথাকার লোকে ইহা ফিতার ন্যায় কৃমি নষ্ট করিবার জন্য এই ঔষধ ব্যবহার করে ও অতিশয় মূল্যবান বলিয়া জানে। মাত্রা বালকের পক্ষে চা খাইবার চামচের এবং পূর্ণবয়স্কের পক্ষে মাঝারী চামচের এক চামচ গুঁড়া দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়। ইহার স্বাদ মনোহর কিন্তু উগ্র এবং অল্প সৌগন্ধযুক্ত ; এই ঔষধ খাইবার পূর্ব্বে রোগীকে জোলাপ দিতে হয়। সাধারণ লোকে ইহার কয়েকটী ফল দুগ্ধের সহিত ছোট শিশুকে প্রয়োগ করে। ইহা পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া অনুমিত হয় (Dymock)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিড়ঙ্গের বমনকারক গুণ নাই (Dutt)।

এক মাত্রা রেড়ির তৈল (Castor oil) খাইবার পর ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া ঘোলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতে ফিতার ন্যায় কৃমি বাহির হইয়া যায় (Sakharam Arjun)।

যষ্টিমধুচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে।

বিড়ঙ্গ অর্শ ও কৃমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল চূর্ণ সমপরিমাণ লইয়া নস্য গ্রহণ করিলে আধকপালে আরাম হয়। (Fig. 345.)

LX. SAPOTACEAE

Genus—ACHRAS Linn.

346. A. Sapota Linn. (সপেটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 579.

Ref.—F. B. I., iii, 534; B. P., i, 648; Watt, i, 80; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, সমগ্র বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনার বাগানে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা., হি. সপেটা; তা. সিমাই-এলুপ্পাই; তে. সিমএপ্পা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ত্বক্।

বর্ণনা—মাঝারী বৃক্ষ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। সপেটার কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত, ইহার গুঁড়িতে লম্বাভাবে কাটা কাটা দাগ আছে (Gamble)। পত্র উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি। বোঁটা অবনত, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ৬টী পাপড়িবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ৬টী এবং গর্ভাশয়ে ৬টী পরদা আছে। ফল কমলালেবুর মত বড়, কখন কখন ইহা অপেক্ষা ছোট হয়; ফলের খোসা খস্‌খসে, ধূসরবর্ণ ও পাতলা। বীজ ৫টী কিংবা অধিক থাকে, ¾ ইঞ্চি লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, আতা বীজের ন্যায় এবং উজ্জ্বল। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়, ফল শীতকালে পাকে। এই গাছ আমেরিকা দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। সপেটা খাইতে অতি মিষ্ট বলিয়া অনেকে বাগানে চাষ করে। পাকা ফল একটু মজিলে বেশ মিষ্ট হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, মূত্রকর; গাছের ছাল বলকারক ও জ্বরনাশক। সপেটার ফল গলিত মাখমে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া প্রাতঃকালে খাইলে পৈত্তিক জ্বর নিবারণ হয় (Dymock)। ইহার আঠা হইতে Guttapercha উৎপাদিত হয়। (Fig. 346.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—BASSIA Linn.

347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)

Fig.—Bedd., Fl. Syl., t. 41 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 580.

Ref.—F. B. I., iii, 544 ; Roxb., F. I., ii, 526 ; B. P., i, 649 ; Dymock, ii. 354.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, পশ্চিমঘাট, কুমায়ুন, হুগলী, সামতাল পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. মধুক ; বা. মহুয়া, মউল ; তা, ইল্লুপি ; হি. মহুয়া ; Eng. Indian Butter tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পত্র, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—পত্রাচ্ছাদিত ৪০-৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ইহার গুঁড়ি ছোট ও গোলাকার। কচিপাতা ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ, ছালে কাটা কাটা দাগ আছে, ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ লাল, ও শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত। গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা হয়। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, লম্বাকৃতি, মাথা বসা, পত্রের শিরা ১০-১২টী থাকে, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅚ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ নরম ও মিষ্টরসযুক্ত। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, গোড়ায় বিভক্ত। পুংকেসর ২৪-২৬টী, স্ত্রীকেসরদণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক লম্বা। ফল গোলাকার শাঁসযুক্ত, সবুজবর্ণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা ; পটলের ন্যায় পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে ১-৪টী বীজ থাকে ; বীজ ¾-১ ইঞ্চি লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মধুকের ফুল হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, উহা উষ্ণ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, ইহা "রাম্" নামক মদ্যের সমান। এদেশে মহুয়ার মদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ সামতাল পরগনা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে মহুয়ার মদ্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহুয়ার মদ্য অতিসার ও গ্রহণী রোগে হিতকর। ইহার ফুলের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, কাশ ও শরীরের জড়তা বিনষ্ট হয় এবং ইহার তৈল শিরঃপীড়া, বাত ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

মহুয়ার ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া নাকে নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈলের অনেক গুণ আছে, যথাঃ—

বাতপিত্তহরং কেশ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্।
কফবাতহরং রুক্ষং কষায়ং নাতিপিত্তকৃৎ ॥—রাজনির্ঘণ্টুঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাকা মহুয়াফলের বীজ হইতে পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়, উহা অতিশয় ঘন। যেস্থানে মহুয়া গাছ জন্মে তথাকার গরীব লোকেরা ইহার তৈল জালানী ও রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করে। ইহার তৈল প্রথমে শ্বেতবর্ণ দেখায় পরে পীত ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। নারিকেল তৈলের ন্যায় ইহার তৈল শীতকালে জমিয়া যায় এবং শ্বেতবর্ণ দেখায়। সামতালেরা মহুয়া ফুলে রুটী তৈয়ারী করিয়া খায় এবং সন্ধিবাতে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করে। আর একপ্রকার মহুয়া আছে উহাকে চলিত কথায় জলমধুক বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা এবং ফুল মিষ্ট। মহুয়ার ফুল খাইলে মত্ততা আসে। ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও পুষ্টিকর। পাহাড়ী লোকেরা ইহার তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার করে। ইহা ঘৃতের সহিত দেওয়া চলে। ছালের ক্বাথ উগ্র ও বলকারক (Irvine)।

Dr. Voigt বলেন ইহার তৈল গায়ে মাখিলে পাঁচড়া আরাম হয়; মহুয়ার ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়।

মহুয়া উত্তেজক, শান্তিকর, উষ্ণবীর্য্য, ধারক ও বলকারক। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে ইহা "রাম্" অপেক্ষা পাকযন্ত্রের কম ক্ষতিকারক এবং শরীরের পুষ্টির পক্ষে Beerএর সমান। মহুয়া হইতে অনেক শান্তিকারক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

মহুয়া ফুল, গামার ছাল, রক্তচন্দন, উশীর মূল (Andropogon muricatus), ধ'নে, কিস্‌মিস্ এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, পরে ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, মূর্চ্ছা এবং শরীরের জড়তা নষ্ট হয়। (শার্ঙ্গধর)

মহুয়ার তৈল মাথায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। মহুয়ার খইল বমনকারক। (Fig. 347.)

348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 147 ; Bedd., Fl. Syl., t. 42 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 581.

Ref.—F. B. I., iii, 544 ; Roxb., F. I., ii, 523 ; Watt, i, Pt. II, 415.

জন্মস্থান—কঙ্কন, মালাবার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট, সিংহল। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. জলমধুক ; বা. জলমহুয়া ; তে. ইপ্পি ; তা. কাঠ ইলুপি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের শিরা ১২টী ; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে একটী ফুল হয় ; ফুল শ্বেতবর্ণ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটু বক্র ও মোটা। বহির্ব্বাস ১/৬-১/২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ইহার পাপড়ি ৬টী, ১-২ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত; পুংকেসর লোমযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি, বড় নারিকেল কুলের ন্যায়; পক্ক ফল পীতবর্ণ, ইহাতে শাঁস আছে। ফল খাওয়া যায়, ফল মিষ্ট। ফলে একটী কিংবা দুইটী বীজ থাকে, কখন বা ৩।৪টী থাকে। ইহার ফল মহুয়ার ফল হইতে কিছু ভিন্ন, ফল অধিক পরিমাণে জন্মে। কর্দ্দম-মিশ্রিত পলিমাটীতে ইহা ভাল জন্মে, এই কারণে ইহার সংস্কৃত নাম জলমধুক। নভেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল হয়, প্রায় দুই মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জলমধুক ধারক ও পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। মহুয়ার মত ইহার ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। মহুয়ার বীজ পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়, কিন্তু এই মহুয়ার ফুল হইতে চোয়াইয়া তৈল বাহির করে—এই তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর। ফুল মৃদু বিরেচক; ইহার আঠা বাতের পক্ষে হিতকর ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার ছালের ক্বাথ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহা হইতে তৈল ও মদ্য উভয়ই পাওয়া যায়। (Fig. 348.)

Genus—MIMUSOPS Linn.

349. M. Elengi Linn. (বকুল)

Fig.—Wight, Ic., t. 158; Bedd., Fl. Sylv., t. 40; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583.

Ref.—F. B. I., iii, 548; Roxb., F. I., ii, 236; B. P., i, 649; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—পশ্চিম ঘাটে জঙ্গলে জন্মে; বর্ম্মা, সিংহল; বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. বকুল; হি. মলসারি; তা. মগাদাম; তে. পগাদা-মান্নু, কঙ্কন-রঞ্জল।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, শাঁস, বীজ।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, ফাটা-ফাটা। কাষ্ঠ শক্ত ও ভারী, বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ; ভিতরের কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১৩/৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়া বিষম চতুর্ভুজাকৃতি। বোঁটা ৩/৪ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, শুষ্ক হইলেও বহুদিন সৌগন্ধ থাকে। বহির্ব্বাস ৮ ভাগে বিভক্ত, ১/৬ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। পাপড়ি ১৬-২০টী, লম্বাকৃতি, ১/২-৩/৪ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। শক্ত লোমযুক্ত। পুংকেসর ৮টী, সরু, করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফল ৩/৪-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ফলে একটী বীজ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আছে, পীতবর্ণ, কষায় ও আঠাযুক্ত। বকুলের আর একটী নাম ভ্রমরানন্দ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চক্রদত্ত বলেন, ইহার অপক্ব ফল ধারক এবং ইহা চর্ব্বণ করিলে নড়া দাঁত শক্ত হয়। ছালের ক্বাথ ধারক, ইহার দ্বারা কুলি করিলে দন্তরোগ আরাম হয়। কঙ্কন দেশে ইহার ফুল ও অপক্ব ফলের ক্বাথ-দ্বারা ক্ষত ধৌত করে।

Makhzor লেখক বলেন যে ইহার অপক্ব ফল ও বীজের ধারকতা শক্তি আছে। ছালের ক্বাথ ধারক বলিয়া শ্লৈষ্মিকস্রাবে, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রনালীর এবং মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন যে ইহার শুষ্ক ফুলের গুঁড়া নস্য লইলে Ahwah নামক নাসারোগ আরাম হয়; এই রোগে অতিশয় জ্বর হয়, মাথা ধরে, গলায়, স্কন্ধে ও শরীরের অপরাপর স্থানে অতিশয় যন্ত্রণা হয় (Dymock)।

বালকদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ইহার ছালের ক্বাথ ধারক ও বলকারক। বকুল ছালের ক্বাথে লালা বাহির করিবার শক্তি আছে (Dr. B. N. Basu)। বকুলের ফুল চোলাই করিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকে ব্যবহার করে, ইহা উত্তেজক এবং সৌগন্ধযুক্ত (Pharm. Ind.)।

পাকা ফলের শাঁস মিষ্ট ও ধারক, ইহা পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (Watt)। বকুল ছালের ক্বাথে, মধু, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে কুলি করিলে শিথিল দন্ত বসিয়া শক্ত হয় ও দাঁত দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পি মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূল হরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধং॥ (চক্রদত্ত)

বকুল ছালের মধ্যভাগ শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া দিবসে ৩।৪ বার ৫।৭ দিন ধরিয়া দাঁতে লাগাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও নড়া দাঁত আরাম হয়। বকুল, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও যজ্ঞডুম্বুরের ছালের ক্বাথ-দ্বারা কুলী করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়।

শুষ্ক বকুল ফুল চূর্ণ নাকে নস্য লইলে নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া কফজনিত জ্বর ও মাথাধরা আরাম হয়।

বকুল বীজ ১ তোলা, হস্তীদন্তের গুঁড়া ৩ তোলা একত্র পোড়াইয়া গুহ্যদ্বারে ধূম দিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব আরাম হয়।

বকুলের ছাল অথবা বকুল বীজের শাঁস দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

বকুল বীজ ৩টী, কাঁকরোল বীজ ৩টী এবং উক্ত পরিমাণ নীলবড়ি, সমুদ্র-ফেনা, শুঁঠ, পিপুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, রসসিন্দুর ও ধানীলঙ্কা ২টী একত্র বাসি হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূল প্রদাহ ও কর্ণমূল ফোলা আরাম হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বকুল ছাল, আদা, পান, পিঁয়াজ, সোডা ও খেসারীর ডাইল সমভাগ লইয়া টাট্‌কা গোমূত্রে বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া পূঁজ বাহির হইয়া যায়।

বকুল বীজের শাঁস কাঁজিতে বাটিয়া তিল তৈলের সহিত ফুটাইয়া মস্তকে ও কপালে লাগাইলে উন্মাদ আরাম হয়। (Fig. 349.)

350. M. Kauki Linn. (খিরনী)

Fig.—Hook., Bot. Mag., t. 3157; Rumph., Amb., iii, t. 8; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583B.

Ref.—F. B. I., iii, 549; Wall. Cat., 4149.

জন্মস্থান—মুলতান, লাহোর, বর্ম্মা, রত্নগিরি, হুসিয়ারপুর, গুজরানওয়ালা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. ক্ষিরিকা; বা. খিরনী; হি. চিরুই; গোয়া—আদোমা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল, শিকড় এবং ছাল। পত্র কল্ক ১-৪ খানা।

বর্ণনা—বৃহৎ বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা, কখন কখন সরু হয়, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমযুক্ত, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ৬টী, ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও ধূসরবর্ণ, পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর ৬-৮টী, করাতের ন্যায় কিংবা বিভক্ত। ফল ¾-১ ইঞ্চি, গোলাকার, মসৃণ। ফলে কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ বীজ ৩-৪টী থাকে। বসন্তে ফুল ও ফল হয়। ফল জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চক্ষু উঠিলে বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। ইহার জ্বরনাশক ও বলকারক গুণ আছে। বীজ উগ্র; ইহা কুষ্ঠ রোগে প্রযুক্ত হয় এবং ইহার কৃমিনাশক শক্তি আছে (Baden-Powel)।

ফল অতিশয় মিষ্ট, গাছের আঠা কানের বেদনা ও গলার বেদনায় ব্যবহার হয় (Dr. Emerson)।

শিকড়ের ছাল ধারক; ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া জলের সহিত খাইলে বালকদের উদরাময় আরাম হয়। ইহার পত্র তিল তৈল এবং গুঁড়া ছালের সহিত ব্যবহার করিলে বেরিবেরি আরাম হয়। পত্র পেষণ করিয়া, হরিদ্রা এবং আদার সহিত ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া আরাম হয় (Drury)।

ইহা একটী বলকারক ঔষধ, কাশ ও শ্বাসনালীর প্রদাহে ব্যবহার হয়।

ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়।

খিরনী ফল ও কয়েতবেল একত্র পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের মেছেতা আরাম হয়। (Fig. 350.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

351. M. hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1587 ; Rumph., Herb. Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 584.

Ref.—F. B. I., iii, 5149 ; Wall, Cat., 4148, A, B ; Roxb., F. I., ii, 238 ; Brandis, For. Fl., 291 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 140.

জন্মস্থান—গুজরাট, বম্বে, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারত। বাঙ্গালায় এই গাছ নাই। উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. রাজাদানি ; বা. ক্ষীরখেজুর ; হি. ক্ষিরী ; তা. তে. পাল্লা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ফল। মাত্রা পত্র কল্ক ১-৪ খানা।

বর্ণনা—২৪-২৫ ফুট উচ্চ, চিরপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ অথবা গুল্ম। গাছের গুঁড়ি সরল ও দেখিতে অতি সুন্দর। ছাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, বড় গাছে বিস্তর কোটর হয়। কাষ্ঠ শক্ত, লাল অথবা বেগুনের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (Gamble)। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, উভয় পৃষ্ঠা সবুজবর্ণ। বোঁটা ⅛-⅜ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট। ফুল ⅛ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ, পুংকেসর ৬-৮টী। ফল ½ ইঞ্চি ও ⅜ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে একটী কিংবা ২টী কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ বীজ আছে। পক্ক ফল খাইতে মিষ্ট। বীজ হইতে তৈল হয়। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের গুণ বকুল-ছালের তুল্য। কঙ্কনদেশে সোঁদাল পাতা, গরুর চোনা এবং Calophyllum inophyllumএর বীজের সহিত ইহার আঠা যোগে মলম করিয়া ফোড়ায় আরাম করিবার জন্য লাগাইয়া থাকে।

রাজাদান ও কয়েতবেলের পত্র পেষণ করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে পিত্ত-প্রদর আরাম হয়। রাজাদান ফল ও কয়েতবেল একত্র পেষণ করিয়া গণ্ডদেশে লেপন করিলে মুখের মেছেতা আরাম হয়। ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়। (Fig. 351.)

LXII. EBENACEAE

Genus—DIOSPYROS Pers.

352. D. embryopteris Pers. (গাব)

Fig.—Bently & Trim., Med. P., iii, t. 168 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 586 ; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 171 (1911).

Ref.—F. B. I., iii, 556 ; Roxb., F. I., ii, 533 ; B. P , i, 653 ; Prain, H. H., 233.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে ও বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. তিন্দুক; বা. গাব; হি. মাকুর কেন্দী; তা. পানিচিকা; তে. তুমিক।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—বহুশাখাবিশিষ্ট সবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারী গাছ। ছাল মসৃণ, গাঢ় ধূসরবর্ণ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কাল দাগযুক্ত। পত্র ৫½ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, কোমল লোমাবৃত, উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ মোটা। বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। পুংপুষ্প ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে থাকে, ১-½ ইঞ্চি, ৩ হইতে ৬টী ফুল হয়, বহির্ব্বাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, প্রায় বোড়া, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র ১-৫টী একত্র জন্মে। গর্ভাশয় লোমযুক্ত, আট ভাগে বিভক্ত। ফল সাধারণতঃ এক একটী জন্মে, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, পাকিলে পীতবর্ণ, মিষ্ট, ইহাতে শাঁসের মধ্যে ৪-৮টী বীজ থাকে। এপ্রেল মে মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল ও ত্বক্ ধারক। অপক্ক ফলের রস ক্ষত-ধৌতের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইহা চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার জন্য ও মৎস্য-ধরা জালে রং দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গাবের বীজ-তৈল উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার ছাল অবিরাম জ্বরে ব্যবহার হয়।

ফলের নিষ্কাসিত রস মুখের ঘা ও মুখ-ধৌত কার্য্যে ব্যবহার হয়। ইহার বীজ উদরাময়ে ব্যবহারের জন্য সাধারণ লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখে (Dymock)।

ভারতীয় ভৈষজ্যে ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। (Fig. 352.)

LXIII. STYRACEAE.

Genus—SYMPLOCOS Roxb,

353. S. racemosa Roxb. (লোধ)

Fig.—Brandis, Ind. Tree, 439 (1906); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 587 B.

Ref.—F. B. I., iii, 576; Roxb., F. I., ii, 539; B. P., i, 655.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, বিহার, ছোটনাগপুর, মালাবার, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. বোম্বে—লোধ্র ; বা. হি. লোধ ; নেপাল—চামলানি ; লেপচা—পালিওক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র। মাত্রা ছালচূর্ণ, ২-৮ আনা ; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১$\frac{৩}{৪}$-৫ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার ; পত্রের অগ্রভাগ মোটা, শিরাগুলি অনেক দূরে দূরে থাকে। বোঁটা $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত ; গর্ভাশয়ে ৩টী বিভাগ আছে, লোমযুক্ত। ফল $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি চওড়া। আধুনিক নামকরণ অনুযায়ী এই (Symplocos) জাতীয় গাছকে Symplocaceæ family ভুক্ত করা বিধেয়।

লোধ্র গাছ বঙ্গদেশে দেখা যায় না। লোধ্র দুই প্রকার ; যথা—লোধ্র ও শাবর লোধ্র (বল্ক লোধ্র)। আজকাল বাজারে যে লোধ্র দেখা যায় উহার কতকগুলি ইষ্টকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট আর কতকগুলি ফিকে শ্বেতবর্ণ, শেষোক্তগুলিকে শাবর লোধ্র বলে। কালিদাস রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের ২৯ শ্লোকে লালবর্ণ গরুর উপরিস্থিত সিংহকে পর্ব্বতের ধাতুময় উপত্যকায় প্রস্ফুটিত লোধ্র-বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও বসন্তকালে ফল হয়।

শাবর লোধ্রের ইহার লাটিন নাম Symplocos crataegoides Ham. (F. B. I., iii, 573)। ইহা হিমালয় প্রদেশে সিন্ধুনদ হইতে আসাম পর্য্যন্ত স্থানে ৩০০০ হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে এবং কাশ্মীর ও খাসিয়া পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর দেখা যায়। গাছগুলি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার পত্র ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা, ১-১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা $\frac{১}{৫}$ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফল $\frac{১}{৪}$-$\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি প্রায় গোলাকার। ইহার ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার ছাল বলকারক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর (Dr. Stewart)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লোধ্র ছাল লাল রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা শান্তিকর, ধারক এবং উদরাময় নিবারক, চক্ষু-রোগ ও ফোড়ায় হিতকর। লোধ্রের সহিত বেল ও কুরচি ছালের যোগে উদরাময়ের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠের ক্বাথ দাঁতের গোড়া হইতে রক্তপাত নিবারণে ব্যবহার হয়।

ভিল্লোদককষায়েণ তথৈবামলকস্য বা।
প্রক্ষালয়েৎ মুখং নেত্রে স্বস্থঃশীতোদকেন বা।
নীলিকাং মুখশোষঞ্চ পীড়কাংব্যঙ্গমেবচ।
রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্য এব বিনাশয়েৎ। সুশ্রুতঃ

লোধ্রের ছাল, যষ্টিমধু, পোড়া ফটকিরি এবং রসাঞ্জন (Rasot) এই কয়টী সমপরিমাণ লইয়া পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। শ্বেত লোধ্র চক্ষুরোগে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিতকর। লোধ্র-কাষ্ঠ কষায় ও বলকারক, ইহার গুণ বেলেডোনা ও নক্সভমিকার তুল্য, এই কারণে ইহা শ্বেত ও রক্তপ্রদর, রক্তঅতিসার ও আমাশয় রোগে হিতকর।

লোধ্র-কাষ্ঠ পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (R. N. Khory, ii, 43)।

আৰ্ত্তব রজঃ অধিক দিন স্থায়ী হইলে ও অধিক পরিমাণে স্রাব হইলে ইহার ছালচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই পীড়া আরাম হইয়া যায় (Dr. Charles)।

লাউ-পাতা ও লোধ্র-কাষ্ঠ সমান পরিমাণ লইয়া জলে পেষণপূর্ব্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসূতির যোনিক্ষত আরাম হয় (চিঃ প্রকাশ)।

লোধ্র ত্বক্ দধির সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে আমাশয় আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

শাবর লোধ্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে যাবতীয় চক্ষু রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে গর্ভিণীকে পিপুল, মধু ও গব্য দুগ্ধসহ লোধ্রছাল পান করিতে দিলে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না (হারীত)।

কাঁচা লোধ্রপত্র পেষণ করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার আরাম হয়।

বটের ছালের ক্বাথের সহিত পিষ্টলোধ্র-ত্বক্ পান করিলে শ্বেতপ্রদর আরাম হয় (চরক)।
(Fig. 353.)

Genus—STYRAX Dryand.

354. S. Benzoin Dryand. (লবান)

Fig.—Wood, Med. Bot., i, t. 72 (1792); Bentley & Trim., iii, t. 169 (1905).

Ref.—F. B. I., iii, 589; Roxb., F. I., ii, 416; Trop. Agric., xxv, No. 3, p. 496 (1905).

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রাদ্বীপ, যাভা ও বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—বা. লবান; হি. লুবান; Eng. Olibanum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, মস্তক ঘনশাখায় আবৃত; ত্বক্ ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও মসৃণ, নূতন শাখা রক্তাভ লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। শাখার উভয় দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডিম্বাকৃতি গোলাকার, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতাভ। ফুল বৃহৎ, একস্থানে অনেক জন্মে। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও প্রশাখাবিশিষ্ট; সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুষ্পের বহির্ব্বাস বাটীর মত। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত, অভ্যন্তর ফিকে বেগুনে ও লাল রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ১ সারিতে ১০টী থাকে। গর্ভাশয় ৩ ভাগে বিভক্ত। ফল গোলাকার চেপ্টা, শক্ত ও লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, বীজ এক একটী হয়। শীতের শেষে ফুল ও পর বৎসর শীতে ফল হয়। এই জাতীয় গাছ (Styrax) আধুনিক নামকরণ অনুসারে Styracaceæ family ভুক্ত করা বিধেয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা উত্তেজক, সর্দ্দি নিঃসারক এবং শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থানের উত্তেজনা আনয়ন করে। ইহা পুরাতন সর্দ্দি এবং ফুসফুসের পুরাতন ব্যাধি দূর করে। ইহার ধূম লাগাইলে কিংবা সেবন করিলে উভয়েই উপকার হয়। ইহা pyrosis এবং মূত্রযন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক রোগে বিশেষ হিতকর (Pham. Ind.)।

কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য পালিশ করিতে লবান rectified spiritএর সহিত ব্যবহার হয়। লবান দেখিতে বাবলা আঠার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও চকচকে, এক একটী মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। দেবালয় সৌগন্ধ করিবার জন্য ধূনার ন্যায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিকগণ ইহা জ্বালাইয়া থাকেন। (Fig. 354.)

LXIV. OLEACEAE

Genus—JASMINUM Linn.

355. J. arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

Fig.—Wight, I. C., t. 699 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 590.

Ref.—F. B. I., iii, 594 ; Roxb., F. I., i, 95 ; B. P., i, 658 ; Dymock, ii, 379.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বেহার, ছোটনাগপুর ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মাধবী ; বা. বড়কুন্দ ; হি. চামেলী ; তে. অদ্দিবিমল্লী ; সামতাল—গদহন্দবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি লোমযুক্ত। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক অধিক চওড়া, কতকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি ; প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টী ফুল হয়, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নহে। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি। বীজকোষ এক একটী থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফল হয়। ইহার আরও ২টী জাতি আছে ; যথা—J. latifolia Roxb. এবং J. montana Roth (F. B. I., iii, 594)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার সহিত রস্থন, গোলমরিচ ও অপরাপর উত্তেজক দ্রব্য যোগে সেবন করিলে বুকের বসা সর্দ্দি আরাম হয়, ৭টী পত্রের রস সেবনের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট বালকদের পক্ষে একটী পত্রের অর্দ্ধেক ও অগস্তি (Sesbania grandiflora) গাছের ৪টী পত্র মিশাইয়া ২ গ্রেণ গোলমরিচের গুঁড়া এবং ২ গ্রেণ সোহাগা (Borax) ও মধুর সহিত সেব্য (Dymock)। (Fig. 355.)

356. J. grandiflorum Linn. (জাতি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 52 ; Wight, Ic., t. 1257 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 593.

Ref.—F. B. I., iii, 603 ; Dymock, ii, 378 ; Roxb., F. I., i, 98.

জন্মস্থান—ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ ; বাঙ্গালার অনেক বাগানে রোপিত আছে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. জাতি ; হি. চাম্বেলী, জাতি ; তে. জাজী ; বম্বে—চাম্বেলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—শাখাগুলি শক্ত, কোণযুক্ত ; পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে বাহির হয় ; পত্রিকা সাধারণতঃ ৩ জোড়া, অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। বহির্ব্বাসের দাঁত ½ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ইহার ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, গন্ধ তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। স্নানের পূর্ব্বে অনেক ধনী লোকে ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্রের রস চর্ম্মরোগ, মুখের ঘা, কানের পূঁয প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয়। পত্রের টাট্কা রস পায়ের অঙ্গুলিতে "কড়া" হইলে উহা নরম করিবার জন্য ব্যবহার হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার পত্র চর্ব্বণ করিয়া খাইলে মুখের ঘা ও ক্ষত আরাম হয়।

মুখপাকে সিরাবেধ শিরঃ কায়বিরেচনম্।
কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতিপত্রস্য চর্ব্বণম্॥ (ভাবপ্রকাশ)

জাতিপাতার রসে তৈল পাক করিয়া কানে দিলে কানের পূঁয আরাম হয়।

জাতিপত্র রসৈঃ তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ। (চক্রদত্তঃ)

যোনিসন্নিহিত স্থানে অথবা কটিতে জাতি পত্র ও ফুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা কমিয়া যায় ও সরল ভাবে ঋতুস্রাব হয়। (Fig. 356.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

357. J. Sambac Ait. (বেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, tt. 50, 51, 55 ; Wight, Ic., t. 704 ; Bot. Mag. t. 1785.

Ref.—F. B. I., iii, 591 ; Roxb., F. I., i, 88 ; B. P., i, 659 ; Prain, H. H., 234.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশে বাগানে ও বাটীতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বার্ষিকী ; বা. বনমল্লিকা, বেল, মতিয়া ; হি. চাম্বা ; বম্বে—ভটমগরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে গাছ, বনে জন্মে ; যেগুলি বাগানে চাষ হয় তাহা ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, ডালগুলি অধিক বাড়িয়া যাইলে লতাইয়া পড়ে। পত্রের বোঁটা ½ ইঞ্চি, পত্র ডালের বিপরীত দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পুষ্পদণ্ডে ৩টী ফুল হয়, কিন্তু যেগুলি বাগানে জন্মে উহাতে আরও অধিক ফুল এবং অধিক পাপড়ি যুক্ত ফুল হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ ; সৌগন্ধ যুক্ত। ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে, পাপড়ির মস্তক মোটা। ফল ½ ইঞ্চি, বীজকোষ গোলাকার, বীজ ১-২টী থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। এই ফুলের আর এক জাতি আছে উহার নাম J. Heyneana Wall. (F. B. I. iii, 592 এবং Wallich, Cat., 2871)। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ জাতি ফুলের মত ; বেলের ২।৩ ফুল ছেঁচিয়া স্তনে লাগাইলে প্রসূতি স্ত্রীলোকদের ঠুনকা জ্বর ও স্তনের যন্ত্রণা আরাম হয়। Dr. Wood বলেন যে এই প্রলেপ দিবসে দুইবার বদলাইয়া দিলে এবং ক্রমাগত দুই দিন ব্যবহার করিলে, ইহা স্তনদুগ্ধ কমাইয়া দেয় ও ফুলা আরাম হয় ; ইহাতে স্তন পাকিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বনমল্লিকা পাতার রস খাইলে প্রথম ঋতু সঞ্চার হয় (Rheede, vi, 56)।

বনমল্লিকা অতিশয় শান্তিকারক ; ইহা পাগল, অল্পদৃষ্টি ও মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Baden-Powell)। (Fig. 357.)

358. J. pubescens Willd. (কুন্দ)

Fig.—Wight, Ic., t. 702 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 589, Burm. Fl. Ind., v, t. 3, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., iii, 592 ; Roxb., F. I., i, 91 ; B. P., i, 659.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র ; বর্ম্মাপ্রদেশ ও চীন দেশে জন্মে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. বা. কুন্দ ; হি. কুন্দচামেলী ; বম্বে—বিশ্বন্-সগর।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় বহুবিস্তৃত উদ্ভিদ্। গাছের গোড়া হইতে ডালপালা বহু বিস্তৃত হয় ও একটী কুঞ্জবনের আকার ধারণ করে। শাখা মোচড়ান ও লোমযুক্ত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, গোড়া গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। প্রধান শিরা ৪-৬ জোড়া, পত্রবৃন্ত ⅛-⅛ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, বোঁটা ছোট। বীজাধার ১-২, গোলাকার, ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ও বসন্তকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া দুষ্ট ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Lindley & S. Arjun)। (Fig. 358.)

359. J. humilis Linn. (স্বর্ণযুঁই)

Fig —Bot. Mag., t. 1731 ; Bot. Reg., t. 178 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 592.

Ref.—F. B. I., iii, 602.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বতীয় দেশে ; কাশ্মীর, ভূপাল, আবু, নীলগিরি। বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. হেমপুষ্পিকা ; বা. স্বর্ণযুঁই ; হি. পিঠমালতী ; তে. পাচ্চা-আদবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—সূক্ষ্মলোমযুক্ত খাড়া গুল্ম। গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ছাল ও পাতা ধূসরবর্ণ ; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শাখা কোণযুক্ত, বক্র। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রিকা ৫টী, উভয়দিকে ৪টী ও সম্মুখে একটী থাকে। পুষ্পস্তবক ⅜ ইঞ্চি, অবনত। পীতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত ফুল হয়। ফুল ½-⅜ ইঞ্চি, লম্বা একস্থানে ১-৩টী ফুল হয়। পক্কফল গোলাকৃতি, ⅛ ইঞ্চি, শাঁস আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা পুরাতন ক্ষত ও উহার শোথ কমাইয়া ঘা শীঘ্র আরাম করিয়া দেয় (Watt)। শিকড় কৃমির পক্ষে হিতকর (Honningberger)।

Genus—NYCTANTHES Linn.

360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 594.

Ref.—F. B. I., iii, 603 ; Roxb., Fl. I., i, 86 ; B. P., i, 660 ; Prain, H. H., 234.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান - বেহার, ছোটনাগপুর, সমগ্র বঙ্গদেশ, মধ্যভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সমগ্র ভারতে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. শেফালিকা; হি. হর্‌সিঙ্গার; সামতাল—স্থাপারম্; তে. মাঞ্জাপু; বম্বে—হরসিংগর; Eng. Weeping Nyctanthes, Night Jasmine.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক ও মূলের ছাল; মাত্রা—স্ব-রস, ১-২ তোলা; ক্বাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গাছ, কখন কখন ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ছাল পুরু ফিকে ধূসরবর্ণ; কাষ্ঠ ফিকে লালবর্ণ এবং ফিকে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মাঝারি শক্ত। পত্র ডাঁটার বা কাণ্ডের বিপরীত দিকে থাকে, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, উভয়দিক লোমাবৃত, পত্রের উপরপিঠ সবুজবর্ণ, নিম্নপিঠ শ্বেতের আভাযুক্ত। কিনারা অখণ্ডিত, কোন কোনটীর খণ্ডিত। পত্র অতিশয় খসখসে। পত্রবৃন্ত ⅙-¼ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, নেবুরং-বিশিষ্ট ৩-৭টী একত্রে থাকে; বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, ৪-৫টী দাঁতযুক্ত। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, বিস্তৃত, ৫-৮টী পাপড়ি আছে, ইহা ⅙-⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের গন্ধ অতিশয় মনোহর, রাত্রিকালে ফোটে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পড়িয়া যায়। বীজকোষ ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-⅛ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা ও পুরু। বীজকোষ দুইপরদাবিশিষ্ট, ২টি বীজ থাকে। বৎসরের সকল সময়েই ফুল হয়। বঙ্গদেশে বর্ষাকালে ফুল হয়, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার— সংস্কৃত লেখকগণের মতে ইহার পত্র জ্বর ও বাতরোগের মহৌষধ। পত্রের টাট্‌কা রস মধুর সহিত খাইলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় এবং ক্বাথ কোমরের বাতবেদনায় (Siatica) একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (Datta)।

শেফালিকা ফুলের ৬ কিংবা ৭টী পাতা জলের সহিত বাটিয়া টাট্‌কা আদার রস দিয়া খাইলে বিষম জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়; ঔষধ সেবনকালে উদ্ভিজ্জ আহার ব্যবস্থেয়। শেফালিকা বীজের গুঁড়া ব্যবহার করিলে মাথার খুস্‌কী আরাম হয় (Dymock)।

ঘন সর্দ্দি বাহির করিবার জন্য কঙ্কনদেশে ইহার ৫ গ্রেণ ছালের সহিত পান ও সুপারি দিয়া ব্যবহার করে (Dymock)। শেফালিকা পিত্ত ও কফ নাশক, উহা পৈত্তিক জ্বরে প্রযুক্ত হয় (K. L. Dey)।

ইহার পাতার রস ধারক ও মৃদুবলকারক ঔষধ এবং পিত্তনাশক (Watt).

শিউলী পাতার রস চিনি দিয়া বালকদিগকে খাওয়াইলে, তাহাদের পেটের বড় কৃমি বাহির হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে মরা কৃমি বাহির হইতে দেখা গিয়াছে, ইহা Santoninএর স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে (B. D. B.)।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, পারিজাত নামক এক নাগরাজের পারিজাতক নামে এক কন্যা ছিল; সূর্য্যদেব তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, পরে সূর্য্যদেব অপর এক সুন্দরীর প্রেমে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুগ্ধ হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করেন। এই দুঃখে পারিজাতক প্রাণত্যাগ করে এবং যে স্থানে কন্যাটী প্রাণ পরিত্যাগ করে তথায় শেফালী ফুলের গাছ হয়; কন্যাটী সূর্য্যকে ভয় করিত বলিয়া, জন্মান্তরে সূর্য্যের ভয়ে শেফালী ফুল প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

শেফালী বীজচূর্ণ মস্তকে ঘসিলে মাথার খুসকী আরাম হয়। ইহার পত্রের শীতকষায় বা ক্বাথ সেবন করিলে গৃধ্রসী (Sciatica) ও বাত আরাম হয়।

শেফালিকাদলৈঃ ক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥
শেফালিঃ কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বাতক্ষয়াপহা।
স্যাদঙ্গসন্ধিবাতঘ্নী গুদবাতাদিদোষনুৎ ॥ (রাজনিঘণ্টুঃ) (Fig. 360.)

Genus—SCHREBERA Roxb.

361. S. swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 248; Wight, Ill., t. 162.

Ref.—F. B. I., iii, 604; Roxb., F. I., i, 109; B. P., i, 660; Brandis, For. Fl., 305.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাপাটলী; বা. ঘণ্টাপারুল; তা. মগলিঙ্গ-মারাম্; তে. মুকাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ফুল।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ গাছ। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু; পক্বপত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে ১০০ ফুল হয়। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি শ্বেতবর্ণ ও ধূসরবর্ণের দাগবিশিষ্ট। পুষ্পনল ⅛-⅙ ইঞ্চি, ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি চওড়া, অত্যন্ত শক্ত। বীজ সাধারণতঃ ৩-৪টি থাকে, বীজ ডিম্বাকৃতি চেপ্টা ও লম্বা পক্ষযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই গাছের আর একটি জাতি আছে, উহার নাম S. pubescens Kurz বলে (Kurz., For. Fl., 398)। ইহার পত্র কোমল লোমাচ্ছাদিত; পুষ্পদণ্ড শক্তলোমাবৃত, ইহার ফল কিছু ছোট। গ্রীষ্মের প্রথমে ফুল হয়; পত্র পক্ষাকার, দুইদিকে ৩।৪ জোড়া থাকে এবং সম্মুখে একটী পত্র হয়। ফুল ছোট, শ্বেত ও ধূসরবর্ণ, রাত্রিতে অতিশয় সৌগন্ধ বিতরণ করে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ হইতে তাঁতের মাকু প্রস্তুত হয়।

ঘণ্টাপারুলের ফুল শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহাকে সিতপুষ্পপাটলা বলে। ইহার আরও দুইটী নাম আছে—যথা কাষ্ঠপাটলা এবং মুষ্কক। ভাবমিশ্র ঘণ্টাপারুলকে সিতপাটলা, মুষ্কক ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাষ্ঠ-পাটলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটলা অর্থে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প বা পীতপুষ্প পাটলাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহার লাটিন্ নাম Stereospermum suaveolens Dc. ইহার আর একটী জাতি আছে, তাহাকে S. chelonoides Dc. বলে, উহার পুষ্প পীতবর্ণ। বঙ্গদেশে পীতপুষ্প পাটলা অপেক্ষা রক্তপুষ্প পাটলাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বোটানিক গার্ডেনে ত্রিবিধ পাটলাই আছে। ত্রিবিধ গাছের প্রভেদ স্বচক্ষে দেখিলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়; শুধু বর্ণনা পড়িয়া বোধগম্য হওয়া কঠিন। ইহা পার্ব্বত্য উপত্যকায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পারুলের মূল ত্বকের ক্বাথদ্বারা পক্ক সরিষার তৈল লেপন করিলে দগ্ধ ব্রণ আরাম হয়।

পটোল ও পারুল ছালের ক্বাথ ধ'নে ও শুঁঠচূর্ণ যোগে পান করিলে অগ্নিপিত্ত আরাম হয়।

পারুল ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে হিক্কা আরাম হয়।

পাটলার অপরাপর গুণ S. suaveolens দ্রষ্টব্য; পাচনে যে পাটলা ব্যবহৃত হয় তাহা ঘণ্টাপারুল বা ঘণ্টাপাটলা নহে, উহা Bignoniaceae orderএর অন্তর্গত। (Fig. 361.)

LXV. SALVADORACEAE

Genus—AZIMA Lamk.

362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

Fig.—Wight, Ill., t. 1522; Gaertn, Fruct, t. 225.

Ref.—F. B. I., iii, 620; Roxb., F. I., iii, 765; B. P., i, 663; Prain, H. H., 234; Voigt, 348.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, সিংহল, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশ, হুগলী, শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুণ্ডালি; বা. ত্রিকাঁটাগাঁতি; হি. কাঁটাগুড়কামাই; তা. সুঙ্গেলি; তে. তেল্লাউপি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় এবং রস।

বর্ণনা—অত্যন্ত কাঁটাযুক্ত গুল্ম, শাখা সবুজবর্ণ; ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, খসখসে, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। ডালের প্রত্যেক গাঁইটে ১-৩টী কাঁটা আছে ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র উজ্জ্বল, অগ্রভাগ ধারাল, ½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, এক একটী অথবা অধিক হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটী অথবা ২টী হয়; পাপড়ি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, বীজ সাধারণতঃ একটি করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র উত্তেজক, প্রসূতি স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর দেওয়া হয়। ইহার পত্র, নিমপাতা ও ইটের গুঁড়া সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়াইয়া প্রসবের পর দিবসে ২ বার ২ দিন দিবে; তৎপরে প্রসূতিকে ভাত ও মরিচের গুঁড়া খাইতে দিবে ও আহারের পর একটু গরম জল খাইতে দিবে, দিবাভাগে ঘুমাইতে দিবে না; ইহা প্রসূতির পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (Ind. Med. Gazette, Oct. 1889)। গ্রাম্য লোকে প্রসূতিকে একটু ভাজা হিংএর সহিত নিমতৈল দেয়; তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন হইতে ১ মাস ধরিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ দেয়, ইহাতে প্রসূতি শীঘ্র সারিয়া উঠে ও কার্য্যক্ষম হয়। এই প্রথা ভারতের অনেক স্থানে আছে।

ইহার পত্র খাদ্যদ্রব্যের সহিত খাইলে বাত আরাম হয় এবং শুষ্ক রস খাইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়।

পত্রের ন্যায় শিকড়েরও অনেক গুণ আছে, ইহা মূত্রকর এবং শোথ রোগে অপরাপর ঔষধের সহিত প্রয়োগ হয়।

এই গাছের শিকড় ও ছালের ক্বাথ এবং সমপরিমাণ বচ (Acorus calamus), জোয়ান এবং লবণ, একযোগে ব্যবহার করিলে পুরাতন উদরাময় আরাম হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের ছালের রস ১-২ আউন্স এবং ছাগল দুগ্ধ ৩ আউন্স পরিমাণ একত্রে দিবসে ২ বার সেবন করিলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ হইয়া শোথ আরাম হয় (Dym., Pharm. Ind., ii, 385)। শিকড়ের ক্বাথ বমননিবারক, ধারক এবং বলকারক। ইহার পাতা বসন্তের ক্ষতে এবং অপরাপর ক্ষত রোগে উপকারী এবং শিকড়ের ছাল বাতের পক্ষে হিতকর।

ইহার ফল শ্বেতবর্ণ এবং লোকে খায়। কথিত আছে, পত্রের রস ক্ষয়রোগের সর্দ্দি এবং হাঁপানি নিবারণ করে। (Fig. 362.)

Genus—SALVADORA Linn.

363. S. persica Linn. (পিলু)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 247; Roxb., Cor. Pl., t. 26; Lamk., Ill., t. 81; Wight, Ill., ii, 229, t. 181.

Ref.—F. B. I., iii, 619; B. P., i, 663; Roxb., Fl. I., i, 389.

জন্মস্থান—পশ্চিম বেহার, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, দক্ষিণভারত, গুজরাট, কঙ্কন, উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—সং. পিলু, করস্তপ্রিয়; বা. পিলু; তা. উঘাই-পট্টাই; তে. ভারাগগু; রাজপুতনা—ফাল; আরব—আরক; Eng. Tooth-brush tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—মাঝারী গাছ; বৎসরের সকল সময়েই ফল ও ফুল হয়। সাধারণতঃ উত্তর ও দক্ষিণ সরকারে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার কাণ্ড বক্র; ৮-১০ ফুট উচ্চ হয়। বৃক্ষের ত্বক কর্ত্তিত, শাখা অনেক হয়, শাখার বিপরীত দিকে পত্র হয়। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ। শাখার অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল ক্ষুদ্র, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৪টী, দাঁতবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী, পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল অতিশয় ক্ষুদ্র, কাল মরিচের দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, লালবর্ণ, রসযুক্ত। ফলে একটী বীজ থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার ফল পরিপাককারক, উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বর্দ্ধিত প্লীহা ও বাত রোগে হিতকর। মাড়ওয়ার দেশে ইহার ফল শুষ্ক করিয়া খায়, শুষ্ক হইলে উহা কিসমিসের ন্যায় মিষ্ট লাগে। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, ইহা প্রসূতির পক্ষে উত্তেজক ও বাতরোগে হিতকর। ইহার পত্র এবং নিশিন্দা (Vitex trifolia) পত্রের যোগে বাতের চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হয়।

আরবেরা ইহাকে Solvadoras Arak অর্থাৎ দাঁতন গাছ বলে। ইহার শিকড়ের ৩।৪ ইঞ্চি পরিমিত অংশ দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত পরিষ্কার ও শক্ত হয়। কথিত আছে যে এই গাছ মহিষে ও উষ্ট্রে খাইলে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় হয়। ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং ইহার পাতা অর্শে ও ফোড়ায় পুলটিস্ দিলে ফোড়া ও অর্শের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

Ainslie বলেন, ইহার ক্বাথ সামান্য জ্বর, ও ঋতু ও অর্শ রোগে বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার শিকড়ের ছালে ফোস্কা হয় (Met. Med. Ind., ii, 66)। পিলু বীজ সর্পবিষ নিবারক; ইহার বীজ খাওয়াইয়া অনেকগুলি সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরাম হইয়াছে (Dr. Imlach's Report on Snakebites in Sind, Bombay Med. & Phys. Trans., New Series, iii, 80)।

শিকড়ের ছাল থেঁতলাইয়া চর্ম্মে লাগাইলে শীঘ্রই ফোস্কা উঠে, দেশীয় লোকেরা এই উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার করে, ইহা অতিশয় উত্তেজক (Roxburgh, i, 389)।

মুসলমান লেখকদের মতে ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক এবং মূত্রকর। ইহার বীজ একটী উৎকৃষ্ট জোলাপের কাজ করে। (Fig. 363.)

LXVI. APOCYNACEAE

Genus—CARISSA Linn.

364. C. Carandas Linn. (করম্‌চা)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., 156, t. 19, Fig. 6; Wight, Ic., Fl. 426 & 1289.

Ref.—F. B. I., iii, 630; Roxb., F. I., i, 687; B. P., ii, 668; Prain, H. H., 235.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের বালুকাময়, শুষ্ক ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে; পঞ্জাব, বর্ম্মা, সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বাগানে চাষ হয় ও কখন কখন জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. করমর্দ্দক; বা. করম্চা; হি. করণ্ডা; তা. কালাকা; তে. কলিভিকেয়া; হি. আসলিকরঞ্জা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—বড় গুল্ম ও ছোট গাছ, শাখাগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ ও বিস্তৃত। প্রশাখাগুলিতে ও ডালের গাঁইটে কাঁটা আছে, কখনও ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড শক্ত ¼-১ ইঞ্চি। ডালের অগ্রভাগ হইতে ফুল বাহির হয়, ফুলের পাপড়ি ৫টী, একসঙ্গে অনেকগুলি হয়; পুষ্প শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে গোলাপী, বহির্ব্বাস ৫টী। ফল ½-১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বকুলের ন্যায়; প্রথমে লালবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ হয়, বেশ মসৃণ। ফলে ৪টী বা অধিক বীজ থাকে। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহার নাম C. Congesta Bedd. বসন্তকালে করম্চার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার অপক্ব ফল ধারক ও উগ্র, পক্বফল স্নিগ্ধকর, অম্ল, ইহা পিত্তবিকৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় তিক্ত এবং পাকযন্ত্রের দোষ শোধক। কঙ্কন দেশে ইহার শিকড় গুঁড়াইয়া, অশ্বমূত্র, লেবুর রস ও কর্পূর দিয়া পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত করে (Dymock)।

কটকে ইহার পত্রের ক্বাথ অবিরাম জ্বরের প্রথম অবস্থায় দেয়। ইহার ফলে চর্ম্মরোগ নিবারণ হয় বলিয়া অনেক কবিরাজে প্রশংসা করেন। (Fig. 364.)

Genus—AGANOSMA G. Don.

365. A. caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1305; Bot. Mag., t. 1919.

Ref.—F. B. I., iii, 664; B. P., ii, 679; Watt, i, Pt. I, 129.

জন্মস্থান—বেহার, নিম্নবঙ্গ, মুঙ্গের, ঋষিকুণ্ডের পাহাড়ে অনেক জন্মে; দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মালতী; বা. গন্ধমালতী, মালতী; Eng. Malabar nutmeg.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—বৃহৎ লতানে গাছ; কাণ্ড শক্ত, প্রশাখাগুলি কোমল লোমযুক্ত, পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নীচের শিরাগুলি অতিশয় দৃঢ়। পত্রের বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়; ফুল বিস্তৃত, শ্বেতবর্ণ ও শক্ত লোমাবৃত। পুষ্পস্তবক লম্বা, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড নত, গর্ভকেসর কোমল লোমাবৃত। বীজ ডিম্বাকৃতি ½ ইঞ্চি লম্বা এবং চেপ্টা। বর্ষাকালে ও শরৎকালে ফুল হয়, ফল শীতের শেষে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই গাছ উত্তেজক, বলকারক; ইহা পিত্তপ্রকোপে ও শরীরের রক্ত শোধনে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

Aganosma calycina A. Dc. গাছকেও কেহ কেহ মালতী গাছ বলেন। ইহা বর্ম্মার অন্তর্গত ট্যাভয় নামক স্থানে দেখা যায় (F. B. I., iii, 665; Wight, Ic., t. 440)। ইহার পত্র ৩ ৪ ইঞ্চি; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ইহাতে শক্ত লোম আছে। ইহার ফল সম্বন্ধে বিশেষ জানা নাই, ভেষজগুণ উপরোক্ত গাছটীর সমান; ইহাকেও বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে মালতী বলে, এইজন্য ইহার সম্বন্ধে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। (Fig. 365.)

Genus—ALSTONIA R. Br.

366. A. scholaris R. Br. (ছাতিম)

Fig.—Wight, Ic., t. 422; Bedd, Fl. Sylv., t. 242; Rheede, Hort. Mal., i, t. 45; Bent. & Trim., t. 173.

Ref.—F. B. I., iii, 642; B. P., ii, 672; Dymock, ii, 386; Prain, H. H., 236; Voigt, 526.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ; জামু হইতে পূর্ব্বদিকে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে; বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, দক্ষিণ ভারত; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প; বা. ছাতিম; হি. সাতিয়াম্; সামতাল—চাতনী; তা. ওদরাসী; তে. ইদাকুলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, ফুল, আঠা; মাত্রা, ছাল ও ফুলের রস ½-২ তোলা; ক্বাথ ৫-১০ তোলা; আঠা ½-১ আনা; ত্বক চূর্ণ ¼-২ আনা; পুষ্পচূর্ণ ½-৩ আনা।

বর্ণনা—বৃহৎ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৬০ কিম্বা ততোধিক উচ্চ হয়। ছাল, ঘন ধূসরবর্ণ, কতকটা খসখসে। কাঠ, শ্বেতবর্ণ ও নরম; গাছ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিলে, কাষ্ঠের রঙ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খারাপ হয়। পত্র, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ; বোঁটা ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা; বহির্ব্বাস ⅟₁₀-⅛ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমাবৃত ও ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল ১ ফুট লম্বা, কিছু বক্র, গাছে ঝুলিয়া থাকে, ইহা দেখিতে চেপ্টা। বীজ ⅙ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দুই দিকে পশমের মত আছে, ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় ও বীজ বায়ুবেগে অন্যত্র উড়িয়া পড়ে এবং সময়মত তথায় অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করে। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ এই গাছকে সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প ও বৃহত্ত্বক প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন, ছাতিম, হিম, গোলঞ্চ, ভূর্জ্জপত্রের (Betula utilis Don.) ছাল সমপরিমাণ, একুনে ২ তোলা লইয়া, উহার ক্বাথ ব্যবহার করিলে জ্বর, চর্ম্মরোগ, অজীর্ণ আরাম হয়; ইহা একটী বলকারক ঔষধ।

Dr. Rheede এবং Dr. Rumphius বলেন যে দেশীয় লোকেরা ইহার ছাল লবণ ও গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করে। ইহা জ্বরের সহিত উদরাময় আরাম করে এবং ইহা স্থানীয় প্রলেপ দিলে গেঁটেবাত ও ক্ষত আরাম হয়। ইহার ছালের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ কিংবা ত্বকের ক্বাথ ব্যবহার করিলে আমাশয়িক অজীর্ণ রোগের উপশম করে।

ছাতিমের ছাল Pharmacopoeia of Indiaতে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা বলকারক এবং ছোট ও ফিতার ন্যায় কৃমি নাশক।

ইহার টাটকা শিকড়ের রস দুগ্ধের সহিত খাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় ও পেটের কৃমি নাশ হয়।

ছাতিমের টাটকা ছালের রস আদার সহিত প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহার শরীর শীঘ্র সারিয়া আইসে (Dymock)।

ছাতিম পাতার ভাজা গুঁড়া ফোড়ার উপর পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (Sur. Thomson)। ইহা জ্বর, রক্ত আমাশয় ও উদরাময়ের একটী বিশেষ ঔষধ এবং জ্বরের পক্ষে কুইনাইনের সমগুণবিশিষ্ট।

ছাতিম চর্ম্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার যোগে অনেক পাচন তৈয়ারী হয়। ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া দুষ্টব্রণে লেপন করিলে ক্ষত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। দন্তে পোকা হইলে দাঁতের গহ্বরে ছাতিমের আঠা দিলে দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়া যায় (বাগভট্ট)। ছাতিম ফুল ও পিপুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধির জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাসকাশ দমন হয় (সুশ্রুত)। গোলঞ্চ ও ছাতিমের ছালের ক্বাথ পান করিলে প্রসূতির স্তন্য বাড়িয়া যায় (চরক)। ছাতিম ছালের ক্বাথ কুষ্ঠঘ্ন। (Fig. 366.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—ICHNOCARPUS R. Br.

367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

Fig.—Wight, Ic., t., 430 ; Burm. Fl. Zeyl., 23, t. 12, Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 617.

Ref.—F. B. I., iii, 669 ; Roxb., F. I., ii, 12 ; B. P., ii, 680 ; Watt, vi, Pt. ii, 326 ; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের সিরমোর হইতে নেপাল, ১০০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে, আসাম, শ্রীহট্ট, বর্ম্মা ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চেত-শরিবা ; বা. শ্যামলতা ; হি. দুধি ; তে. নলটীগা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র। ক্বাথ, ৫-১০ তোলা ; মূল কল্ক ২-৮ আনা।

বর্ণনা—বহুদূরবিস্তৃত লতানে গাছ, কখন কখন জড়াইয়া গাছের উপর উঠে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র সবগুলি সমান নহে ; ৡ-১½ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা ছোট, অগ্রভাগে ৩টী ফুল একত্রে হয়। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে। স্ত্রীকেসর অতিশয় ছোট। শুঁটীর আচ্ছাদন ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অতিশয় অবনত ; বীজ ½ ইঞ্চি। লতায় গো-মহিষাদি বাঁধিলে ছিঁড়িয়া যায় না। এই লতায় জেলেরা খালুই বোনে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বলকারক ও Sarsaparillaর তুল্য (Pharm. Ind.) ; ইহার ডগা ও পাতার ক্বাথ জ্বরনাশক (Watt)।

শ্যামালতার মূলের ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে পেঁচো পাওয়া আরাম হয়। ইহার মূলের ক্বাথ ও কল্কসহ পক্বঘৃত পান করিলে মূষিক বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 367.)

Genus—HOLARRHENA R.Br.

368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)

Fig.—Brandis, For. Fl., 326 & 40 ; Wight, Ic., tt. 1297, 1298 & 439 ; Rheede, Hort. Mal., i, t. 47 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 644 ; Watt, vi, Pt. vi, 316 ; P. P., ii, 674 ; Dymock, ii, 391.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, মধ্য এবং দক্ষিণভারত। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, সুন্দরবন, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে ও জঙ্গলে প্রচুর গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৎসক, গিরিমালিকা, কুটজ, ইন্দ্রযব (বীজ); বা. কুরচি; হি. দধি, কারচি; তা. ভেলাল্লেই; তে. আমকুহুবিত্তাম্। Eng. Conessi Bark.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও বীজের ক্বাথ; ৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ; বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়; কোমল ও শক্তলোমযুক্ত; ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, খসখসে; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম, পত্রের বোঁটা ক্ষুদ্র; পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; পত্রের শিরা ১০-১৬ জোড়া এবং শক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ অল্প গন্ধযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। ফল, দুইটী আচ্ছাদনে আবৃত, ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, ভিতরভাগে বক্র, মসৃণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও লম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমাবৃত, বীজের গায়ে পশম আছে, ধূসরবর্ণ, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার বীজ Wrightia tinctoria বীজের মত। বাজারে দুই প্রকার ইন্দ্রযব আছে, একটীর বীজ মিষ্ট আর একটীর বীজ তিক্ত। দেশীয় লেখকগণ এবং কবিরাজগণ এই দুই প্রকার ইন্দ্রযবকে একই W. tinctoria গাছ হইতে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু বস্তুতঃ উভয় ইন্দ্রযব এক গাছের বীজ নহে। W. tinctoria গাছ মান্দ্রাজ, বর্ম্মা ও মধ্যভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে দেখা যায়, ইহার বীজ মিষ্ট কিন্তু Holarrhena গাছের বীজ মিষ্ট নহে পরন্তু তিক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হইয়া থাকে।

কুটজ সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত দিয়া জীবিত করেন তখন হনুমানের গাত্র হইতে এক ফোঁটা অমৃত ভূমিতে পড়িয়া যায়, উহা হইতে কুরচি গাছ উৎপন্ন হয়।

চরক বলিয়াছেন যে পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে কুরচি দুই প্রকার। যে গাছের ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পত্র স্নিগ্ধকর তাহা পুং-কুটজ, এবং যাহার কাণ্ড ও ত্বক্ শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যামবর্ণ, ফল ও বোঁটা ছোট তাহা স্ত্রী-কুটজ। H. antidysenterica এবং W. tictoria গাছের প্রভেদ এই যে প্রথমটীর ছাল ধূসরবর্ণ, দ্বিতীয়টীর ছাল কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর পত্র শুষ্ক হইলে উহার রং ঠিক থাকে, দ্বিতীয়টীর পত্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। প্রথমটীর শুঁটী পৃথক পৃথক, দ্বিতীয়টীর শুঁটী জোড়া জোড়া, উহা কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। প্রথমটীর ফুল শ্বেতবর্ণ, দ্বিতীয়টীর ফুল বড়, মোটা ও সৌগন্ধযুক্ত। এক্ষণে প্রথম কুটজকে শ্বেত কুটজ, দ্বিতীয়টীকে কৃষ্ণকুটজ বলা যাইতে পারে। শ্বেতকুটজ বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায় কিন্তু কৃষ্ণকুটজ (W. tinctoria) বঙ্গদেশে পাওয়া যায় না। শ্বেতকুটজ বীজকে ইন্দ্রযব বলে, ইহা দেখিতে যই (oat)এর মত ও তিক্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

W. tinctoriaর বীজকেও ইন্দ্রযব বলে, ইহা নকল ইন্দ্রযব। ইহার গুণ আসল ইন্দ্রযবের ন্যায়, কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগে ইহার প্রয়োগে প্রায়ই উপকার পাওয়া যায় না। অতএব বিশেষ দেখিয়া ইন্দ্রযব খরিদ না করিলে ঔষধে ফল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত ভাষায় কুরচি বীজকে ইন্দ্রযব, ভদ্রযব, বৎসক বলিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহার ত্বক্ একটী বিশেষ বিখ্যাত ঔষধ। ইহা তিক্ত, ধারক, শীতবীর্য্য, হজমীকারক, এবং অর্শ, রক্ত আমাশয়, দূষিত পিত্ত, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মারোগে হিতকর।

সুশ্রুত বলেন, ইহা সর্দ্দি-নিঃসারক, বিষের প্রতিষেধক, মূত্রযন্ত্রের ও চর্ম্মরোগের শান্তি-কারক। কুটজ বমনকারক এবং দুরারোগ্য ক্ষতরোগ নিবারক; পেটের যন্ত্রণা নিবারণে ইহা একটী অদ্বিতীয় মহৌষধ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের সংশোধক (Dymock)।

ইহার বীজ ধারক, জ্বরনাশক ও কৃমিনিবারক। কুরচির ত্বক্ ও বীজ হিন্দু কবিরাজেরা অপরাপর উত্তেজক ও ধারক ঔষধের সহিত ব্যবহার করে। কুটজ ত্বকের ক্বাথ, আর্দ্রক ও অতিস (Aconitum heterophyllum) যোগে পান করিলে অতিসার আরাম হয়।

কুটজত্বক্কৃতঃ ক্বাথো ঘনীভূতঃ সুশীতলঃ।
লেহিতোঽতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনুদ্ভবেৎ॥ চক্রদত্তঃ

ইহার ক্বাথ মধুযোগে পান করিলে অতিসার আরাম হয় (শার্ঙ্গধরঃ)।

কুটজাতিবিষা-পাঠা-ধাতকীলোধ্রমুস্তকৈঃ।
হ্রীবের-দাড়িম্বযুতৈঃ কৃতক্বাথসমাক্ষিকঃ॥
পেয়ো মোচরসেনৈব কুটজাষ্টকসজ্ঞকঃ।
অতিসারান্ জয়েদ্দাহরক্তশূলামদুস্তরান্॥ শার্ঙ্গধরঃ

অর্থাৎ কুরচি ছাল, অতিবিষার ছাল, পাঠা (আকনাদি), ধাতকীপুষ্প (ধাইফুল), লোধ্রগাছের (লোধ) ছাল, বালা (Pavonia odorata), বেদানার খোসা এবং সুখা প্রত্যেক ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে যে কোন রকম আমাশয় ও কঠিনদাহ, রক্তশূল, রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

কুরচি হইতে কুটজলেহ প্রস্তুত হয়—

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পুতে পুনঃ পচেৎ॥
সৌবর্চ্চল-যবক্ষার-বিড়সৈন্ধব-পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজীচূর্ণং দত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্বদরমাত্রং তৎ শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥ চক্রদত্তঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুরচি ছাল ১২½ সের, জল ৬৪ সের সিদ্ধ করিয়া সিকি অংশ অবশেষ রাখ ও ছাঁকিয়া ফেল। তৎপরে উহাতে তিন সের গুড় মিশাইয়া পুনরায় পাক কর। এই ক্বাথ ঘন করিয়া আটার মত কর, তৎপরে উহাতে সৌবর্চ্চল (Sachal) লবণ, যবক্ষার, বীটলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, কুরচী বীজ (ইন্দ্রযব), জিরা, প্রত্যেকের গুঁড়া ১৬ তোলা করিয়া দেও, ইহাতে যে মোদক হইবে উহা ১৫ গ্রেণ মধুর সহিত খাইলে পক্ক অতিসার, কুন্থনযুক্ত রক্ত আমাশয় ও গ্রহণীরোগ আরাম হয়।

কুরচি হইতে আরও বহুপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয় সাধারণতঃ সমস্তগুলিই পাকযন্ত্রের রোগ নিবারক। যথা—পাঠাদ্যচূর্ণ, কুটজারিষ্ট, প্রদরারি লৌহ প্রভৃতি।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ ধারক ও কৃমিনাশক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা ইহা পুরাতন হাঁপানি রোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহা মধু ও জাফরাণের সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে ও স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু ও ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার হয়।

প্রসূতির বলাধানের জন্য কুরচি ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা ইহার ছালের দুই আউন্স পরিমাণ, ২ পাইণ্ট জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পাইণ্ট থাকিতে নামাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় উহা বৃদ্ধ ও বালকদের রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করিতে বলেন।

মাত্রা ১½ আউন্স কিংবা ২ আউন্স দিবসে দুইবার কিংবা ৩ বার সেব্য।

কুরচির বীজ ভাজিয়া জলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই জল পান করিলে পেটের দোষ দূর হয়। ইহা ধারক এবং কলেরার বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 483)।

কুরচি ছালের ক্বাথ অর্শের রক্ত নিবারক, ইহা শিশুদের রক্ত আমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Ind. Med. Gaz., i, 352)।

কুটজ শিকড় গোলঞ্চ রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বহুদিনস্থায়ী জর ছাড়িয়া যায়। ইহার রস এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনির সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে আমাশয় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

শোথরোগে সামতালেরা ইহার ছাল বাটিয়া গায়ে মাখিয়া থাকে। কুরচি ফল সর্পবিষের ফুলা ও যন্ত্রণা নিবারক। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় (Rev. A. Campbell)।

যক্ষ্মারোগে ইন্দ্রযবের প্রলেপ হিতকর (চরক)।

কুরচি মূলের ছাল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ আরাম হয়। কুরচির ছাল দধির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে শর্করা (Sugar) মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাল কুরচির ত্বক্ জ্বরঘ্ন, পাচক ও বলকারক এবং শুক্রক্ষয়জনিত অবসাদ নিবারক। ইহার পত্র দাঁতের বেদনা নিবারক (R. N. Khory, ii, 392)।

কুরচির ছালকে ইংরাজীতে Conessi Bark বলে। Sir Walter Elliot এবং Dr. Gibson কুরচির রক্ত আমাশয় নিবারক গুণের অতিশয় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। Sub-Assistant Surg. A. C. Kastogiri লিখিয়াছেন যে তিনি একটী ১৫ মাস বয়সের শিশুকে বহুবিধ ঔষধ পরীক্ষার পর কুরচি ছালের ক্বাথ-দ্বারা রক্ত আমাশয় একেবারে সারাইয়া দিয়াছেন। কুরচি রক্ত আমাশয় রোগে একটী অদ্বিতীয় ঔষধ (Ind. Med. Gaz., i, 352.)। (Fig. 368.)

Genus—RAUWOLFIA Benth.

369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)

Fig.—Wight, Ic., t. 849 ; Bot. Mag., t. 784 ; Burm., Fl. Zeyl., t. 64 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 602 B.

Ref.—F. B. I., iii, 632 ; Roxb., F. I., i, 694 ; B. P., ii, 671 ; Dym., ii, 414 ; Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ; সিরহিন্দ এবং মোরাদাবাদ হইতে সিকিম পর্য্যন্ত স্থানে পর্ব্বতের পাদদেশে জন্মে ; খাসিয়াপাহাড়, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় ছায়াপূর্ণ জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায় কিন্তু সকল স্থানে নহে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. সর্পগন্ধা, চন্দ্রিকা ; বা. চন্দ্রা, ছোট চাঁদ ; তে. পাটলাগন্ধি ; মালাবার—চুবান্না-অবিল-পোরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও রস।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কখন কখন ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। গাছগুলি দেখিতে তেজস্কর কখন লতাইয়া অপর গাছে উঠে ; ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি কিম্বা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক ফিকে সবুজ ও উপরের দিক মসৃণ, উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ ; পত্রের কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, পত্রের শিরা ৪-১২ জোড়া থাকে ; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, অথবা ঈষৎ লালবর্ণ, কিংবা গোলাপী রং বিশিষ্ট, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল থাকে। বহির্ব্বাস ছোট, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুষ্পের অন্তর্ব্বক ½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পনল বক্র ; পাপড়ি ৫টী থাকে। ফল জোড়া জোড়া কিংবা এক একটী জন্মে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ¼ ইঞ্চি, বিস্তৃত ও ডিম্বাকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে, কিন্তু কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক, কৃমিনাশক। ইহার শিকড়ের ক্বাথ খাইলে প্রসবকালীন বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Dymock, Pharm. Ind.)।

বম্বে প্রদেশের মজুরেরা ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখে; তাহারা বলে যে এই শিকড় নিকটে থাকিলে পাকযন্ত্রের কোন পীড়া হয় না। ইহার শিকড় ও ঈশেরমূলের (Aristolochia indica) শিকড়, কঙ্কনদেশে কলেরায় পেট বেদনায় ব্যবহার করে। পেট বেদনায় ১ ভাগ ইহার শিকড়, ২ ভাগ কুরচি ও ৩ ভাগ বাগাভেরেণ্ডার শিকড় (Jatropha Curcas) দুগ্ধের সহিত সেব্য। বিহার ও আরও পশ্চিমে ইহা "পাগলা দাওয়াই" বলিয়া খ্যাত; অনেক স্থানে ইহা উন্মত্ততায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। বিহারে ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্রার শিকড়, কালমেঘ, আদা এবং বীটলবণ জ্বর রোগে ব্যবহার হয়; মাত্রা ৩-৪ তোলা (Dymock)। (Fig. 369.)

Genus—NERIUM Soland.

370. N. odorum Soland. (করবী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 132; Bot. Reg., t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 613 B.

Ref.—F. B. I., iii, 655; Roxb., F. I., ii, 2; B. P., ii, 676; Dymock, ii, 398; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—মধ্যভারতবর্ষ, সিন্ধুদেশ, আফগানিস্থান এবং হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে। সমগ্র বঙ্গদেশ, ছোট নাগপুর, বিহার, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. করবী, অশ্বঘ্ন, অশ্বমারক; বা. করবী; হি. কানের; তা. আলারী; তে. জাম্নেরত; বম্বে—কানহেরা; সামতাল—রাজবাকা; Eng. Roseberry Spurge.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূলের ছাল; মাত্রা মূলের ছালচূর্ণ, ১/৮-১/৪ আনা।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত ডালযুক্ত ছোট গাছ ১০-১৫ ফুট উচ্চ হয়; গাছের মূলদেশ হইতে ও কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, সরু, পুরু, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা অতিশয় ছোট। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপী ও শ্বেতবর্ণ। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও কতকটা গোলাকার; ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ সিকির মত গোলাকার; চেপ্টা, এক গোছা শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ পশম-ময় লোমে আবৃত। ফল পাকিলে ফাটিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যায়, করবীর ডাল ভাঙ্গিলে প্রচুর শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে করবীর ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে দুই প্রকার করবীর উল্লেখ আছে, শ্বেত ও রক্ত করবী। করবীর আর একটী সংস্কৃত নাম অশ্বমারক। নিঘণ্ট, মতে দুই প্রকার করবীই বিষাক্ত! ইহা প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ আরাম হয়। শ্বেত ও রক্ত করবী বহু স্থানে দেবার্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

করবী শিকড়ের ক্বাথ তৈল ও গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, জল মরিয়া যাইলে চিতামূল ও বিড়ঙ্গ যোগে কুষ্ঠে ও পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। ইহার কচি পাতার টাটকা রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। ইহার শিকড় বিষাক্ত, অতএব ইহা খাওয়া উচিত নহে।

পত্রের ক্বাথ ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় এবং ইহার শিকড়ের ছাল হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় উহা চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ নাশক।

ডাঃ মীর মহম্মদ হোসেন বলেন যে ইহা পোকার পক্ষে বিষ, এই কারণে ইহা দ্বারা পাঁচড়া আরাম হয়। করবীর বিষক্রিয়া হৃদযন্ত্রের উপর প্রকাশ পায় এবং ইহা হৃদযন্ত্রের অবসন্নতা আনয়ন করে বলিয়া, ইহা Digitalisএর স্থানে দেওয়া যাইতে পারে (Watt.)।

শ্বেত করবীকে করবীর ও অশ্বঘ্ন এবং রক্ত করবীকে করবীরক বলে। করবী প্রলেপ ছাড়া অপর কোন প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ করবীর মূল একটী বিষ (সুশ্রুত ও চরক)। ধন্বন্তরী নিঘণ্টুকার কেবল প্রলেপ কার্য্যে ইহার ব্যবহারবিধি দিয়াছেন। ইহা কুকুর, বিড়াল, গো, অশ্ব প্রভৃতির পক্ষেও বিষ।

করবীর শিকড় রবিবারে তুলিয়া কাণে বাঁধিয়া দিলে জ্বর আরাম হয়। দষ্টস্থানে ইহার শিকড়ের প্রলেপ দিলে বিছা, ভীমরুল প্রভৃতির বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়।

করবীর শিকড় গুঁড়া করিয়া মাথায় মর্দ্দন করিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহার পত্ররসের ক্বাথ অল্প পরিমাণে ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায়। পত্রের রস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিষাক্ত প্রাণীর বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর বিষক্রিয়া শরীরে প্রকাশ পাইলে গব্যঘৃত ব্যবহার করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্বেতকরবীর ফুল শুষ্ক করিয়া উহার গুঁড়া ও এলাচ গুঁড়া একত্র করিয়া নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর শিকড় গর্ভস্রাব-কারক। ইহার শিকড়ের ক্বাথ ৪ সের, তিল তৈল ৪ সের, গোমূত্র ৮ সের, রক্তচিতা, বীড়ঙ্গ বীজ প্রত্যেক অর্দ্ধ সের, এই কয়টী মলমের মত করিয়া একত্রে অগ্নিতে জ্বাল দিয়া যে তৈল হয়, উহা পাঁচড়া, কাউর প্রভৃতি চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহাকে করবীরাদ্য তৈল বলে। করবীর শিকড় বাটিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ ও লিঙ্গমুণ্ডের ক্ষত আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

শুষ্ক করবীমূলের ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া উহার ক্ষার ৳-৷ আনা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে অশ্মরী আরাম হয়। (Fig. 370.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—WRIGHTIA R. Br.

371. W. tomentosum Roem and Schult. (তুধকরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 443, 1296 ; Wight, Ill., ii, t. 154 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 384.

Ref.—F. B. I., iii, 653 ; B. P., ii, 674 ; Roxb., F. I., ii, 6.

জন্মস্থান—এই গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। সিকিম, সাহারাণপুরের জঙ্গলে, রাজপুতনার আবু পাহাড়ের নিকট, বিহার, বর্ম্মা, গোদাবরী নদীর তীর ও আসামে ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কৃষ্ণকুটজ ; বা. তুধকরবী ; হি. ধরোউলি, মিঠাইন্দ্রয়ো ; নেপাল—করিঙ্গি ; তে. কইলামুকরি ; আসাম—কুরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট গাছ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। ফুল ১ ইঞ্চি পরিমাণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ফুলের অন্তঃস্তবক পীতবর্ণ ও নেবুরং বিশিষ্ট। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। ফুল প্রথমে শ্বেত, পরে বেগুনে রংএ পরিবর্ত্তিত হয়। ফল শুঁটার মত, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, সরল ও চেপ্টা, ফলে বীজ অনেক হয়। বীজে শ্বেতবর্ণ রেশমের মত লোম আছে। নভেম্বর মাসে ফুল ও পরে ফল হয়। Dr. Brandis বলেন, ফুল ফুটিবার পর ইহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছও সর্পবিষ নিবারক। ইহার ছাল হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ব্যাধি ও পুরুষদের জননযন্ত্রের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

Mr. Manson বলেন যে, কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার তুগ্ধের মত আঠা উহা বন্ধ করিয়া দেয় (Gamble)।

ইহার বীজ শুক্রক্ষয় জন্য দৌর্ব্বল্যনাশ করে। পত্র দন্তশূল নিবারক ও উদরাময় নাশক। (Fig. 371.)

372. W. tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

Fig.—Bot. Reg., xi, t. 933 (1825) ; Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 154 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 611 (1918) ; Beddome, Fl. Sylv., t. 241.

Ref.—F. B. I., iii, 653 ; Roxb., F. I., ii, 4 ; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 223 ; Brandis, For. Fl., 324 ; Dallz. & Gibbs., Bomb. Fl., 145.

জন্মস্থান—মধ্য ভারতবর্ষ, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, বম্বে, করমণ্ডল ও গোদাবরী প্রভৃতি স্থানে ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে জন্মে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. হয়মারক; বা. ইন্দ্রযব; হি. গু. মারহাট্টা—মিঠা ইন্দ্রযব; তে. এলকুত্থ-কোদিশা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ত্বক্।

বর্ণনা—ছোট গাছ, প্রশাখাগুলি নরম লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রে ৬-১২ জোড়া শিরা আছে, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড কুরচীর ন্যায় শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ৩।৪টী ফুল হয়। প্রশাখার গাঁইট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেসর দণ্ড নরম। শুঁটী ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, মসৃণ, পাকিলে ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। বীজ ½-⅔ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল এবং বীজ কুরচীর সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। বাজারে ইহার বীজ ইন্দ্রযব বলিয়া বিক্রয় হয়, কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রযব কুরচী বীজ ভিন্ন অপর বীজ নহে; তবে উভয়ের বহুপরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে।

ইহার ছাল কুরচীর ছালের ন্যায়, তবে ইহা কুরচী অপেক্ষা একটু কৃষ্ণবর্ণ। বাজারে ইহার ছাল Conessi of Tellichery Bark বলিয়া বিক্রয় হয়; কিন্তু Conessi Bark বলিতে কুরচীর ছাল বুঝায়। ইহার ছাল বলকারক ও বীজ কামোত্তেজক।

ইহার পত্র ও ছালের ক্বাথ (1 : 10) পরিমাণ ½-২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে শরীরে বল হয় ও জর নাশ হয়; ইহা পেটের দোষ নিবারক। ইহার বীজ শুক্রাল্পতায় ব্যবহৃত হয়। পত্র দাঁতের বেদনা নিবারণ করে। (Fig. 372.)

Genus—THEVETIA Juss.

373. T. neriifolia Juss. (কল্‌কেফুল)

Fig.—Bot. Mag., t. 2309; Pflanzenfam., iv, ii, 157 (1895).

Ref.—B. P., ii, 669; Dymock, ii, 407; Prain, H. H., 235; Voigt, H. S., 531.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান আমেরিকা; এক্ষণে ভারতের বহুস্থানে জন্মে; বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, জঙ্গলে ও গ্রামের পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পীতকরবী; বা. কল্‌কেফুল, হল্‌দে করবী; হি. পিলাকান্থের; তা. পাছাইআলারি; তে. পাচ্চাগেন্নেরু; Eng. Yellow Oleander.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—ছোট বিস্তৃত গাছ, ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র একশিরাবিশিষ্ট, সরু ও লম্বা। ফুল পীতবর্ণ, শাখার অগ্রভাগে কয়েকটী মাত্র ফুল হয়। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টী, ফুল ধুতুরার ন্যায় অথবা কল্‌কের ন্যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পাকান, হল্‌দে, সাদা বা ফিকে লালবর্ণ; পুংকেসর ৫টী পুষ্পনলের উপরে থাকে; স্ত্রীকেসরের মস্তক ছোট। ফল শাঁসযুক্ত, লম্বা অপেক্ষা চওড়ার দিকে বেশী বিস্তৃত, চেপ্টা, সমকোণী ও শক্ত। বীজ শক্ত, উহার দুই পার্শ্বে সরু, মধ্যস্থলে বলিরেখার ন্যায় দাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল তিক্ত, বিরেচক। ফল বমনকারক এবং ইহার অরিষ্ট অবিরাম জ্বর নাশক। ইহার ফল খাইলে শীতজনিত ঘর্ম্ম, উন্মত্ততা, প্রলাপ ও অপরাপর স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং বমন, সুতার মত নাড়ীর স্পন্দন, সময়ে সময়ে আক্ষেপসহ গান, হাসি ও ক্রন্দন আরম্ভ হইয়া, শেষে দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়, অবশেষে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে বমনকারক ঔষধ সত্বর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কল্‌কেফুলের বীজ খাইলে পক্ষাঘাতের ন্যায় হয় এবং মস্তিষ্কের শিরদাঁড়ায় ও পাকযন্ত্রে পক্ষাঘাত আনয়ন করে এবং অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

Dr. Dumonties বলেন যে ইহার একটীমাত্র বীজ খাইয়া একটী ৩ বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

Dr. Leyon বলেন যে একটী পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের পক্ষে ৮-১০টী বীজ অতিশয় সাংঘাতিক। মানুষ মারার উদ্দেশ্যে ইহার বিষ এদেশে ব্যবহৃত হইতে অল্প দেখা যায়, কিন্তু বম্বে প্রেসিডেন্সীতে ইহার দ্বারা গো, মহিষ মারিবার অনেক মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে।

ইহার ছালের জ্বরনাশক শক্তি আছে এবং নানাবিধ অবিরাম জ্বর ইহার দ্বারা আরাম হয় (Medical Journ., v, 178)। ইহার টাটকা শুষ্ক ছাল ১ আউন্স পরিমাণ, ৫ আউন্স Rectified Spiritএ ৮ দিন ভিজাইয়া ১০-১৫ ফোঁটা দিবসে তিনবার খাইলে জ্বর আরাম হয়। উক্ত আরক (৩০-৬০ ফোঁটা,) বমনকারক ও বিরেচক। ইহা অতি শক্তিসম্পন্ন বিষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পীত করবীর ছাল চূর্ণে, সিন্‌কোনা অপেক্ষা ৫ গুণ জ্বরঘ্ন শক্তি বিদ্যমান আছে।

কল্‌কেফুলের বীজ তিক্ত। ইহার ছালের অরিষ্ট ২ গ্রেণ পরিমাণ খাইলে অবিরাম জ্বরের শক্তি কমাইয়া দেয় এবং ইহার ছালের রস বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dr. A. J. Amadu, Porto Rico, Pharm. Indica)।

কল্‌কেফুলের মূলের ত্বক্‌ জ্বর রোগের মহৌষধ; Dr. Shortt ইহা অবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ইহা জ্বরনাশক, তিন আনা পরিমাণ ত্বক্‌ চূর্ণ ১৬ আনা পরিমাণ সিনকোনা ত্বকের সমান; নূতন জ্বরে ইহার ত্বক্‌ খাওয়াইয়া বেশ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অধিক খাওয়াইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। (Fig. 373.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—VALLARIS Spreng.

374. V. Heynei Spreng. (হাপরমালী)

Fig.—Wight, Ic., t. 438 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 610.

Ref.—F. B. I., iii, 650 ; Roxb., Fl. I., ii, 19 ; B. P., ii, 675 ; Brandis, For. Fl., 327 ; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে জঙ্গলের ধারে দেখা যায় ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থান হইতে হিমালয় প্রদেশ, মধ্যভারত ও দক্ষিণভারত।

বিভিন্ন নাম—সং. ভদ্রবল্লী, আস্ফোতা ; বা. হাপরমালী ; হি. রামশর ; তে. পলা-মাল্লী-তিব্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও মূলের ত্বক্।

বর্ণনা—লম্বা লতানে গুল্ম ; ছাল ফিকে, পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ⅘-১½ ইঞ্চি চওড়া ; সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, বোঁটা ⅙-⅓ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩-১০টী শাখাবিশিষ্ট। ফুল ছোট, ⅓ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ও সৌগন্ধযুক্ত, কতকটা বকুল ফুলের ন্যায় ; ফুলের পাপড়ি ৫টী, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, স্থূলকোণী ও বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড কোমল লোমযুক্ত। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া, সরল, গোড়ার দিকে গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঠোঁটের মত। ফলের খোল পুরু এবং আঁশপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক জমিতে জন্মে। শাখার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করে। ইহার পাতা ভাঙ্গিলে ছাগলবেঁটের ন্যায় আঠা বাহির হয়। ফুল গ্রীষ্মকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাখার চিতার ন্যায় গর্ভপাত করিবার শক্তি আছে। হাপরমালীর আঠা চন্দন তৈল ও কর্পূর যোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়।

ইহার আঠা ক্ষতে ও কোন স্থান কাটিয়া গেলে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)।

দুগ্ধের ন্যায় আঠা উত্তেজক, ইহা পুরাতন ক্ষত ও শোথে ব্যবহার হয় ; ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রথমে প্রদাহ হইয়া শীঘ্র ঘা সারাইয়া দেয় (Watt)।

নখকুনীতে ইহার আঠা দিলে নখকুনী আরাম হয় ও নূতন নখ উৎপন্ন হয় (চক্রদত্ত)।

চিপ্পে সটঙ্কনাস্ফোতামূললেপোনখপ্রদঃ। চক্রদত্তঃ

ইহার ছাল গনোরিয়া নিবারক। ইহার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়। ইহার আঠা বাতের বেদনা নিবারক। শিকড়ের ছাল ভেদক। এই গাছের ছাল, নারিকেল তৈল, ঘৃত ও চাউলের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের অগ্রভাগ পানের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয়। একটী মুড়িতে যে পরিমাণ আঠা শুষিয়া যায় সেই পরিমাণ রস খাইলে জোলাপের কাজ করে। (Fig. 374.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—PLUMERIA Linn.

375. P. acutifolia Poir. (গরুড়চাঁপা)

Fig.—Wight, Ic., t. 471 ; Bot. Reg., t. 114 ; Bot. Mag., t. 3952.

Ref.—F. B. I., iii, 641 ; Roxb., F. I., ii, 20 ; B. P., ii, 570 ; Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বহু বাগানে রোপণ করে, বিশেষতঃ দেবমন্দিরের নিকট ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে ইহার অনেক জাতীয় আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. গরুড় চাঁপা, গবুরীয় চাঁপা ; উড়িয়া—কাঠচাঁপা ; তে. বাদাগন্নেরু ; সাঁওতাল—গোলাঞ্জবাহা ; কঙ্খল—গোসামগিগি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র, রস, শাখা ও ফলের কুঁড়ি।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ বিস্তৃত গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায় ; ইহার গুঁড়ি বক্র, শাখা মোটা ও নরম, শাখা হইতে প্রায় তিনদিকে তিনটী প্রশাখা বাহির হয়, ডাল ভাঙ্গিলে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল, কাষ্ঠ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ছত্রাকারে শাখার অগ্রভাগে থাকে, ৮-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, মাথা মোটা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল কতকটা কলকে ফুলের ন্যায়, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ভিতরে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ অথবা ফিকে লাল বা রক্তবর্ণ। এই জাতীয় কোন কোন গাছের ফুল লালবর্ণ, মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণের রেখা থাকে ; গাছে যখন পত্র থাকে না তখন উহার পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫টী ; শুঁটী লম্বা ও বক্র, ভিতরে বীজ থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ফল হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় বিরেচক ; ইহা গনোরিয়া ও জননযন্ত্রের অপরাপর ঘায়ে বিশেষ উপকারী। শিকড় ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভেদ হইলে ঘোল খাইলে উহা নিবারণ হয়। ইহার ছাল লইয়া পুলটিস দিলে শক্ত ব্রণ ও আব আরাম হয় (Pharm. Ind., ii, 421)।

এই গাছ সবিরাম জ্বর নাশক ; মালাবার দেশের লোকেরা ইহাকে Cinchonaর স্থানে ব্যবহার করে। এই গাছের পাতার পুলটিস দিলে ফোড়ার ফুলা কমিয়া যায়। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাতনাশক ও চর্ম্মরোগ নাশক। ইহার ভোঁতা শাখা যোনিদেশে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয়।

ইহার ছাল, নারিকেলের ঘৃত ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের কুঁড়ি পানের সহিত খাইলে বমি নিবারণ হয় এবং ইহার আঠা, চন্দনতৈল ও কর্পূরের সহিত প্রয়োগ করিলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছোট নাগপুরে ইহার পাতা ও শিকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। মানভূমের লোকেরা ইহার কচি কাণ্ডের মধ্যভাগ প্রস্তুত স্ত্রীলোকদের তৃষ্ণা ও সর্দ্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Campbell)।

উত্তরবঙ্গে ইহাকে "দলনাফুল" বলে, ইহার আঠা অতিশয় বিরেচক। মাত্রা একটী মুড়ি অথবা খৈ যে পরিমাণ আঠা শোষণ করে সেই পরিমাণ ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 375.)

Genus—TABERNÆMONTANA R. Br.

376. T. coronaria R. Br. (টগর)

Fig.—Bot. Mag., 1861; Wight, Ic., t. 477; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 609.

Ref.—F. B. I., iii, 646; Roxb., F. I., ii, 23; B. P., ii, 573; Prain, H. H., 236.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র, বাগানে চাষ হয়। হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে সর্ব্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. টগর—একপাটীকে ফিরফি টগর ও দোপাটীকে বড় টগর বলে (Roxb.); হি. টগ্‌গর; তে. নন্দীবর্দ্ধন।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও রস।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় গাছ, ৬-৮ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে জন্মে, পত্র ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া মসৃণ, সবুজবর্ণ; পাতার কিনারা ঢেউ খেলান, শিরা ৬-৮ জোড়া; বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ডালের অগ্রভাগে হয়। ফুল রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল অবনত, ফুলের পাপড়ি ডানদিকে একটীর পর আর একটী জন্মে। পুংকেসর নলের উপরিভাগে থাকে; স্ত্রীকেসর দণ্ড উপরিভাগে অধিক মোটা। ফল দুইটী লম্বা ও নরম আচ্ছাদনে আবৃত। বীজ লম্বা, বীজকোষ ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, বিস্তৃত ও বক্র। একটী ফলে ৩-৬টী বীজ হয়, ইহা লম্বা ও সোজা। গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কার্য্য শান্তিকর। দুগ্ধের মত আঠা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। টগরের শিকড় চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় এবং জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাকযন্ত্রের ক্বমি মরিয়া যায়। ইহা চক্ষু উঠা রোগে বিশেষ হিতকর (Ainslie)। ইহার আঠা ক্ষতস্থানে দিলে উহার প্রদাহ কমিয়া স্নিগ্ধ হয় এবং ক্ষত শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (Dymock)। (Fig. 376.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

LXVII. ASCLEPIADACEAE

Genus—DREGEA Benth.

377. D. volubilis Benth. (নাকচিকনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 586 ; Rheede, Hort. Mal., 9, t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 629A.

Ref.—F. B. I., iv, 46 ; B. P., ii, 697 ; Dymock, ii, 444 ; Prain, H. H., 239.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে ফুলের জন্য রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় এবং জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. তিতকুঙ্গা ; হি. নাকচিকনী ; তা. কোদিপালাই ; তে. দুধিপাল্লা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, সমগ্র গাছ ও ফল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা। ত্বক্ মসৃণ এবং ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের গোড়ার দিক গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকার ; শিরা ৪-৫ জোড়া, বোঁটা ১·৩ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, নরম ও অবনত। পাপড়ি ½ ইঞ্চি। বীজাধার ২টী, ৩·৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জ্বল, দুইদিকের কিনারা ধারাল। বীজের আকৃতি শ্বেতবর্ণ, পশমের মত লোম আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। শিকড় ও ডালের নরম অগ্রভাগ বমনকারক ও সর্দ্দিনিবারক (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক এবং প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের মাথা বেদনায় ব্যবহার হয় (Rheede)। ইহার শিকড় ও নরম অগ্রভাগ শোথরোগ আরাম করে (Ainslie)। ইহার পাতা হিন্দু বৈদ্যেরা ফোড়ার পূয উৎপাদনে ব্যবহার করে।

সর্দ্দিতে হাঁচি উৎপাদনের জন্য এই গাছ ব্যবহার করে, এই জন্য ইহার হিন্দী নাম "নাকচিকনী"। ফল সিদ্ধ করিয়া তরকারীতে ব্যবহার করে ; রন্ধন করিলে ইহার তিক্ততা নষ্ট হইয়া যায় (Dymock)। (Fig. 377.)

Genus—CALOTROPIS R. Br.

378. C. gigantia R. Br. (বড় আকন্দ)

Fig.—Griff., Ic., R. Asiat., t. 397 ; Wight, Ill., t. 155 & 156A ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621A.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iv, 17; Roxb., F. I., ii, 30; B. P., ii, 688; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধানতঃ অকর্ষিত ও পতিত স্থানে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক (শ্বেত আকন্দ), অর্ক; বা. বড় আকন্দ; হি. মাদার; তে. এরাখাম; তা, মন্দারামু; Eng. Madar.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ছাল, পত্র এবং রস। মাত্রা—মূল ত্বক্ ½-১ আনা; আঠা ¼-১ আনা; পত্রের রস ২-৬ বিন্দু; অঙ্কুর, পুষ্প ও মূলের ক্বাথ ½ ছটাক।

বর্ণনা—মাঝারী বা গুল্ম জাতীয় গাছ, কাণ্ড শক্ত, ছাল ধূসরবর্ণ, কচি ডাল পশম-ময়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নীচের দিক তুলার ন্যায় লোমে আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল হয়। ফুল ফিকে বেগুনেরং বিশিষ্ট। ফল বক্র, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পশম-ময়। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং বীজ বাতাসে উড়িয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

Makhzon-el-Aduriya পুস্তক লেখক বলেন যে আকন্দ তিন প্রকারের আছে :—

প্রথম—বড় গাছ, ফুল শ্বেতবর্ণ, পত্র বৃহৎ এবং ইহা হইতে অধিক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। এই গাছ সাধারণতঃ বিহার ও বঙ্গদেশের গ্রামের বাহিরে ও লোকের বসতবাটীর নিকট দেখা যায়।

দ্বিতীয়—গাছ ছোট, পত্র ছোট, ফুল শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে সুন্দর।

তৃতীয়—খুব ছোট গাছ, ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ফুল হয়। এই গাছ বালুকাময় মরুভূমিতে জন্মে। তিনটীর গুণ সমান কিন্তু প্রথমটীর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ ইহা হইতে অধিক পরিমাণে আঠা বাহির হয়।

হিন্দু লেখকেরা শ্বেত আকন্দকে অলর্ক ও বেগুনে ফুলধারী গাছকে অর্ককান্তা বলিয়া থাকেন।

রাজনিঘণ্টুতে রাজার্ককে "সদাপুষ্প" এবং শ্বেত মন্দারককে "দীর্ঘপুষ্প" বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের আকন্দ সদাপুষ্প নহে, উহার ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হয়। বসন্ত ছাড়া অপর ঋতুতেও যে শ্বেত আকন্দের ফুল হয়, তাহাই সদাপুষ্প বা রাজার্ক নামে অভিহিত। যে শ্বেত আকন্দের ফুল অতিশয় বৃহৎ, তাহাই শ্বেত মন্দারক। লাল আকন্দ অপেক্ষা শ্বেত আকন্দের আঠা বেশী। বঙ্গদেশীয় আকন্দকে C. gigantia বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতের লোকের এই বিশ্বাস যে যদি স্ত্রীলোকেরা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে আকন্দ গাছের গোড়ায় পান, সুপারী এবং কিছু পয়সা দিয়া গাছের নিকট অনুমতি লইয়া ইহার পত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে যে কার্য্যের জন্য পাতা তুলিয়া আনে সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়; কার্য্যসিদ্ধ হইলে উক্ত পত্র পুনরায় গাছের তলায় রাখিয়া আইসে।

হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি আছে যে, যদি কোন পুরুষের তিনবার স্ত্রী মরিয়া যায় তবে চতুর্থবারে আকন্দ গাছের সহিত বিবাহের পর নূতন বধূর সহিত বিবাহ হয়। উহাতে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর আর কোন বিপদ হয় না এবং পুরুষেরও দুরদৃষ্ট গাছের উপর পড়িয়া তাহার সৌভাগ্য আনয়ন করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্য মতে ইহার শিকড়ের ছালের আভ্যন্তরিক স্রাব নির্গত করিবার শক্তি আছে বলিয়া কথিত আছে। আকন্দের আঠার প্রয়োগে গর্ভপাতও হইয়া থাকে। ইহা চর্ম্মরোগ, পাকযন্ত্র বিবৃদ্ধি, পাকাশয়ের কৃমি নিঃসরণ, সর্দ্দি ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা বিরেচক। ইহা মনসা (Euphorbia nerifolia) আঠার সহিত ব্যবহৃত হয়।

আকন্দের ফুল হজমীকারক, বলকারক, ও ইহা সর্দ্দি, হাঁপানি ও অগ্নিমান্দ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা আবদ্ধ পাত্রে এরূপভাবে ভাজিতে হইবে যেন কোন প্রকারে ধূম নির্গত না হয়; এই প্রকারে প্রাপ্ত ছাই ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পাকাশয় বিবৃদ্ধি ও উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেত্ততঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং গুল্মপ্লীহোদরাপহম্॥ চক্রদত্তঃ

আকন্দ শিকড়ের শুষ্ক ছালের গুঁড়া উহার দুগ্ধে ভিজাইয়া, উহার "নাস" নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে সর্দ্দিজনিত শ্বাসযন্ত্রের টান কমিয়া যায়। আকন্দের শিকড় ভাতের আমানীর সহিত পেষণ করিয়া শ্লীপদে (গোদে) লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার আঠা, মনসা আঠা (E. nerifolia) ও দারুহরিদ্রা (Berberis asiatica) একত্রে মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উহা অর্শে ও ভগন্দরে দিলে শীঘ্র রোগ আরাম হইয়া যায়।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধ দার্ব্বিভির্ব্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ॥ চক্রদত্তঃ

আকন্দের আঠা দন্তে লাগাইলে দাঁত কন্‌কনানি আরাম হয়।

সপ্তচ্ছদার্কদুগ্ধাভ্যাং পূরণংক্রিমিদন্তনুৎ। চক্রদত্তঃ

আকন্দ আঠা ১৬ ভাগ, তিল তৈল ৮ ভাগ এবং হরিদ্রা ১ ভাগ লইয়া মলম তৈয়ারী করিলে উহা কাউর ও চর্ম্মরোগ আরাম করে। ইহার আঠা ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া কঙ্কনদেশের লোকেরা বাতে মালিশ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আকন্দ ফুলের উপরিভাগ গুঁড়া করিয়া মাতগুড়ের সহিত ১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে খাইলে হাঁপানী আরাম হয়।

১২৫টী আকন্দ ফুল লইয়া শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া উহার সহিত লবঙ্গ, জায়ফল (Nutmeg), জয়িত্রী (Mace), আকরকরা (Anacyclus pyrethrum) শিকড় প্রত্যেকটী ১ তোলা পরিমাণ লইয়া একত্রে গুঁড়া করিয়া ৬ মাসা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এই বটিকা, প্রত্যহ দুগ্ধে মাড়িয়া খাইলে হাঁপানি আরাম হয় (Dymock)।

চর্ম্মকারেরা ইহার আঠা চর্ম্মের লোম উঠাইবার জন্য ব্যবহার করে। গুহ্য অঙ্গে লোম উঠাইবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার আঠা মধুর সহিত মিশাইয়া মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। আকন্দের আঠা মাথায় মাখিলে মাথার উকুন মরিয়া যায়। আকন্দের আঠায় তুলা ভিজাইয়া পোকা খাওয়া দাঁতে টিপিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

হাকিম মীর আবদুল হামিদ বলেন, ইহা কুষ্ঠ, প্লীহা বৃদ্ধি, শোথ এবং কৃমিতে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। আকন্দের আঠা খাইবার বিশেষ পদ্ধতি এই যে, চাউল, গম, মুড়ি প্রভৃতি ইহার দুগ্ধে ভিজাইয়া খাইতে হয়।

আকন্দের দুগ্ধ যন্ত্রণাদায়ক গেঁটে বাত এবং বাতের ফুলায় হিতকর। ইহার টাট্‌কা পাতা অল্প অগ্নিতে সেঁকিয়া বাতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার পত্র তৈলে সিদ্ধ করিয়া পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গে প্রয়োগ হয়। আকন্দের শুষ্ক পাতার গুঁড়া ক্ষতে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত পূরিয়া আইসে ও শীঘ্র আরাম হইয়া যায়।

আকন্দের শিকড়ের শুষ্ক ছাল রক্ত আমাশয় আরামকারক। ইহা Ipecacuanhaর তুল্য।

আকন্দের মূলত্বক্ ও শুষ্ক আঠা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, কুষ্ঠ ও উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ হিতকর। শিকড়ের ছাল অধিক মাত্রায় বমন কারক এবং ইহা সেবন করাইলে স্রাব নির্গত হয়। ইহা পাকাশয়িক স্রাব বাড়াইতে, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ আরাম করিতে ও সর্দ্দি কমাইতে বিশেষ সাহায্য করে।

আকন্দের ফুল অগ্নিমান্দ্য নিবারক, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিকারক, বলকারক, হাঁপানি নিবারক ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। মূলের গুঁড়া ৫ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহারে আমাশয়িক স্রাব বাড়াইয়া দেয়; ইহা মৃদু উত্তেজক এবং অজীর্ণজনিত পেটফাঁপায় অতিশয় হিতকর; আকন্দের জ্বরনাশক শক্তি আছে।

আকন্দের পুষ্প ও পত্রের অঙ্কুর কাঁজিতে বাটিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ যোগে একটী মনসার ডাল ফাঁপা করিয়া উহার ভিতর রাখিবে, এই ডাল আকন্দের পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে ও শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। মনসার ডাল হইতে বহির্গত আকন্দের রস গরম গরম কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়। (সুশ্রুত)।

তিল তৈল ২ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ২ তোলা ও শুষ্ক আকন্দ আঠা একত্রে মিশাইয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে কুক্কুর-বিষ আরাম হয়। আকন্দের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি পুরাতন ও বৃহৎ কুরণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

এক পোয়া আকন্দ মূলের ছাল কুটিয়া এক পোয়া জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। যদি চক্ষু লাল হয়, কর কর করে কিংবা পিচুটী পড়ে বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয় তবে এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষের ভিতর দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (চক্ষুরোগ চিঃ)।

আকন্দ-পত্র-রস ও হরিদ্রা-কল্কসহ সরিষার তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পামা, কচ্ছ, ও পাঁচড়া আরাম হয়।

অর্কপত্ররসে পক্বং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্।
নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছূবিচর্চ্চিকাম্॥ শার্ঙ্গধরঃ

শুষ্ক আকন্দ পত্র ও পত্রের ¼ ভাগ সৈন্ধব লবণ একটী মাটীর হাঁড়িতে পর পর রাখিয়া হাঁড়িতে ঢাকা দিয়া অন্তর্ধূমে উহা দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ঘোলের সহিত বা দধির জলের সহিত পান করিলে বর্দ্ধিত প্লীহা আরাম হয়।

আকন্দের আঠা হরিদ্রা-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখের মেছেতায় লাগাইলে উহা একেবারে আরাম হয়, মেছেতা অধিক দিনের হইলেও উহার আর কোন চিহ্ন থাকে না।

আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বেশ বমন বিরেচন হয় (চরক)। (Fig. 378.)

379. C. procera R. Br. (শ্বেত আকন্দ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1278 ; Bot. Reg., t. 1792 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621B.

Ref.—F. B. I., iv. 18 ; B. P., ii. 688.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায় ; পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে বাগানে যত্নে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক ; বা. শ্বেত আকন্দ, ছোট আকন্দ ; তা. ভেল্লারকু ; মারহাট্টা—মন্দার।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র, আঠা ও রস।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র C. gigantea (বড় আকন্দ) গাছের মত, কিন্তু কিছু লম্বাকৃতি ও অগ্রভাগ সরু কখন বা ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফল ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। ফুল বেগুনে আভাযুক্ত লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধময় ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গোলাকৃতি। বীজ ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ প্রথমোক্তটীর মত। তুম্বের ন্যায় আঠা Blister দিবার একটী উপকরণ। টাট্‌কা শিকড়ের দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত শক্ত হয় (Watt)।

ফুলের বিরেচন-শক্তি আছে (S. Arjun)। ইহার টাট্‌কা আঠা পঞ্জাবে শিশুহত্যায় ব্যবহার করে, ১৫ গ্রেণ পরিমাণ রস মুখে দিলে ফেনা উঠিয়া বালকের মৃত্যু হয় (Watt)।

আকন্দের ফুল কখন কখন কলেরায় ব্যবহৃত হয় এবং রস রক্ত-আমাশয়-নাশক।

Col. G. F. A. Harris বলেন যে ১৬নং লক্ষ্ণৌ রেজিমেন্টে যখন Ipecacuanha ফুরাইয়া যায় তখন সামান্য রক্ত আমাশয়ে ইহার শিকড়ের গুঁড়া দিয়া অনেক রক্ত-আমাশয়গ্রস্ত রোগী আরাম হইয়াছে। আকন্দের ১৫ মিনিম পরিমাণ অরিষ্ট দিবসে ৪ বার সেবন করাইয়া Dr. F. X. de Attaides একটী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

ইপিকাকুয়ানার পরিবর্ত্তে রক্ত আমাশয়ে আকন্দ দিবার মাত্রা Tincture ½-১ ড্রাম, গুঁড়া ৫-১০ গ্রেণ। ৩০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ খাওয়াইলে ইহা অতিশয় বমনকারক (emetic) হয়। Cap. K. Prosad বলেন যে ইহার গুঁড়া রক্ত আমাশয়ে অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ।

Civil Sur. Maddon বলেন যে আকন্দের গুঁড়া ৫ গ্রেণ বমনকারক ও ভেদক, অতএব প্রথমে অল্পমাত্রায় দিয়া পরে মাত্রা বাড়ান উচিত। ২০ গ্রেণ অরিষ্ট কোন অপকার করে না, ক্রমে মাত্রা ৩০ গ্রেণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

আকন্দের অরিষ্ট এবং গুঁড়া সর্দ্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহ ও আমাশয়ে হিতকর। Major Powel বলেন যে ইহার ২০ মিনিম পরিমাণ অরিষ্ট বলকারক, পেটের বেদনা নিবারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক (I. D. Committee). (Fig. 379.)

Genus—DAEMIA R. Br.

380. D. extensa. R. Br. (ছাগল বেটে)

Fig.—Bot. Mag., t. 5704; Wight, Ic., t. 596; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 623.

Ref.—F. B. I., iv. 20; Roxb., F. I., ii. 44; B. P., ii. 692; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহুস্থানে বনজঙ্গলের ধারে ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ফলকণ্টক; বা. ছাগল বেটে; হি. সেগোবানী; তা. উওমানী; তে. গুরতিচেটু।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও সমগ্রলতা, শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, ইহার ডাঁটায় লোম আছে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বিস্তৃত। বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি ছোট, ডিম্বাকৃতি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজ ও লালবর্ণ। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, চওড়া ও কোমল লোমযুক্ত। শীতের আগে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দক্ষিণভারতে ইহার পাতার ক্বাথ বালকদের কৃমিতে দেয়, ইহার রস হাঁপানী-নিবারক এবং ইহা চূণের সহিত বাতের বেদনায় দিলে বাত ভাল হয় (Ainslie)। পশ্চিমভারতে এই লতার বমনকারক ও সর্দ্দিনিবারক বলিয়া খ্যাতি আছে। গোয়া নামক স্থানে ইহার পাতার রস বাতের ফুলায় ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার ১০ গ্রেণ পরিমাণ রস সর্দ্দি রোগে হিতকর (Dr. Oswald)। ছাগলবাটীর টাট্‌কা পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায় (S. Arjun)।

ছাগলবেটে বালকদের বমনকারক, ইহার পত্র এবং তুলসী পত্র একত্রে হাতে রগড়াইয়া খাইলে বেশ বমনকারক ঔষধ প্রস্তুত হয় (Watt)। ইহার রস আদার সহিত ব্যবহার করিলে বাতের বেদনা নিবারিত হয়।

শিকড়ের ছাল ১-২ ড্রাম পরিমাণ গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাধক, ঋতুনাশ ও বাতরোগ আরাম হয়। ইহা একটী বমনকারক ঔষধ (Dymock ii, 443)।

ইহার লতা হইতে একপ্রকার আঁশ বাহির হয়, ইহা দেখিতে উজ্জ্বল ও শক্ত, এই গাছের পত্র ছাগলে খায়। ফল ছাগলের বাঁটের ন্যায় বলিয়া ইহাকে ছাগলবেটে বলে।

বঙ্গদেশে ইহার আঠা নখের কুনিতে ব্যবহার করে। (Fig. 380.)

Genus—OXYSTELMA R. Br.

381. O. esculentum. R. Br. (দুধলতা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 13, t. 11 ; Hook., Comp. Bot. Mag., t. 22.

Ref.—F. B. I., iv. 17 ; Roxb., F. I., ii. 40 ; B. P., ii. 688.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ণিয়া, কিশনগঞ্জ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায় তবে সচরাচর নহে।

বিভিন্ন নাম—সং. দুগ্ধিকা ; বা. দুধলতা, কিরনী ; তে. দুধিপাল্লা ; বম্বে—দুধিকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক্, আঠা, চূর্ণ।

বর্ণনা—নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বর্ষজীবী বৃক্ষারোহী লতা, বসন্তে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅛-১ ইঞ্চি চওড়া, বহুশিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ½ ইঞ্চি অতিশয় অবনত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুষ্পদণ্ড কয়েকটী শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, গোলাপী এবং বেগুনে রংএর শিরাবিশিষ্ট। ফল ২-৩ ইঞ্চি, সরু পরদাবিশিষ্ট। বীজ ফলে অনেক থাকে, ১/৪ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা। বর্ষার শেষে ফুল এবং শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার ক্বাথে কুলি করিলে গলার ঘা ও মুখের ঘা আরাম হয়। দুধিলতার দুগ্ধের ন্যায় আঠা সিন্ধুদেশে ক্ষত ধৌতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই আঠার সহিত তার্পিন তৈল মিশ্রিত করিলে পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত হয় (Murray)। ইহার স্বাদ তিক্ত; ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। উড়িষ্যাদেশে ইহার টাটকা মূল কামলা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (W. W. Hunter)। (Fig. 381.)

Genus—GYMNEMA R. Br.

382. G. sylvestre R Br. (মেড়াশিঙ্গে)

Fig.—Wight, I. C., t. 349 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 626.

Ref.—F. B. I., iv. 29.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ, ত্রিবাঙ্কুর, বান্দা।

বিভিন্ন নাম—সং. মেষশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী, সর্পদংষ্ট্রা; বা. হি. মেড়াশিঙ্গে; তা. শিক্করঙ্গা; তে. পাটলা-পদরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র ও সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা ১/২-২ আনা।

বর্ণনা—দৃঢ়কাষ্ঠময় লতানে গাছ, উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার শাখা ও প্রশাখাগুলি সরু, লম্বা, গোলাকার, নরম ও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পত্র ১-২১/২ ইঞ্চি এবং ১/২-২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে লুপ্ত, বোঁটার দিক্ গোলাকার প্রায় হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা, শিরায় লোম আছে; বোঁটা ১/৪ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১/২ ইঞ্চি চেপ্টা। ফুল ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ। ফল ছোট ১১/২-২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ লম্বা; বীজ সরু ১/২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা ও পাতলা, পক্ষ আছে। ইহার মূল কতকটা অনন্ত মূলের মত। শরৎকালে ফুল ও শীতের শেষে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যদের মতে ইহার মূল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Ainslie)। বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও বমনকারক।

কঙ্কণদেশে ইহার শুষ্ক ও গুঁড়া পাতা নাসা-রোগে ব্যবহার করে (Dymock)।

মেষশৃঙ্গীর পাতা চিবাইয়া কুইনাইন খাইলে জিহ্বায় তিক্ত আস্বাদ লাগে না, জিহ্বায় খড়ি চিবাইলে যেরূপ আস্বাদ হয় সেইরূপ আস্বাদ হইয়া থাকে (Hooper)। ইহার মূলের ত্বকে বাতি তৈয়ারী করিয়া তাহার ধূম পান করিলে কফজনিত মাথা-ধরা আরাম হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মূলের ত্বক্ রেড়ির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ ও কীটদষ্ট বিষ নষ্ট হয়। যকৃৎ ও প্লীহার উপর ইহার পাতার পটী লাগাইলে বা প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃৎ কমিয়া যায়।

ইঙ্গুদস্থ ত্বচা বাপি মেষশৃঙ্গ্যা চ বা ভিষক্।
আভ্যামেব কৃতা বর্ত্তীর্ধূমপানে প্রযোজয়েৎ॥ সুশ্রুত (Fig. 382.)

Genus—SARCOSTEMMA Wight.

383. S. brevistigma Wight. (সোমলতা)

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 625.

Ref.—F. B. I., iv. 26 ; Roxb., F. I., ii. 31 ; B. P., ii. 692 ; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য এবং শুষ্ক পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে ; সিংহভূম, ছোটনাগপুর ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সোমলতা ; বম্বে—সোম ; তে. মুডু ; মারহট্টা—রণসের।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—পত্রহীন গুল্ম, শাখায় অনেক গাঁইট আছে ; কাণ্ড পেনকলমের ন্যায় মোটা ; গাঁইট ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি, নরম লোমযুক্ত। ফুল ফিকে সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। পুষ্প-স্তবকের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, উহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষ ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। বীজ চেপ্টা ⅙-⅛ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। এই গাছকে ও Periploca aphylla গাছকে বৈদিক সময়ের সোমলতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই লতা জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে শস্যক্ষেত্রের উই নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার রস বালি এবং ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিতেন, ইহাকে সোমরস বলে (Birdwood)। (Fig. 383.)

Genus—HEMIDESMUS. R. Br.

384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t, 34 ; Wight, Ic., t. 594 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618A.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iv. 5; Roxb., F. I., ii. 39; B. P., ii. 686; Watt, iv. Pt. i, 219.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—সং. শারিবা, সুগন্ধি, কৃষ্ণ শারিবা, গোপবল্লী; বা. অনন্তমূল; হি. শারমা; তে. মুক্তাপুলগাম; তা. নান্নারি; Eng. Indian Sarsaparilla.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও রস। মাত্রা, ক্বাথ, ৫-১০ তোলা; মূলকল্ক, ২-৮ আনা।

বর্ণনা—সরু লতানে উদ্ভিদ্। পত্র লোমযুক্ত, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, পত্রগুলি সব সমান নহে, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বা, অগ্রভাগ মোটা। কোনও পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া; কোনটি ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ⅛ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট; বহির্ভাগ সবুজবর্ণ, ভিতর দিকে বেগুনে রংবিশিষ্ট, পুষ্পনল ছোট। শুঁটী ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ½ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। অনন্তমূলের পত্রের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। পত্রে লোম নাই, ইহার ডাঁটা সরু, মূল ভাঙ্গিয়া শুঁকিলে একপ্রকার সৌগন্ধ বাহির হয়। মূল মোটা, ভিতরে কাঠ আছে। ফুল বর্ষাকালে হয়। শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের ন্যায় রস চক্ষে ঢালিয়া দিলে চক্ষের প্রদাহ নষ্ট হয় ও জল বাহির হইয়া চক্ষু শীতল হয়। ইহার শিকড় ও কলার শিকড় একত্র করিয়া গরম ছাইয়ের মধ্যে ঝলসাইয়া তাহা হইতে গরম রস বাহির করিবে; জীরা, চিনি ও ঘৃতের সহিত সেই গরম রস সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ ও জ্বালা নিবারিত হয়। চক্ষু ফুলিলে ইহার প্রলেপ ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

দুগ্ধ ও চিনির সহিত ইহার গরম রস খাইলে বালকদের জ্বর নষ্ট হয় ও শরীরে বল হয় (Watt)।

ইহার মূল British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা Sarsaparillaর স্থানে ব্যবহৃত হয় (Dutt, Met. Med.)।

কুরচি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং পর্প্পট (Hedyotis biflora) এই কয়েকটী মূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ দিয়া সেবন করিলে চর্ম্মরোগ, উপদংশ, শ্লীপদ এবং পক্ষাঘাত-জনিত জ্ঞানশূন্যতা আরাম হয়।

ইন্দ্রবারুণিকানন্তা শারিবা পর্পটৈঃ সমৈঃ।
এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং কণাগুগ্গুলুসংযুতঃ॥
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্তার্দ্দিংতে তথা।
উপদংশে শ্লীপদে চ প্রসুপ্তে পক্ষঘাতকে॥ শার্ঙ্গধরঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনন্তমূল, বালাশিকড় (Pavonia odorata), কটকী, মুথা এবং আদা সমপরিমাণ একত্র ২ তোলা জল দিয়া প্রাতে খাইলে জর আরাম হয়।

অনন্তা বালকং মুস্তং নাগরং কটুরোহিণী।
পিষ্টা স্বম্বাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষসম্মিতম্ ॥
কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরাময়ং।

রক্তপিত্ত-নাশকারী ঔষধের মধ্যে অনন্তমূল শ্রেষ্ঠ। (চরক)

অনন্তমূলের সর্ব্বপ্রকার ব্রণ নাশ করিবার শক্তি আছে। (চক্রদত্ত)

এক ছটাক অনন্তমূল ১ পাইন্ট জলে একরাত্রি ভিজাইয়া পর দিন পান করিলে মূত্র ৩।৪ গুণ বৰ্দ্ধিত হয়। ইহা মূত্ররোধ রোগে হিতকর। (Fig. 384.)

Genus—ASCLEPIAS Linn.

385. A. curassavica Linn. (কাকতুণ্ডী)

Fig.—Bot. Reg., t. 81 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 622B.

Ref.—F. B. I., iv. 18 ; Dym, ii. 427 ; Watt, i, Pt. 2, 343 ; B. P., ii. 689 ; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অধুনা ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়, বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাওড়া জেলার জঙ্গলের ধারে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বনকাপাস, কাকতুণ্ডী ; বহি. কাকতুণ্ডী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পাতার রস।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ্। পত্র দেখিতে অনেকটা লঙ্কা-পাতার ন্যায় লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। পত্রের কিনারাগুলি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুষ্পস্তবক বিভক্ত, নেবুরংবিশিষ্ট ; স্ত্রীকেসরের চতুর্দ্দিকে পুংকেসর আছে ; পুংকেসর শিঙ্গার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ফল মসৃণ লম্বা, দেখিতে লঙ্কার ন্যায়। বীজকোষে অনেক বীজ আছে। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জামেকা দেশে এই গাছকে Blood-flower বলে, কারণ ইহার রক্ত আমাশয় আরাম করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড় বিরেচক এবং ধারক ; ইহা অর্শ এবং গনোরিয়া আরাম করে (Baden Powell)।

U. S. Dispensatoryর মতে ইহার শিকড়ের রস বমনকারক ও সদ্দিনাশক। পাতার রস কৃমিনাশক এবং Dr. W. Hamilton বলেন যে ইহা অর্শ ও প্রবল গণোরিয়া রোগনাশক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের উপর ইহার বেশ ক্রিয়া আছে। ইহা উদরাময়নাশক ও বমনকারক (Dymock)।

ইহার শিকড়ের বমনকারক শক্তি আছে বলিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ ইহাকে Bastard কিংবা Wild-Ipecacuanha বলে। ইহার পাতার পিষ্টরস ক্রিমিনাশক। ফুলের রস রক্তপাতরোধক বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 385.)

Genus—TYLOPHORA W. & A.

386. T. asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618A ; Bentl. & Trim., Med. Pl., iii, t. 177 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., iv. t. 1277.

Ref.—F. B. I., iv. 45 ; B. P., ii. 698 ; Roxb., F. I., ii. 33 ; Prain., H. H., 240.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জিলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. অন্তমূল ; বম্বে—পিটকারী ; তা. নাকচুরুপ্পান ; তে. কুক্কাগল ; উড়িয়া—মেন্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র, ত্বক্।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী লতা ; শিকড় নরম এবং বহুশাখাবিশিষ্ট ; লতার কাণ্ড নরম, লম্বাশাখাবিশিষ্ট ও পশমময়। পত্র কোমল লোমাবৃত, চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তারে সকল পত্র সমান নহে, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার কিংবা লম্বা অথবা অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; পত্রবৃন্ত ⅙-⅚ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ২।৩টী শাখাবিশিষ্ট। ফুল পীতাভ, অভ্যন্তরদেশ বেগুনে রংবিশিষ্ট, ফুলের পাপড়ি লম্বা বর্শাকৃতি। ফল চেপ্টা, ৩-৪ ইঞ্চি ; বীজ ¼-⅙ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি এবং পশমময়। মে মাসে ফুল এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক পত্রের গুঁড়া ঘর্ম্মকর এবং ইহা ইপিকাকুয়ানার কাজ করে। জ্বরের সহিত উদরাময় ও রক্ত আমাশয় থাকিলে, জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহার পাতার গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স জলে দিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে জ্বর ত্যাগ হয় ও রক্ত আমাশয় সারিয়া যায় ; যদি ইহাতে সারিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে ¼ গ্রেণ কুইনাইন ও অল্প পরিমাণ পাতার রস সেব্য। অবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার সহিত কুইনাইন দিতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বক্ষঃপ্রদাহ ও ঘুংড়ি কাশীর প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে তিন বার অথবা উহার সহিত ½ আউন্স জলে যষ্টিমধুসহ সেবন করিতে হয়। ইহার জ্বরনাশক ও রক্ত-সংশোধক গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়া বাতে প্রযুক্ত হয়। ইহা তিক্ত সৌগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। প্রসূতি স্ত্রীলোকদের প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বাত ও উপদংশ-ঘটিত বাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক ভাগ মূল দশ ভাগ জলে পেষণ করিয়া পান করিলে হাঁপানী, রক্ত আমাশয় ও কাশে উপকার হয়।

পাতার ২।৩ তোলা রস কঙ্কণদেশে বমনকারক ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। শুষ্ক লতার বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

করমণ্ডল উপকূলের লোকেরা ইহার মূল ইপিকাকের স্থানে ব্যবহার করে। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমনকারক, অল্প মাত্রায় সর্দ্দি ও জ্বরনাশক; ৩।৪ ইঞ্চি পরিমাণ মূলের টাটকা ছাল বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে বেশ জোলাপের কাজ করে।

সংক্রামক রক্ত আমাশয়ে ইহার মূল একটী অমোঘ ঔষধ, Dr. D. Anderson মান্দ্রাজ হাঁসপাতালে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (Notes by Dr. P. Russell). (Fig. 386.)

LXV.II. LOGANIACEAE.

Genus—STRYCHNOS Linn.

387. S. Nox-Vomica Linn. (কুচিলা)

Fig.—Rheede., Hort. Mal., i, t. 37; Bentl. & Trim., t. 178; Bedd., Fl. Sylv., 243; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633A

Ref.—F. B. I., iv. 90; Roxb., F. I., i. 575; B. P., ii. 704.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে এবং ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়। মান্দ্রাজ ও টেনাসরিম প্রদেশে প্রচুর জন্মে। বঙ্গদেশের বাঁকুড়া, মানভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন শিবপুরে ২।৩টী গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. বিষতিন্দুক; বা. কুচিলা; তা. ইট্টিক-কোট্টাই; তে. মুস্তিবিত্তুলু; বম্বে—কাজরা; Eng. Nox-Vomica.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ত্বক্‌, মূল ও সমগ্র উদ্ভিদ্‌।

বর্ণনা—বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ কাটিবার সময়ে শ্বেতবর্ণ পরে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ হয়। ছাল পাতলা গাঢ় ধূসরবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। পত্র ২-৩½ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ স্থূল; বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১-২ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ইহার ফুল হইতে বেশ সৌগন্ধ বাহির হয় (Gamble)। পুষ্পনল ¼-⅓ ইঞ্চি, ইহার অংশগুলি ⅙ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, নীচে কয়েকটী কেশ আছে। পুংকেসর ৫টী, গর্ভাশয় ২ ভাগে বিভক্ত। স্ত্রীকেসর লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ইহার মস্তক ছোট। ফল গোলাকার, মসৃণ, আপেলের মত পাকিলে নেবুরংবিশিষ্ট হয়। ফলের খোলা শক্ত, ইহার মধ্যে নরম শ্বেতবর্ণ শিচুর মত শাঁস আছে, উহা অতিশয় তিক্ত। প্রত্যেক ফলে ২।৫টী বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ½ ইঞ্চি, গোলাকার, উজ্জ্বল ফিকে, শ্বেতাভ ধূসরবর্ণ, পশমময়, দেখিতে বোতামের ন্যায়, শক্ত, সহজে চূর্ণ করা যায় না। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

নরহরি কুচিলাকে কারস্কর ও ভাবমিশ্র কপীলু বলিয়াছেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা বীজ ১/১৬-১/৮ আনা; অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার কাষ্ঠ, রক্ত আমাশয়ে, জরে ও অজীর্ণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার বীজ এক প্রকার মাদক দ্রব্য, এই কারণে কোন কোন লোকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার জন্য ব্যবহার করে।

ইহার বীজ অজীর্ণনাশক ও স্নায়বিক রোগনাশক (Hindu Met. Med.)।

ইহার বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগনাশক, বলকারক ও উত্তেজক (Pharm. Ind.)। অতিমাত্রায় ইহার বীজ বিষবৎ। ইহা পক্ষাঘাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ও লালামেহের পক্ষে হিতকর।

ইহা অবিরাম জর, মৃগী, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে প্রযুক্ত হয়।

কঙ্কণদেশে ইহার বীজ অল্পমাত্রায় অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পেটবেদনায় ব্যবহার করে; ইহার ছালের টাটকা রস কলেরা ও পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়, কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণ আফিংএর পরিবর্ত্তে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

পাতার পুলটিস দিলে ঘা ও ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বক্ গুঁড়াইয়া নেবুর রসের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে কলেরা রোগে বিশেষ ফল প্রদান করে (Watt)।

ম্যালেরিয়া জরে ইহা একটী ফলপ্রদ ঔষধ এবং বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার সর্দ্দি বাহির করিবার শক্তি আছে (Watt)। পেট ফাঁপা এবং আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ হইলে কুচিলার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা স্নায়ু-সকলের উত্তেজক, এই জন্য পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে হিতকর। ইহা বাহিক প্রয়োগ করিলে শরীরে জালা উৎপাদন করে এবং চর্ম্ম হইতে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। কুচিলা, অহিফেন ও গোলমরিচ প্রত্যেকটী ২ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্নায়বিক রোগ নাশ করে।

কুচিলার যোগে কবিরাজী শূলহরণ নামক শূল রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। হরীতকী,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিপুল, গোলমরিচ, আদা, কুচিলা, হিঙ্গু, গন্ধক ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া গরম জলের সহিত আহারের পর সেবন করিলে উদরাময়, পেটবেদনা এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

শূলহরণ যোগ—

হরীতকী ত্রিকটুকং কুচিলা হিঙ্গু গন্ধকম্।
সৈন্ধবঞ্চ সমং সর্ব্বং বটীঃ কুর্য্যাৎ সুখাবহাঃ ॥
লঘুকোলপ্রমাণাস্তাঃ শস্যন্তে প্রাতরেব চ।
একৈকা বটিকা গ্রাহ্যা গুল্মশূলনিবারিণী ॥
গ্রহণ্যামতিসারে চ সাজীর্ণে মন্দপাবকে।
যোজয়েদুষ্ণপয়সা সুখমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ

কুচিলা মূলের ত্বকের সহিত পাতিনেবুর রস মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। কুচিলা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্র ও পিত্ত হইতে রস নির্গত করিয়া পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা গর্ভাশয়, জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজক বলিয়া ঋতু বাড়াইয়া দেয়।

অধিক মাত্রায় কুচিলা ব্যবহার করিলে আক্ষেপ বাড়াইয়া দেয় এবং আক্ষেপের সময়ে ধমনীর সঙ্কোচ করাইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, চক্ষের তারা স্থির হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পড়িতে থাকে এবং শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ নিঃশ্বাস বাহির হয় না। অতিমাত্রায় ব্যবহার করিলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া হাঁপ বাড়িতে থাকে, রক্তের উত্তাপ বাড়িয়া জ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ইহার বীজ উত্তেজক, নার্ভের পুষ্টিকারক, বাত, গ্রহণী, বিসূচিকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, শুক্রমেহ, কফ ও কাশি নাশ করে।

কুচিলা বীজ অতিশয় তিক্ত এবং বিষাক্ত, ইহাতে শতকরা ¼ হইতে ½ অংশ পরিমাণ strychnine এবং brucine আছে। ইহা অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, বহুমূত্র ও রক্তহীনতা রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 387.)

388. S. potatorum Linn. (নির্ম্মলী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633B; Roxb., Cor. Pl., i. t. 5; Wight, Ill. Ind. Bot., ii. t. 156.

Ref.—F. B. I., iv. 90; Roxb., F. I., i. 576; B. P., ii. 704.

জন্মস্থান—পশ্চিম বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলদ্বীপে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কতক, অম্বুপ্রসাদন; বা. হি. নির্ম্মলী; তা. তেতরান-কোট্টাই; তে. চিল্লাজিঙ্গালু; সামতাল—কুচিলা; Eng. Clearing nut.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ মাত্রা ১-২ আনা; বমনের জন্য ৩ আনা।

বর্ণনা--মধ্যমাকৃতি গাছ, ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। ছাল ½-¾ ইঞ্চি পুরু, কৃষ্ণবর্ণ কিংবা ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কর্কের মত। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, দুইদিকে সরু, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত, গোড়ায় ৩টী শিরা আছে। বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি, ফুল শ্বেত অথবা পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেসরদণ্ড লম্বা, মোটা। ফল ⅓ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ১ কিংবা ২টী হয়, গোলাকার, ¼-⅓ ইঞ্চি, বোতামের ন্যায়, কুচিলার বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বীজের স্বাদ নাই। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ঘোলা জল পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (সুশ্রুত)। নির্ম্মলী প্রধানতঃ নেত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ মধু ও অল্প কর্পূরের সহিত বাটিয়া চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের জল-পড়া আরাম হয় জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত মাড়িয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় (Hind. Met. Med.)। ইহার বীজ বিষাক্ত নহে, এই কারণে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ইহা বহুমূত্র ও গণোরিয়া-নিবারক। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রুক্ষ ও শান্তিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা উদরে মালিশ করিলে পেটের বেদনা আরাম হয়। ইহা একটী সর্পবিষের ঔষধ (Dymock)।

মান্দ্রাজ দেশের লোকে ইহার বীজ বহুমূত্র ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহার করে (Drury)। যে উদরাময় বহুদিন ধরিয়া আরাম হয় নাই এবং বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল হয় নাই, ইহার একটী কিংবা অর্দ্ধখানি বীজ গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত উদরাময় একেবারে আরাম হয় (Watt)।

নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘষিয়া কর্পূরের সহিত চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষু হইতে জল-পিচুটী-পড়া আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্॥ ভাবপ্রকাশঃ

নির্ম্মলীর বীজ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে শূলবেদনা আরাম হয়। ইহার শীতকষায় সোমরোগ ও গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 388.)

LXIX. GENTIANACEAE.

Genus—CANSCORA Roem.

389. C. decussata Roem. (ডানকুনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 638A.

Ref.—F. B. I., iv. 104; Roxb., F. I., i. 403; B. P., ii. 708; Prain, H. H., 233.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অকর্ষিত পতিত ও আর্দ্রভূমিতে প্রচুর জন্মে, বোটানিক গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডোৎপল, শঙ্খপুষ্পী; বা. ডানকুনি; হি. শঙ্খহুলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে চারিটী শিরা আছে। শাখাগুলি উপর দিকে বিস্তৃত। পত্র অনেক হয়, বোঁটা ছোট। নীচের পত্র প্রায় ১ ইঞ্চি, উপরের পত্র ছোট, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও চতুষ্কোণ। পুষ্পস্তবক গোলাকার, ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ; পুংকেসর ৪টী ও ছোট। স্ত্রীকেসরদণ্ড ছোট। বীজ বড়, কাল ও ধূসরবর্ণ। এই গাছ বর্ষার শেষে উচ্চ জমিতে জন্মে। শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু শাস্ত্রমতে এই গুল্ম ধারক ও বলকারক এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে বড়ই হিতকর। ইহা পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাটকা রস ১ আউন্স পরিমাণ প্রয়োগ করিলে পাগল রোগ আরাম হয় (Dutt.)। ইহার টাটকা রস ১ আউন্স মধু এবং পুষ্করমূল (কুড়) সহ পাগলকে পান করাইলে পাগলামি আরাম হয়।

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কুষ্ঠমূল, শতমূলী, বচ, হরীতকী, ডানকুনি (শঙ্খপুষ্পী) সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত গুঁড়া ৩ দিন ব্যবহার করিলে মেধা বৃদ্ধি হয় এমন কি ছাত্রেরা এক দিনে ১০০০ শ্লোক মুখস্থ করিতে পারে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 389)

Genus--SWERTIA Ham.

390. S. Chirata Ham. (চিরেতা)

Fig.—Bentl & Trim., iii, t. 183; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 641B.

Ref.—F. B. I., iv. 124; Dym., ii. 511; Roxb., F. I., ii. 71.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে কাশ্মীর হইতে ভূটান এবং খাসিয়া পাহাড়ের ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কিরাততিক্ত, ভূনিম্ব; বা. হি. চিরেতা; তা. নীলবেম্বু; তে. নীলবেম; বম্বে—কিরাত; মালাবার—নীলবেপ্পা; বর্ম্মা—সেখাগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। চূর্ণ ১-৪ আনা; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—ছোট খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ⅛ ইঞ্চি বিস্তৃত; গাছের নীচের পাতা বড় হয়। প্রশাখাগুলি গোলাকার অথবা চারিটী শিরাবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, পত্রপূর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প সবুজ ও পীতবর্ণ। পুংকেসর লম্বা; বীজকোষ ⅛ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম। বীজ $\frac{1}{60}$ ইঞ্চি মসৃণ। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বাণ্ডিল বাজারে বিক্রীত হয়। সমগ্র গাছটী ঔষধে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ ইহার মূল অধিক মূল্যবান্। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে পাকযন্ত্র-শোধক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করেন। Dr. Drury বলেন যে ইহার ক্বাথ খাওয়া উচিত নহে গাছের কাণ্ড জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে চিরেতা সিদ্ধ করিলে ইহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। চিরেতা বলকারক, তিক্ত ও বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অজীর্ণে বড়ই উপকারী। চিরেতা প্রধানতঃ নেপাল হইতে বঙ্গদেশে আমদানী হয়; নেপাল হইতে আসে বলিয়া ইহার আর একটী নাম নাইপাল। চিরেতা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং পিত্ত নিঃসরণ করিয়া দেয়।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা বলকারক, জরনাশক, ধারক, গাত্রদাহ, ক্রিমি ও চর্ম্মরোগ-নিবারক বলিয়া বর্ণিত হয়। চিরেতার সহিত আরও ৫০টী মসলাযোগে যে সুদর্শনচূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা পৈত্তিক জরের অব্যর্থ ঔষধ। Dr. Moodeen Sheriff বলেন যে প্রকৃত চিরেতার সহিত S. angustifolia, S. decussata এবং S. elegans প্রভৃতি কয়েকটী গাছ ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

চিনি ও চিরেতা-চূর্ণ সমভাবে লইয়া পান করিলে অথবা চিরেতা ও মধু একত্রযোগে সেবন করিলে গর্ভাবস্থায় বমন আরাম হয়। (হারীত)

চন্দন ও চিরেতার ক্বাথ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। (চরক)

ইহা বলকারক, মৃদুবিরেচক, জরনাশক; হাত-পায়ের জ্বালা-নিবারক, ক্রিমিনাশক ও চর্ম্মরোগে হিতকর (W. C. Dutt.)। (Fig. 390.)

Genus—LIMNANTHEMUM Griseb.

391. L. cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 29 (1692); Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 157; Roxb., Cor. Pl., ii. 3, t. 105.

Ref.—F. B. I., iv. 131; Dalz & Gibs., Bomb., Fl., 158.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের পুষ্করিণী ও ঝিলে সচরাচর দেখা যায়। কাশ্মীর দেশীয় হ্রদে বহুপরিমাণে আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. কালানুশারিবা ; বা. চাঁদমালা, সিউলীছোপ ; হি. টগরপাদুকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, জলে ভাসিয়া থাকে, গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে শালুক ফুলের পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র, পত্রবৃন্ত ১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নিম্নের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, ফলে ১-২টী বীজ থাকে, বীজ গোলাকার $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে যে দুগ্ধবতী গাভীকে ইহা খাইতে দিলে দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। অনেক কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (Fig. 391.)

LXX. HYDROPHYLLACEAE.

Genus—HYDROLEA Vahl.

392. H. zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

Fig.—Lamk, Ill., t. 184 ; Bot. Mag., ii. 193, t. 26 ; Wight, Ill., t. 167 & Ic. t. 601 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 644.

Ref.—F. B. I., iv. 133 ; Roxb., F. I., ii. 73 ; B. P., ii. 711 ; Watt, iv, Pt. 1, 315 ; Prain, H. H., 241.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন জলাভূমি ও ধান্যক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. লাঙ্গুল ; বা. ঈষলাঙ্গুলা, কাঁকড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কাঁটাশূন্য গুল্ম। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় জন্মে। কাণ্ড ও শাখা নরম ও ছোট, পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বেলপাতার ন্যায় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের উভয় দিক্ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল উজ্জ্বল ফিকে সবুজবর্ণ। ফুলের পাপড়ি কোমল ও লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ¼ ½ ইঞ্চি। পুংকেসর সূক্ষ্ম, স্ত্রীকেসরদণ্ড লম্বা, বিস্তৃত। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষে ছোট ছোট লম্বা বীজ অনেক থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র পেষণ করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পরিষ্কার হইয়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। ক্ষতে কোন প্রকার বিষাক্ত দোষ হইলে ইহা দোষ নষ্ট করিয়া ক্ষত সারাইয়া আনে। (Fig. 392)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

LXXI. BORAGINEAE.

Genus—CORDIA Linn.

393. C. myxa Linn. (বহুনারী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 37 ; Wight, Ill., t. 169 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 645.

Ref.—F. B. I., iv. 136 ; Roxb., F. I., i. 590 ; B. P., ii. 714 ; Prain, H. H., 241.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের চিনাব হইতে আসাম ৫০০০ ফুট উচ্চে এবং বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ ; বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও গ্রামের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বহুবার ; বা. বহুনারী ; হি. লাসোরা ; লেপ্‌চা—নিস্থত ; তা. বিদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ ; শরৎকালে পত্র পতিত হয়। কাণ্ড বক্র। ত্বক্ ½ ¾ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, লম্বা ভাগে কর্ত্তিত দাগ আছে। কাষ্ঠ ঈষৎ ধূসরবর্ণ। পত্র ডাঁটার উভয় দিকে হয়, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কোনটী লম্বা এবং কিনারাগুলি অস্পষ্ট, পত্রের বোঁটার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের শিরা ৩-৫টী, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট, উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখা আছে। ফলে শাঁস আছে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, লাল এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল উজ্জ্বল, শক্ত ও মিষ্ট, ফল দেখিতে প্রায় সুপারীর মত। প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে। চৈত্র মাসে ফুল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার ছাল সর্দ্দিনিবারক, পাকা ফল মিষ্ট এবং স্নিগ্ধকর। ইউরোপীয়দের মতে ইহা হৃদ্‌যন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উপর কার্য্য করে। ইহার ১০-১২ ড্রাম পরিমাণ শাঁস বিরেচক ; ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক (Dymock, ii. 519)। ইহার বীজ ক্রিমিনাশক, ছাল বলকারক (Ainslie)। (Fig. 393)

394. C. obliqua Willd. (ছোট বহুনারী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 646.

Ref.—F. B. I., iv. 137 ; Roxb., F. I., ii. 330 ; B. P., ii. 714.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর ; পশ্চিমভারত, পঞ্জাব হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে দৃষ্ট হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. ভূকর্বুদার; বা. ছোটবহনারী; হি. ছোট লাসোরা; তা. ম্পিরুনারুবিলি; তে. সিন্নাবটকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা ৪০ ফুট উচ্চ গাছ; ইহা দেখিতে অনেকটা C. myxa গাছের তুল্য। পত্র দণ্ডের উভয়দিকে জন্মে, ডিম্বাকৃতি; পাতার পার্শ্বশিরা ৩টী, পাতায় কোমল লোম আছে, কিনারাগুলি কর্ত্তিত। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার, বকুলের ন্যায় দুইদিকে ক্রমশঃ সরু, ফলে ১টী বীজ থাকে, বীজ হইতে শাঁস পৃথক্ করা যায়। ইহার বীজ করাত দিয়া কাটিলে এক প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয় (Dymock)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল এবং বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল সর্দ্দিনিবারক এবং ধারক। সিন্ধুদেশের লোকেরা ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করে। ইহার কাঁচা ফল হইতে এক প্রকার আঠা বাহির হয়, উহা গণোরিয়া-নিবারক (Watt)। C. obliquaর আর একরকম জাতি আছে উহার গুণ এই গাছের সমান বলিয়া আর পৃথক্ লেখা হইল না। (Fig. 394)

Genus—HELIOTROPIUM Linn.

395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

Fig.—Wight, Ill., t. 171; Rheede, Hort. Mal., x, t. 48.

Ref.—F. B. I., iv. 152; Roxb., F. I., i. 454; B. P., ii. 716; Prain, H. H., 242.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অকর্ষিত জঙ্গলের ধারে ও সুরকীর গা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে দেখা যায়; বোটানিক গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. হস্তিশুণ্ডী; বা. হি. হাতিশুঁড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। রস, মাত্রা ½-১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ; কাণ্ড ফাঁপা ও নরম। শাখাগুলি খাড়া হইয়া থাকে। গাছে বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নিম্নদিকে লোমযুক্ত, বৃন্তদেশ গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পুষ্পদণ্ড হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, অগ্রভাগ অবনত, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে ও ছোট; পাপড়ি ৫।৬ ভাগে বিভক্ত। ফল ⅛ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক ফলে ১টী বীজ থাকে। সাধারণতঃ বর্ষার পরে ফুল ও ফল হইয়া থাকে, তবে বৎসরের অন্য সময়েও কখনও কখনও ইহার ফুল ও ফল হইতে দেখা যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস দন্তের মাড়ির ক্ষতে এবং মুখের ব্রণে ব্যবহার করেন। চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা সারিয়া যায়। হাতিশুঁড়ার আদিম বাসস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, তথাকার লোকে এই গাছ ক্ষত-নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে। হাতিশুঁড়ার পাতার সহিত রেড়ির তৈল মিশাইয়া বিছা ও বোল্‌তা কামড়ান স্থানে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা আরাম হয়। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে হাতিশুঁড়ার রসে কুকুর বিষ নষ্ট হয় (Met. Med. Ind., ii, 414)। ভারতের কোন কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে এবং সর্পবিষে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ক্ষত-নিবারক ও ফোড়ায় হিতকর এবং সন্নিপাত-জ্বর-নিবারক। (Fig. 395)

Genus—TRICHODESMA R. Br.

396. T. indicum R. Br. (ছোট কল্প)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 655A.

Ref.—F. B. I., iv. 153 ; Roxb., F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার মাঠে ও অকর্ষিত ভূমিতে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ছোট কল্প ; সিন্ধু—গাওজাব্বান ; পঞ্জাব—কৌরী-বুতী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—সোজা গুল্মজাতীয় গাছ, ইহার কাণ্ডে ও পাতায় শক্ত শক্ত লোম আছে। কাণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ, ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পত্র ডাঁটার দুই দিকে জন্মে, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট। ফুল এক একটী হয়, ফিকে লালবর্ণ; এবং লাল ও শেষে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ফল ⅙ ইঞ্চি, খসখসে, শ্বেতবর্ণ কিংবা পাকিলে ঈষৎ বেগুনে হয়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্পবিষের মহৌষধ এবং মূত্রকর। দাক্ষিণাত্যে ইহা পুলটিসরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া ফুলায় ও গেঁটেবাতে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)। ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও স্নিগ্ধকর। (Fig. 396)

397. T. zeylanicum Br. (বড় কল্প)

Fig.—Burm., Fl. Ind. 41, t. 14, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 655B.

Ref.—F. B. I., iv. 154 ; Roxb., F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720 ; Prain, H. H., 243.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কল্প ; হি. ছোট মুড়িয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ। কাণ্ড শক্ত ও ঘন লোমযুক্ত, কখন কখন লোমগুলি বেগুনে-রংবিশিষ্ট হয়। পত্র ছোট, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে ধূসরবর্ণ, ইহা দেখিতে T. indicumএর ফলের ন্যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র পুলটিসে ব্যবহৃত হয় ; ইহাতে আক্রান্ত স্থান নরম হয়। (Fig. 397)

LXXII. CONVOLVULACEAE.

Genus—ARGYREIA Sw.

398. A. speciosa Sw. (বীজতাড়ক)

Fig.—Wight, Ic., t., 851 ; Burm., Fl. Ind., 48, t. 20, Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 658.

Ref.—F. B. I., iv. 185 ; Roxb., F. I., i. 488 ; B. P., ii. 741 ; Prain, P. H., 247.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, মহীশূর এবং বঙ্গদেশের বহু স্থানে জন্মে। হুগলী ও হাওড়া জেলার গ্রামের ধারে জঙ্গলে দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃদ্ধদারক ; বা. বীজতাড়ক ; হি. সমন্দরকা-পাট ; তে. সমুদ্রপেলা ; তা. সমুদ্রশোক ; সামতাল—কেদক-আরক।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ; শিকড়। মাত্রা, মূলচূর্ণ ১-৪ আনা ; বীজচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—বহুদূরব্যাপী, বৃক্ষারোহী, জড়ানে লতা ; ডাঁটা শক্ত ও গোলাকার, লতার গায়ে সুন্দর পশমের মত নরম ও শ্বেতবর্ণ লোম আছে। প্রশাখা মোটা, শ্বেতবর্ণ এবং শক্ত লোমাবৃত। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, প্রশস্ত, দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোম এবং নীচে পশমের ন্যায় লোম আছে। পত্র দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারে অধিক। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, ঘন পশমময় লোমাবৃত। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের কুঁড়ি বৃহৎ, অগ্রভাগ ছুঁচালো। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুংকেসর ৫টী, মধ্যস্থলে গর্ভকেসর থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফুল কলমী ফুলের ন্যায় গোলাপী সৌগন্ধবিশিষ্ট, রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার ১ ইঞ্চি পরিমাণ, মসৃণ, উজ্জ্বল, ফিকে ধূসরবর্ণ। পক্ক ফল আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বলকারক, বাতনাশক এবং স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয় (Dutta)। পাতায় ফোড়া পাকাইয়া দেয় ও পুঁজ নির্গত করিয়া দেয়। ইহা চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার মূল গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে গ্রন্থির পুঁজ নির্গত হইয়া যায়।

ভিনিগারের সহিত ইহার আঠা শরীরে মাখিলে শরীরের স্থূলতা কমাইয়া দেয় (Watt)। ইহার পাতা কোন স্থানে লাগাইলে চর্ম্ম আরক্ত হয়। বৃদ্ধদারকের মূল পাকান, ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, কর্ত্তিত অংশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা বৃষ্য এবং বৃদ্ধদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন করে। বঙ্গদেশে A. speciosa গাছ বৃদ্ধদারক বলিয়া ব্যবহার করে কিন্তু পশ্চিম ভারতে বৃদ্ধদারক বলিয়া যে মূল বিক্রয় হয় তাহা এই গাছের মূল নহে। নির্ঘণ্টু মতে ইহা ছাগলক্ষুরি, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘমূলক, দুর্গা প্রভৃতি নামে খ্যাত আছে। ইহাতে বেশ জ্ঞাত হওয়া যায় যে ছাগলখুরীই বৃদ্ধদারক। বৃদ্ধদারক ধারক, উষ্ণ, বলকারক, বাতনাশক, শোথ, গণোরিয়া এবং সর্দ্দিনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে।

বৃদ্ধদারকের মূল গোমূত্রের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার মূলচূর্ণ, শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ গব্যঘৃত-যোগে উপযুক্ত মাত্রায় ১ মাস সেবন করিলে মানুষ মেধাবী হয় ও চিরযৌবন লাভ করে।

পুত্রকামী পুরুষ বৃদ্ধদারক মূলের কল্ক এবং দুগ্ধ, গব্যঘৃতের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া যোগ্য মাত্রায় খাইলে বেশ বলবান্ হয়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

আর একপ্রকার বৃদ্ধদারক আছে ইহার লাটিন নাম A. argentea Choisy. ইহা হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার যে সমস্ত বাগান জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে সেইগুলির কোন কোনটীর কিনারায় অপর গাছে জড়াইয়া এই গাছ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বীজতাড়কের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া আর পৃথক্‌ভাবে লেখা হইল না।

কবিরাজী শাস্ত্রেও বৃদ্ধদারকদ্বয় বলিয়া লিখিত আছে। উভয় বৃদ্ধদারকই সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 398)

Genus--IPOMOEA Sw.

399. I. Pes-Caprae Sw. (ছাগলখুরী)

Fig.—Rumph. Herb. Amb. v. t. 159, Fig. i; Ann. Jard. Bot. Buitenzorg., xxi, t. 26, Fig. 59; Cleghorn. in Madras. Journ., xvii, t. 3.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iv. 212 ; Roxb., F. I., i. 485 ; B. P , ii. 736 ; Dym., ii. 526 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, বিশেষতঃ সমুদ্রের কিনারায় অধিক জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাগলখুরী ; হি. দোপাটীলতা ; তে. চেবুলাপিল্লি-তিগি ; তা. আদাপুকদী ; উড়িষ্যা—কংসারিনাটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, সমুদ্রতীরে বালুকাময় স্থানে অধিক জন্মে। এই গাছ Dr. Kurz রাণীগঞ্জের পাহাড়ে দেখিয়াছিলেন। পত্র ১-৪ ইঞ্চি লম্বা ও নরম, কাঞ্চন ফুলের পাতার ন্যায় অগ্রভাগ দুই ভাগে বিভক্ত ; শিরাগুলি স্পষ্ট, পত্রের শিরা কম ; বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। ফুল বড়, লাল ও বেগুনে, পাপড়ি ½-⅔ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ২ ইঞ্চি, মোচার ন্যায়। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, গোলাকার সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ লম্বা, নরম লোমাবৃত। ছাগলখুরীর ফলে ৪টী বীজ থাকে। বৃদ্ধদারকের ফুল ছোট, পাতা বড় এবং শিরা অধিক পরিমাণে আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ছাগলখুরীর ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা বাতে ব্যবহৃত হয়, ইহা পেট-বেদনা নাশ করে। মূলের রস মূত্রকর ও শোথরোগ-নাশক। পাতার মিষ্টরস শোথের পক্ষে হিতকর (Dymock)। পাতা সর্দ্দিনাশক এবং মূলের রস বিরেচক, মাত্রা ১২-১৪ গ্রেণ। পশ্চিম ভারতের কলিস্‌জাতি সন্তানপ্রসবের ১৬ দিন পরে শিশুর দোলনায় এই গাছের ফুল দিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে, উহাতে সন্তানের কোন অমঙ্গল হয় না বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। (Fig. 399)

400. I. Batatus Lamk. (সকরকন্দ আলু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 50 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 663.

Ref.—F. B. I., iv. 202 ; Roxb., F. I., i. 483 ; B. P. ii. 735 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—আমেরিকা-দেশীয় উদ্ভিদ, ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সকরকন্দ আলু, রাঙ্গা আলু ; তা. বিল্লি-কিদহাঙ্গু ; তে. কেনাগেদ্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। পত্র কলমীশাকের পত্রের ন্যায়। ফুল ১ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে, পাপড়ি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুংকেসর ফুলের ভিতর থাকে। গর্ভাশয় ৪ কুঠরিবিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত। আলু দুই প্রকার, লালজাতীয় আলুকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাঙ্গা আলু ও শ্বেতবর্ণ আলুকে সকরকন্দ আলু বলে। শীতকালে ফুল হয়, ভারতবর্ষে ইহার ফল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কন্দ ধারক, ইহাতে শতকরা ১০-২০ ভাগ চিনি ও ১৬·০৫ ভাগ Starch আছে। ইহা হইতে absolute alcohol পাওয়া যায়। (Fig. 400)

401. I. paniculata R. Br. (ভুঁইকুমড়া)

Fig.—Bot. Reg., t. 62 ; Bot. Mag., t. 3685 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 662.

Ref.—F. B. I., iv. 202 ; Roxb., F. I., i. 478 ; B. P., ii. 735 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, ছোট নাগপুর, আসাম ; ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বিদারী ; বা. ভুঁইকুমড়া, বিলাইকন্দ ; তে. মাট্টা-পাল-টিগা ; বম্বে—ফল-কোহালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও মূল।

বর্ণনা—জড়ান, বৃক্ষারোহী লতা। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি, পত্রের আকৃতি হস্তাঙ্গুলবৎ ও ৫।৭ অংশে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড পাতার বোঁটা অপেক্ষা বৃহৎ। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে জন্মে। ফুলের পাপড়ি $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{3}$ ইঞ্চি, চিক্কণ লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ১$\frac{1}{2}$-২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, দেখিতে লাল ও বেগুনে। গর্ভাশয়ে ৪টী বিভাগ আছে। বীজকোষ গোলাকার, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি লম্বা পশম আছে। লতা মরিয়া গেলে কন্দ মাটীর ভিতর থাকে, পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে উহা হইতে গাছ বাহির হয়। কন্দের অভ্যন্তর শাঁক আলুর মত শ্বেতবর্ণ ও মিষ্টি, কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জীরক ঋষভক না পাওয়া গেলে ইহার কন্দ উহাদের স্থানে ব্যবহৃত হয়। বিদারী বলকারক, শান্তিকর ও স্তন্যকর। ইহার কন্দের গুঁড়া মদ্যের সহিত পান করিলে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। ইহা বলকারক ঔষধ (Makhzon-ul-Adwiya)।

ইহার কন্দের গুঁড়া প্লীহা রোগে হিতকর ও বিরেচক ((Rev. J. Long)।

ইহা যকৃৎ-দোষনাশক (Watt)। ইহার কন্দ ধৌত করিয়া গব্যঘৃতসহ পেষণ করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। (চরক)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ইহার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ গব্যঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা হয়। (সুশ্রুত)

গরম দুগ্ধ, তিল তৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও মধু একত্রে মাড়িয়া পান করিলে বিষমজ্বর আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

চিনি দিয়া ইহার রস খাইলে পিত্তশূল আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

সুরার সহিত বিদারী-কন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতি স্ত্রীলোকদের স্তন্য বাড়িয়া থাকে।

বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্।

আর্ত্তবরঃজের অতিস্রুতিতে ইহা সেবন করিলে রজঃস্রাব নিবৃত্তি পায়। Dr. Dymock বলেন যে, ইহার সরু সরু শিকড় বম্বের বাজারে বিক্রয় হয় তথাকার দেশীয় গাছগাছড়া বিক্রেতারা উহাকে "Asgand" বলে।

বিদারী-কন্দ, গম, বার্লি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু সকলগুলি সমভাগ লইয়া সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাইলে বালকদের দৌর্ব্বল্য নাশ হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

বিদারী, শালপাইন, গক্ষুর, আপাং, অনন্তমূল, গাদাপুন্না, বৃহতী এইগুলি ১ ২ আউন্স মাত্রায় দিবসে ২ বার সেবন করিলে জ্বর ও কাশ আরাম হয়। ইহাকে বিদারী-কন্দাদি ক্বাথ বলে। (Fig. 401)

Genus—IPOMOEA Roth.

402. I. Nil Roth. (নীলকলমী)

Fig.—Bot. Mag., t. 188 ; Bot. Reg., t. 85 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 661A.

Ref.—F. B. I., iv, 199 ; Roxb., F. I. i, 501 ; B. P., ii, 734 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নীলকলমী ; হি. কাকদানা ; তা. জিরিকি-বিরাই ; তে. কল্লিবিতুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ; ওজনে ½-১ গ্রেণ। পত্র ও পত্র রস।

বর্ণনা—শক্ত লোমযুক্ত লতা, কাণ্ড সরু। পত্রের ব্যাস ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ইহা ৩ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি। পুষ্পনল সরু মোচার মত আকৃতি। বীজকোষে ৩টী ঘর আছে, উহা গোলাকার ও মসৃণ। বীজ গোলাপী ও নেবুরংবিশিষ্ট কোষের মধ্যে ৪-৬টী বীজ থাকে। বর্ষার শেষে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় বিরেচক, পিত্ত ও সর্দ্দিতে হিতকর। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে। Dr. Roxburgh বলেন যে এই ঔষধ জোলাপের জন্য বেশ ব্যবহার হইতে পারে ; ইহা অপরাপর ঔষধ অপেক্ষা অধিক সস্তায় পাওয়া যায় অথচ কাজ বেশ ভাল হয়। ১৮৬৮ খৃঃ ইহা Pharm. Ind.তে গৃহীত হয়। ইহার অরিষ্ট, গুঁড়া এবং আঠা জোলাপের কাজে ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে আঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মাত্রা ৪-৮ গ্রেণ। ইহার বীজের গুঁড়া কুষ্ঠ ও ক্ষয়কাশে ব্যবহার হয়। ইহার পাতার রস স্নিগ্ধকর।

Ipomœa muricata jacq. গাছের বীজ কালদানার সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয় (U. C. Dutt)। ইহার দেশীয় নাম তুরুমিনি। (Fig. 402.)

403. I. pestigridis Linn. (লাঙ্গলীলতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 59 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 664.

Ref.—F. B. I., iv, 204 ; Roxb., F. I., i, 503 ; B. P., ii, 734 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর ; হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলীলতা ; Eng. Superb lily.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, কাণ্ড সরু ও ঘন লোমযুক্ত। পত্র ১-৫ ইঞ্চি, দুই দিকে লোমযুক্ত, পত্রাংশ ৫-৯টী, প্রত্যেক অংশ অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি ; পুষ্পবৃন্ত ½-৩ ইঞ্চি। পুষ্প লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মোচার মত, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পনল সরু, মুখ বিস্তৃত। পাপড়ি ⅙-½ ইঞ্চি, শক্ত, লোমাবৃত। বীজকোষ ¼ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ছোট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; ৪-২টী থাকে, কখনও ১টী দেখা যায়। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহা পাগলা কুকুরের বিষনাশক। পাতার গুঁড়া মাখনের সহিত গুঁড়া করিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। (Fig. 403.)

404. I. reptans Poir. (কলমীশাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 52 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 665.

Ref.—F. B. I., iv, 210, Roxb., F. I., i, 432 ; B. P., ii, 736 ; Prain, H. H., 245.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু জলাশয়ে এবং জলাভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কলম্বী ; বা. কলমীশাক ; তা কৈলাঙ্গু ; তে. তুতিকোরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র লতা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা বহুদূর ব্যাপিয়া জলাশয়ে জন্মে। কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, মধ্যে মধ্যে গাঁইট আছে, প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকার। পুষ্পদণ্ড ২-৭ ইঞ্চি, ১টী হইতে ৫টী ফুল হয়। ফুল বড়, বেগুনে বা শ্বেতাভ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ৪-২টী বীজ হয় ; বীজ ছোট, পশমের ন্যায় কোমল লোমযুক্ত। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়, কখন কখন বৎসরের অন্য সময়েও ফুল-ফল হইতে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আফিং কিংবা আর্সেনিক খাইয়া বিষ হইলে বমন করাইবার জন্য ইহার রস অতি হিতকর। কলমীর রস শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে দাস্ত করাইয়া দেয় (O'Shaughnessy)।

কলমীশাক সারক, স্তন্য এবং আফিংএর বিষ নাশক। আর্সেনিক অথবা আফিংএর রোগীকে ইহার ½-১ ছটাক পরিমাণ রস খাওয়াইলে আফিংএর অথবা আসেনিকের বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রোগীর প্রাণহানি হয় না। (Fig. 404.)

Genus—OPERCULINA Manso.

405. O. Turpethum Manso. (তহুরী)

Fig.—Bot. Mag., t. 2093 ; Bot. Reg, t. 279 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 666.

Ref.—F. B. I., iv. 212 ; Roxb., F. I., i. 476 ; B. P., ii. 731.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি ৩০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায় ; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। বোটানিক গার্ডেনে গঙ্গার কিনারায় বহু পরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. ত্রিবৃৎ ; বা. তহুরী, দুধকলমী ; হি. পিটোহারী ; তে. তেল্লাতে-গাদা ; Eng. Turpeth root.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শিকড় ও ত্বক। মাত্রা, মূলের ছাল চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী নরম লোমযুক্ত, কোমল লতা। কাণ্ড মোটা, ২।৩টী শিরাবিশিষ্ট, চেপ্টা, কখন বা গোলাকার। লতা ভাঙ্গিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। পত্র ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অনেকটা কলমীশাকের পাতার ন্যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পত্র কোনটী ক্ষীণ কোনটী অধিক চওড়া হয়। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, দেখিতে কলমী-শাকের ফুলের মত অথবা তামাক খাইবার ক'লকের মত। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পুংকেসর ৫টী, গর্ভকেসর মধ্যে থাকে। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি, পুষ্পনল লম্বা। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি; প্রত্যেক ফলে ৪টী বীজ থাকে। বীজ মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ। সংস্কৃত লেখকেরা দুই জাতীয় তহুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র কৃষ্ণ ও শ্বেত এই দুই প্রকার, রাজবল্লভ, শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্ত এই ত্রিবিধ এবং নরহরি কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল তুলিয়া ছেদন করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। গাছ পুরাতন হইলে মূলের ছাল পুরু হয়। মার্চ্চ মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লালবর্ণ ত্রিবৃৎই বেশী উপকারী, ইহার অভাবে শ্বেতবর্ণ গ্রহণ করিতে হয়। উর্ব্বরা জমি হইতে গাছের মূল গ্রহণ করা উচিত; মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ত্বক্ গ্রহণ করা উচিত।

অর্শরোগীকে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ইহার মূল সেবন করাইলে অর্শ প্রশমিত হয় এবং ইহার পত্র ও তিল-তৈল সমপরিমাণ গব্যঘৃতে ভাজিয়া দধির সহিত খাইলে অর্শ আরাম হয়।

বাতজ শোথগ্রস্ত রোগীকে ত্রিবৃতের কিংবা এরণ্ডের তৈল ১ মাস পান করাইলে শোথ আরাম হয় (সুশ্রুত)। মধুর সহিত ইহার মূলচূর্ণ পান করিলে প্রবল জর কমিয়া যায়।

কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ অতি শক্তিসম্পন্ন, ইহা বমন ও দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে (Dutta)। মুসলমান বৈদ্যদের মতে কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবৃৎ বিষতুল্য। পশ্চিম ভারতের লোকে আধকপালে হইলে ইহার পাতা কপালে দেয় (Dymock)। ত্রিবৃৎমূল বিরেচক, ইহার ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ জোলাপের কাজ করে, শিকড়ের গুঁড়া ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ইহার টাটকা শিকড় দুগ্ধে বাটিয়া ব্যবহার করিলে জোলাপের কাজ হয়।

T. N. Mukherjee বলেন ইহার শিকড়ের সহিত I. Bona-nox (The Moon-flower) গাছের শিকড় মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। উভয় গাছ দেখিতে একই প্রকার। I. Bona-nox গাছের কাণ্ড গোলাকার। আর এই গাছের কাণ্ড শিরাযুক্ত, প্রথমোক্ত গাছের ফুল এবং বীজ Turpethum অপেক্ষা বড়। (Fig. 405)

Genus—QUAMOCLIT Tourn. ex Moench.

406. Q. pinnata Boj. (তরুলতা)

Fig.— Rheede, Hort. Mal., xi, t. 60; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 661 B.

Ref.—F. B. I., iv, 199; Roxb., F. I., i. 503; B. P., ii. 738; Prain, H. H., 246.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে ও অকর্ষিত স্থানে দেখা যায়; ইহা আমেরিকা-দেশীয় লতা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. তরুলতা, কামলতা; বম্বে—সীতা-কী কেশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—সরু সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতা। পত্র পক্ষাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অল্প ফুল থাকে। ফুল লালবর্ণ, পুষ্পনল সরু, ১ ইঞ্চি লম্বা, মুখের ব্যাস ½ ইঞ্চি; গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত, ¼ ইঞ্চি গোলাকার এবং মসৃণ। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল এবং ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে অতিশয় স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। পাতার গুঁড়া অর্শে ব্যবহৃত হয়। এক তোলা পরিমাণ পাতার রস সমপরিমাণ গব্যঘৃতসহ দিবসে ২ বার সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়। পত্র বাটিয়া খাইলে অর্শ আরাম হয়। পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ আরাম হয়। (Fig. 406.)

Genus—CALONYCTION Boj.

407. C. Bonanox Boj. (দুধকলমী)

Fig.—Bot. Mag., t. 752; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 659B.

Ref.—F. B. I., iv, 197; Roxb., F. I., i, 492; B. P., ii, 738; Prain, H. H., 246.

জন্মস্থান—বেহার ও পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় ও জঙ্গলের কিনারায় সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. দুধকলমী, জলকলমী; তা. নাগমুগাত্তেই; তে. নাগরমুকুর্ত্তকাই; Eng. Moonflower.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—লতানে কলমীজাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র কলমীশাকের মত; ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি শ্বেত ও সবুজের আভাযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি। বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, পীতবর্ণ এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরেই মুদিত হয় ও শুকাইতে থাকে, এই জন্য ইহাকে Moonflower বলে। Dr. Roxburgh সাহেব ইহার দুইটী Var. বর্ণনা করিয়াছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটীকে Lettsonia bona-nox Roxb., অপরটী I. grandiflora Roxb., Flora Indica কহে। শেষোক্তটীর পত্রে কোন বিভাগ নাই। I. grandifloraর এক্ষণে বাঙ্গালা নাম পৃথক্ বলা বড়ই অসম্ভব। Roxburgh সাহেব ইহাকে দুধকলমী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং Lettsonia bona-noxকে কলমীলতা বলিয়াছেন। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজকোষ, বীজ, ফুল, পত্র, শিকড় সর্পবিষ নিবারক (Ainslie)। ব্রাজীলদেশে ইহার বীজ সর্পবিষ নিবারণে বহু পরিমাণে প্রয়োগ করে। (Fig. 407.)

Genus—EVOLVULUS Linn.

408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 64 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 668B ; Wight, Ill., t. 168.

Ref.—F. B. I., iv, 220 ; Roxb., F. I., ii, 105 ; B. P., ii, 725 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে ঘাসের সহিত জন্মে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী তৃণময় স্থানে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বিষ্ণুগন্ধি ; বা. বিষ্ণুগন্ধি, বিষ্ণুকান্দী ; তে. বিষ্ণুক্রান্দাম্ ; সামতাল—তাণ্ডীকোদেবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, কাণ্ড ও শিকড়।

বর্ণনা—অনেক শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বহু বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, ছোট ও কাষ্ঠময়। পত্র ছোট ও বড় দুই প্রকার জন্মে, পাতার বোঁটা ছোট, ¼-১ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল নীলবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ, ডালের অন্তর্গত পাতার গোড়া হইতে এক একটী ফুল বাহির হয়। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি লম্বা; বীজাধার ⅙-½ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টী ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একটী বীজ থাকে। বর্ষার শেষ হইতে শীত অবধি ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদিক সময় হইতে ইহা ঋতুকর বলিয়া খ্যাত আছে। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে ইহা মেধাবর্দ্ধক ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক (Dymock)। ইহা জীরা এবং দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর নাশ করে এবং তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে মস্তকের কেশ বর্দ্ধিত হয় (Rheede)। ইহার পত্র, কাণ্ড ও শিকড় উদরাময় নিবারক। ছোট চামচের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

½ চামচে রস দিবসে ২ বার ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা রক্ত আমাশয়ের একটী অদ্বিতীয় ঔষধ (Ainslie)। সিংহল দেশে ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়।

সামতালেরা ইহার মূল বালকের অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

ইহার পাতা হইতে সিগারেট প্রস্তুত করিয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে পুরাতন সর্দ্দি, কাশি এবং হাপানী আরাম হয় (Watt)। (Fig. 408.)

Genus—CUSCUTA Roxb.

409. C. reflexa Roxb. (অলোকলতা)

Fig. – Hook., Exot. Fl., t. 150 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 668A.

Ref.—F. B. I., iv, 225 ; Roxb., F. I., i, 446 ; B. P., ii, 723 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে, গাছের উপরিভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অমরাবেল, আকাশবল্লী ; বা. স্বর্ণলতা, অলোকলতা ; হি. আকাশবেল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—পত্রশূন্য জড়ানে লতা, শাখা নরম, গোলাকার ও হরিদ্রাবর্ণ, ফুল শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ হয়, পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি; পুষ্পস্তবক ⅛-⅙ ইঞ্চি, গোলাকার, ফুলের মস্তক বিস্তৃত। বীজকোষ মাংসল ও নরম ; ফল শিরাযুক্ত, একস্থানে ১-৪টী হয়, বৃন্ত ছোট ; ফল থোকো থোকো ধরে। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ মাটীতে পড়িয়া গাছ হয়, কিন্তু পোষণ উপযোগী পদার্থ মাটী হইতে খুব কম গ্রহণ করে ; গাছ যখন বড় হয় তখন অপর গাছে উঠিতে থাকে এবং গাছের কাণ্ড হইতে শোষক মূল দ্বারা রস গ্রহণ করে। গাছ বড় হইলে উহার গোড়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং আশ্রিত গাছের রস টানিয়া সমগ্র গাছটী আবৃত করিয়া থাকে। ইহা সাধারণত কুল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বহু গাছের উপর জন্মে। ইহার ফুল সৌগন্ধযুক্ত। ফুল ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে, ফল এপ্রিল-মে মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ পেটফাঁপা নিবারক, এই কারণে ইহা সিদ্ধ করিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিলে পেটফাঁপা কমিয়া যায়। ইহার পিষ্ট রসের রক্ত পরিষ্কার করিবার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শক্তি আছে। বাজারে যে Kasus নামক জোলাপ বিক্রয় হয় উহার সহিত এই গাছের বীজ মিশ্রিত থাকে (Stewart)।

সিন্ধু ও পঞ্জাবের ডাক্তারেরা ইহার বীজের সহিত সার্সাপেরিলা মিশ্রিত করিয়া সালসা প্রস্তুত করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদি কেহ ইহার শিকড় দেখিতে পায় সে অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় এবং তাহার অদৃশ্য হইবার শক্তি সঞ্চয় হয় অর্থাৎ তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, সে সকলকে দেখিতে পায় (Murray)।

ইহার শিকড় পিত্তপ্রকোপজনিত রোগে ব্যবস্থা হয়। ইহা একটী বিরেচক ঔষধ। এই গাছের লতা বাটিয়া পাঁচড়ার উপর মলম দিলে পাঁচড়া সারিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে বহুদিনের স্থায়ী জ্বর আরাম হয় এবং যকৃৎ জনিত দোষ ও পিপাসা দূর হয় (Punjab Product)। কোন স্থানে ব্যথা হইলে বা মচকাইয়া যাইলে ইহার প্রলেপ দিলে ব্যথা সারিয়া যায়।

Cassytha filiformis Linn. (আকাশবেল) নামক গাছের বীজ সম্ভবতঃ এই বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় গাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহা Laurineae বর্গভুক্ত (এই পুস্তকের ৫১০ নম্বরের গাছ দ্রষ্টব্য)। (Fig. 409.)

Genus—ERYCIBE Roxb.

410. E. paniculata Roxb. (অমোঘা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 654A.

Ref.—F. B. I., iv. 180 ; Roxb., F. I., i, 585 ; B. P., ii, 724.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. অমোঘা ; সামতাল—কারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বিশাল লতা; ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম, ছিদ্রযুক্ত শাখাগুলি বক্র। পত্র ৫-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অগ্রভাগ বক্র এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শিরা ৫-৭ জোড়া, বোঁটা ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, মাথাটী বিস্তৃত। বহির্ব্বাস লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত। পুষ্পস্তবক ⅙-½ ইঞ্চি। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে ৫টী শিরা আছে। মে-জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে একবৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার ছাল বলেরায় ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 410.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

LXXIII. SOLANACEAE

Genus—SOLANUM Linn.

411. S. nigrum Linn. (গুড়কামাই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 73 ; Wight, Ic., t. 344 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 670.

Ref.—F. B. I., iv, 229 ; Roxb., F. I. i, 565 ; B. P., ii, 745 ; Watt, vi, Pt. 3. 363 ; Prain, H. H., 247.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, ছায়াময় স্থানে, জঙ্গলের ধারে ও পতিত স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কাকমাচী ; বা. গুড়কামাই ; হি. মাকোই ; তা. মান্না-তাকালি-স্থুল্লম। তে. কাঙ্কীপুণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ইহা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে, শাখাগুলি বক্র। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি, পাতার কিনারা স্থানে স্থানে বসা, মাথা মোটা, পত্রবৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ⅛ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ⅛-⅜ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে ৫-৮টী ফুল হয়। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা ইহাতে ৫টী দাঁত আছে, কোমল লোমযুক্ত ; ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, লঙ্কাফুলের মত। কখন বেগুনে হয়। ফল বৃহতী তুল্য ; ফলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ কখন বা লাল ও হরিদ্রাবর্ণ হয়, মসৃণ, গোলাকার ও উজ্জ্বল। বীজ পীতবর্ণ, অতিশয় ক্ষুদ্র। অপক্ক অবস্থায় ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ ডোরা থাকে। পক্ক ফল বেগুনে রংঙের। বর্ষায় ফুল এবং মাঘ-ফাল্গুনে ফল হয়। পাকা ফল ছেলেরা খায়, ইহা হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ফল বলকারক ও মূত্রকর; সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ও হৃৎপিণ্ডের রোগ নিবারণে ইহা ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

বঙ্গদেশে ইহার ফল জ্বরনাশক, উদরাময়, চক্ষুরোগ ও জলাতঙ্ক রোগে প্রযুক্ত হয় (T. N. Mukherjee)।

যুক্তপ্রদেশে ইহার রস অর্শ ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয়। প্লীহা বৃদ্ধি হইলে ৬-৮ আউন্স পরিমাণ রস প্রযুক্ত হয়, ইহা একটী সংশোধক ঔষধ (Dymock)।

ইহার রস বিরেচক, সর্দ্দি নিবারক এবং মূত্রকর (Dymock)। ইহার সরবৎ সর্দ্দি নিবারক ও ঘর্ম্মকর। ইহার সরবৎ একটী স্নিগ্ধকর পানীয়।

চীনদেশীয় লোকেরা ইহার পাতার রস মূত্রাশয়ের প্রদাহে, মূত্রযন্ত্রের রোগে ও গণোরিয়ায় প্রয়োগ করে (Rhumphius)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার পাতার ক্বাথ ও অরিষ্ট ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে যাবতীয় শোথ রোগ আরাম হয় (Moodeen Sheriff)।

ইহা মূত্রকর এবং ধারক, পাতার রস বালকদের মুখের ঘায়ের একটী প্রধান ঔষধ (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার রস ৪-৬ আউন্স পরিমাণ পুরাতন যকৃৎবৃদ্ধি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রস মাটীর পাত্রে গরম করা উচিৎ। রস ঈষৎ লালবর্ণ ও ধূসরবর্ণ হইলে ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে খাইতে হয়। পুরাতন চর্ম্মরোগে ১-২ আউন্স পরিমাণ রস অতিশয় হিতকর। সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ইহা ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহা বেদনা নিবারক, আক্রান্ত স্থানে অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

কাকমাচীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ফোড়ায় দিলে উহা কমিয়া যায় (চরক)।

কাকমাচীর শাক তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইলে উরুস্তম্ভ সারিয়া যায় (চরক)।

ইহা রসায়ন ও মূত্রকর। পুরাতন যকৃৎবৃদ্ধি রোগে তিন ছটাক হইতে এক পোয়া কাকমাচীর রস সেবন করিলে যকৃৎ আরাম হয়।

Dr. Barton Brown বলেন, তিনি কাকমাচীর ফল ভোজন করিয়া ৩টী শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন (Punjab Product)।

কাকমাচীর পাতা গরম করিয়া অণ্ডকোষে বাঁধিয়া দিলে একশিরার ফুলা ও বেদনা আরাম হয়। ইহার ফল ও ফুলের ক্বাথ ক্ষয়রোগে ও সর্দ্দির পক্ষে হিতকর—মাত্রা ১-২ আউন্স। কাকমাচীর কৃষ্ণবর্ণ ফল, পত্র এবং নরম ডাঁটা মূত্রকর, ইহা বাত ও গেঁটেবাতে পুলটিসরূপে ব্যবহার হয়। পাতার ক্বাথ ½-২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিলে শোথ, চর্ম্মরোগ, অর্শ, গণোরিয়া, প্রাদাহিক শোথ এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহাতে ভেদবমি হয়, তড়কা, মাথাধরা, অলসতা, অতিশয় পিপাসা, পেটবেদনা প্রভৃতি হয়। (Fig. 411.)

412. S. ferox Linn. (রামবেগুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1399; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 674.

Ref.—F. B. I., iv, 233; Roxb., F. I., i, 571; B. P., ii, 746; Prain, H. H., 247.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, আসাম, টেনাসরিম, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী ও হাওড়া জেলার পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রামবেগুন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, ডাঁটায় কাঁটা আছে, ২-৪ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-৬ ইঞ্চি, ঘন ও শক্ত লোমযুক্ত, পাতার ডাঁটায় সোজা ও সূচাল ½ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্র ত্রিকোণাকৃতি ও খণ্ডিত। প্রত্যেক খণ্ডিত অংশ ১ ইঞ্চি গভীর। ফুল বড় শ্বেতবর্ণ, ১½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি, সূচীবৎ লোমাবৃত। বীজ ⅙ ইঞ্চি, প্রায় মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল দেশীয় বৈদ্যেরা ঔষধে ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 412.)

413. S. Melongena Linn. (বেগুন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 37 & x, t. 74 ; Wight, Ill., t. 166.

Ref.—F. B. I , iv, 235 ; Roxb., F. I., i, 566 ; B. P., ii, 746 ; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। বঙ্গদেশের উচ্চ জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃন্তাকী, বার্ত্তাকু ; বা. বেগুন ; হি. বইগন ; তা. কুথিরেকাই ; তে. ভঙ্গ-ব্রহিরি-বঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও বীজ।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতার ডালে কাঁটা আছে, কখন কখন কাঁটা হয় না। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, ডিম্বাকৃতি ; পত্র কয়েকটী ভাগে বিভক্ত, পশমের ন্যায় নরম। পত্রের বৃন্ত ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল নীলাভ বেগুনে, এক একটী কখন বা পাশাপাশি ২।৩টী হয়। যোড়া যোড়া ফুলের মধ্যে একটী পুংপুষ্প ও একটী স্ত্রীপুষ্প থাকে ; পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল ১-৯ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; ফল কখন শ্বেতবর্ণ, কখন বেগুনে, কখন বা রক্তিমাকার ধারণ করে। আর এক প্রকার বেগুন আছে উহাকে কুলিবেগুন বলে, উহার লাটিন নাম S. esculanta Dunal ; এই গাছ বেগুন গাছের ন্যায়, ফল লম্বা লম্বা ও থোলো থোলো হয়। বেগুনের আর একটী জাতি (Var.) আছে, উহাকে Var. insana (B. P., ii, 746) বলে, ইহার বাঙ্গালা নাম শ্বেতবৃহতী, ইহা বনজঙ্গল ও অকর্ষিত ভূমিতে জন্মে। গুণ বেগুনের ন্যায়। সারাবৎসরই বেগুনের ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেগুন সিদ্ধ করিয়া খাঁটি রেড়ির তৈলে ভাজিয়া খাইলে গৃধ্রসী বাত-পীড়িত ব্যক্তি বেশ হাঁটিতে পারে।

কানে পোকা হইলে বেগুন পোড়াইয়া তাহার ধূম দিলে পোকা আরাম হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘোষালতার (Luffa acutangula Roxb.) ক্ষীরোদক তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বেগুন সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ বেগুন গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া ঘোল পান করিলে যে কোন রকম অর্শ সত্বর আরাম হয় (চিঃ প্রকাশ)।

ইহার বীজ উত্তেজক, পত্রের মাদকতা শক্তি আছে (Atkinson)। ইহার বীজ অজীর্ণকর ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে।

বেগুন পাতা সর্পবিষে হিতকর। বেগুনের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দিজনিত শ্বাস আরাম হয়। (Fig. 413.)

414. S. Xanthocarpum, Schr. & Wendl. (কণ্টিকারী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1401 ; Jacq., Ic. Rar., ii, t. 332 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 677.

Ref.—F. B. I., iv, 236 ; Roxb., F. I., i, 569 ; B. P., ii, 746 ; Watt., vi, Pt. iii, 273 ; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—আসাম, দাক্ষিণাত্য, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নদীর ধারে বালুকাময় স্থানে প্রচুর জন্মে। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলায় সাদীপুর, কনকপুর, পারাম্বো, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে দামোদর নদীর বালিতে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা ; বা. কণ্টিকারী ; হি. কটেরী ; তে. কুদা ; তা. কান্দন-কাট্টিরি ; Eng, Wild Egg-Plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, সমগ্র উদ্ভিদ, ফুল ও ফল। ক্বাথ, ৫-১০ তোলা ; রস ১-২ তোলা, কল্ক ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—কণ্টকময় গুল্ম, মাটিতে গড়াইয়া বৃদ্ধি পায়। ডাঁটা ১-৪ ফুট লম্বা, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কাঁটা তীক্ষ্ণ, ½ ইঞ্চি, সরল। পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল নীলবর্ণ। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, কিংবা শ্বেতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, বর্ত্তুলাকার ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়। কণ্টিকারী শীতে কুঞ্চিত এবং গ্রীষ্মকালে ফল ও ফুলে শোভিত হয় এবং বর্ষায় বিনষ্ট হয়। আর এক জাতীয় কণ্টিকারী আছে উহার গাছ ও ফুল শ্বেতবর্ণ ; এই কণ্টিকারী প্রায় বক্র করা যায় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল সর্দ্দিনিবারক এবং সর্দ্দি, হাঁপানি, কফজ জ্বর ও কটিবেদনায় ব্যবহার হয়। শিকড়ের ক্বাথ, পিপুল ও মধুর সহিত সর্দ্দি হইলে দেওয়া হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবনের সহিত মূল ব্যবহার করিলে আক্ষেপ জনিত কাশ আরাম হয় (Hindu Met. Med.)।

কণ্টিকারীর শিকড় মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে বমি বন্ধ হয়, ইহার ফলের রস গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

শিকড় জ্বর ও সর্দ্দিজনিত জ্বরে প্রযুক্ত হয়, ইহা মূত্রকর। ইহার ডাঁটা ও ফল তিক্ত, ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও হস্তপদের জ্বালা নিবারক। কণ্টিকারীর দগ্ধ বীজের ধূম দাঁত বেদনার একটী চমৎকার ঔষধ (Pharm. Ind.)।

কণ্টিকারীর টাট্‌কা রস ২ তোলা, অনন্তমূলের রস ২ তোলা, ঘোলের সহিত একত্রে ব্যবহার করিলে প্রস্রাব হয়। মূল আদা ও চিরেতার সহিত ক্বাথ করিয়া খাইলে জ্বর আরাম হয়।

কণ্টিকারী শোথ রোগে মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, ii, 559)। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাত আরাম হয়। পাতার প্রলেপ দিলে বাতের কন্‌কনানি আরাম হয়। কণ্টিকারীর ক্বাথ গনোরিয়া নিবারক। ইহার ফুলের কুঁড়ি লবণের সহিত চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু হইতে জল পড়া আরাম হয় (Wood, Plants of Chutia Nagpur)।

বৃহতী ও কণ্টিকারী মূলের ত্বক্‌ দধির সহিত পেষণ করিয়া সাত দিন পান করিলে অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায়।

চতুর্গুণ কণ্টিকারীর রসে পক্ক সরিষার তৈল মিশাইয়া হাজায় লাগাইলে পায়ের হাজা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

বাতজনিত চক্ষু উঠাতে (অভিষ্যন্দ) কণ্টিকারীর মূল ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া একটু গরম থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষে বারংবার লাগাইলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কণ্টিকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ এবং তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হিঙ্গুসহ মধুযোগে সেবন করিলে প্রবল শ্বাস তিন দিনে আরাম হয়। কণ্টিকারীর রস সেবন করিলে মূত্রদোষ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কণ্টিকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সকল প্রকার কাশ আরাম হয়। ইহার রস মধুসহ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরাম হয়। কণ্টিকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়। ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া কথিত আছে (চক্রদত্ত)।

কণ্টিকারী ফুলের কেশর চূর্ণ করিয়া মধু সহ লেহন করিলে শিশুর পুরাতন কাশ আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কণ্টিকারী সান্নিপাত জ্বরে হিতকর, ইহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং বাত ও জ্বরে হিতকর। ক্রিমি প্রক্ষিপ্ত দাঁতের শূলে ইহার ধূম প্রশস্ত।

কণ্টিকারী দশমূল পাচনের একটী উপকরণ। Dr. W. C. Mukharjee বলেন, ইহা শোথ ও জ্বরের একটী ঔষধ ; জ্বরে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন উহা দিলে উপকার হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহা মূত্রকর এবং পুরাতন সামান্য জ্বরে, শোথে কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন শোথে অমোঘ ঔষধ। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া যখন শরীরের বল একেবারে কমিয়া যায় তখন ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা রক্ত আমাশয়ে ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে কুরচীর সহিত ব্যবহার হয় (Bengal Dispen., 1878).

শ্বেত কণ্টিকারী গর্ভদোষ নাশক, ইহার ক্বাথ পান করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কণ্টিকারীর বীজ অপক্ব ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া যায় (R. N. Khory)।

কণ্টিকারী বায়ুনাশক ও কফ নিঃসারক, ইহা সর্দ্দিঘটিত জ্বর আধ্মান, পার্শ্বশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শোথ রোগে হিতকর।

সরিষার তৈলে ৪ গুণ পরিমাণ কণ্টিকারীর রস দিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া পায়ের পাকুইয়ে লাগাইলে পাকুই আরাম হয়। (Fig. 414.)

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 36; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 676.

Ref.—F. B. I., iv, 234; Roxb., F. I., i, 570; B. P., ii, 746; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য; বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃহতী; বা. ব্যাকুড়, বৃহতী; হি. বড়ীখাতাই; তে. তেল্লামূলক; তা. পাপ্পারামল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে, কাণ্ড ও পত্র কণ্টকময়, কাঁটা চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পক্ষাকার, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পবৃন্ত $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুল $\frac{3}{4}$-১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ। ফল পীতবর্ণ। কঙ্কন দেশের গাছগুলির কাঁটা বিক্ষিপ্ত ও ফুল বৃহৎ হয়। পঞ্জাব দেশীয় গাছগুলির শাখা অনেক হয়, পত্র পাতলা ও ছোট। সম্বৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৃহতী দুই প্রকার—এক প্রকার বৃহতীর ফল ছোট, এই গাছগুলি সচরাচর রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়; আর এক প্রকার বৃহতী আছে তাহার ফল বড়, গাছ প্রায় ৬।৭ ফুট উচ্চ হয়, উহার কাঁটা প্রথমোক্তটির অপেক্ষা সরু, লম্বা ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঈষৎ বক্র, পত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, অনেক শাখাপ্রশাখা আছে, পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল বৃহৎ ও কিছু লম্বা। বৃহৎ বৃহতীর ফুল সকল সময়েই দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্বেত বৃহতীর ফুল সকল সময়ে দেখা যায় না।

ইহা দশমূল ক্বাথের একটী উপকরণ। বৃহতী রসায়ন, ধারক, পেটফাঁপা নিবারক এবং হাঁপানি, সর্দ্দি, পুরাতন জ্বর, পেটবেদনা ও কৃমির পক্ষে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার গুণ বিষয়ে হিন্দুদের সহিত একমত। চক্রদত্ত বলেন, ইহা সর্দ্দি ও জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিষ্ট বৃহতী ফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি পূরণ করিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে যোনিকণ্ডু আরাম হয় (সুশ্রুত)।

ক্ষুদ্র বৃহতী ফলের রস মধুর সহিত টাকের উপর প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ আরাম হয়।

শিশু স্তন্যপান করিয়া বমন করিলে বৃহতী ফলের রস মধু ও গব্যঘৃত যোগে লেহন করিলে বমন আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

বৃহতী বীজ চূর্ণ ও শুঁঠ চূর্ণ একত্রে নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলে রোগীর জ্ঞান হয় ও হাঁচি হয়।

ঘোলের সহিত বৃহতী মূল চূর্ণ খাইলে গ্রহণী আরাম হয়। সদ্য দধির সহিত বৃহতীদ্বয়ের মূল ও ছাল চূর্ণ সেবন করিলে অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চরক)।

শিশুকে পেঁচোয় পাইলে বৃহতী ফল গলায় বাঁধিয়া দিলে পেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়। (Fig. 415.)

416. S. torvum Swartz (গোঠবেগুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 345.

Ref.—F. B. I., iv, 234; Roxb., F. I., 572; B. P., ii, 746; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশে রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. গোষ্ঠবার্ত্তাকু; বা. গোষ্ঠবেগুন, গোঠ-বেগুন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ ও গাছ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৮-১২ ফুট উচ্চ হয়, রাস্তার কিনারায় ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বিভাগগুলি অগভীর, উপরে নরম লোম আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-১$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ; বীজ $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি এবং মসৃণ। ইহার বীজ শুষ্ক হইলে বৃহতী কিংবা বেগুন বীজ হইতে পৃথক করা যায় না। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বৃহতীর সমান বলিয়া আর পৃথক লিখিত হইল না। (Fig. 416.)

417. S. trilobatum Linn. (নাভিআঙ্গুরী)

Fig.—Wight, Ic., t. 854 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 678.

Ref.—F. B. I., iv, 236 ; Roxb., F. I., i, 511 ; B. P., ii, 747 ; Prain, H. H., 248 ; Voigt, H. S., 573.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক ; উ. নাভিআঙ্গুরী ; তে. মুণ্ড-লামুস্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬।১২ ফুট উচ্চ হয়। কাঁটাগুলি ছোট, শক্ত ও চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, বেগুন পাতার ন্যায়। বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি। পুষ্পের বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ½-১½ ইঞ্চি, ইহাতে বহু শক্ত ও বক্র কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক ১-১⅛ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল ⅙ ইঞ্চি মসৃণ, লালবর্ণ ও গোলাকার। বীজ ⅛ ইঞ্চি, মসৃণ। ফল লোকে খায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় এবং পত্র তিক্ত, কোষ্ঠবদ্ধে ইহার ক্বাথ ও গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল এবং ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহার হয় (Ainslie)। (Fig. 417.)

Genus—CAPSICUM Linn.

418. C. frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 56.

Ref.—F. B. I., iv, 239 ; Roxb., F. I., i, 574 ; B. P., ii, 749 ; Watt, ii, Pt. i, 237.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয় ; জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. ধানিলঙ্কা ; হি. গাছমরিচ ; তা. মুল্লাপ্পাই ; তে. মীরাপাকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র বোঁটার দিকে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ঈষৎ বক্র। কাঁচা লঙ্কা সবুজবর্ণ, পাকিলে লাল, লেবুরংবিশিষ্ট পীতবর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রং হয়। বীজ ফলে অনেক থাকে, দেখিতে বেগুন বীজের ন্যায়, চেপ্টা ও ক্ষুদ্র। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই জন্মে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় ডাক্তারেরা ইহা সান্নিপাতিক, অবিরাম জ্বর, শোথ, গেঁটে বাত, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহার করেন।

ইহা বাহিক প্রলেপ দিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে। ১০ গ্রেণ লঙ্কা বীজের গুঁড়া এক আউন্স গরম জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে, প্রবল জ্বরজনিত প্রলাপ দূর হয়।

C. acuminata Fing., C. abbreviata Fing., C. grossa Sendt. প্রভৃতি ৬ জাতীয় লঙ্কা আছে ; উহা লম্বা, সরু, মোটা প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট। এগুলি এদেশে চাষ হয় এবং বড় লঙ্কা, সূর্য্যমণি লঙ্কা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। ইহাদের গুণ সবগুলির সমান বলিয়া আর ভিন্নভাবে লিখিত হইল না। (Fig. 418.)

Genus—DATURA Linn.

419. D. fastuosa Linn. var. alba Linn. (ধুতুরা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 192 ; Eng. Bot., t. 935.

Ref.—F. B. I., iv, 242 ; Roxb., F. I., i, 561 ; B. P., ii, 751 ; Watt, iii, Pt. i, 32 ; Prain, H. H., 249.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই দেখা যায়, ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলপূর্ণ বাগানে, শস্যক্ষেত্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাপুষ্প, কণ্টফল ; বা. ধুতুরা ; হি. সফেদ ধুতুরা ; তা. ওমাতাই ; তে. উম্মেট্টা ; Eng. Thornapple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও মূল। মাত্রা, পত্রের রস কুকুর দংশনে ½-১ তোলা ; সাধারণ ৫ ফোঁটা ; বীজ ⅛ আনা ; মূল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৬ ফুট উচ্চ। পত্র ৭ ইঞ্চি লম্বা ৪ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ১-১¼ ইঞ্চি লম্বা ¼-½ ইঞ্চি চওড়া ; পুষ্পস্তবক ৩-৬ ইঞ্চি। বীজকোষ ১½-১ ইঞ্চি, গোলাকার, গায়ে কাঁটা আছে, ফিকে সবুজবর্ণ। বীজ লঙ্কা বীজের ন্যায়, কিঞ্চিৎ বৃহৎ। শ্বেতধুতুরার ফুলের উপরিভাগে ও ভিতরে বেগুনে রংএর দাগ আছে। ইহার ফুল এক স্তবক হয়, ফলে কখন হল্‌দে এবং কখন বেগুনে চিহ্ন থাকে। বেহার অঞ্চলে এক প্রকার ধুতুরা আছে, উহার পত্র বাসক ফুলের পত্রের ন্যায়। ফল ও ফুল প্রায় বৎসরের সকল সময়ে দৃষ্ট হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিদ্রা ও ধুতুরা পাতা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের বেদনা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ধুতুরা পাতার রস ৫ বিন্দু ঘোলের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনাশ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রুটী, ডাইল ও ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে ধুতুরার বীজ সেবন করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

ধুতুরার মূলের ছাল ৪ আনা পরিমাণ, ½ সের জলে মিশাইয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাতন চাউল পাক করিবে, পরে উহাতে ১ সের গব্য দুগ্ধ, অর্দ্ধপোয়া মিছরী এবং ½ ছটাক গব্যঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ২ বারে সেবন করাইলে উন্মাদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

এক সের ধুতুরা পাতার রস, হরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলাসহ এক সের সরিষার তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কানে দিলে কানের ঘা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

শীতল জলের সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ধুতুরা বীজ সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ আরাম হয়। ধুতুরা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়া বৈষম্য হইয়া ভয়ানক প্রলাপ উৎপন্ন হয়।

ধুতুরা নিউমোনিয়া ও রজঃকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর। ধুতুরার ধূম শ্বাসের পক্ষে হিতকর।

কামোন্মাদ, আত্মঘাতেচ্ছা, সূতিকা ও উন্মাদে ইহার ফল হিতকর। ধুতুরা পাতার রসে, অহিফেন ও পুনর্নবামূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও হাতপায়ের শোথ আরাম হয়।

ইহার পত্র হাঁপানি রোগে হিতকর। মালয় দ্বীপের লোকেরা ইহার পাতার সহিত মদ্য অথবা চাউলের গুঁড়া এবং জাফরান মিশ্রিত করিয়া কোন স্থানে ফুলিলে অথবা বেদনা হইলে প্রলেপ দেয়।

ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফুল গুঁড়া করিয়া পাতায় জড়াইয়া সিগারেটের ন্যায় ধূমপান করিলে হাঁপানির যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ইহার কাঁচা ফল সেবন করিলে দারুণ মত্ততা আনয়ন করে (Ainslie)। (Fig. 419.)

420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1396; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 28.

Ref.—F. B. I., iv, 242; Roxb., F. I., i, 561; Watt, iii, Pt. i, 32; B. P., ii, 751; Prain, H. H., 249.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়; বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে পতিত ভূমিতে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না।

বিভিন্ন নাম—বা. কালধুতুরা, কনকধুতুরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল ও বীজ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার সহিত শ্বেতধুতুরার সাদৃশ আছে তবে ইহার ফুল সাধারণতঃ বড়, শ্বেতবর্ণ কিংবা বেগুনে ; ২ স্তবক হয়, কখন বা ৩ স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে কাঁটা আছে, গোলাকার। পত্রবৃন্ত ১-২ ইঞ্চি ; বহির্ব্বাস ৩ ইঞ্চি লোমযুক্ত, ত্রিকোণাকার পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফল সবুজবর্ণ কাঁটায় আবৃত। ফলে বীজ ঘেঁসাঘেঁসিভাবে অনেক থাকে। বীজ মসৃণ, ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার পত্র, কাণ্ড ও ফল সমস্তই বেগুনে রংএর। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বিষাক্ত, বীজ খাওয়াইয়া অসৎ উদ্দেশ্যে লোককে অচেতন করে। ধুতুরা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে (K. L. Dey)। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া সিদ্ধির সহিত মিশ্রিত করিলে সিদ্ধির নেশা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন একটী পাত্রে ধুতুরা বীজ রাখিয়া জাল দিলে যখন ধোঁয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন কোন মাদক দ্রব্য উহাতে দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি রাখিলে মাদক দ্রব্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ইহার কয়েকটী বীজ, আকরকরার মূল (Anacyclus pyrethrum) এবং লবঙ্গ চিবাইয়া খাইলে কাশের উত্তেজনা অধিক হয় (Dr. Emerson)। ইহার বীজ, পত্র ও টাটকা রস মাদক ও আক্ষেপ নিবারক, এই ধুতুরা শ্বেতধুতুরা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং উভয় ধুতুরা সন্ন্যাস, অতিসার ও মাথাধরায় ব্যবহার হয়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার Alkaloid প্রস্তুত হয়, উহা বেলেডোনার সমান (K. L. Dey)।

ইহার কয়েকটী পাতার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানির উপশম হয় (Dr. Osward)। ধুতুরার টাটকা পাতার রস ফুলার প্রলেপ দিলে ফুলার উপশম হয় এবং টাট্‌কা রস চক্ষু উঠায় হিতকর। পাতার টাট্‌কা রস এক ফোঁটা কিংবা দুই ফোঁটা কানে দিলে কানের বেদনা আরাম হয় (T. N. Ghose)। আক্ষেপের সহিত হাঁপানির পক্ষে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিংবা মুসলমান হাকিমদের পুস্তকে ধুতুরার উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে যে ধুতুরা একটী অল্পদিন আবিষ্কৃত ঔষধ। (Fig. 420.)

Genus—HYOSCYAMUS Linn.

421. H. niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 196 ; Bot. Mag., t. 2394 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 687 B.

Ref.—F. B. I., iv, 244 ; Roxb., F. I., ii, 239.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর, গারওয়াল, সাহারানপুর। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. যমানী ; বা. হি. খোরাসানী যোয়ান ; তা. খোরাসানী যোমাম ; তে. খোরাসনী জামাম ; Eng. Henbane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, ফল।

বর্ণনা—সোজা খস্‌খসে গুল্ম, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি কিংবা লম্বা, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, ৫ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া, পত্রবৃন্ত ছোট। ফুলের বোঁটা ছোট, ফল ১-½ ইঞ্চি। ফুল বেগুনে কিংবা সবুজবর্ণ, শিরাগুলি বেগুনে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ₁⁄₁₆ ইঞ্চি (C. B. Clarke)। জুলাই আগষ্ট মাসে ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা কৃমিনাশক, হাঁপানি নিবারক, শান্তিকর ও আক্ষেপ নিবারক। স্নায়বিক রোগ, মানসিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা এবং অপরাপর মানসিক বিকার প্রাপ্ত রোগে ইহা হিতকর। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ বাত, গ্রন্থিস্ফীতি এবং ঘায়ে উপকার হয়। চক্ষু রোগে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ। (Fig. 421.)

422. H. muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 688.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; Boiss., Fl. Orient., iv, 293.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, কাবুল এবং সিন্ধুদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. পার্ব্বতীয় শন, কোহিবাঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, কতকটা পশমের মত, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ⅛-৩ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস কোমল লোমযুক্ত, ⅚ ইঞ্চি। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ; বীজকোষ ⅛ ইঞ্চি, বীজ ₁⁄₁₆ ইঞ্চি। জুলাই মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেলুচিস্থানে বহুপরিমাণে জন্মে, তথাকার লোকে ইহাকে Kohi-bung কিংবা Mountain Hemp বলে। ইহার বিষক্রিয়া অতিশয় অধিক বলিয়া কথিত আছে। ইহার ধোঁয়া নাকে দিলে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়; দুষ্ট লোকেরা ইহার ধোঁয়া লাগাইয়া লোকজনকে অচৈতন্য করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ইহার ধূমপান করিলে সমগ্র শরীর শুষ্ক বোধ হয় এবং অতিশয় মত্ততা ও সংজ্ঞাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। (Fig. 422.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

423. H. reticulatus Linn. (খোরাসানী জোয়ান)

Fig.—Commelyn, Hort., 77, t. 22 ; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412.

Ref.—Dymock, ii, 626 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., ii, 921.

জন্মস্থান—বেলুচিস্থান, বাগদাদ, খোরাসান।

বিভিন্ন নাম—বা. খোরাসানী জোয়ান ; তা. খোরাসানী যোমান ; তে. খোরাসানী বাসান ; Eng. Henbane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহা অপরাপর Hyoscyamus গাছগুলির মত, বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পত্র কর্ত্তিত, কাণ্ডে কাঁটা আছে। ফুলের কিনারাগুলি বেগুনে ; বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ফুল ও ফল জুলাই আগষ্ট মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরাপর গাছগুলির গুণের তুল্য। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার ব্যবহার জানিতেন না, কারণ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। মীর মহম্মদ হোসেন বলেন, এই গাছ তিন রকমের আছে—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লালবর্ণ। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ গাছই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার পত্রের টাটকা রস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এবং পত্র পেষণ করিয়া ময়দার সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়।

বালির সহিত ইহার পত্রের পুলটিস দিলে ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজ মদ্যে মিশ্রিত করিয়া বাতে, বক্ষস্থলের ফুলায় এবং গালগলা ফুলায় ব্যবহার হয়। বীজ ½ ড্রাম, ১ ড্রাম পোস্ত, মধু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ ও বাতের বেদনা আরাম হয়। ইহার বীজ ও সমপরিমাণ অহিফেন অতিশয় মত্ততা আনয়ন করে। বীজের গুঁড়া দন্তরোগে ও গর্ভাশয়ের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার রস ও বীজের পিষ্ট রস চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। বীজ ঘোটকীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া বন্য ষাঁড়ের চামড়ায় বাঁধিয়া কটিদেশে পরিধান করিলে স্ত্রীলোকদের গর্ভ হয় না (Dymock, ii, 628)।

ইহা আক্ষেপ নিবারক, অবসাদজনক, বেদনানিবারক এবং রতিশক্তি হ্রাসকারক, মস্তকের নার্ভের এবং মেরুদণ্ড-সংশ্লিষ্ট নার্ভের অবসাদকারক। ইহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে পেশীর অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। (Fig. 423.)

Genus—NICOTIANA Linn.

424. N. Tabacum Linn. (তামাক)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 191 ; Wight, Ill., t. 166 ; Lamk., Ill., t. 113 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 689A.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; B. P., ii, 752 ; Voigt, H. S., 516.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—আমেরিকা দেশীয় গাছ। সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. তাম্রকুট ; বা. তামাক ; তা. পুকাই-ইলাই ; তে. পোগাকু ; Eng. Tobaco.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, কাণ্ড ও সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা শুষ্কপত্র চূর্ণ ১/২-২ আনা ; পত্র রস ১/৪-১/২ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ ; পত্র লম্বা ও বৃহৎ, কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। বহির্ব্বাস ডিম্বাকৃতি গোলাকার, ৫ ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিকোণাকার। পুষ্পস্তবক লম্বা, ইহার মস্তক কলকের মত। বীজকোষ ১/২ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজ ছোট, ফলে অনেক থাকে, চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, আকারে পোস্ত অপেক্ষা ছোট, পোস্ত শ্বেতবর্ণ, ইহার বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ। ভারতে বহুপরিমাণে চাষ হয়। শীতের পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Royle বলেন যে তামাক গাছ পূর্ব্বে ভারতে ছিল না, ইহা ১৬০৫ খৃঃ পোর্টুগীজেরা দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করেন। কোন সংস্কৃত বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। তামাক ক্ষুধানাশ করে ও পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত জন্মায়, ইহা মনের উদ্বিগ্নতা ও ভীরুতা আনয়ন করে। ইহা স্মরণশক্তি কমাইয়া দেয় ও ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি আনয়ন করে। ইহা দোক্তার ন্যায় ব্যবহার করিলে spinal cordএর উত্তেজনা আনে এবং আক্ষেপ ও উত্তেজনা উৎপাদন করে। তামাকের ১/৩২ হইতে ১/১৬ গ্রেণ জিহ্বার জ্বালা উৎপাদন করে এবং লালা বাহির করিয়া দেয়। ইহা স্নায়ুসকলের উত্তেজনা আনয়ন করে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের জড়তা, নিদ্রাল্পতা, এলোমেলো স্বপ্ন, শ্রুতিহীনতা ও শ্বাসকষ্ট আনয়ন করে।

Makhzan-el-Adwin বলেন যে তামাকের ধোঁয়া বিষনাশক এবং কলেরা রোগীকে ইহার ধোঁয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহার ধোঁয়া হাঁপানির শান্তিকর, উপবাসের পর খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। তামাক গাছের ছাই তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ে দিলে ক্ষতস্থানের রক্তপাত দূর হয়। হুঁকার জল মূত্রকর, এবং হুঁকার কাই শোষঘায়ে দিলে উহা সারিয়া যায় ; চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয়।

তামাকের নস্য, চূন ও কাঠচাঁপার (Caulophyllum inophyllum) ছালের মলম করিয়া অণ্ডকোষে প্রয়োগ করিলে অণ্ডকোষ প্রদাহ আরাম হয়।

Dr. K. L. Dey তামাকের নিম্নলিখিত প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন :—

তামাক পাতার গুঁড়া	৭২ ভাগ	এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছয় মাস মাটীতে পুঁতিয়া পচাইতে হয়।
সুগন্ধি দ্রব্যের গুঁড়া	১৬ „	
গুড়	৮৮ „	
পাকা চাঁপাকলা	১৬ „	
পাকা কাঁঠাল	২ „	
পাকা আনারসের রস	১ „	

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২য় প্রণালী—

তামাক পাতার গুঁড়া	১২ ভাগ	এইগুলি মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পরে ব্যবহার চলে।
পাতার শিরার	৬ „	
সুগন্ধি দ্রব্য	২ „	
গুড়	২২ „	
গুঁড়া চুন	১ „	

তামাকের পাতা মত্ততা আনয়ন করে, ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি কমিয়া যায়, ইহা বমনকারক শ্বাসকাশ ও কফ নাশক। তামাক শুক্রপীড়া, দাঁতের বেদনা, শোথ নাশক ও বিছা, ভীমরুলের বিষ নাশক। তামাক কফঘ্ন ও আম নাশক, বিষমাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে এবং বক্ষ ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়। তামাক অতিমাত্রায় খাইলে পাকস্থলী ও কণ্ঠের উত্তেজনা হয়। অতিমাত্রায় তামাক খাইলে স্ত্রীসম্ভোগ ইচ্ছা কমিয়া যায় ও শরীরের অবসাদ জন্মে।

নাইকোটিন (nicotine) তামাকের একটী বিশেষ উপাদান, পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা হিতকর। ইহা শোথরোগে, শ্বাস, ঘুংড়িকাশি ও হিক্কায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের পাতা গরম করিয়া পেটে স্থাপন করিলে শূল ও পেট্‌কামড়ানি আরাম হয়। তামাক পাতায় শিলারস লাগাইয়া অণ্ডকোষে লাগাইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। অতিমাত্রায় তামাক সেবন করিলে, ক্ষুধানাশ, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্বরভঙ্গ, পেটবেদনা ও স্মৃতিশক্তিহীনতা হয় (Dymock, ii, 638)। (Fig. 424.)

Genus—PHYSALIS Linn.

425. P. minima Linn. (বনটেপারি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 71; Wight, Ic., t. 166B, Fig. 6.

Ref.—F. B. I., iv, 238; Roxb., F. I., i, 563; B. P., ii, 750; Watt vi, Pt. I, 224.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বনটেপারি; হি. তুলাটী-পাটী; তে. কুপাস্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও উদ্ভিদ।

বর্ণনা—নরম লোমযুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার শাখাগুলি সরলভাবে জন্মে এবং গাছ ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র ২ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, পাতার প্রান্তগুলি করাতের ন্যায় কর্ত্তিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোঁটা ১ ইঞ্চি : ফুল এক একটী জন্মে, বৃন্ত লম্বা ও অবনত, পীতবর্ণ $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি। ফল $১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া, লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, ব্যাস $\frac{১}{১২}$ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল বলকারক, মূত্রকর এবং বিরেচক (Stewart) ; ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। কঙ্কনদেশে এই গাছের পিষ্ট অংশ চাল ধোয়া জলের সহিত শ্লথ স্তন দৃঢ় করণে প্রয়োগ করে (Dymock)।

Genus—WITHANIA Pauq.

426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv., t. 55 ; Wight, Ic., t. 853.

Ref.—F. B. I., iv, 239 ; Roxb., Fl. I., i, 561 ; B. P., ii, 750 ; Prain, H. H., 249.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে জন্মে ; উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া জেলার বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. অশ্বগন্ধা ; তা. আমকুলাঙ্গ ; তে. পিনিরু ; Eng. Winter cherry.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও মুল, বীজ, মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা ; ক্ষার ২-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ১-৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখাগুলি গোলাকার, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, পত্রে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{৪}$-$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। ইহার ফুল পত্রের বৃন্তদেশ হইতে বাহির হয়। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, ছোট কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত কিংবা পীতবর্ণ। পুংকেসর লম্বা। ফল মটরের ন্যায়, $\frac{১}{৪}$-$\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ। বীজ $\frac{১}{১২}$ ইঞ্চি, মসৃণ ও চেপ্টা। শিকড় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ; শিকড়ের গন্ধ ঘোড়ার গন্ধের ন্যায় বলিয়া ইহাকে অশ্বগন্ধা বলে। অক্টোবর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল বলকারক, রসায়ন ; ইহা বালকদিগের দৌর্ব্বল্য, ক্ষয়রোগে ও বৃদ্ধদিগের বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dutta)।

বন্ধ্যা স্ত্রী ঋতুস্নানের পর অশ্বগন্ধার ক্বাথ গব্যঘৃত যোগে পান করিলে উহার গর্ভ সঞ্চার হয়।

ক্ষয়কাশে অশ্বগন্ধার শিকড়ের ক্বাথ ১ ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়। এই ঘৃত সেবন করিলে বালকদের পুষ্টি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যুক্ত বেগুনে। পাপড়ি ⅛-১ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১-⅓ ইঞ্চি, মাংসল। পুংকেসর খর্ব্ব ও বিস্তৃত, পশমময়; পঞ্চম পুংকেসর অপর ৪টী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীকেসর ২½ ইঞ্চি। ফল ১-৩ ফুট লম্বা ২-৩½ ইঞ্চি চওড়া, কিনারা কতক পরিমাণে বক্র; বীজকোষের আবরণ কাষ্ঠের মত শক্ত ও চেপ্টা। বীজ পক্ষ সহিত ৩ ইঞ্চি লম্বা ১⅓ ইঞ্চি চওড়া। ফল চেপ্টা লম্বা, দেখিতে তরবারির ন্যায়; দুইদিকই ক্রমশঃ সরু (Hook. & C. B. Clarke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দশমূল পাচনের একটী মসলারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা ধারক, বলকারক এবং উদরাময় ও রক্তআমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ। শার্ঙ্গধর ইহার ঝলসান শিকড়ের রস, শিমুলের আঠা উদরাময় ও রক্তআমাশয় রোগে বিধান দেন। তিনি বলেন যে ইহার শিকড়ের ছাল তিল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে কর্ণশূল ও কানের পুঁজ আরাম হয়।

নিঘণ্টুকার মতে ইহা পরিপাককারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, তিক্ত, ধারক, স্নিগ্ধকর, কিরকিরে, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কফ নাশক। বলদের কাঁধে ঘা হইলে কৃষকেরা সমপরিমাণ হরিদ্রা-যোগে ইহার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

Dr. Rheede বলেন ইহার ছাল ঘায়ে, কর্ত্তিতস্থানে ও ভগ্নস্থানে প্রয়োগ করিলে উহা আরাম হয়। ইহার শিকড়ের কাথ শোথের পক্ষে হিতকর। Dr. B. Evers বলেন ইহার ছালের কাথ বাতজনিত ফুলায় বিশেষ হিতকর। শোনা ছালের কাথে বাত ধোয়াইয়া বহুসংখ্যক রোগী আরাম হইয়াছে। ইহা একটী পরীক্ষিত ঔষধ। মাত্রা—গুঁড়া ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ, দিবসে ৩ বার; ১ আউন্স শিকড়, ১০ আউন্স জল, অবশেষ ১ আউন্স, দিবসে ৩ বার। ইহার গুঁড়া ইপিকাকের গুঁড়া অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহার কোন জ্বরনাশক শক্তি নাই (Dymock, iii, 16)।

ইহার কচি ফল পেটফাঁপা ও পেটের দোষ নিবারক। শোনা বীজ বিরেচক (Plants of Chutia Nagpur, 125)।

ইহার মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে পেঁচো পাওয়া বালককে স্নান করাইলে উক্ত রোগ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

শোনা ছালের কাথ বেদনা নিবারক বলিয়া শোথ ও বাতরোগীকে স্নান ও ধাবন জন্য প্রয়োগ হয়। (Fig. 436.)

Genus—STEREOSPERMUM Cham.

437. S. chelonoides DC. (পীতপাটলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1341; Bedd., Fl. Sylv., t. 72; Rheede, Hort. Mal., vi, 26.

51—1034B

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iv, 382 ; Roxb., F. I., iii, 106 ; B. P., ii, 790. এক্ষণে ইহাকে S. tetragonum DC. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ধারমারু, পীতপাটলা, আটকাপালি ; হি. পাদরী ; তা. কানাবিরু-খাম ; তে. তাগাদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ ৩০-৬০ ফুট উচ্চ। বসন্তকালে পত্র পড়িয়া যায়, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের ছাল কর্কের মত। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সৌগন্ধযুক্ত ; বহির্ব্বাস ⅜ ইঞ্চি, তিনটী দাঁতবিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ, বেগুনে এবং লাল রংযুক্ত। বীজাধারের মধ্য শিরা উন্নত। ফল লম্বাকৃতি, নরম এবং বক্র, ১০-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ⅜ ইঞ্চি চওড়া ও মসৃণ ; বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতের শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র ও ফুলের ক্বাথ জ্বরনাশক (T. N. Mukherjee)। ইহার পাতার রস লেবুর রসের সহিত ব্যবহার করিলে উন্মাদ রোগ আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 437.)

438. S. suavolens DC. (পারুল)

Fig.—Wight, Ic., t. 1342 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 708.

Ref.—F. B. I., iv, 382 ; Roxb., F. I., iii, 104 ; B. P., ii, 790.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্বেতপাটলা, মুস্কক, মধুদূতী (Messenger of Spring) ; বা. পারুল ; হি. পাদ ; তা. পাদরি ; তে. কালগোরু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

বর্ণনা—৩০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতাভ ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে, পালিশ করিলে ভাল দেখায় (Gamble)। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পক্ষাকার ; পত্রিকা ৭-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া ; বোঁটা ⅒ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ফিকে অথবা ঘনবেগুনে, ফুল তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। বহির্ব্বাস ⅜ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, ২-৫ অংশে বিভক্ত, অতিশয় খর্ব্ব ও বিস্তৃত। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুষ্পাধার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘণ্টার ন্যায়। পাপড়ির এক একটী অংশ গোলাকার। ফল ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, ৪টী শিরাবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ¼-১¼ ইঞ্চি, মধ্যস্থল গভীরভাবে খাঁজকাটা। ফল সরল ও গোলাকার, ১২-২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¾ ইঞ্চি চওড়া। ফলের পরদাগুলি পুরু এবং কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত (Brandis)। পূর্ব্বকালে পারুল ফুল জলে ফেলিয়া জল সৌগন্ধ করা হইত, এই কারণে ইহার আর একটী নাম অম্বুবাসিনী। ইহার ফুল গ্রীষ্মকালে হয়। শীতকালে ফল পাকে।

পারুল দুই জাতীয় আছে ; একপ্রকার গাছের ফুল পীতবর্ণ—ইহার পত্র দণ্ডের দুই দিকে ৪ জোড়া এবং সম্মুখে ১টী পত্র জন্মে, শুঁটী দীর্ঘ ও পাতলা ; শ্বেত পাটলার ফুল তাম্রাভ শ্বেতবর্ণ—ইহার পত্র ৩।৪ জোড়া হয়, প্রথম জোড়া বড় পরে ক্রমশঃ ছোট পাতা হয়, ফুলের গন্ধে রাত্রি আমোদিত হয়! ভাবমিশ্র শ্বেত পাটলাকে মুস্কক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, শ্বেতপুষ্প পাটলাকে ঘণ্টাপারুলও বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে ঘুংড়িকাশি আরাম হয়। শিকড়ের ক্বাথ দশমূল পাচনের উপকরণ। ইহা শান্তিকর, মূত্রকর, বলকারক। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

তাঞ্জোর দেশে ইহার ফুলে মিঠাই প্রস্তুত করিয়া রসায়নরূপে ব্যবহার করে। ইহার পত্র বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ আরাম হয় (চরক)।

পারুলের ফুল ও ফলের রসের সহিত কলাই পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

পটোল ও পারুলের ছালের ক্বাথ, ধনে, শুঁঠচূর্ণযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

পটোলপাটলাক্বাথো ধান্যনাগরকান্বিতঃ।
জলেনহিতকঃ প্রোক্তশ্চাম্লপিত্ত নিবারণঃ॥ চক্রদত্তঃ

পাটলার ক্ষার ছাগী মূত্রের সহিত পান করিলে শর্করারোগ আরাম হয়। (Fig. 438.)

LXXVI. PEDALINEAE

Genus—MARTYNIA Linn.

439. M. diandra Glox. (বাঘনখা)

Fig.—Bot. Reg., xxiii, t. 2001 (1837).

Ref.—F. B. I, iv, 386 ; B. P., ii, 791 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—পশ্চিম বঙ্গে, সুরকীর গাদা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে জন্মে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘনখা ; হি. বিচু ; সামতাল—বাঘনকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ ; এক্ষণে গঙ্গার কিনারায় ও গ্রামের জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। পত্র বৃহৎ, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল গোলাপ ফুলের মত রংবিশিষ্ট, দেখিতে তিল ফুলের মত। ফল কাষ্ঠময়, বোঁটা আছে, দুই দিকে নখের ন্যায় বক্র কাঁটা আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল ঘর্ষণ করিয়া দষ্ট স্থানে দিলে বোল্‌তা ও বিছার বিষ আরাম হয় (Dymock)। (Fig. 439.)

Genus—PEDALIUM Linn.

440. P. Murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1615 ; Lam., Ill., t. 538 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 74.

Ref.—F. B. I., iv, 386 ; Roxb., F. I., iii, 114 ; Rheede, x, 32 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যা প্রদেশে বালুকাময় স্থানে ও সমুদ্রের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বড় গোক্ষুর ; তে. পেদ্দা-পাল্লেরু ; তা. পেরু-নারেসদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও কাণ্ড।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পত্র ত্রিপত্রবিশিষ্ট, ডাঁটার দুইদিকে পক্ষাকারে থাকে, ১-১½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পত্রের বৃন্তদেশ সরু কিংবা মোটা। বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। ফুল গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, বক্র পুষ্পদণ্ডে থাকে। বহির্ব্বাস ছোট, বিস্তৃত, ফুলে ৫টী পাপড়ি আছে। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফল ¾ ইঞ্চি, উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে, নিম্নদিকে সরু ছোট বোঁটায় থাকে, চারিটী কোণবিশিষ্ট, প্রত্যেক কোণে কাঁটা আছে। ফলের ছাল কাষ্ঠের মত শক্ত। শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার গুঁড়া ১ ড্রাম দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে গনোরিয়া ও গনোরিয়া জনিত বাত আরাম হয়। টাট্‌কা গাছ দুগ্ধ কিংবা জলে বাটিয়া চিনির সহিত খাইলে তীব্র গনোরিয়া আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফল দোকানে বড় গোক্ষুর নামে খ্যাত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Dr. Emerson বলেন যে ইহার রস চক্ষুরোগে হিতকর। চক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিতে হয়।

ইউরোপে সম্প্রতি ইহা স্বপ্নদোষ, মূত্ররোগ ও ধ্বজভঙ্গে ব্যবহার হয় (Practitioner, xvii, 381)। ফলের ১ আউন্স রস ১ পাইন্ট পরিশ্রুত জলে দিয়া প্রত্যহ খাইতে হয় (Dymock)।

ইহার ফলের রস খাইলে স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু আনয়ন করে। গোক্ষুর সূতিকাজ্বরে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া যায়; শিকড়ের ক্বাথ পিত্ত নাশক (Watt)।

ইহার টাট্‌কা পাতা এবং ডাঁটা শীতল জলের সহিত ছেঁচিয়া রস বাহির করিলে একপ্রকার আঠার মত পদার্থ হয়, দেখিতে ডিম্বের শ্বেত অংশের মত। ইহা গনোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার পুলটিস দেয় এবং রস একটী উৎকৃষ্ট পানীয় (Dymock)। (Fig. 440.)

Genus—SESAMUM Linn.

441. S. indicum DC. (তিল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, 54 & 55; Wight, Ill., t. 163.; Bot. Mag., t. 1688; Lam., Ill., t. 528.

Ref.—F. B. I., iv, 387; Roxb., F. I., iii, 100; B. P., ii, 792; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. তিল; হি. মিঠাতিল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল এবং সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—তিল গাছ ১-২ ফুট উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, গাছে ছোট বড় পাতা হয়, উপরের পাতা সরু এবং লম্বা, মধ্যের পাতা ডিম্বাকৃতি ও ক্ষয়প্রাপ্ত, নিম্নের পাতা পাকান। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি। ফুল ½ ইঞ্চি, এক একটী কখন বা ২।৩টী হয়। ফুলের পাপড়ি ¾ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক কোমল ও লোমযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ বা লালবর্ণ বা পীতবর্ণের দাগ বিশিষ্ট। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, উপরদিকে মোড়া থাকে। বীজ ধূসরবর্ণ, মসৃণ এবং কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে কৃষ্ণ, শ্বেত ও লালবর্ণ তিন প্রকার তিলের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণতিল ঔষধে ব্যবহার হয়। রক্ততিলকে রামতিল বলে; ইহার গাছ কৃষ্ণতিলের মত, ফুল চিত্রবিচিত্র, পত্র কৃষ্ণতিল অপেক্ষা বড়। কৃষ্ণতিলে অধিক তৈল থাকে। তিল ২।৩ বার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পেষণ করিতে হয়, নতুবা ইহার তৈল সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিল স্তন্যবর্দ্ধক, মূত্রকর ও বলকারক। ইহা অর্শের পক্ষে হিতকর। তিল জলে বাটিয়া মাখনের সহিত রক্ত অর্শে প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তিলের মিষ্টান্ন করিয়া খাইলে অর্শের উপশম হয়। তিল ও তিলের তৈল শান্তিকর, রক্ত আমাশয় নাশক ও মূত্রযন্ত্রের রোগ নাশক। বীজের তৈল ধাতুকর। ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। তিলের সহিত তিসি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কামোত্তেজক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। তিলের প্রলেপ দিলে দগ্ধজনিত ক্ষত আরাম হয়। তিল পত্রের লোশন দিয়া কেশ ধৌত করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তিলের শিকড়ের কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার শক্তি আছে (Dymock)।

কথিত আছে তিল অধিক পরিমাণ ব্যবহার করিলে গর্ভপাত হয়। ঋতুনাশ রোগে একমুঠা তিল বাটিয়া ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

Dr. Evans বলেন তিলের পত্রের রস ব্যবহার করাইয়া তিনি ১৬টী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন। এই ঔষধ ৬৷৭ দিন ব্যবহার করিতে হয়। তিনি বলেন ১০ গ্রেণ মাত্রা তিলের গুঁড়া দিবসে ৩ বার খাওয়াইয়া ৩টী বাধক রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

কাঁচা বেলের শাঁস, দধির সর ও তিল তৈল সমভাগ লইয়া পাক করিয়া সেবন করিলে আমাশয় আরাম হয় (চরক)। ৮ তোলা তিল পেষণ করিয়া প্রতিদিন ভোজন করিলে ও পরে জল পান করিলে শরীরে পুষ্টি ও দন্ত দৃঢ় হয় (বাগভট্ট)। দগ্ধ তিলের ক্ষার দধি ও মধু যোগে পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয় (হারীত)।

গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগ মধু ও ঘৃত যোগে পেষণ করিয়া মাথায় লাগাইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়।

কুল মূলের কল্ক, তিল কল্কের রসসহ ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কৃষ্ণতিলের ক্বাথে স্নান করিলে তিমির রোগ আরাম হয়, ইহা চক্ষুর পক্ষে হিতকর (বঙ্গসেন)।

বদরীমূলকল্কন্তু তিলকল্কং তথৈব চ।
সংগৃহ্য সরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ ॥
স্নানং কৃষ্ণতিলৈশ্চাপি চক্ষুষ্যং তিমিরাপম্। বঙ্গসেন

গোক্ষুরস্তিলপুষ্পাণি তুল্যে চ মধুসর্পিষী।
শিরঃ প্রলেপিতং তেন কেশৈঃ সমুপচীয়তে। ভাবপ্রকাশঃ

তিলতৈলে অনেক ঔষধ ও কেশতৈল প্রস্তুত হয়। (Fig. 441.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

LXXVII ACANTHACEAE

Genus—CARDANTHERA Buch-Ham.

442. C. uliginosa Buch-Ham. (কালা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 713.

Ref.—F. B. I., iv, 405 ; Roxb., F. I., iii, 52 ; B. P., ii, 799 ; Prain, H. H., 256.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম, ১ ফুট লম্বা, কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি এবং লোমযুক্ত। পক্ষাকার ½-১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল ১-৩টী এক সঙ্গে হয়; পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত, পাপড়ি লোমযুক্ত, একটী অপরটী অপেক্ষা লম্বা। পুষ্পস্তবক ⅓-½ ইঞ্চি। বীজাধার ¼-⅓ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত বীজ অনেক থাকে; বর্ষার পরে গাছগুলি দেখা যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস লবণের সহিত খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয় (Balfour)। (Fig. 442.)

Genus—HYGROPHILA R. Br.

443 H. spinosa Anders (কুলেখাড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 449 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 714.

Ref.—F. B. I., iv, 408 ; Roxb., F. I., iii, 50 ; B. P., ii, 802 ; Watt, iv, Pt. I, 316 ; Prain, H. H., 256.

আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Asteracantha longifolia Nees বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের ধান জমির মধ্যে ও পুকুরের কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে; বোটানিক গার্ডেনের পুকুরের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কোকিলাক্ষ; বা. কুলেখাড়া, কাঁটাকলিকা; হি. গোক্ষুর, তালমাখনা; তে. নিগুরী-তেরু; তা. নির্মল্লি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র ও বীজ। মাত্রা, মূল-ক্বাথ ৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সচরাচর জলার ধারে আর্দ্রস্থানে জন্মে; ইহার পত্র ও কাঁটাগুলি উর্দ্ধদিকে উন্নত; কাণ্ড মোটা ও নরম; গাছের প্রত্যেক গাঁইটে কাঁটা আছে, কাঁটা শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা; প্রত্যেক গাঁইটে ৬টী পত্র হয়, বাহিরেরগুলি ৪-৫ ইঞ্চি এবং ভিতরেরগুলি ১½ ইঞ্চি, পত্রের গোড়া হইতে পীতবর্ণের ধারাল কাঁটা বাহির হয়। ফুল উজ্জল বেগুনে বা লালবর্ণ, কখন শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, প্রত্যেক বীজকোষে ৪-৮ বীজ থাকে। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও বলকারক। ইহার শিকড়, বীজ এবং গাছের ছাই সচরাচর শোথের সহিত পিত্ত প্রকোপ, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ বাতে ব্যবহার করেন। ইহার ৩ ড্রাম পরিমাণ বীজ, চিনি দুগ্ধ ও মদ্যের সহিত ব্যবহার করিলে কাম উদ্দীপ্ত হয়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

Ainslie বলেন যে ইহার গুণ কণ্টিকারির তুল্য। Dr. Rheede বলেন যে মালাকা দেশে ইহার শিকড়ের ক্বাথ মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়; ইহা শোথ ও পাথরী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ (মাত্রা ½ চামচ, দিবসে ২ বার)।

অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে ও Pharmacopoeia Indica মতে ইহা মূত্রকর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বম্বে প্রদেশে অনেক ঔষধের দোকানে ইহার বীজ বিক্রয় হয় (Dymock)।

ইহা গনোরিয়া ও মেহ রোগে দুগ্ধ ও চিনির সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ মুখে দিলে আঠার মত জিহ্বায় লাগিয়া যায় ও বড় বিস্বাদজনক গন্ধ হয়। ইহা শোথ রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহার মূত্রকর গুণ নিশ্চয়রূপে স্থির হইয়াছে (Dr. Gibson)।

গোক্ষুর কুলেখাড়া এবং এরণ্ডমূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী আরাম হয় (চরক)।

আলকুশী, কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ, চিনি ও গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিলে একটী উৎকৃষ্ট বাজীকরণ হয় (সুশ্রুত)।

শুষ্ক কুলেখাড়ার মূলের ছাই, গোমূত্র কিংবা গরম জলের সহিত পান করিলে শোথ আরাম হয় চক্রদত্ত)।

চিনির সহিত কুলেখাড়া মূল উত্তমরূপে চর্ব্বণপূর্ব্বক ইহার রস প্রসূতির কানে দিলে শীঘ্র প্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

সিতয়া চর্ব্বণং কৃত্বা কোকিলাক্ষস্য মূলকম্।
তৎকর্ণপূরণেনাশু সুখং নারী প্রসূয়তে॥ বঙ্গসেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুলেখাড়ার ক্বাথ পান করিলে বা মূল মস্তকে বাঁধিলে নিদ্রাহীন মনুষ্য সত্বর নিদ্রালাভ করে।

কাকজঙ্ঘা ত্বপামার্গঃ কোকিলাক্ষঃ
ক্বাথো নিদ্রাকরঃ শীঘ্রং মূলং বা বান্ধয়েচ্ছিখাম্। হারীতঃ (Fig. 443.)

444. H. salicifolia Nees (কাকনাসা)

Fig.—Wight Ic., Pl., Ind. Or., iv, t. 1490.

Ref.—F. B. I., iv, 407 ; Dalz. & Gibs., Bom. Fl., 184 ; Roxb., F. I., iii, 50.

আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে H. angustifolia R. Br. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে ও সিংহলে সাধারণতঃ জন্মে ; বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. কাকনাসা ; হি. কাউয়াডোরী ; Eng. Indian perry.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-⅓ ইঞ্চি চওড়া ; উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু, লম্বাকৃতি ; বোঁটা ক্ষুদ্র। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ফলের মূলে বিভক্ত। পাপড়িগুচ্ছ ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ফিকে বেগুনে রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী। বীজকোষ ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা ইহাতে ২০-২৮টী বীজ থাকে (T. Anders, Journ. Linn. Soc., ix, 456)। ইহার, কয়েকটী উপজাতি আছে, যথা H. asaurgens, H. dimidiata (Wall. Pl. As. Rar., iii, 81), H. obovata (Wall. Pl. As. Rar., iii, 81)। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাকনাসা আবের পক্ষে অতি হিতকর ঔষধ। (Fig. 444.)

Genus—ADHATODA Nees

445. A. Vasica Nees (বাসক)

Fig.—Lam., Ill., t. 12 ; Bot. Mag., t. 861 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722A.

Ref.—F. B. I., iv, 540 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 819 ; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভিন্ন নাম—সং. বাসা, সিংহমুখী, সিংহপর্ণী, অরাষক ; বা. বাসক ; হি. অরূষ ; তা. এধাডোড্ ; তে. আদাসরা ; Eng. Malabar nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, পত্র, মূল, পুষ্প। ত্বক ক্বাথ, ৫-১০ তোলা, পত্ররস, ১-২ তোলা ; মূলের ত্বক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়, কখন কখন ২০ ফুট উচ্চ দেখা যায়।. পত্র ৮-৩ ইঞ্চি, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ডের পত্র ⅝-⅞ ইঞ্চি, স্থানে স্থানে বসা। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পনল ⅙-½ ইঞ্চি, অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুলের ডোরাগুলি গোলাপী। পুংকেসর লোমযুক্ত ; গর্ভাশয় ও গর্ভকেসর ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅞ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত ; বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত। শ্বেত ও তাম্র ভেদে বাসক দুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক অধিক উচ্চ হয় না ; ইহার কাণ্ড সরল, শাখা গোলাকার, পত্র লম্বা, বোঁটা ছোট, ফুল শাখার অগ্রবর্ত্তী পুষ্পদণ্ডে চিহ্নিত দলমিলিত—ইহার নাম সিংহাস্য ; দলের অগ্রভাগে বেগুনে রংএর চিহ্ন আছে। তাম্রপুষ্প বাসকের পত্র গাঢ় হরিদ্বর্ণ, মোটা ডালের গাঁইট লালবর্ণ, ইহা কম তিক্ত ; বঙ্গদেশে এই বাসক প্রায়ই দেখা যায় না ; তাম্রপুষ্প বাসকের নাম অসিতপর্ণা। রক্তপুষ্প বাসক অধিক গুণসম্পন্ন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাসকের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাসক গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। ইহা আক্ষেপ নিবারক, সর্দ্দিনাশক, ও ক্ষয়কাশ এবং হৃদযন্ত্রের রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ পৈত্তিক ও সর্দ্দিজ্বরে বিশেষ হিতকর। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার পাতার রস ১ তোলা মধু ও পিপুলের সহিত সর্দ্দিতে বিধান দেন।

বাসাদ্রাক্ষাভয়াক্বাথঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্তি রক্তপিত্তার্ত্তিং শ্বাসকাসঞ্চ দারুণম্॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরন্তথা।
কেবলো বাসকক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ॥ শার্ঙ্গধরঃ

বাসক, কিসমিস ও হরীতকীর ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে দারুণ রক্তপিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। বাসকের ক্বাথ কেবলমাত্র মধুর সহিত পান করিলেও ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্ত জ্বর নাশ হয়।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা।
কাসঘ্নঃ পিপ্পলীচূর্ণযুক্তঃ ক্ষুদ্রামৃতাস্তথা॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাসক কণ্টিকারী ও গুলঞ্চের শিকড়ের ক্বাথ সর্ব্বসমেত ২ তোলা মধুর সহিত পান করিলে জ্বর ও কাস আরাম হয়। কণ্টিকারী ও গুলঞ্চের ক্বাথ এবং পিপুলচূর্ণ সহ ইহা পান করিলে কাস বিনষ্ট হয়।

বাসকস্য রসপ্রস্থং মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পল্যাদ্বিপলং তাবৎ সর্পিষশ্চ শনৈঃ পচেৎ॥
তস্মিন্ লেহত্বমায়াতে শীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো লীঢ়ো লেহোঽয়মুত্তমঃ॥
হন্তেব রাজযক্ষ্মাণঃ কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলং চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥ ভাবপ্রকাশঃ

বাসক পাতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, পিপুল ১৬ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া ঘন কর। শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু যোগ করিয়া বেশ মিশ্রিত করিলে বাসকাবলেহ প্রস্তুত হয়। উহা সর্দ্দি, ক্ষয়কাস ও হাঁপানির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১ কিম্বা ২ তোলা।

বাসক ক্ষয়কাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যতদিন বাসক পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন ক্ষয়কাস রোগীকে আর নিরাশ হইতে হইবে না।

নির্ঘণ্টকার বলেন, ইহা শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, রক্তের পরিশোধক এবং হাঁপানি, সর্দ্দি, জ্বর, বমন, গনোরিয়া, কুষ্ঠ এবং ক্ষয়কাস নিবারক। Makhzen-el-Adwiya বলেন যে বাসকের কাষ্ঠ দাঁতন ও বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল পিত্ত, রক্তের উত্তাপ ও গনোরিয়া নাশক। বাসকের শিকড় সর্দ্দি, হাঁপানি, জ্বর ও গনোরিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাসকের ফল বালকদের গলায় বাঁধিয়া দিলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার পত্র, ফুল ও শিকড় সিংহলের লোকে আক্ষেপ ও হাঁপানিতে ব্যবহার করে।

পুরাতন বক্ষপ্রদাহ, হাঁপানি এবং সর্দ্দিজনিত পীড়ায় ইহা একটী প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ (Jackson & Dutt)।

ইহার পাতার চুরুট ব্যবহার করিলে হাঁপানির উপশম হয়। বাসক পত্র জমিতে ছড়াইয়া দিলে উহাতে অপর কোন জলীয় গুল্ম জন্মিতে পারে না বলিয়া প্রবাদ আছে। বাসক পাতার ক্বাথ ভেক জলৌকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে বিষতুল্য।

বাসক বিষদোষ ও ক্রিমি নাশক। Dr. Drury বলেন যে বাসকপাতা কণ্টিকারী ও Solanun trilobatum Linn. (অলর্ক) পাতার ক্বাথ একত্রে পান করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

বর্ম্মাদেশীয় লোকে আঘাতজনিত স্থানে ইহার টাট্‌কা পাতার পুলটিশ দেয় ও ইহার পিষ্ট রস সর্দ্দিতে ব্যবহার করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পানীয় জলে বাসক পাতা দিলে যাবতীয় রোগের বীজাণু মরিয়া যায়।

কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠ ও পাঁচড়ায় লেপন করিলে তিনদিনের মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায়।

বাসকের ক্বাথ বক্ষ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং চিনির সহিত ইহার ক্বাথ খাইলে বালকদের সর্দ্দি আরাম হয়। বাসক পাতা দিয়া ফল রাখিলে ইহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। যক্ষ্মারোগে ভারতের বহুস্থানে বাসক ব্যবহার হয়। বাসক পাতার Alchoholic extract দ্বারা মশা, মাছি প্রভৃতি মরিয়া যায়—ইহা মশা মাছির পক্ষে বিষবৎ। বাসকের মূল, পত্র, শাখা ও পুষ্প একত্রে পেষণ করিয়া যে ক্বাথ হয় উহার সহিত ঘৃত সেবন করিলে যক্ষ্মা, প্রবল কাস, পাণ্ডু ও শ্বাস আরাম হয় (সুশ্রুত)।

চিনি ও মধুর সহিত বাসক পাতার রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বাসকের পত্র ও ফুলের রস চিনি ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত, কাসসংযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বাসক পাতা গোমূত্রে পেষণ করিয়া ৩ দিন কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। বাসকের মূল কটিতে বাঁধিয়া দিলে এবং ইহা পেষণ করিয়া নাভিতে ও যোনিদেশে প্রলেপ দিলে প্রসূতি সুখে প্রসব করে (চক্রদত্ত)। কফজনক হামে বাসক পত্র মধুযোগে পান করিলে হাম আরাম হয়। (Fig. 445.)

Genus—ANDROGRAPHIS Wall.

446. A. paniculata Nees (কালমেঘ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., t. 56; Bentl. & Trim., t. 197; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722 B.

Ref.—F. B. I., iv, 501; Roxb., F. I., i, 117; B. P., ii, 809; Watt, i, Pt. i, 240; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান- সমগ্র ভারতবর্ষ, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মহাতিক্ত, ভূনিম্ব, কিরাত; বা. কালমেঘ; হি. মহাতিয়া; তে. বেলাবেমু; তা. নীলা বেম্বু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, পাতার রস। মাত্রা, কল্ক ১-৪ আনা; ক্বাথ ৫-১০ তোলা; বালকের পক্ষে ১০-২০ ফোঁটা।

বর্ণনা- সরল বর্ষজীবী গুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি চতুষ্কোণ, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ সরু, প্রধান শিরা ৪-৬টী, জোড়া জোড়া, বোঁটা ক্ষুদ্র অথবা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

¼ ইঞ্চি। ফুল ছোট, এক একটী হয়, বিস্তৃত ও স্ফুটিত। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, ⅔ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। পুংকেসরদণ্ড লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। কোষের মধ্যে বীজ অনেক থাকে, উহা চতুষ্কোণ ও কোমল লোমযুক্ত। বর্ষার শেষ হইতে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কালমেঘ অতিশয় তিক্ত, ইহা হইতে স্ত্রীলোকেরা আলুই প্রস্তত করে। কালমেঘ পাতার রস, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ এই গুলি পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। ইহা বালকদের পেটকামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধে প্রয়োগ হয়।

ইহার শিকড় ও পত্র জ্বর নাশক, উদরাময় নিবারক, বলকারক, ক্রিমিনাশক ও বায়ুপিত্তকফের দমন কারক। ইহা সাধারণ দৌর্ব্বল্যে, রক্ত আমাশয়ে ও কয়েক প্রকার অম্লরোগে ব্যবহার হয়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে Gipsy জাতীয় লোকেরা ইহার টাট্‌কা পাতা ও তেঁতুল যোগে এক প্রকার বটিকা প্রস্তত করে; উক্ত ঔষধ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া খ্যাত। একটী বটিকা জলে পেষণ পূর্ব্বক আঠার মত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দেয় এবং ইহার কিয়দংশ চক্ষে প্রলেপ দেয়। দুইটী বটিকা ১ ঘণ্টা অথবা ২ ঘণ্টা অন্তর একমাত্রায় খাওয়ান হয়।

কালমেঘ, ঈশের মূলের পত্র এবং অশ্বগন্ধার ত্বক দিয়া যে ঔষধ হয় উহা দেশীয় হাকিমেরা বলকারক, উপদংশনাশক ও উপদংশজনিত ক্ষতনাশক বলিয়া বিধান দেন। অনেক রোগীকে ইহা দিয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে (Morris, Watt's Dic.)।

ইহাকে দেশীয় চিরেতা বলে, বিলাতে ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কালমেঘ গাছ বর্ষার শেষে সংগ্রহ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, অনন্তর উহা বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা হইতে এক বিলাতী জ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তত হয়। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, উদরাময় ও আমাশয় নাশক।

আলুই প্রস্তত—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল, বড় এলাচের খোসা সমভাগ লইয়া কালমেঘের রসে পেষণ করিয়া ছোট ছোট বটিকা তৈয়ারী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। এই বটিকা একটি স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুকে সেবন করাইতে হয়। এই আলুই ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; ইহার নাম হালতিতা। মাত্রা, কালমেঘের শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ, গোলমরিচ ২০ গ্রেণ।

কালমেঘ, রক্ত আমাশয়ে দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, জ্বরনাশক, এবং বালকের পক্ষে হিতকর (Murray)। (Fig. 446.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Genus—ACANTHUS Linn.

447. A. ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 48 ; Wight, Ic., t. 459.

Ref.—F. B. I., iv, 481 ; B. P., ii, 800 ; Roxb., F. I., iii, 32 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, সচরাচর জলের কিনারায় জন্মে। গঙ্গানদীর ধারে কলিকাতার নিকট। মালাবারের সমুদ্রতীরে সিংহল, মালাক্কা উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—সং. হরিকসা ; বা. হরকুচকাঁটা, হারগোজা ; মারহাট্টা—মারাণ্ডী ; তা. কালুতাইমুল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র এবং নরম শাখা।

বর্ণনা—সাধারণ সবুজ পত্রাচ্ছাদিত গুল্ম, সচরাচর নদীর কিনারায় জন্মে। গাছের গোড়ার দিক কাষ্ঠময়, অথবা একটী কন্দের ন্যায় মোটা মূলবিশিষ্ট দেখায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট, কোমল লোমময়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২½ ইঞ্চি বিস্তৃত, দাঁতযুক্ত, পক্ষাকার ও মসৃণ। বোঁটা ¼ ইঞ্চি। ফুল ৪-১৬ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে জন্মে, প্রায় এক একটী হয়। ফুলটী ২ জোড়া, ¼-⅓ ইঞ্চি বহির্ব্বাস দ্বারা রক্ষিত। পাপড়ি ১¼ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল নীলবর্ণ। ফুলের পুংকেসর ৪টী। বীজকোষ উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ৬টী শিরাযুক্ত, উজ্জ্বল, মস্তক মোটা। বীজ ¼-⅓ ইঞ্চি। বীজকোষের ভিতরে ২টী লম্বা গহ্বর আছে, কোষের মধ্যে ৩-৪টী বীজ থাকে। পক্ক অবস্থায় বীজ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় সর্দ্দিনিবারক এবং কাসি ও হাঁপানিতে ব্যবহার হয়। ইহার মূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, শ্বেত প্রদর ও সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার হয়। ইহার ক্বাথ মিছরী ও জীরার সহিত ব্যবহার করিলে অম্ল ঢেকুরের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (Dymock)। গোয়া নামক স্থানে ইহার পত্র বাত রোগে প্রলেপ রূপে ব্যবহার হয়। শ্যাম এবং কোচীনের লোকে এই গাছ হাঁপানি ও পক্ষঘাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া ব্যবহার করে। নরম ডালের অগ্রভাগ এবং পত্র জলে বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rheede)। (Fig. 447.)

Genus—BARLERIA Linn.

448. B. prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 41 ; Wight, Ic., t. 432 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 720B.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ref.—F. B. I., iv, 482 ; Roxb., F. I., iii, 36 ; B. P., ii, 812 ; Watt, i, Pt. ii, 400 ; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বম্বে, মান্দ্রাজ, আসাম, শ্রীহট্ট এবং লঙ্কাদ্বীপ ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহুপরিমাণে জন্মে। হুগলী জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুরুন্টক, বজরাদণ্ডি ; বা. কাঁটাঝাঁটি ; তা. সেম্মুলি ; তে. মুলীগোরান্ট।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

বর্ণনা—ঘন শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম, ২-৫ ফুট উচ্চ, কখন কখন বেড়ায় রোপণ করা হয়। ইহাতে অতিশয় কাঁটা আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি চওড়া। ফুলের পাপড়ি ৫টি, পাপড়ির মস্তকদেশ মোটা ও বিস্তৃত। পুষ্পস্তবক ১½-১¾ ইঞ্চি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লেবু রং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ, এক একটী হয়। পুংকেসর ৪টী, ইহার মধ্যে ২টী ক্ষুদ্র। গর্ভকেসর সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾-১ ইঞ্চি, উহাতে ২টী বীজ থাকে ; বীজের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, অতিশয় চেপ্টা ও ডিম্বাকৃতি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মান্দ্রাজ দেশে ইহার পাতার রস বালকদের শ্লেষ্মা ও জরে ব্যবহৃত হয়। দগ্ধগাছের ছাই, কাঁজী ও জলে মিশ্রিত করিয়া শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দিতে দেওয়া হয় (Ainslie)।

বম্বেপ্রদেশে পাতার রস বর্ষাকালে পায়ের হাজায় ব্যবহার করে। কঙ্কন দেশে গাছের শুষ্ক ছাল ঘুংড়ি কাসিতে ব্যবহার করে। ছালের ২ তোলা রস দুগ্ধের সহিত খাইলে শোথ আরাম হয়। ইহার পিষ্টমুল ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। ঝাঁটীর শাখা ও পত্র সরিষার তৈলের সহিত পাক করিয়া সেই তৈল কাটা ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Dymock)।

ইহার পত্র লবণ দিয়া দন্তে লাগাইলে দন্ত বেদনা আরাম হয় ও দন্ত শক্ত হয় (Sakharam Arjun)। ইহা উপদংশ রোগ নিবারক (Dr. Stewart)।

ঝাঁটি বালকদের সর্দ্দি ও উদরাময়ে ব্যবহার হয় (Dr. Thompson)। ইহার শিকড় ও সমগ্র গুল্ম মূত্রকর ও বলকারক (Trimen)। পত্রের রস পায়ের তলায় লাগাইলে পায়ের তলা ফাটা নিবৃত্তি পায়। (Fig. 448.)

449. B. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)

Fig.—Bot. Mag., t. 1615 ; Wight, Ic., t. 453 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 721.

Ref.—F. B. I., iv, 488 ; Roxb., F. I., iii, 37 ; B. P., ii, 812 ; Watt, i, Pt. ii, 399 ; Prain, H. H., 257.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. সৈরেয়ক ; বা. শ্বেতঝাঁটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম।

বর্ণনা—সরল ছোট গুল্ম। শাখা পীত লোমযুক্ত। পত্র ৩·৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, উহাতে পীতবর্ণের লোম আছে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে দুইদিকে খাড়া ভাবে শাখা বাহির হয়। পুষ্পনল ফিকে লম্বা। পাপড়ি ৬টি, বীজকোষ ¾ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টি বীজ থাকে। বীজ গোলাকার চেপ্টা ও পশমময়। শ্বেতঝাঁটি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল পেষণ করিয়া মধু ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাওয়াইলে ইন্দুরের বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহার মূল এবং পত্র আঘাত জনিত ফুলায় হিতকর। পত্রের টাট্‌কা রস সর্দ্দিনিবারক। (Fig. 449.)

450. B. strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)

Fig.—Goebel Entfaltung, Pfl. 249 (1920).

Ref.—F. B. I., iv, 489 ; Roxb., F. I., iii, 39 ; B. P., ii, 812.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, গোরক্ষপুর, অযোধ্যা।

বিভিন্ন নাম—সং. দাসী ; বা. নীলঝাঁটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম ২-৮ ফুট উচ্চ, কাণ্ড লোমযুক্ত। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল ঘন লোমযুক্ত, পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অনেকগুলি একসঙ্গে থাকে। বহির্ব্বাস ঘন, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, নীলবর্ণ, পুষ্পনল ফিকে নীলবর্ণ। বীজকোষ ⅝ ইঞ্চি লম্বা, উপরিভাগ সরু। বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে। বীজ পশমের মত লোমযুক্ত (Duthie)। নীলঝাঁটির ফুল পত্রের গোড়ায় থাকে, এই গাছ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ফুল মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এবং ফল শীতকালে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল সামতালেরা সর্দ্দিতে ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। নীলঝাঁটির পত্রের রস গায়ে লেপন করিলে ছুলী (সিধ্ম) আরাম হয়। পাতার কাথে মুখ ধৌত করিলে দাঁত শক্ত হয় ও নড়া দাঁত বসিয়া যায়। (Fig. 450.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

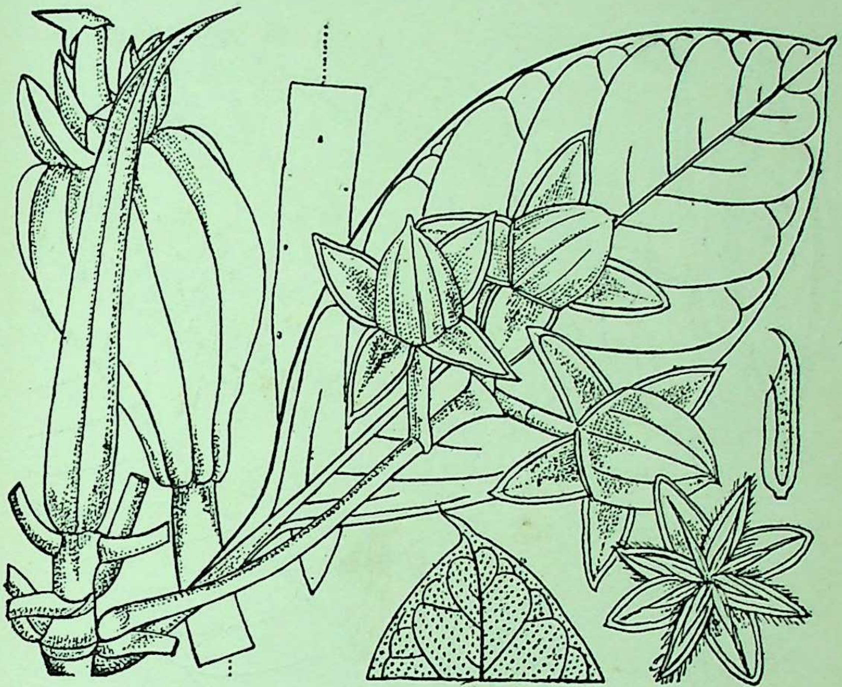

237. Rhizophora mucronata Lamk. (খামো)

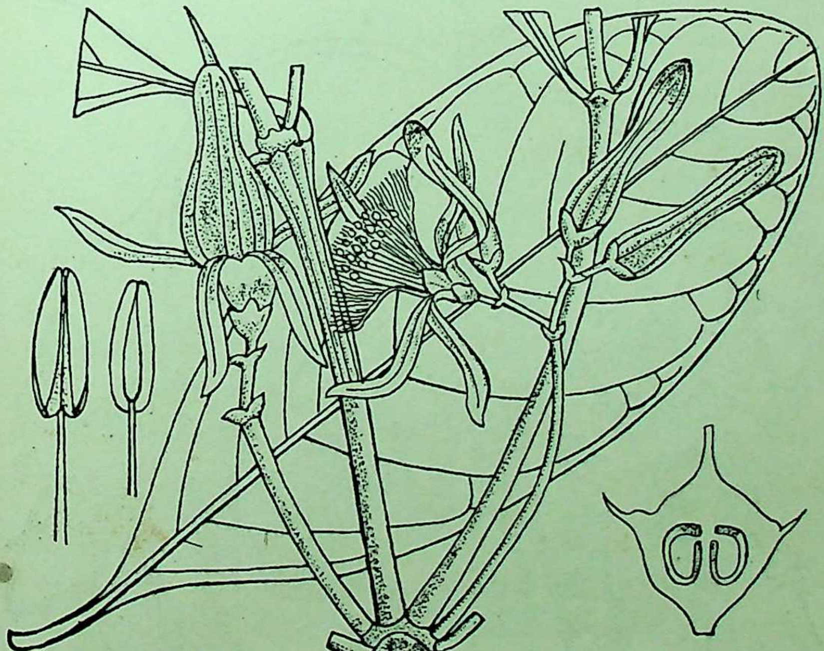

238. Kandelia Rheedii W. & A. (গোরিয়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

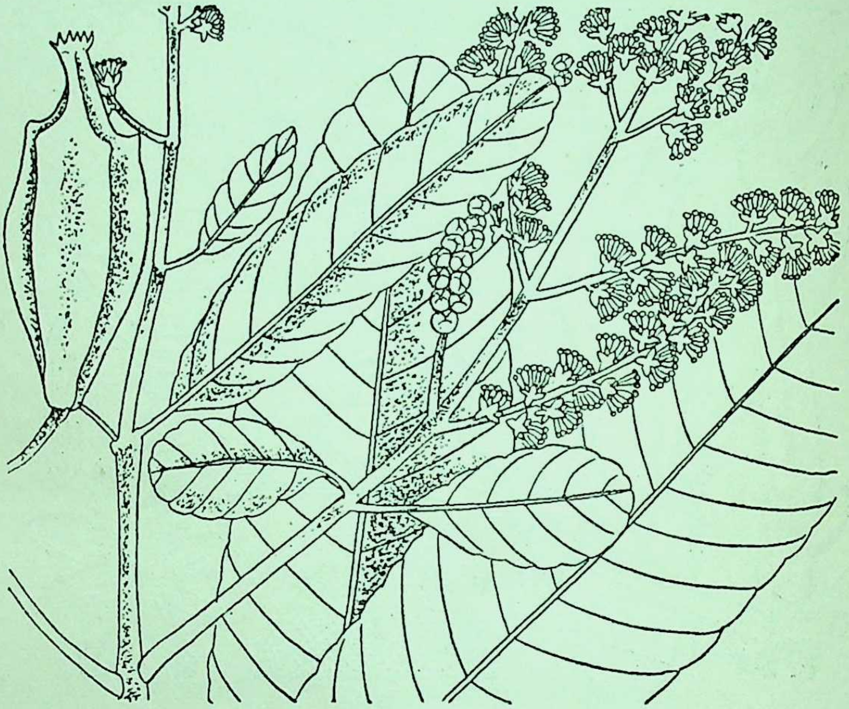

239. Terminalia Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

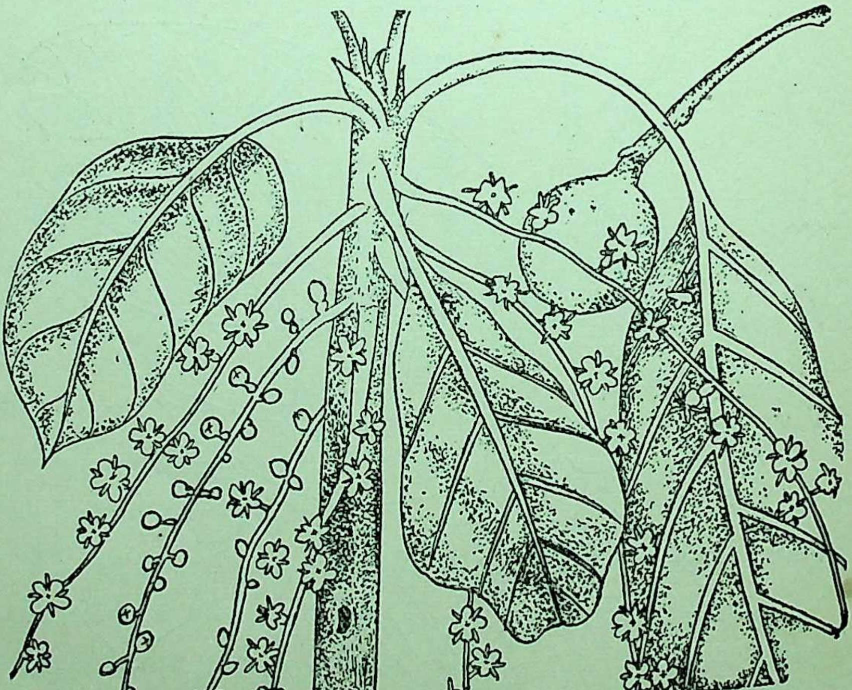

240. Terminalia belerica Retz. (বহেড়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

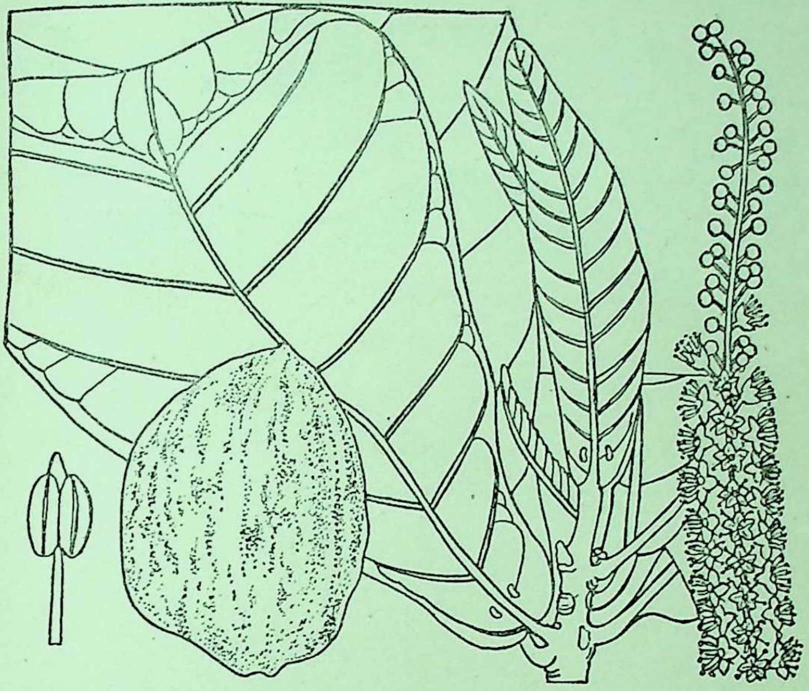

241. Terminalia Catappa Linn. (বাদাম).

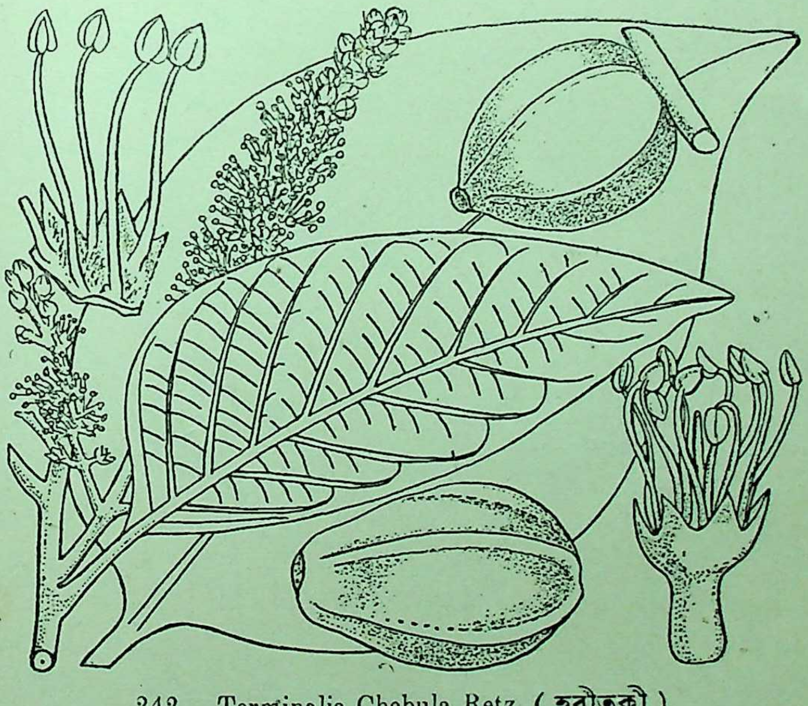

242. Terminalia Chebula Retz. (হরীতকী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

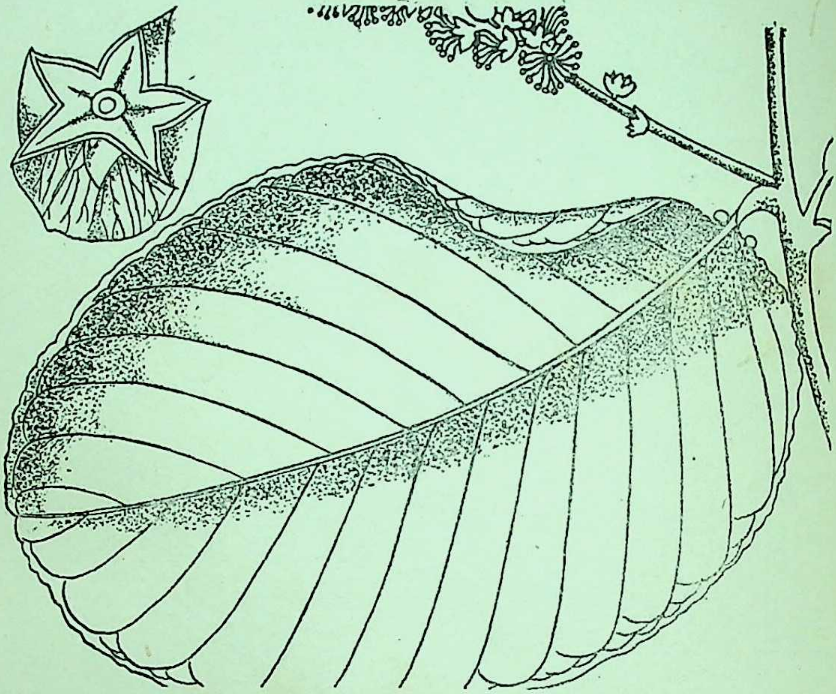

243. Terminalia tomentosa Bedd. (অসন)

244. Anogeissus latifolia Wall. (দাওয়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

245. Quisqualis indica Linn. (রঙ্গনবেল)

246. Barringtonia acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

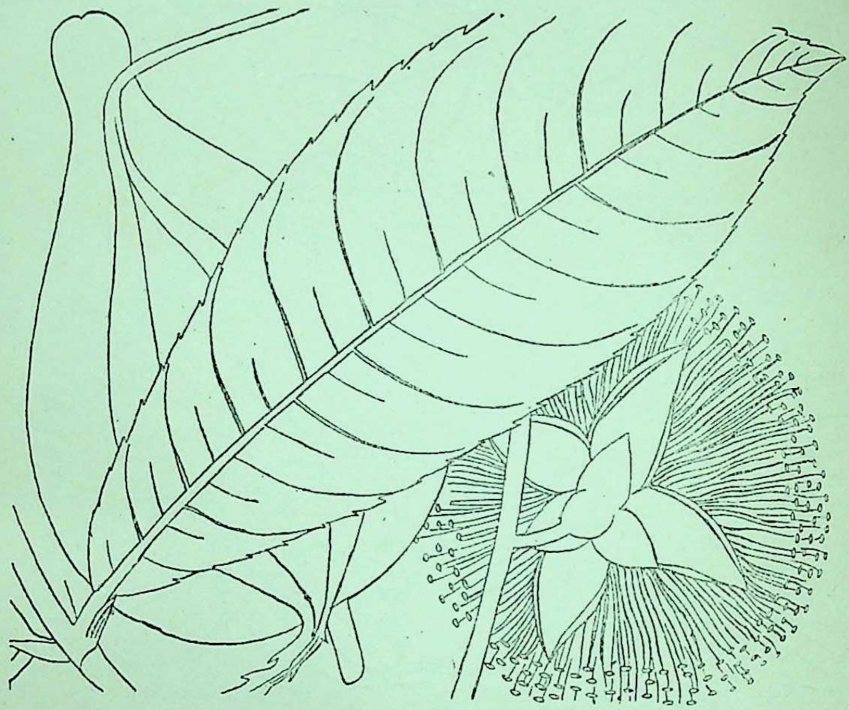

247. Barringtonia racemosa Bl. (-সমুদ্রফল)

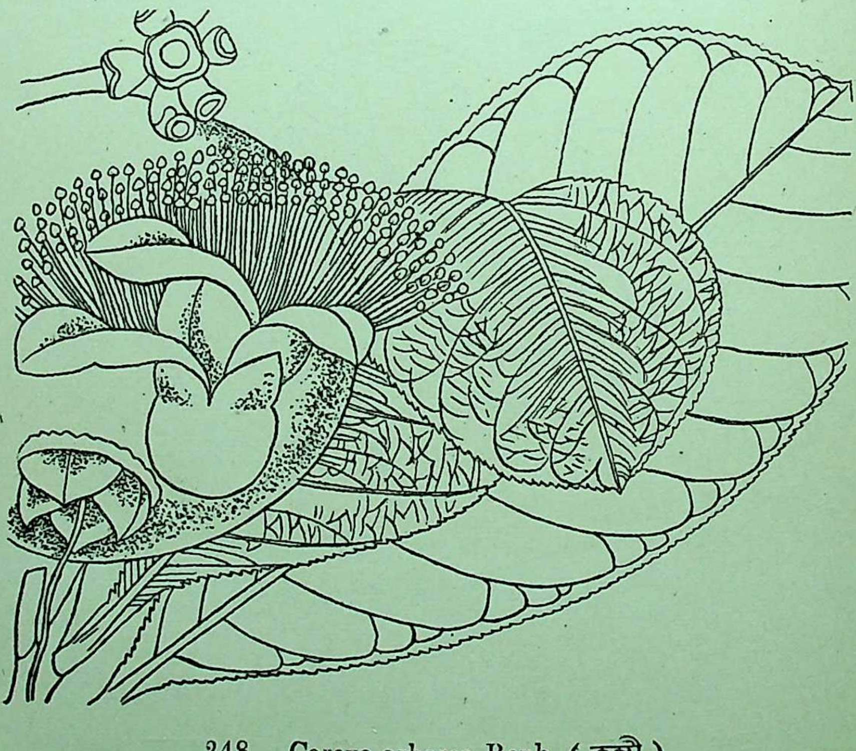

248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

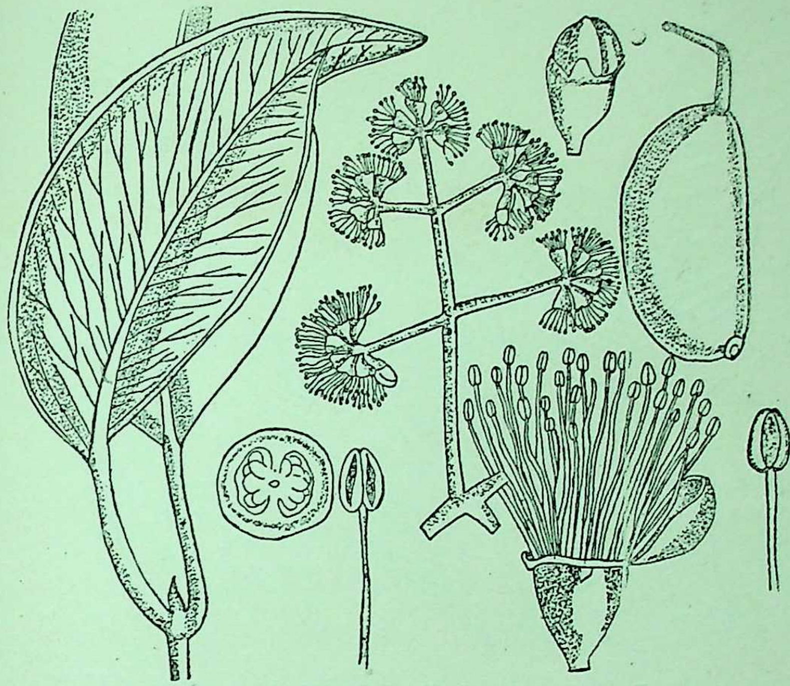

249. Eugenia Jambolana Linn. (কালজাম)

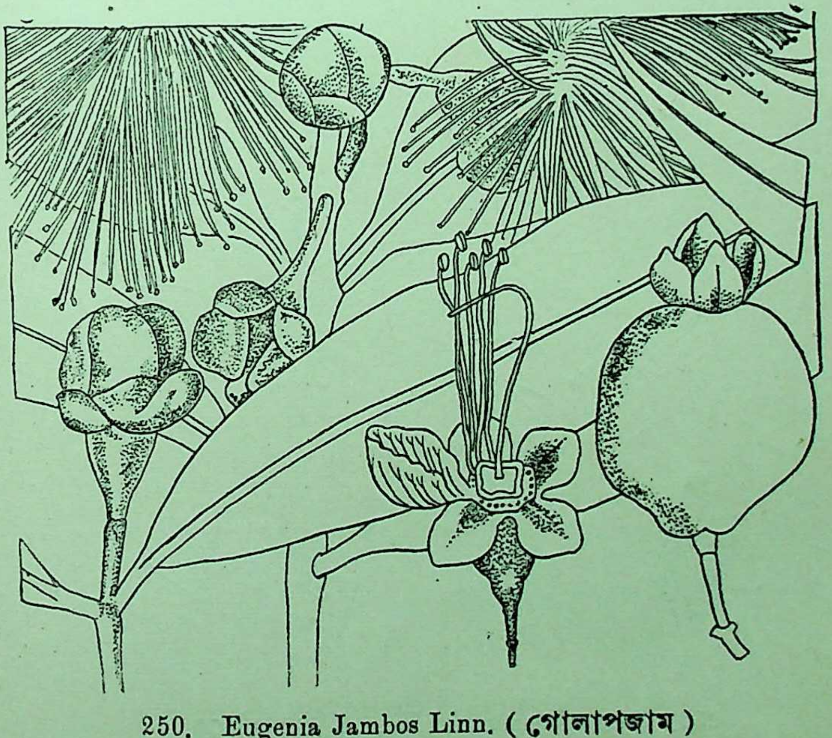

250. Eugenia Jambos Linn. (গোলাপজাম)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

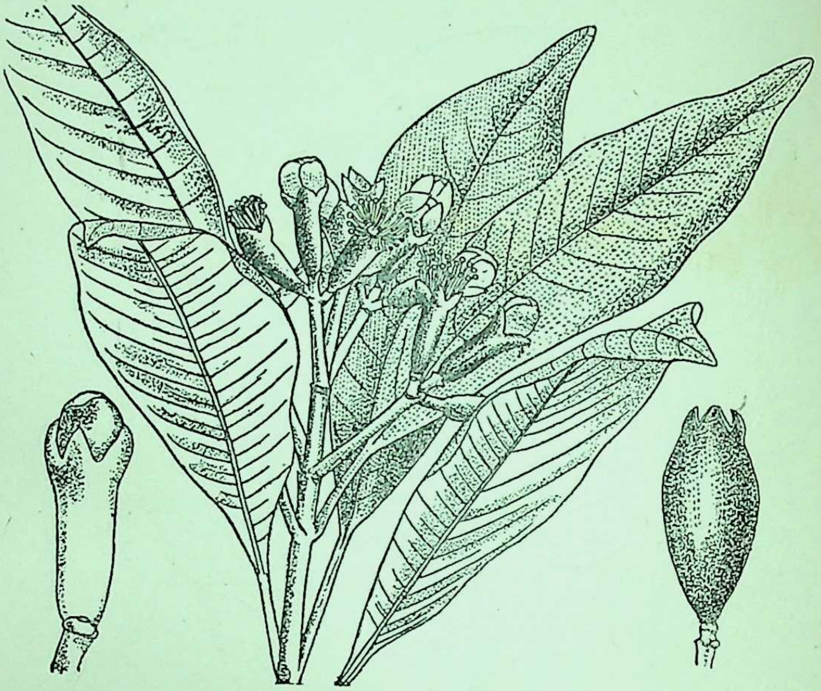

251. Eugenia caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

252. Myrtus communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

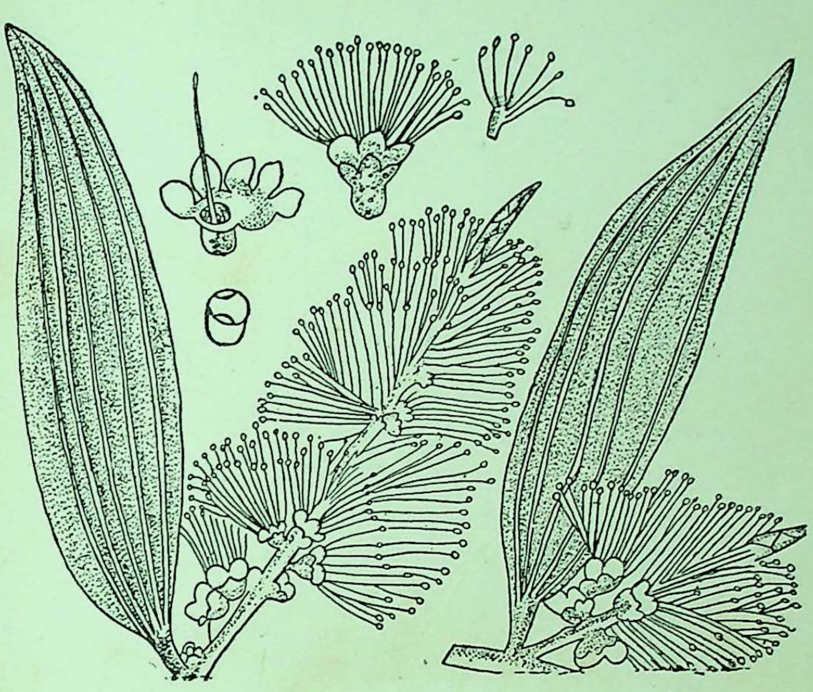

253. Melaleuca Leucadendron Linn. (কাজুপটি)

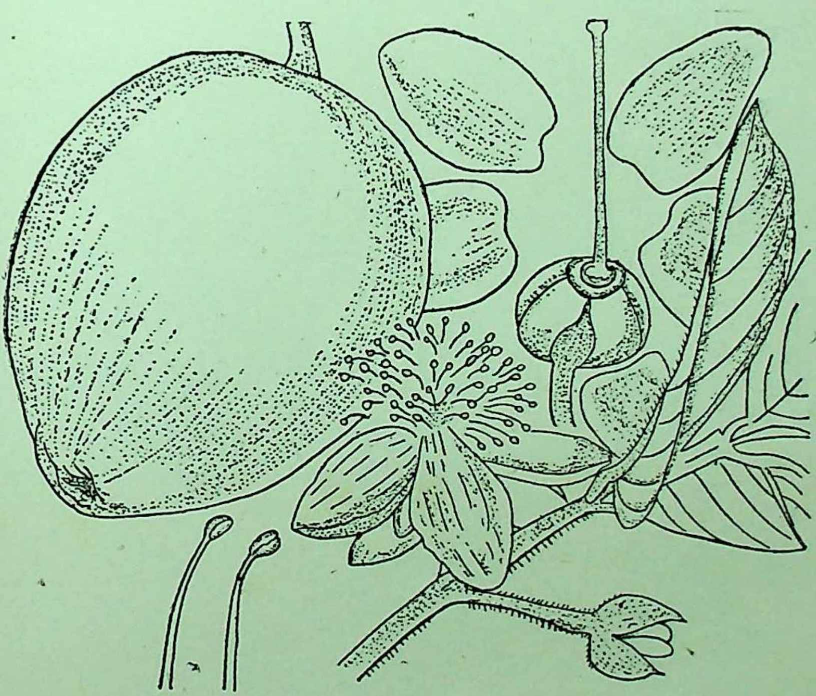

254. Psidium Guayava Linn. (পেয়ারা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

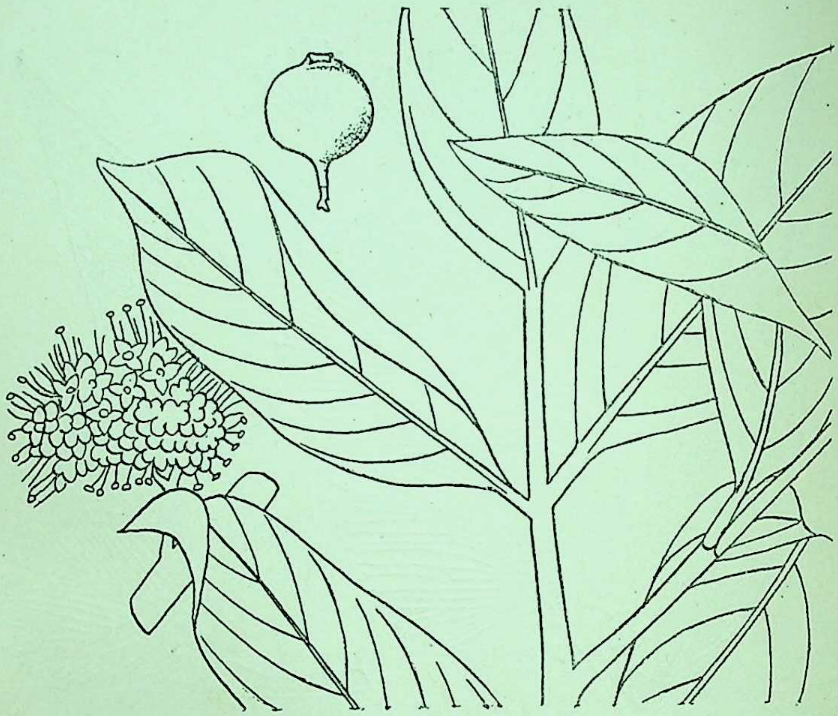

255. Memecylon edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)

256. Ammannia baccifera Linn. (দাদমারি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

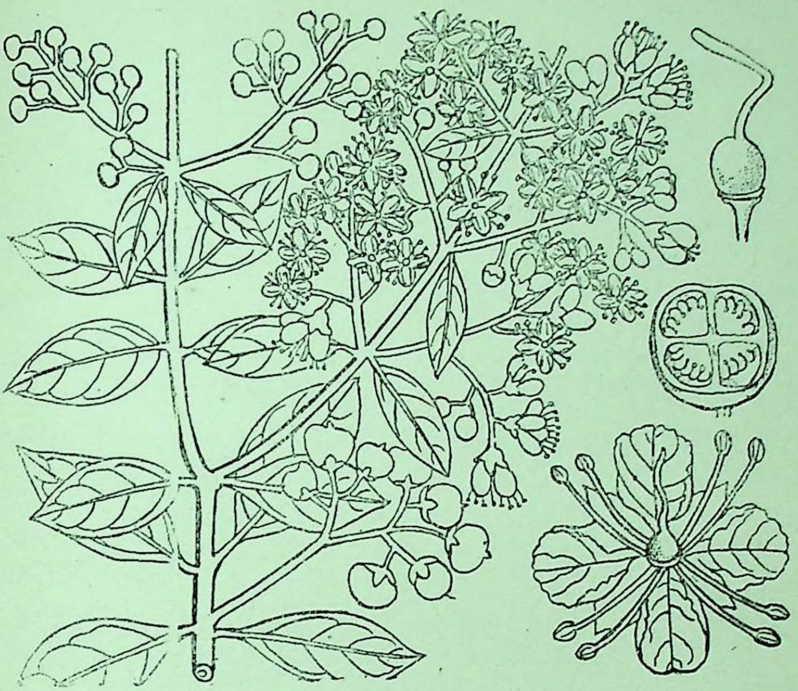

257. Lawsonia alba Lamk. (মেহেদী)

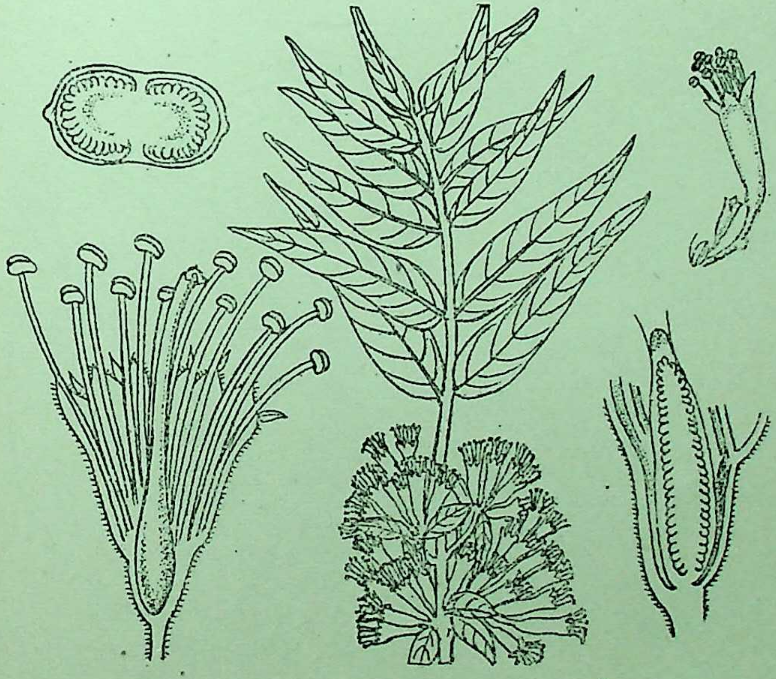

258. Woodfordia floribunda Salisb. (ধাইফুল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

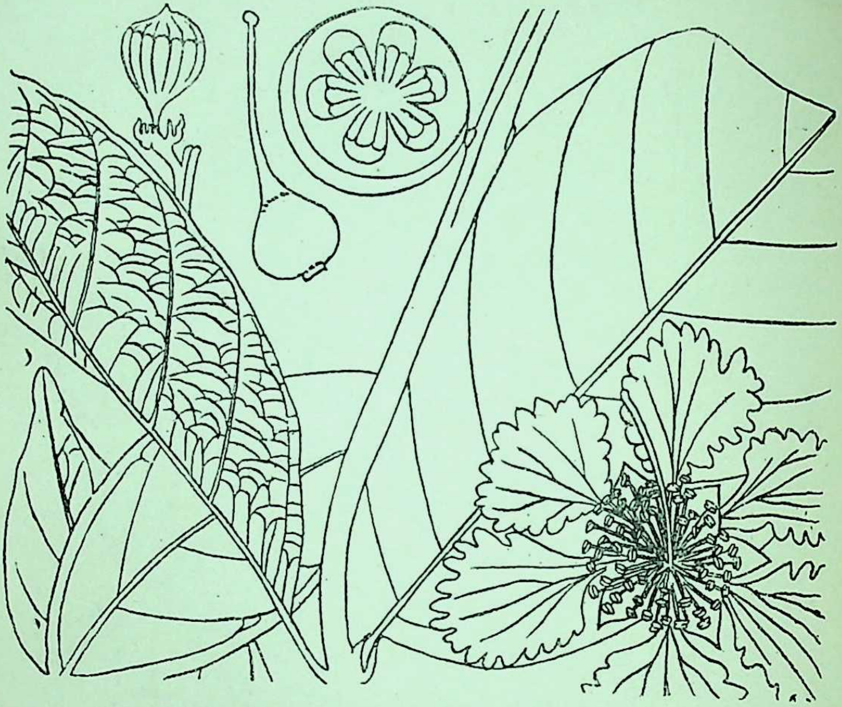

259. Lagerstroemia Flos-Reginae Retz. (জারুল)

260. Punica Granatum Linn. (দাড়িম্ব)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

261. Jussiaea suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

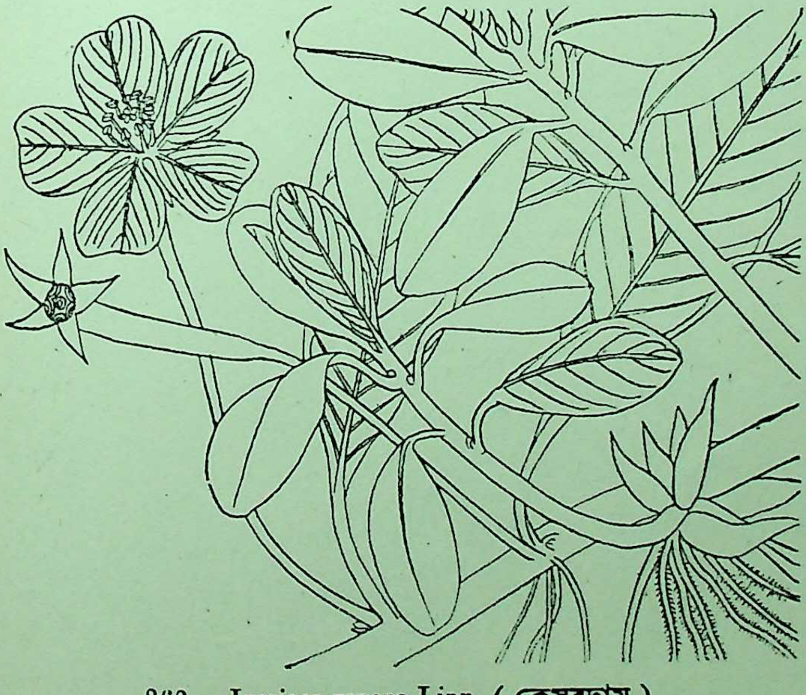

262. Jussiaea repens Linn. (কেসরদাম)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

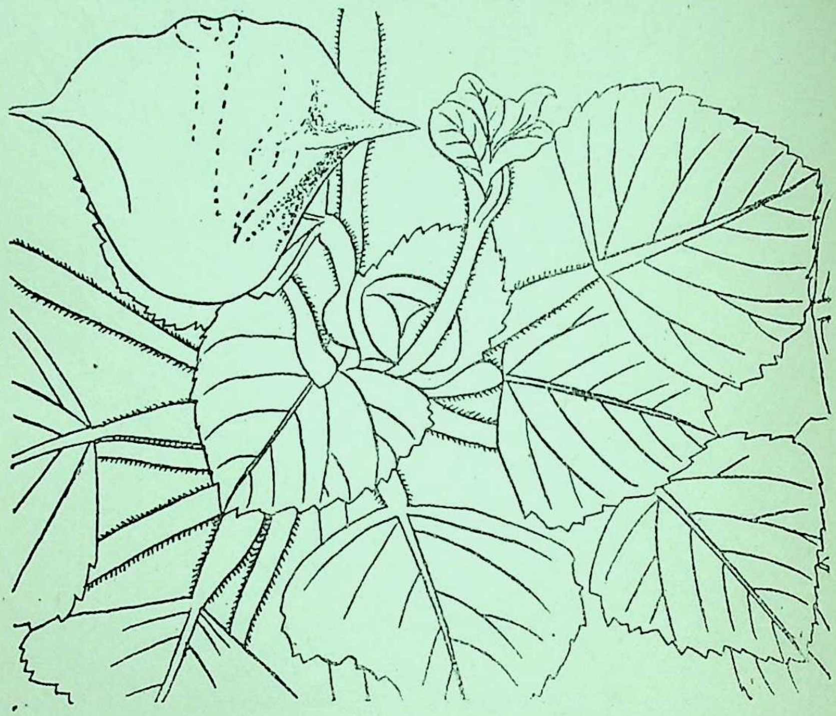

263. Trapa bispinosa Roxb. (পানিফল)

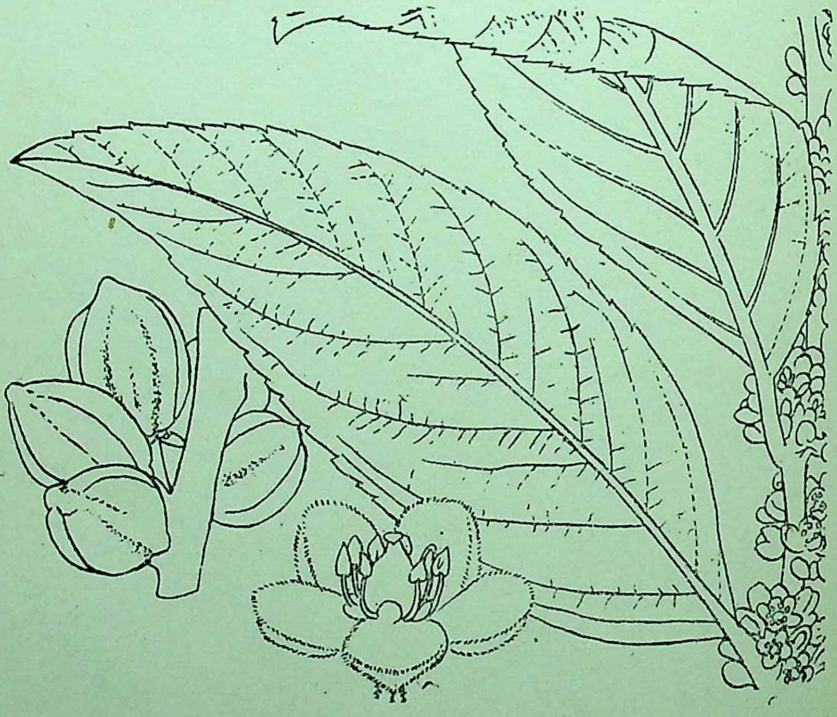

264. Casearia tomentosa Roxb. (চিল্লা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

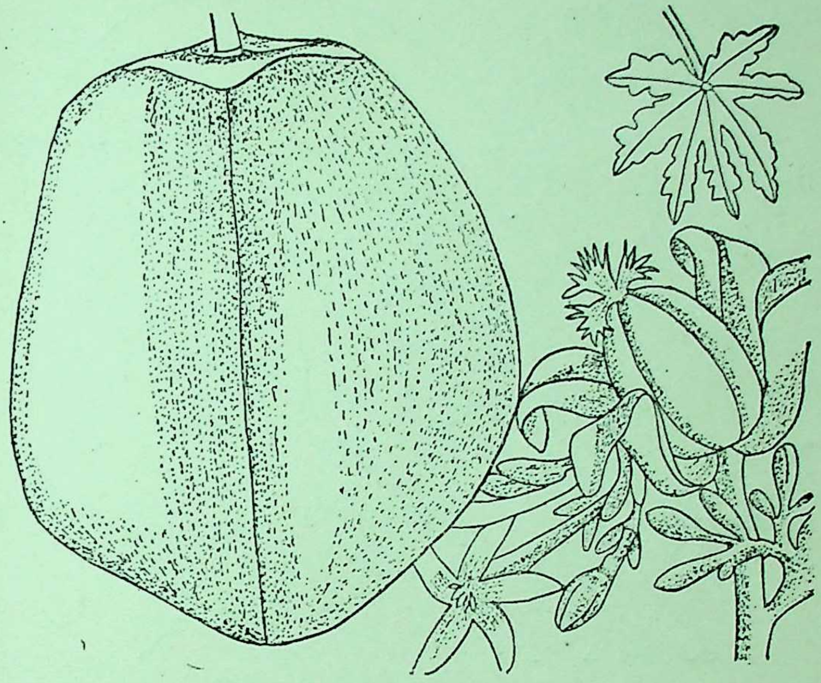

265. Carica Papaya Linn. (পেঁপে)

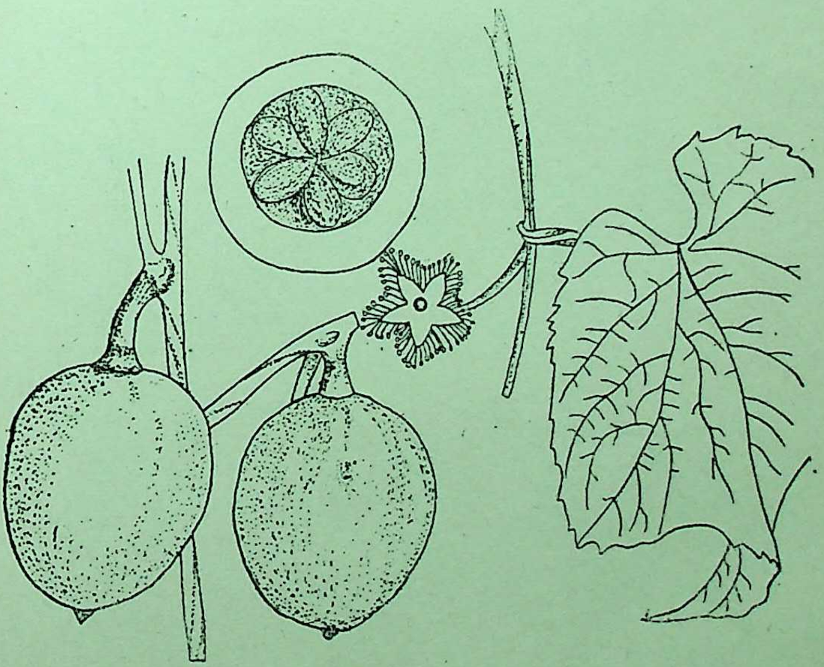

266. Trichosanthes palmata Roxb. (মাকাল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

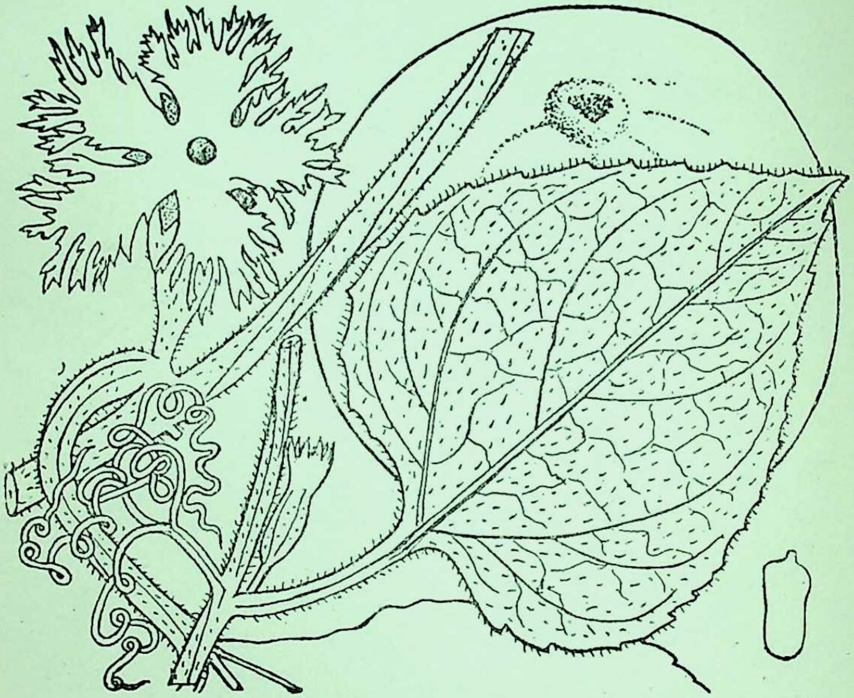

267. Trichosanthes cordata Roxb. (ভুঁইকুমড়া)

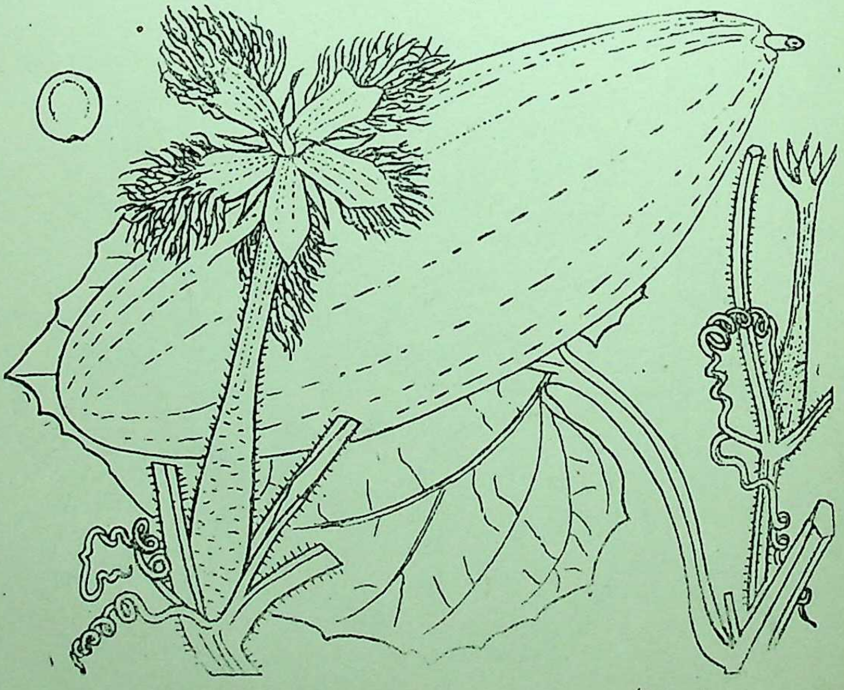

268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

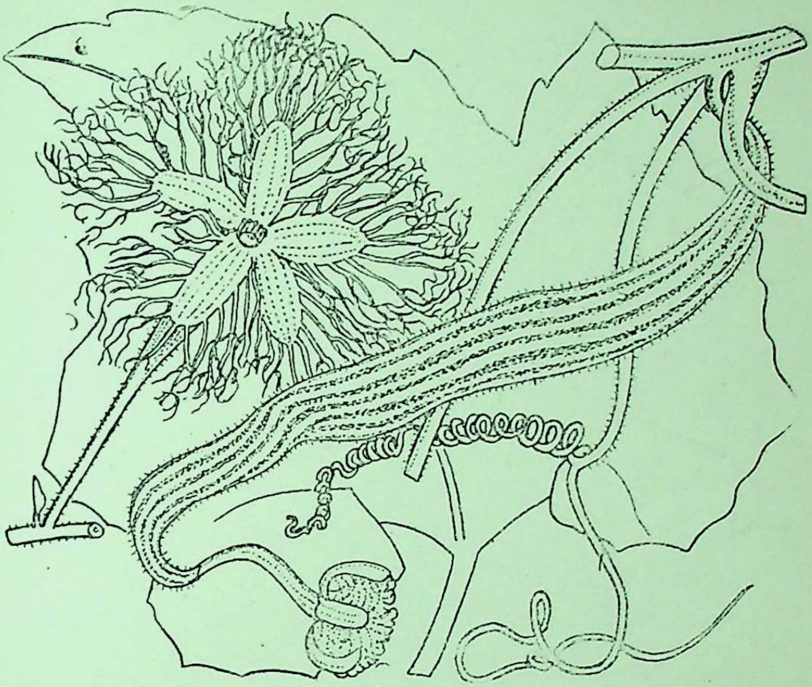

269. Trichosanthes anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

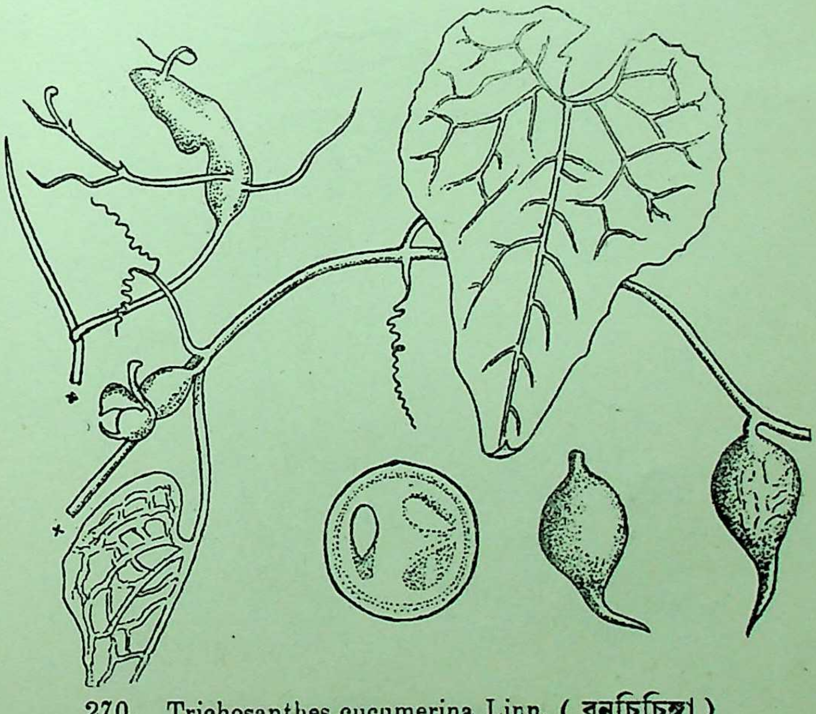

270. Trichosanthes cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

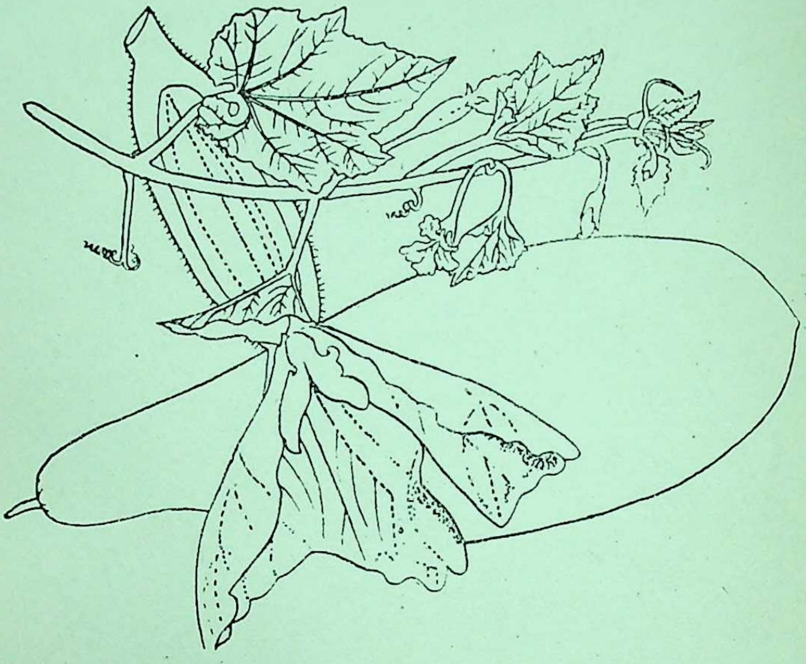

271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)

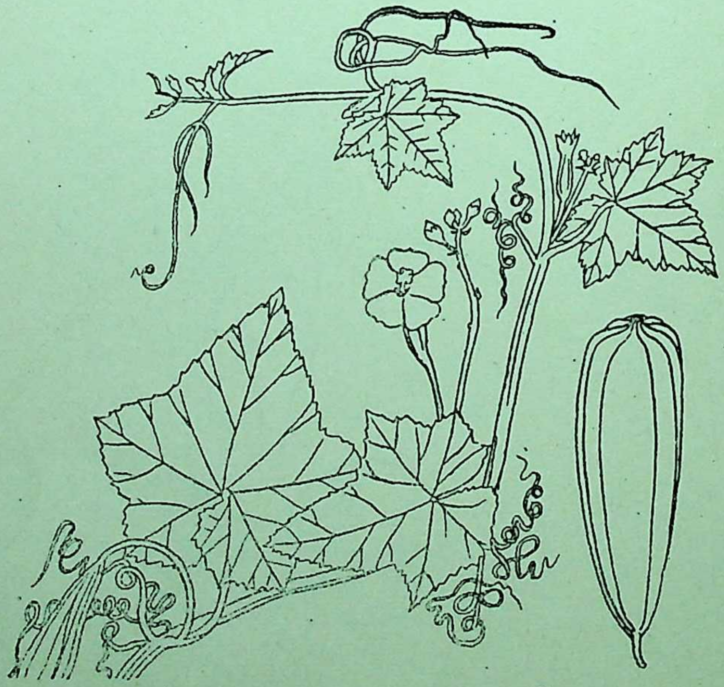

272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

273. Luffa amara Roxb. (ঘোষালতা)

274. Luffa aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

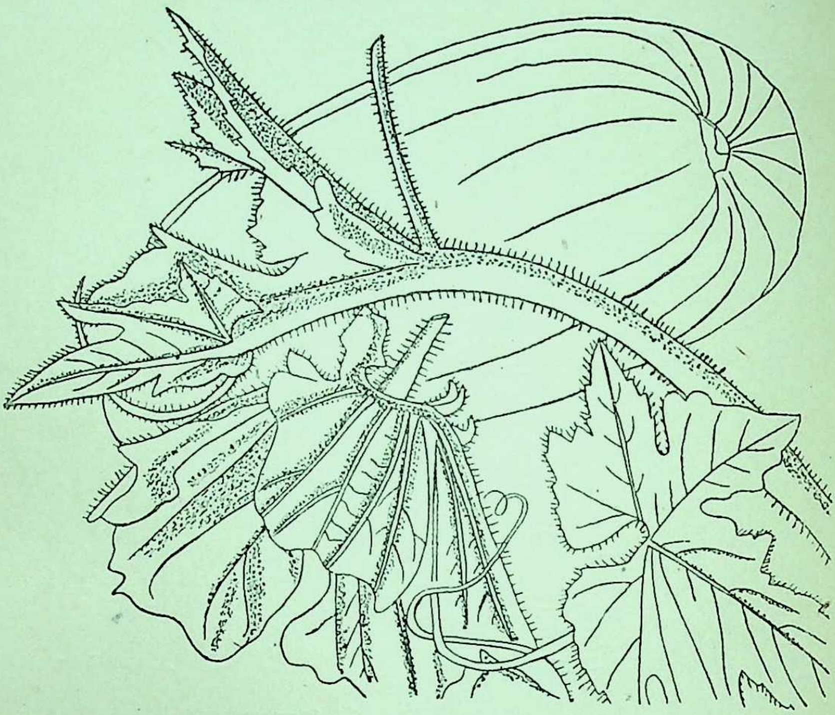

275. Benincasa cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)

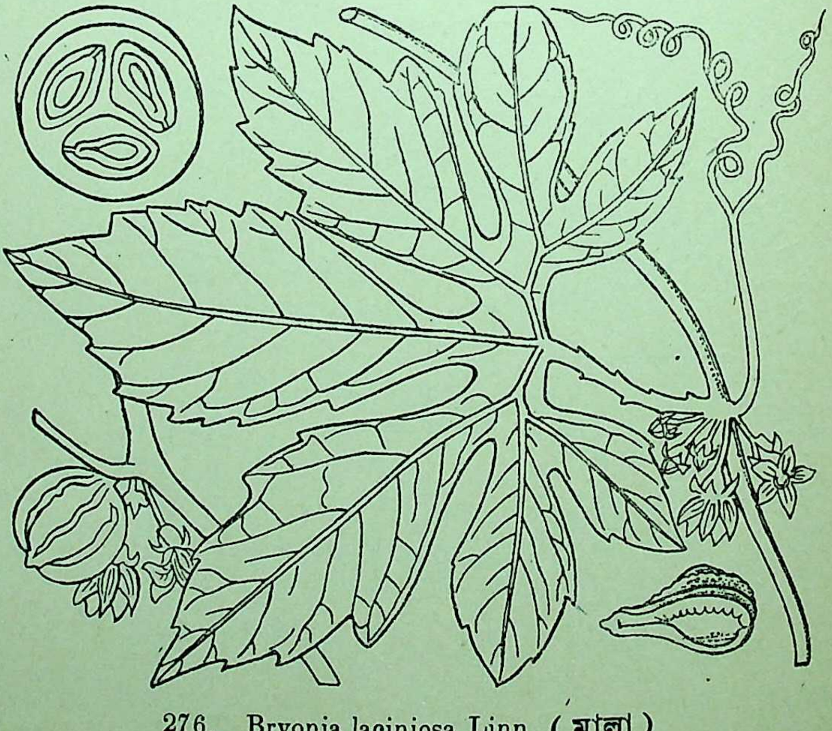

276. Bryonia laciniosa Linn. (মালা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

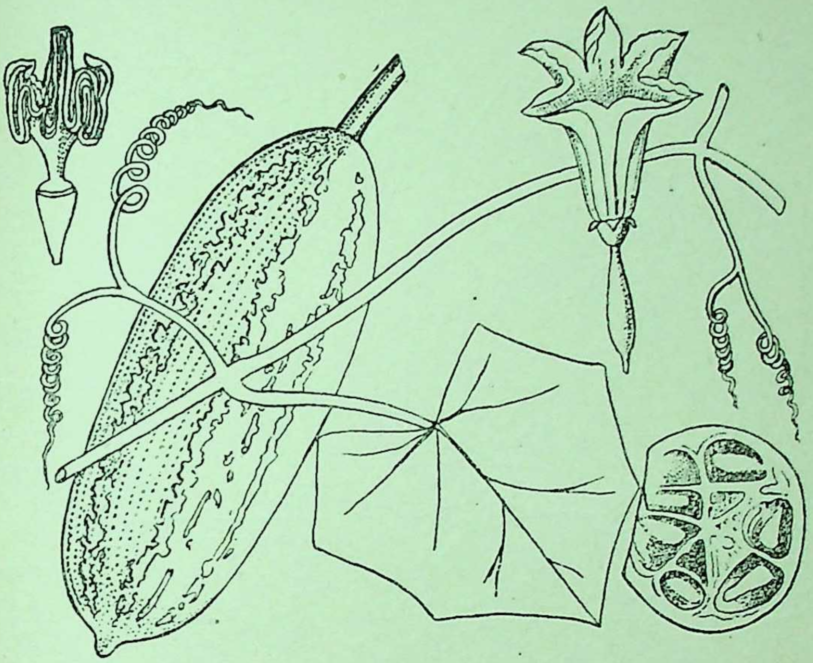

277. Cephalandra indica Naud. (তেলাকুচা)

278. Citrullus Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

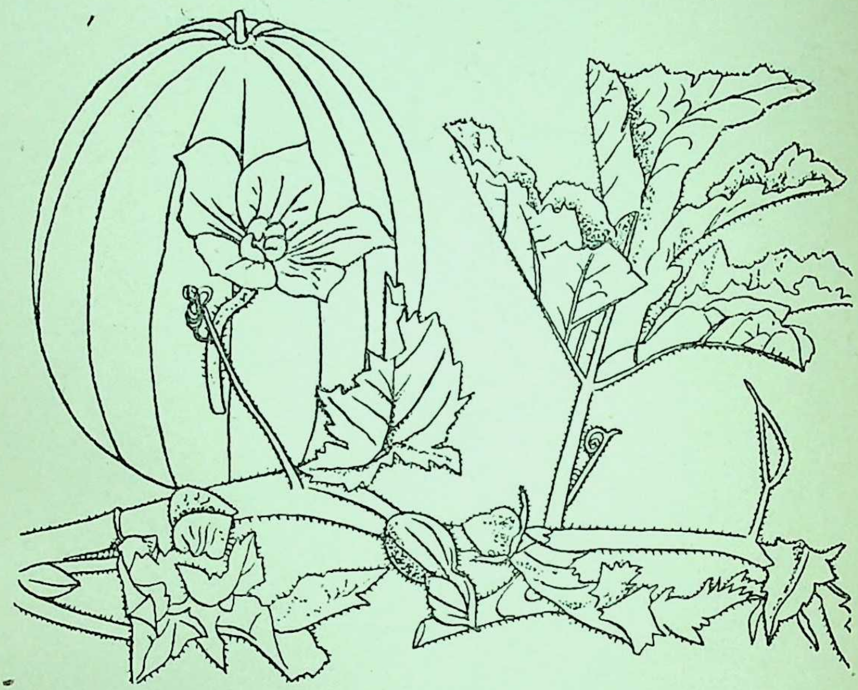

279. Citrullus vulgaris Schrad. (তরমুজ)

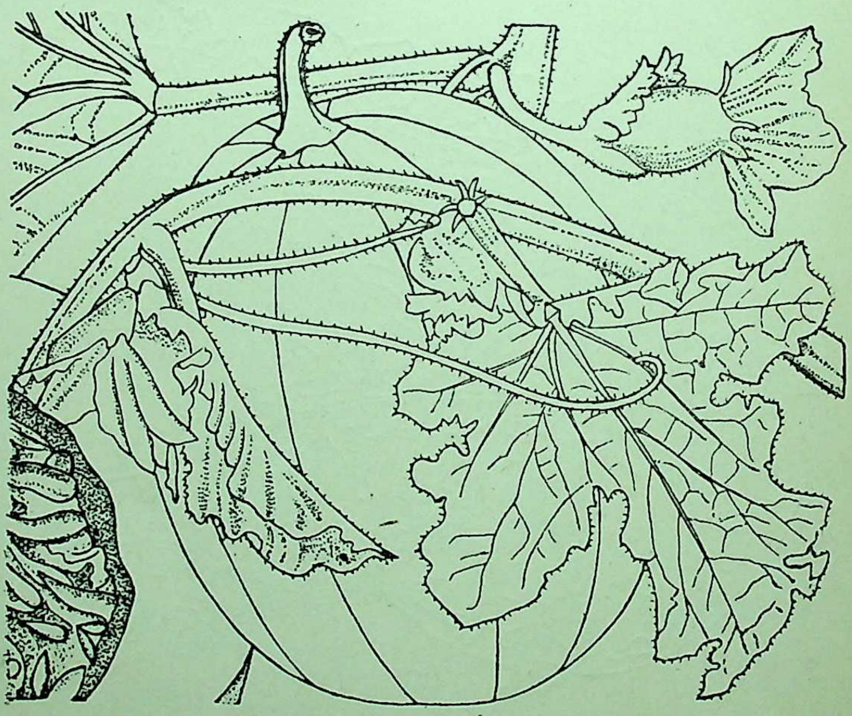

280. Cucumis Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

281. Cucumis sativa Linn. (শশা)

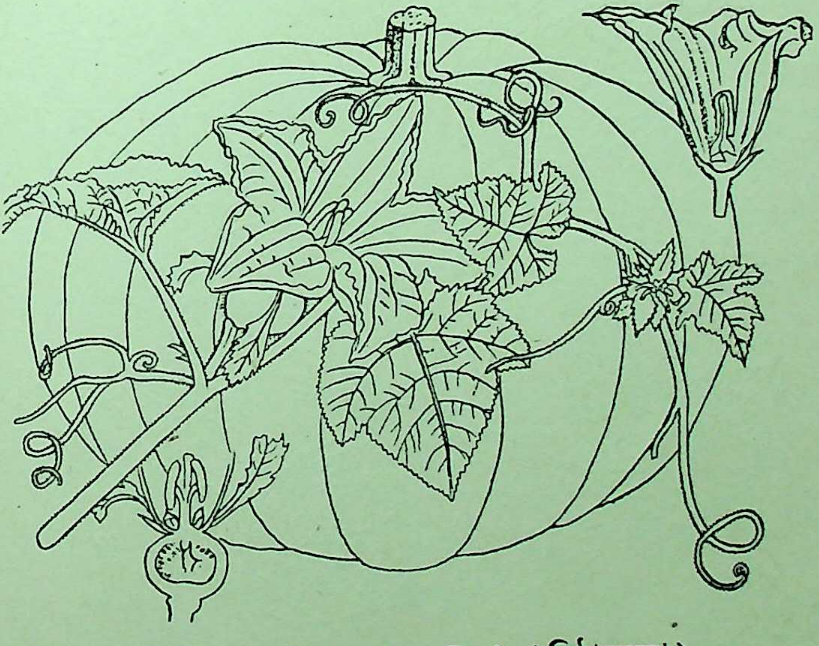

282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

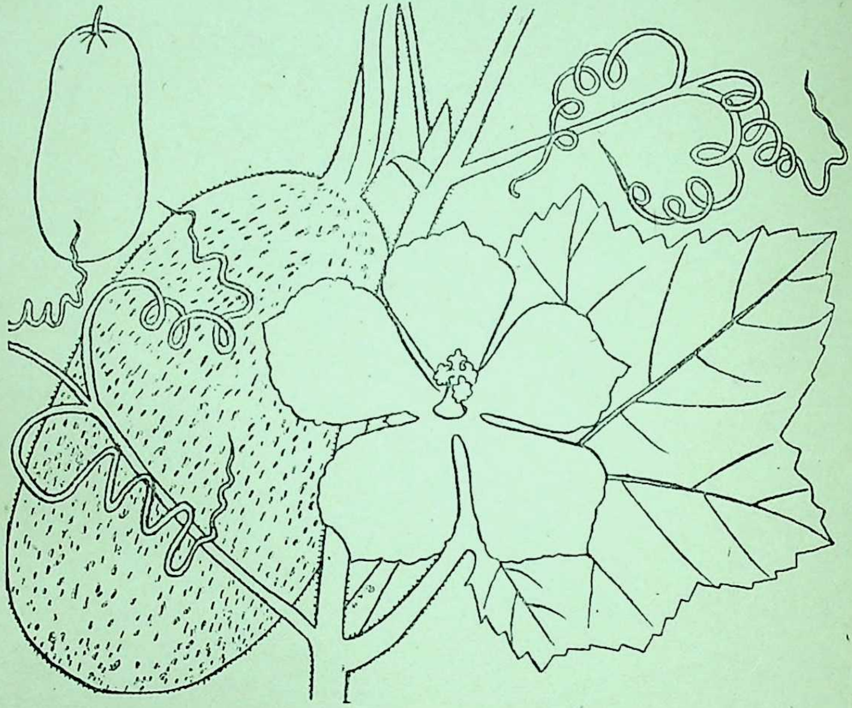

283. Cucurbita pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)

284. Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

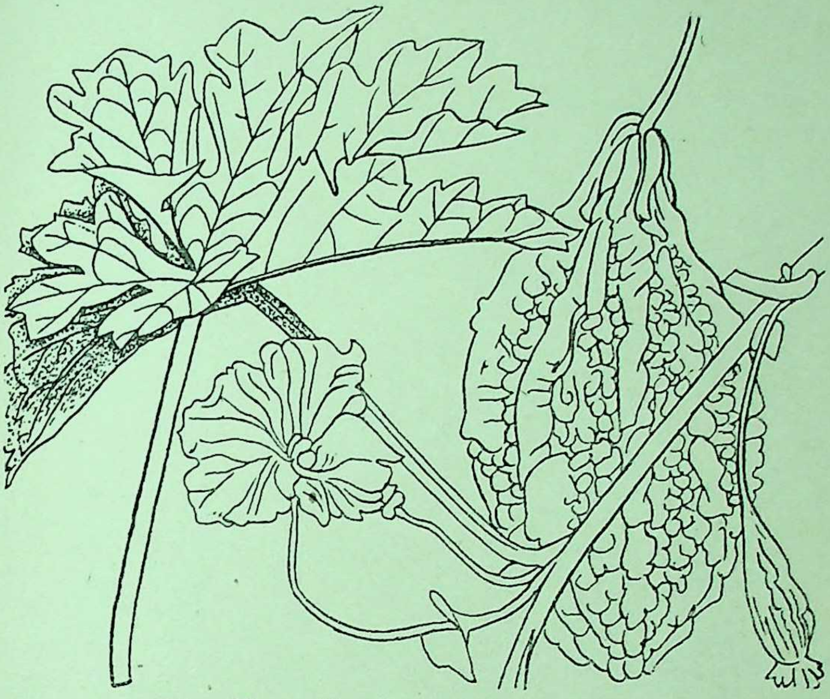

285. Momordica charantia Linn. (করলা)

286. Momordica dioica Roxb. (ধারকরলা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

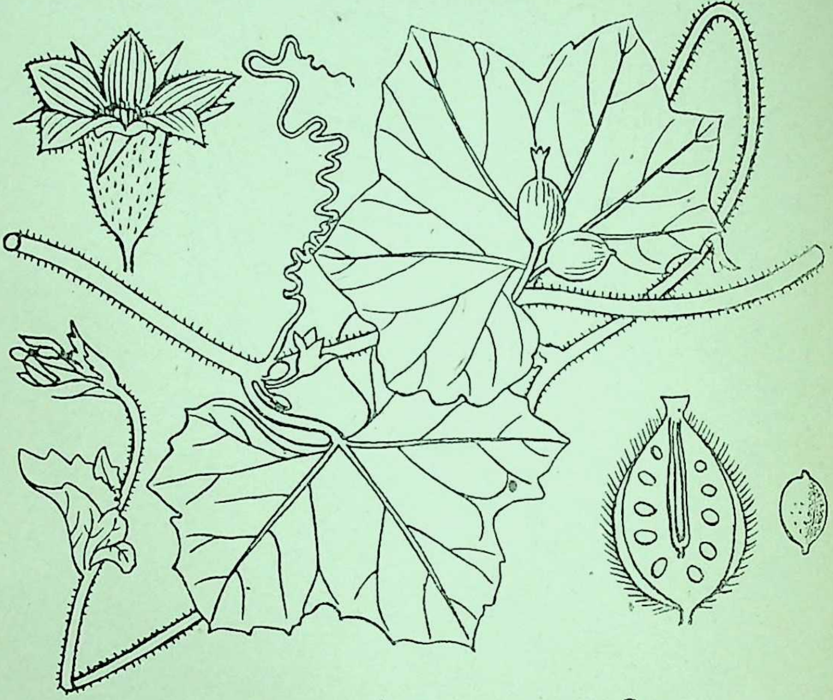

287. Mukia scabrela Arn. (আগমুখী)

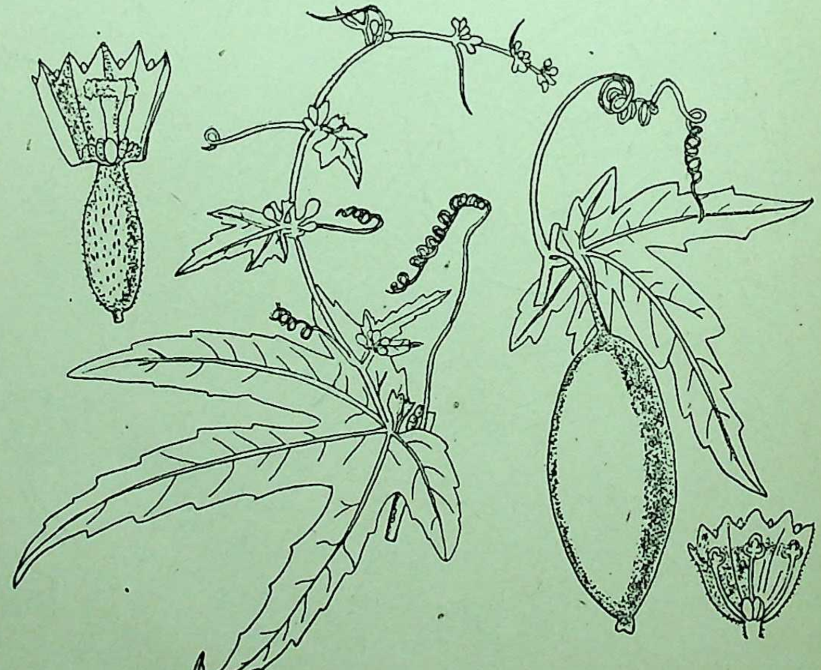

288. Zehneria umbellata Thw. (কুদারী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

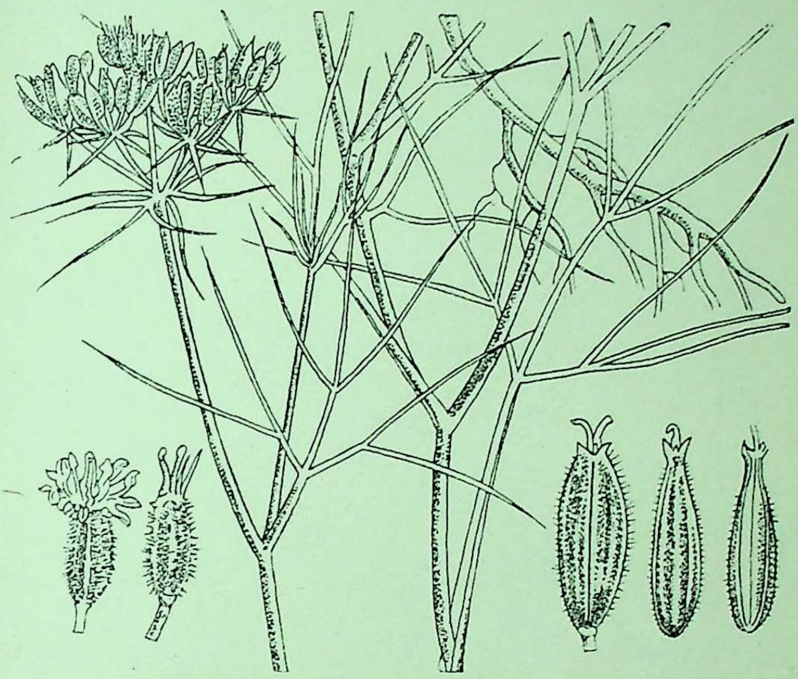

293. Cuminum cyminum Linn. (জিরা)

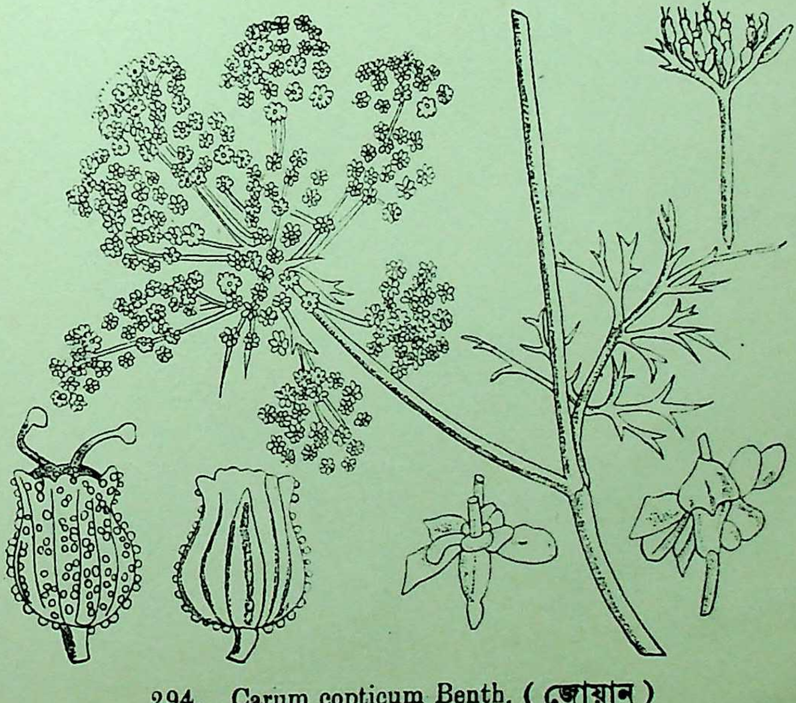

294. Carum copticum Benth. (জোয়ান)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

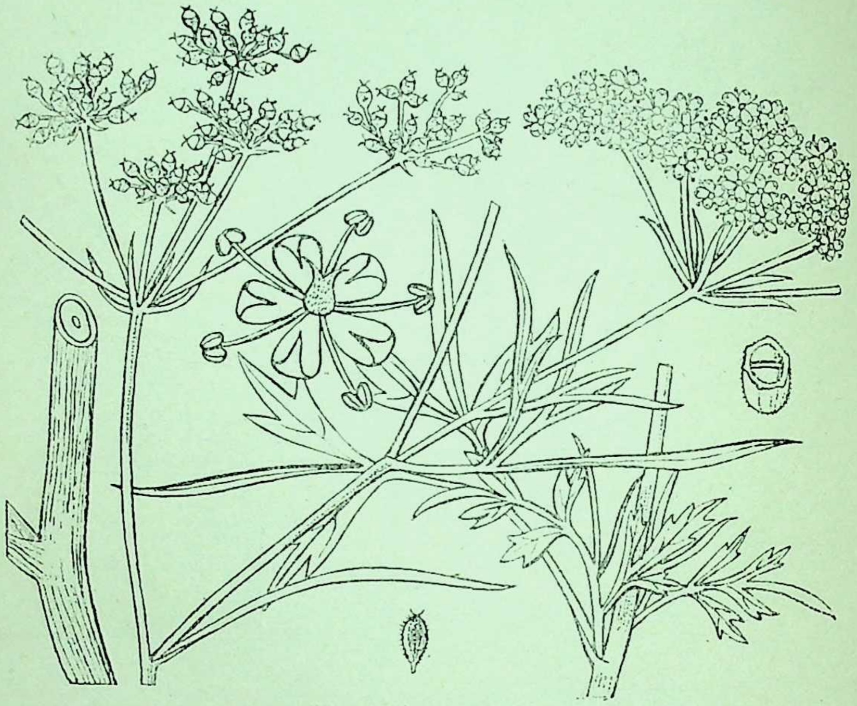

295. Carum Roxburghianum Benth. (রাঁধুনী)

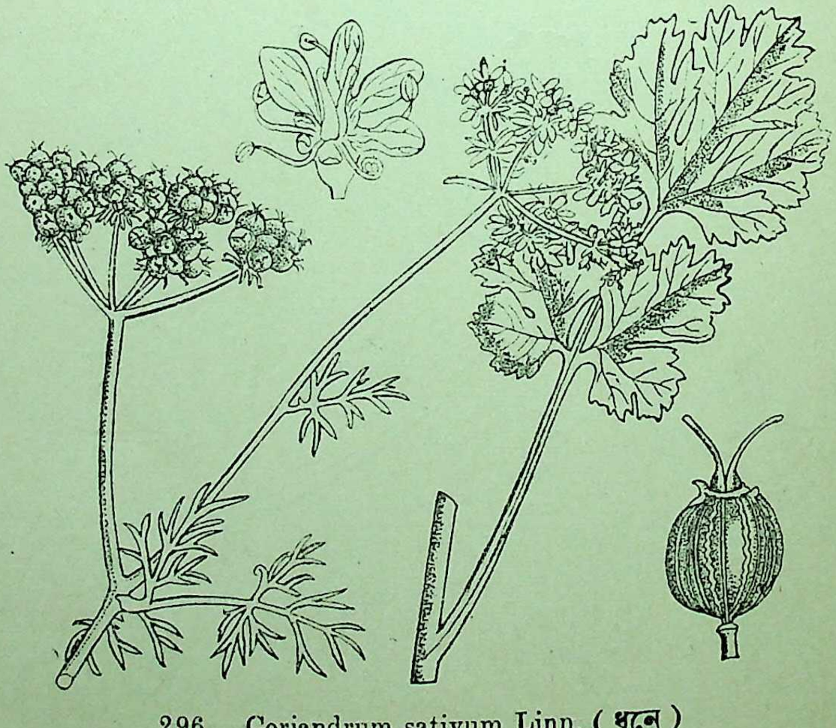

296. Coriandrum sativum Linn. (ধনে)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

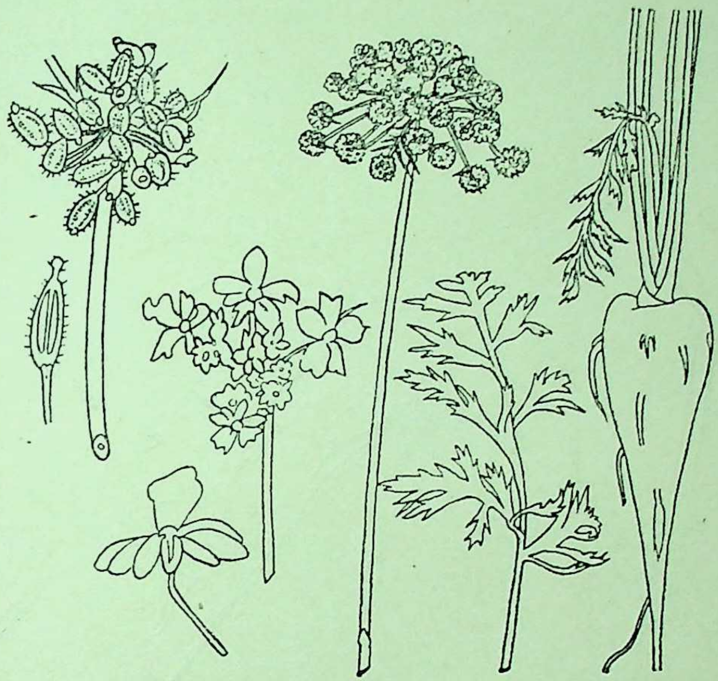

297. Daucus carota Linn. (গাজর)

298. Ferula foetida Regel. (হিঙ্গু)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

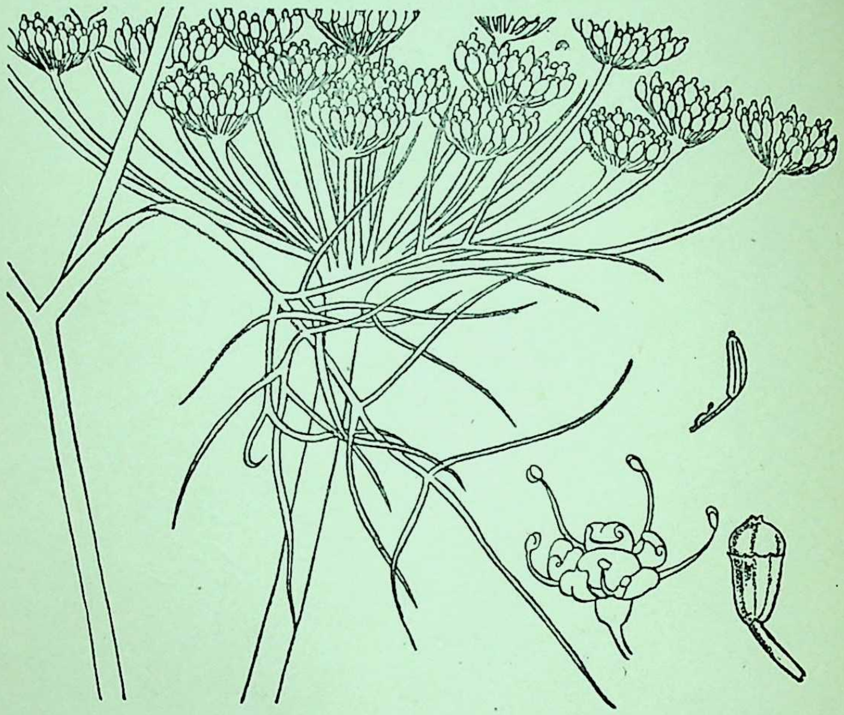

299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)

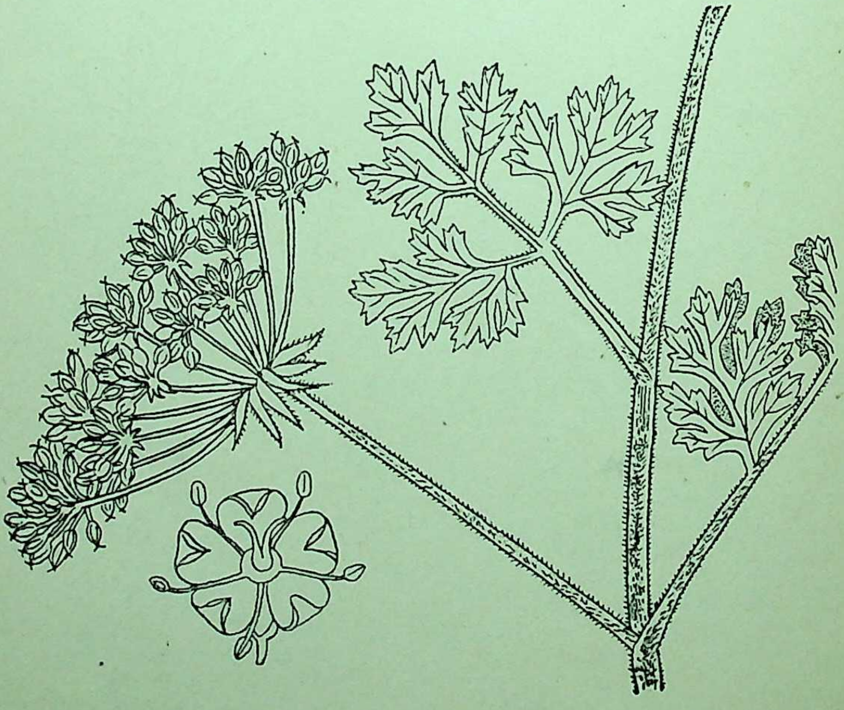

300. Seseli indicum W. & A. (বনজোয়ান)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

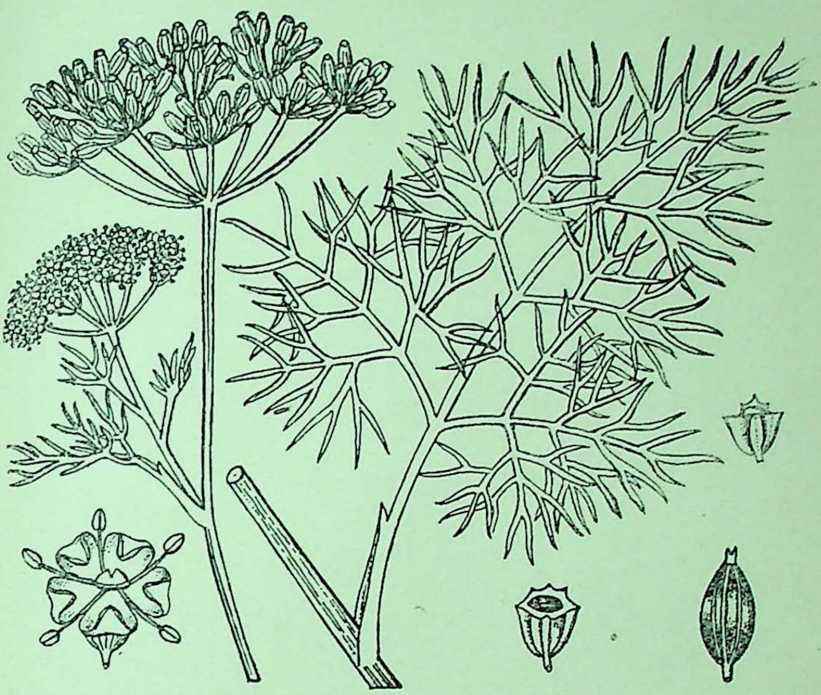

301. Peucedanum Sowa Kurz. (শলুফা)

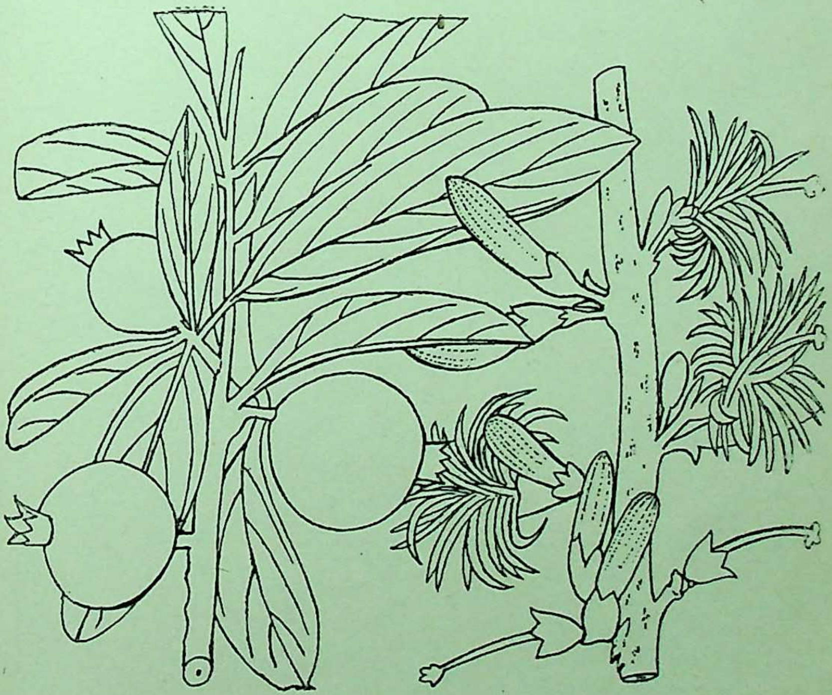

302. Alangium Lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

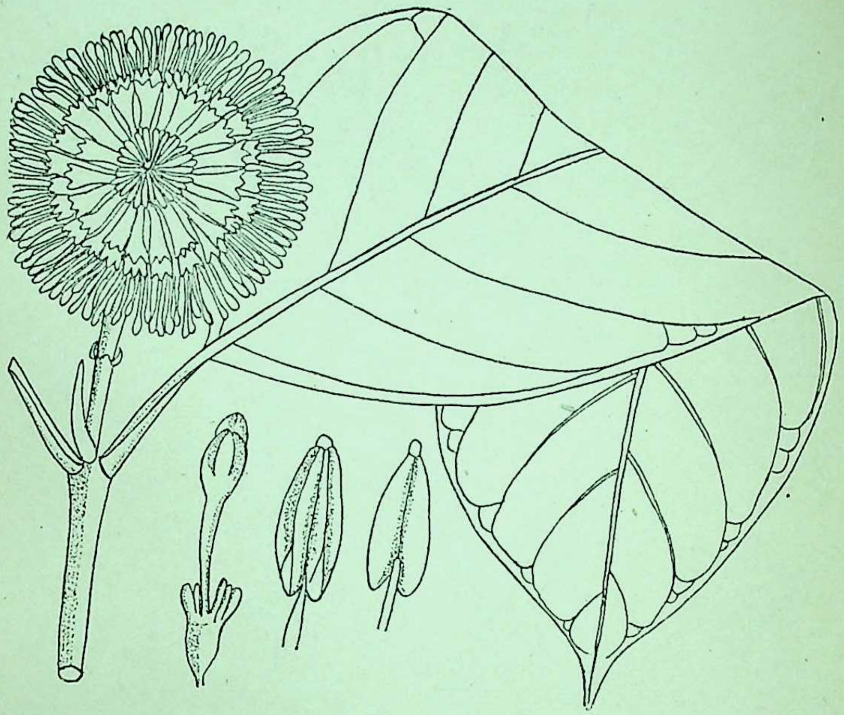

303. Anthocephalus Cadamba Miq. (কদম্ব)

304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

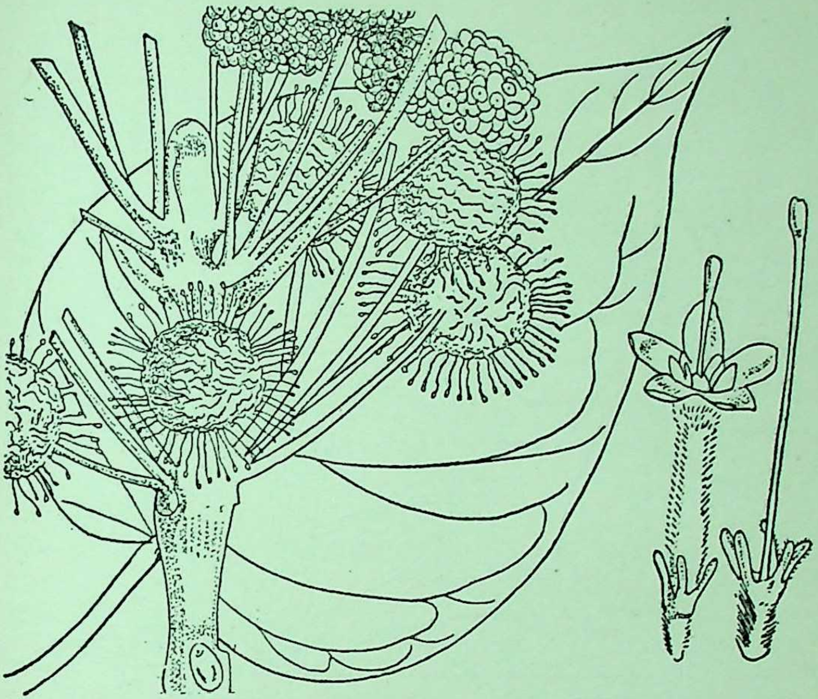

305. Adina cordifolia Hook. (ধূলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

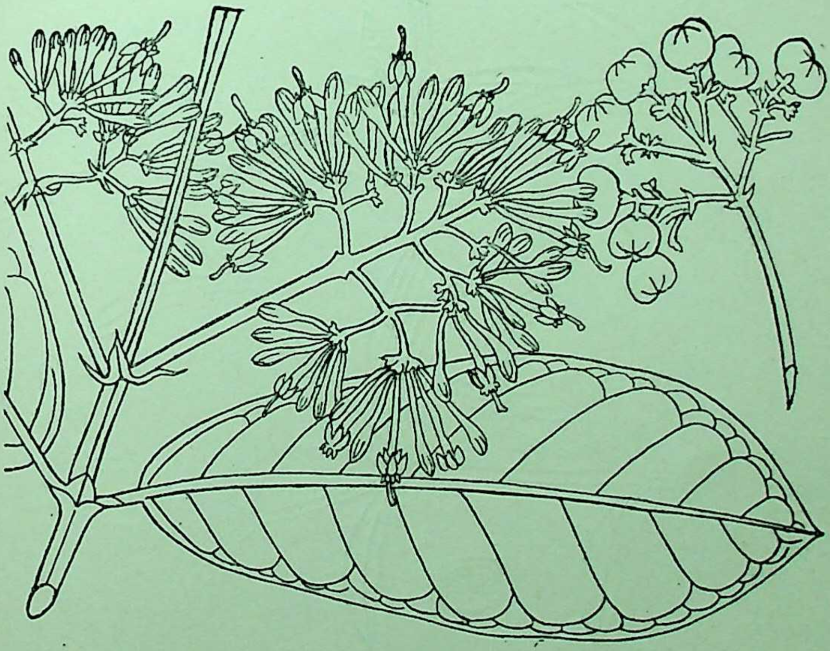

306. Ixora parviflora Vahl. (গান্ধালরঙ্গন)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

307. Ixora coccinea Linn. (রঙ্গন)

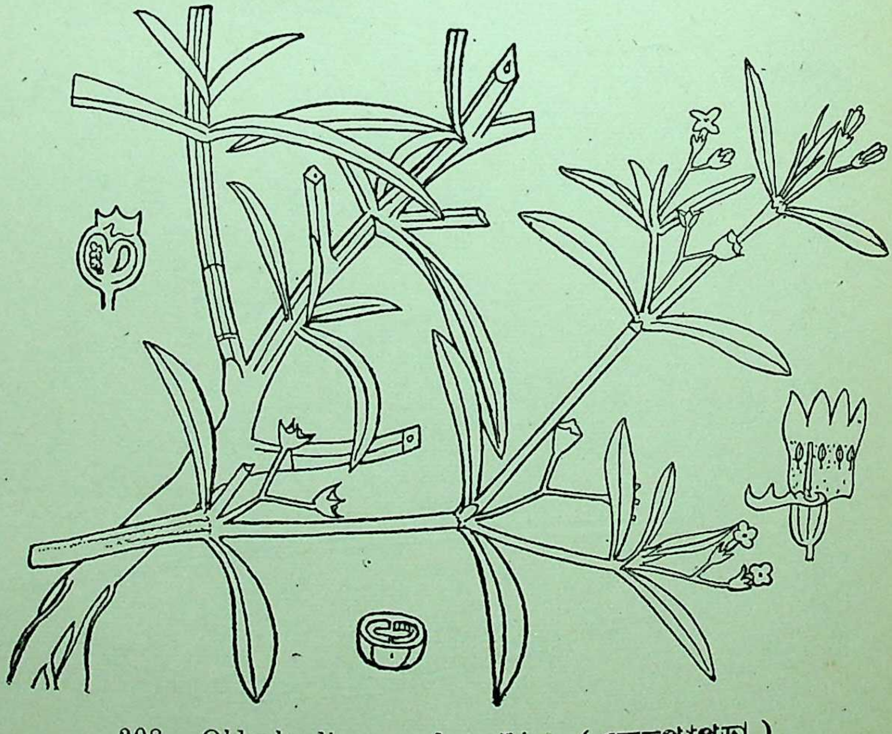

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

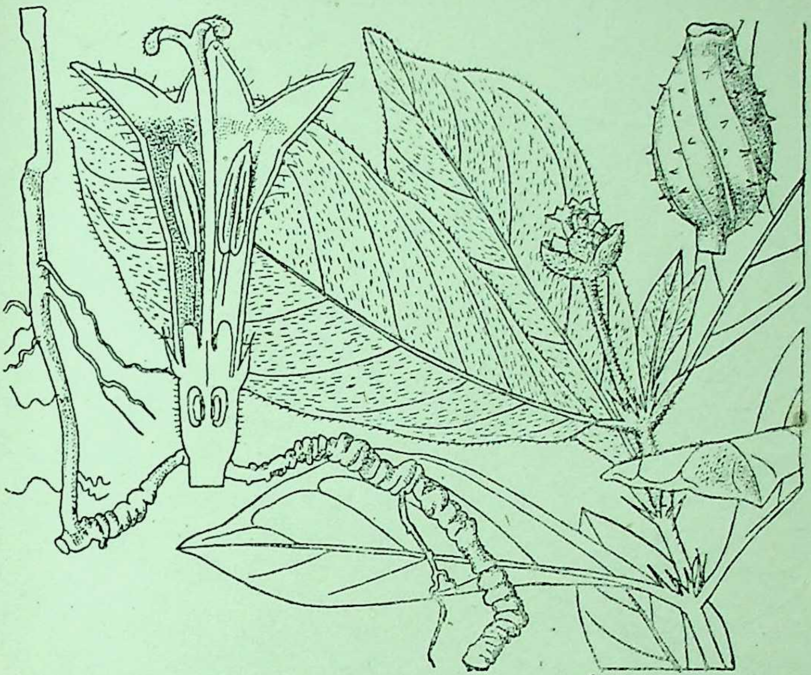

309. Psychotria ipecacuanha Stokes. (ইপকাক্)

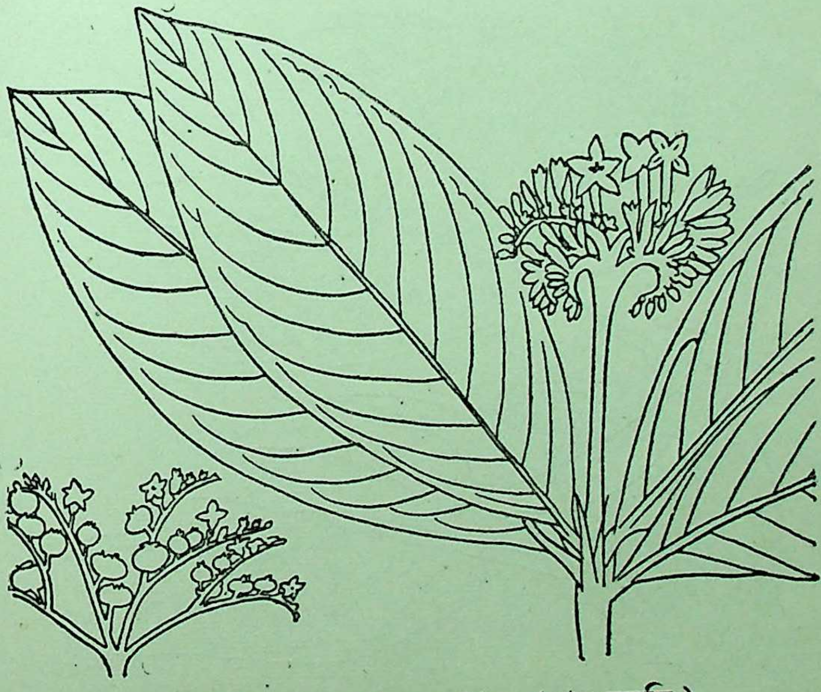

310. Ophiorrhiza Mungos Linn. (গন্ধ-নকুলি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

312. Paederia foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

313. Pavetta indica Linn. (কুকুরচূড়া)

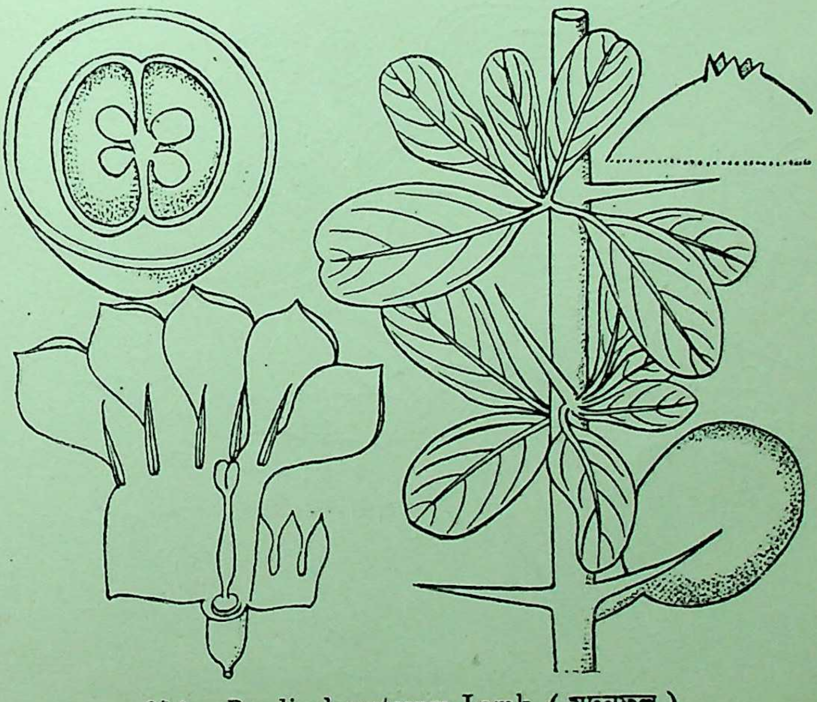

314. **Randia dumetorum Lamk. (মদনফল)**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

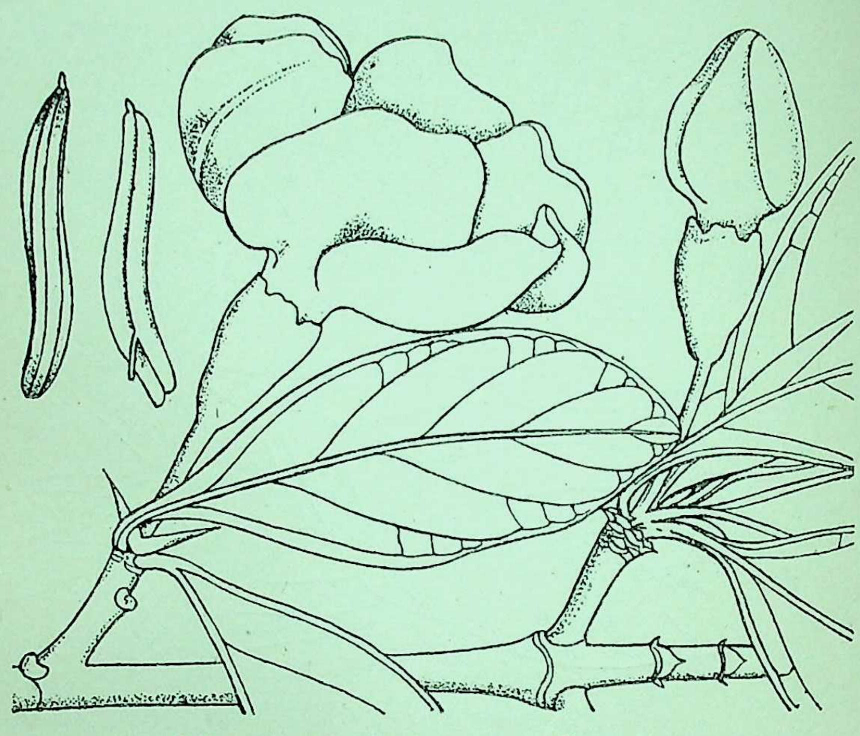

315. Randia uliginosa Dc. (পিরআলু)

316. Rubia cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

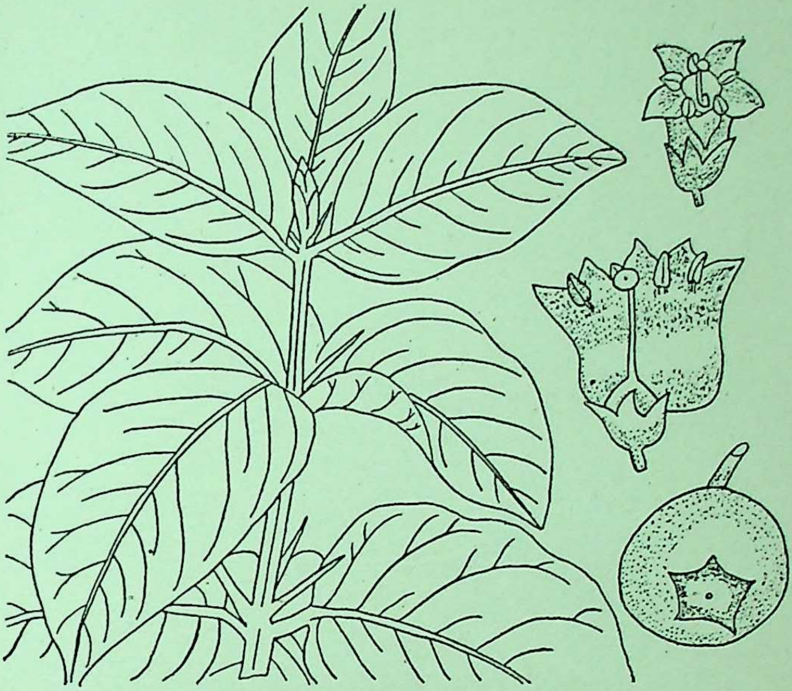

317. Vangueria spinosa Roxb. (ময়না)

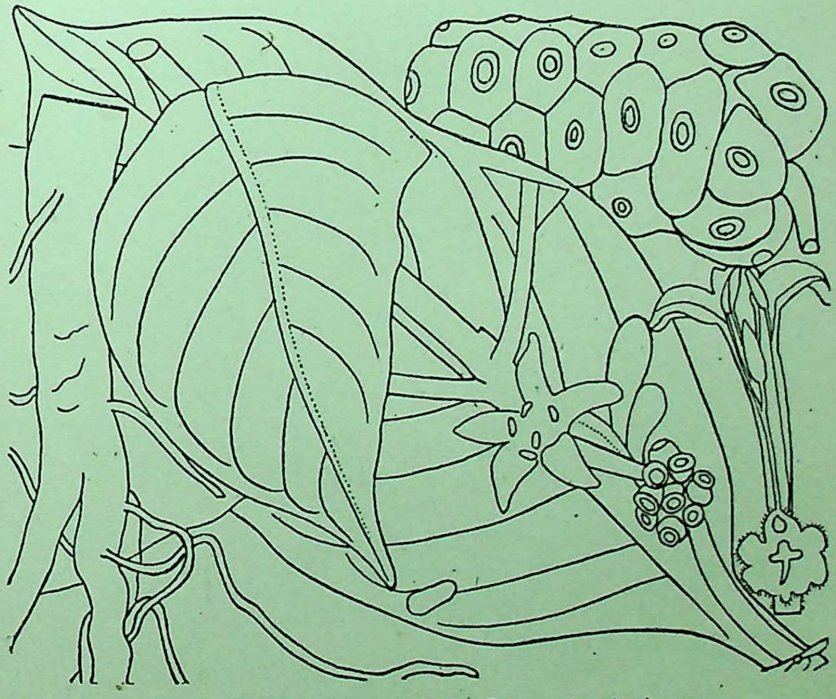

318. Morinda citrifolia Linn. (আচ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

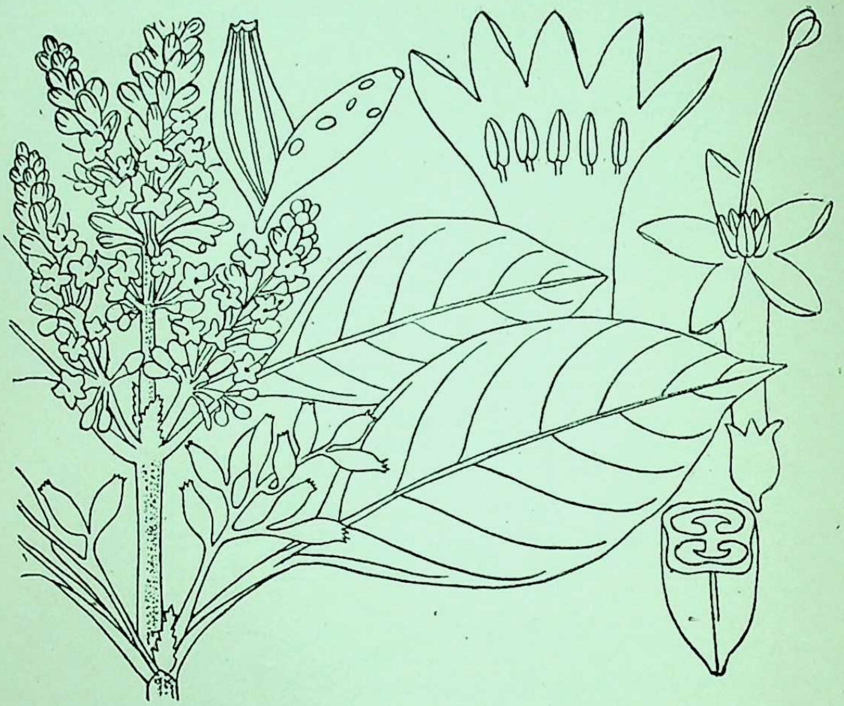

319. Hymenodictyon excelsum Wall. (কুকুর কট)

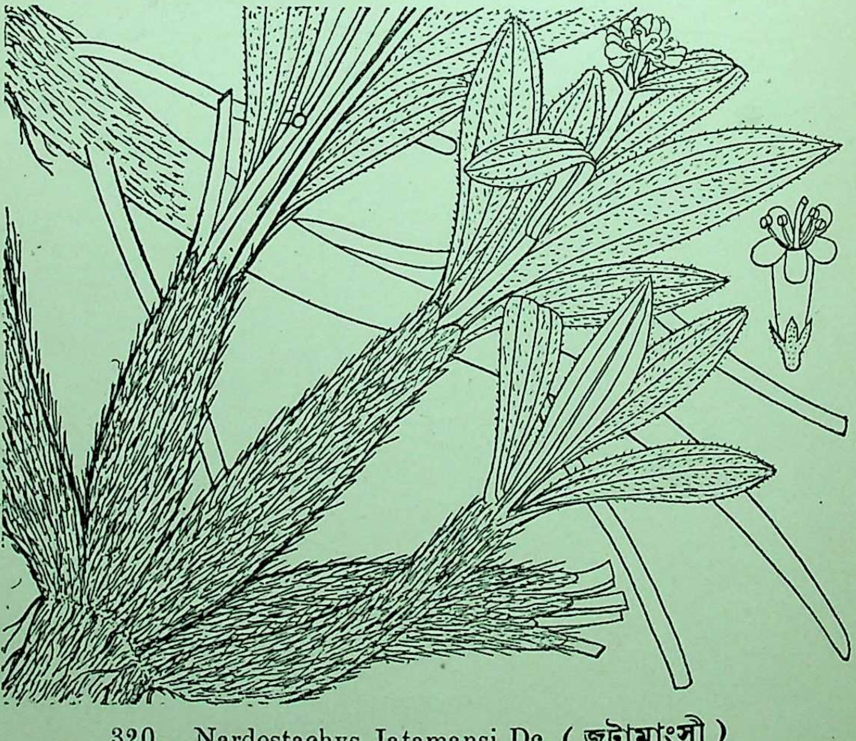

320. Nardostachys Jatamansi Dc. (জটামাংসী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

321. Valeriana Hardwickii Wall. (টগর)

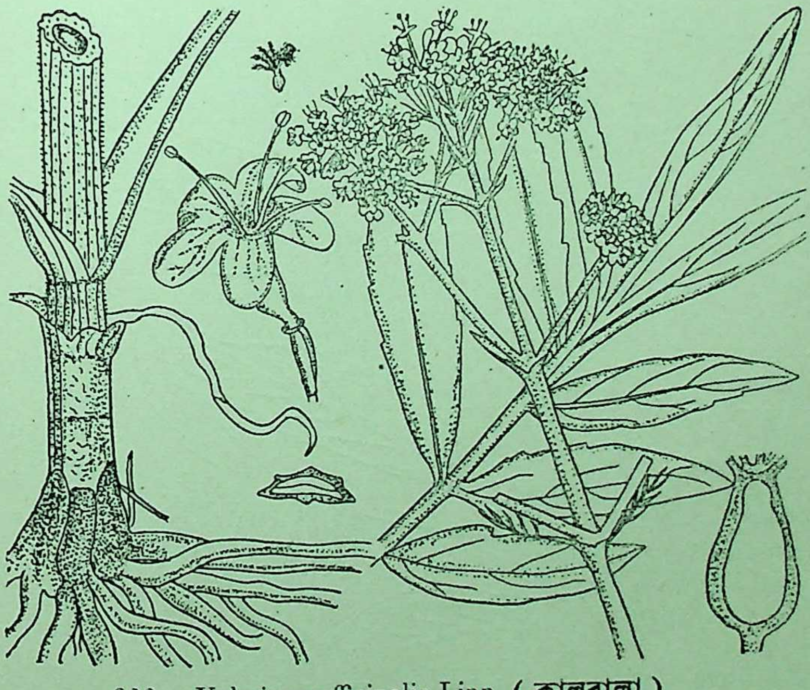

322. Valeriana officinalis Linn. (কালবালা)

21—1754B.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

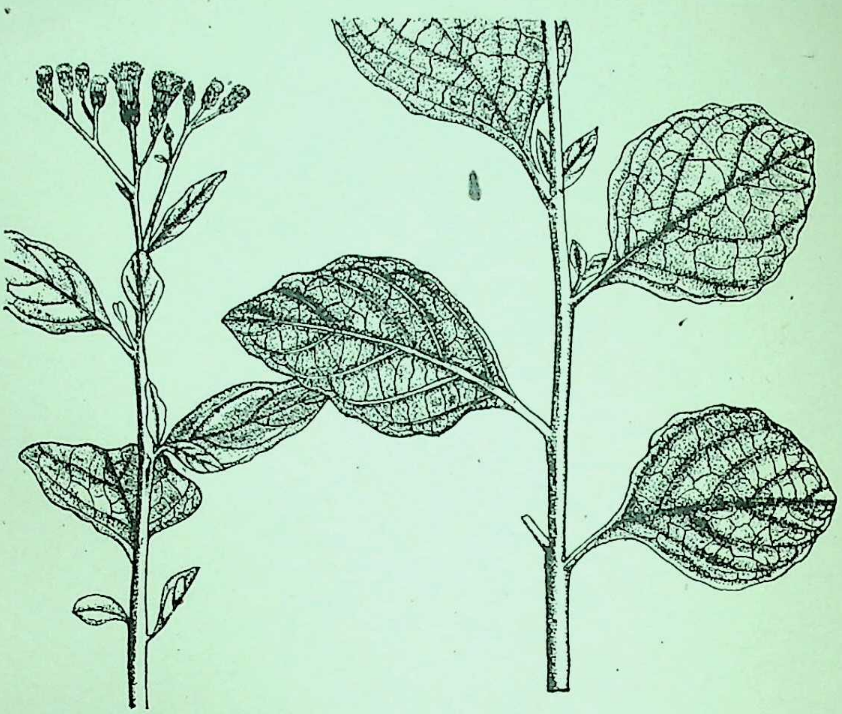

323. Vernonia cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

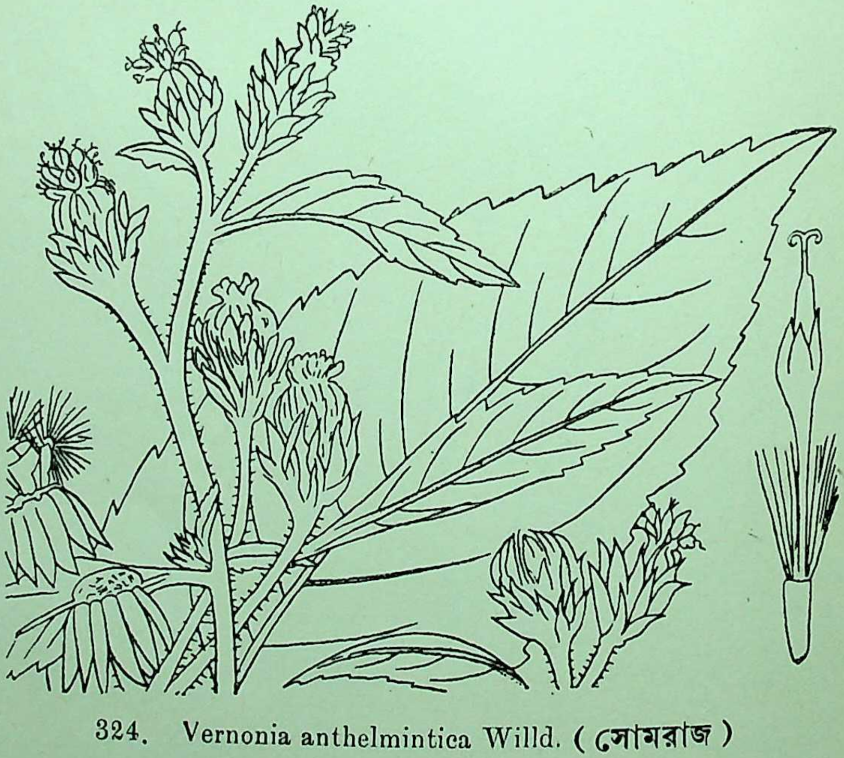

324. Vernonia anthelmintica Willd. (সোমরাজ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

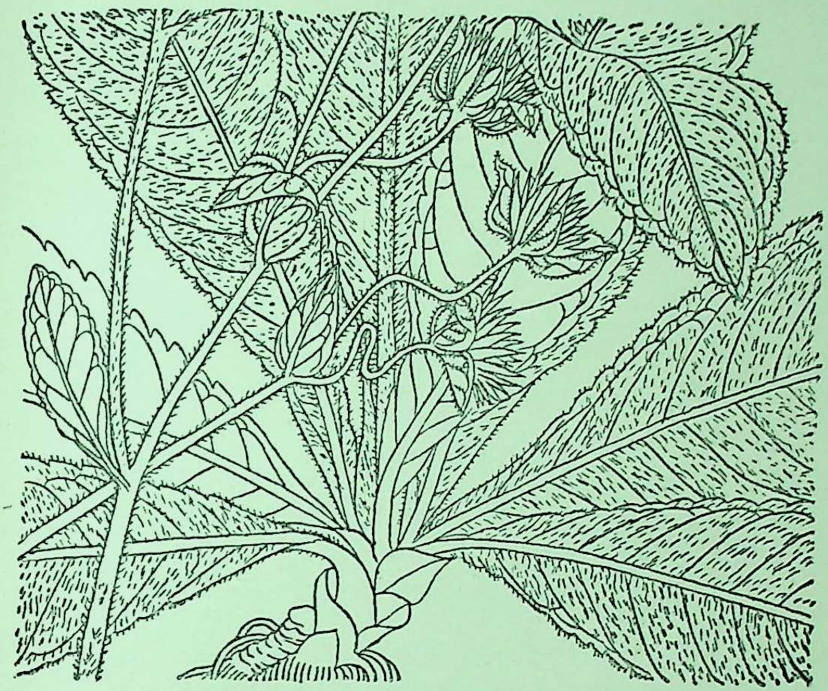

325. Elephantopus scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামদলন)

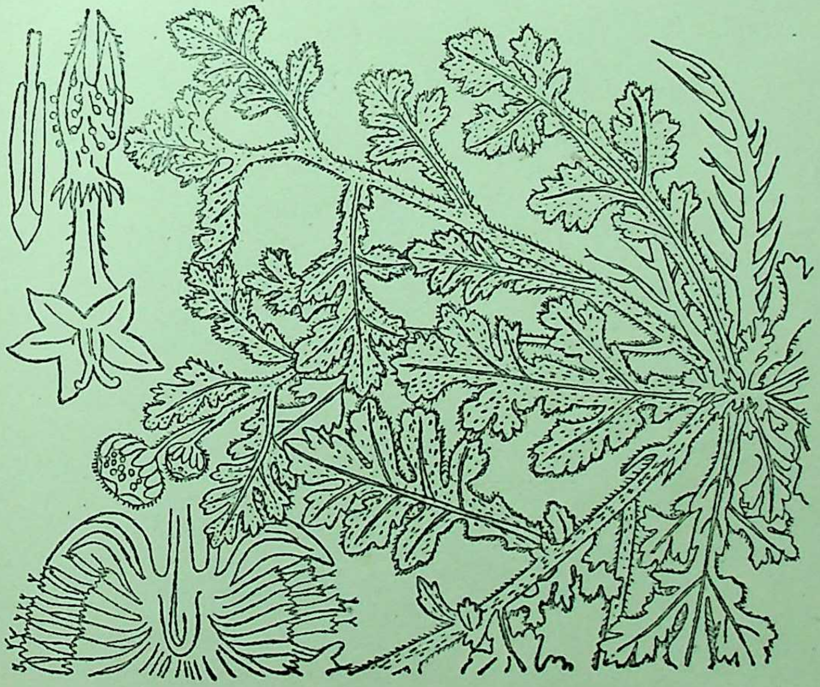

326. Grangea maderaspatana Poir. (নামুতি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

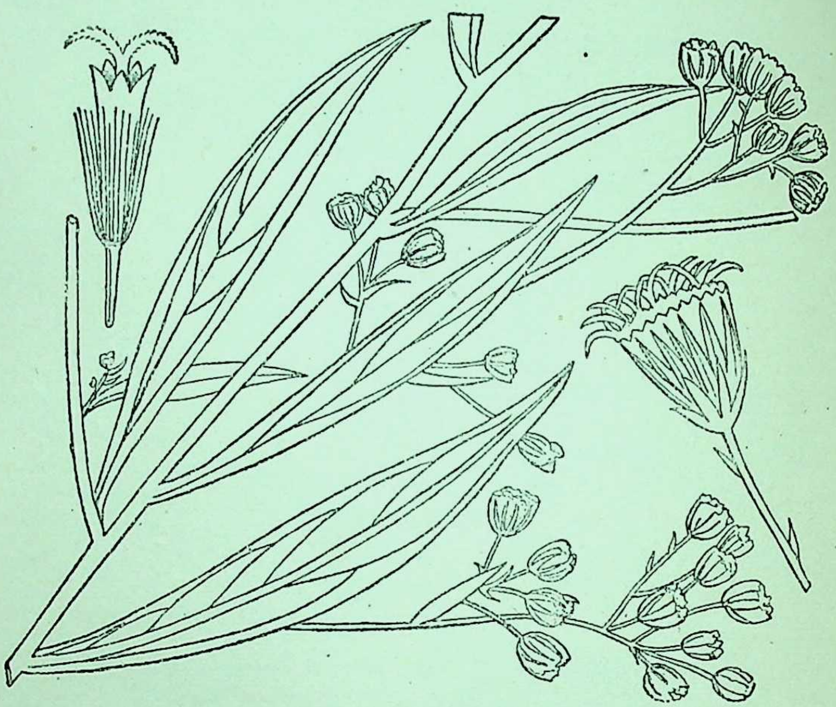

327. Eupatorium Ayapana Vent. (আয়াপান)

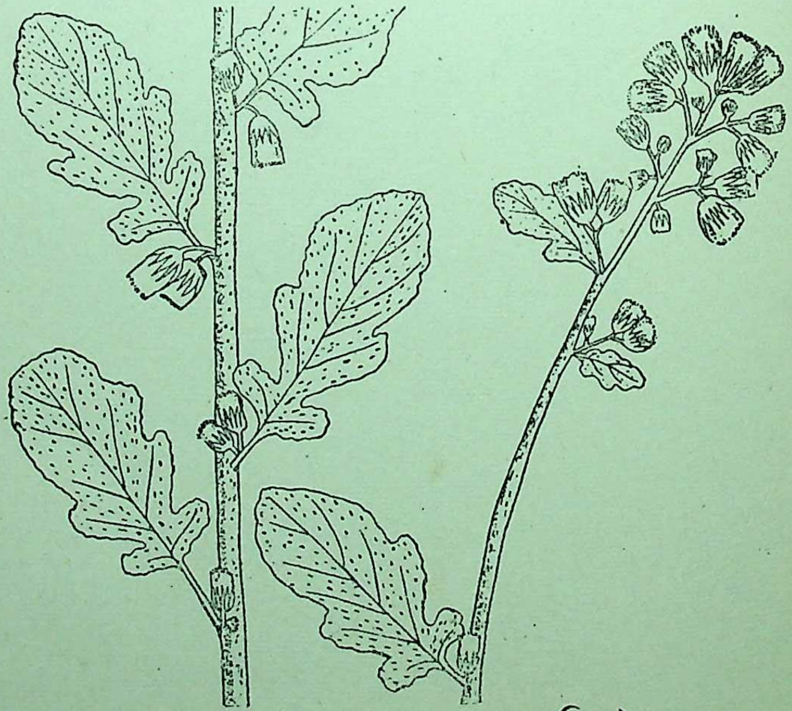

328. Blumea lacera DC. (কুকসিম)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

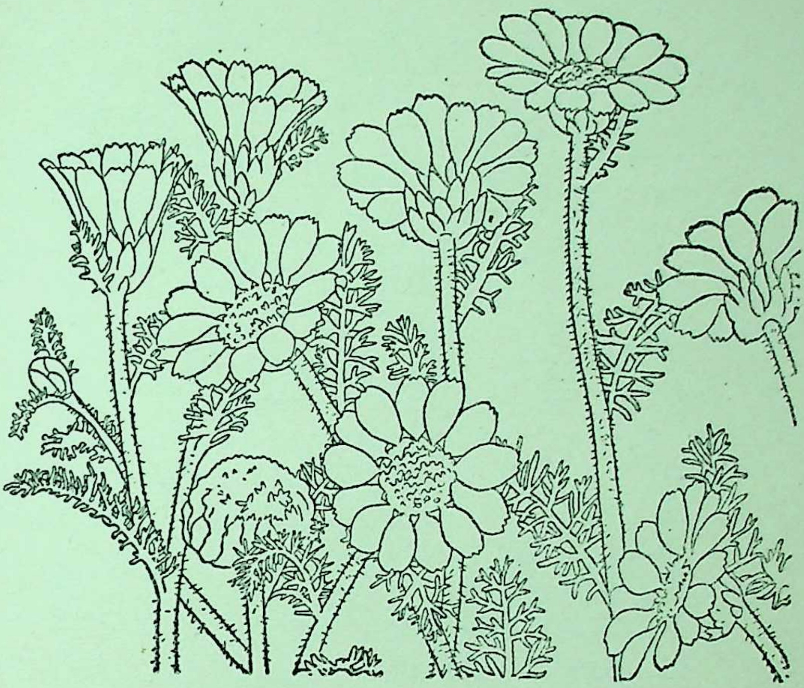

329. Anacyclus Pyrethrum DC. (আকরকরা)

330. Artemisia vulgaris Linn. (নাগদমনী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

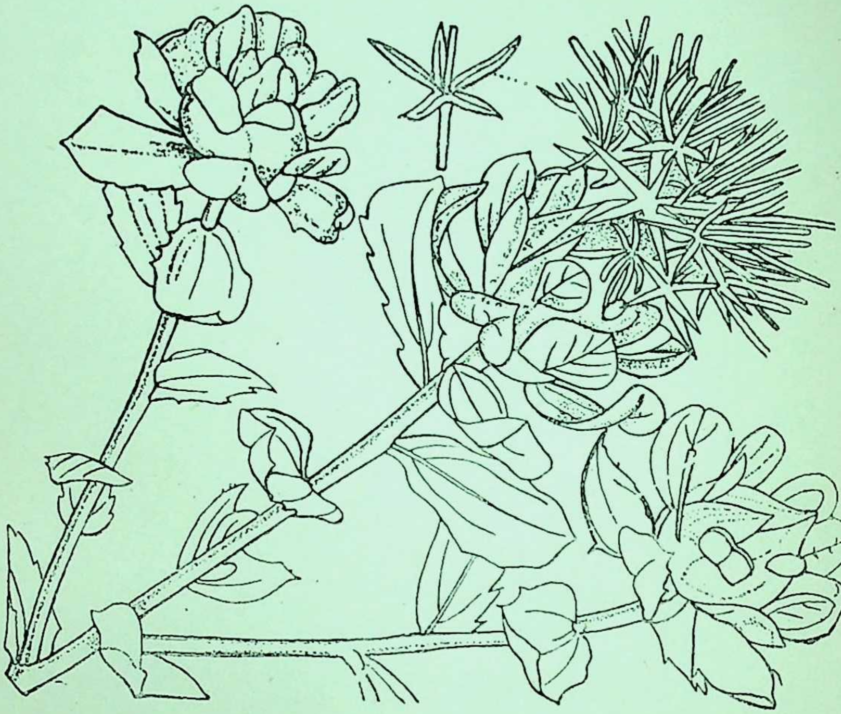

331. Carthamus tinctorius Linn. (কুসুমফুল)

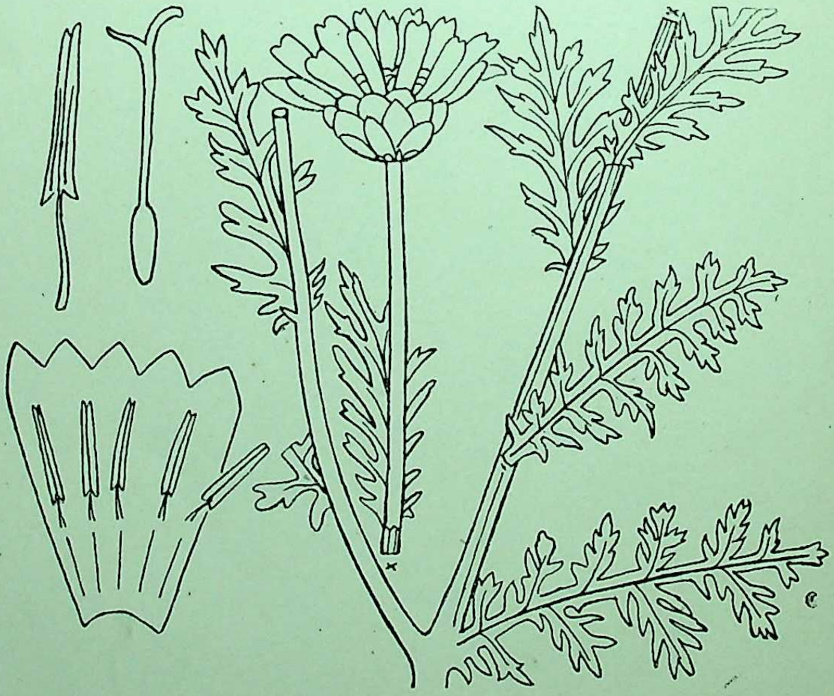

332. Chrysanthemum coronarium Linn. (গুলচিনি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

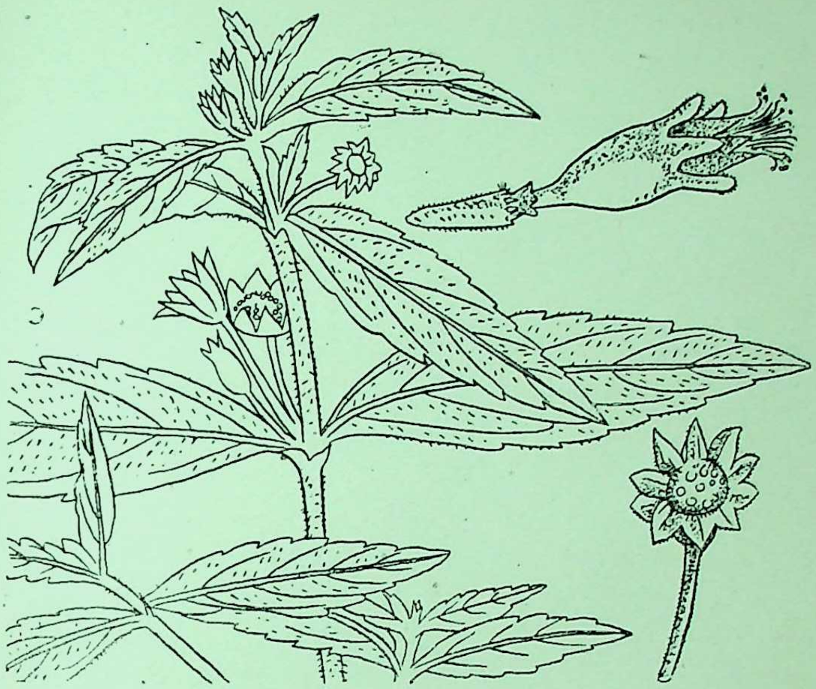

333. Eclipta alba Hassk. (কেসুরিয়া)

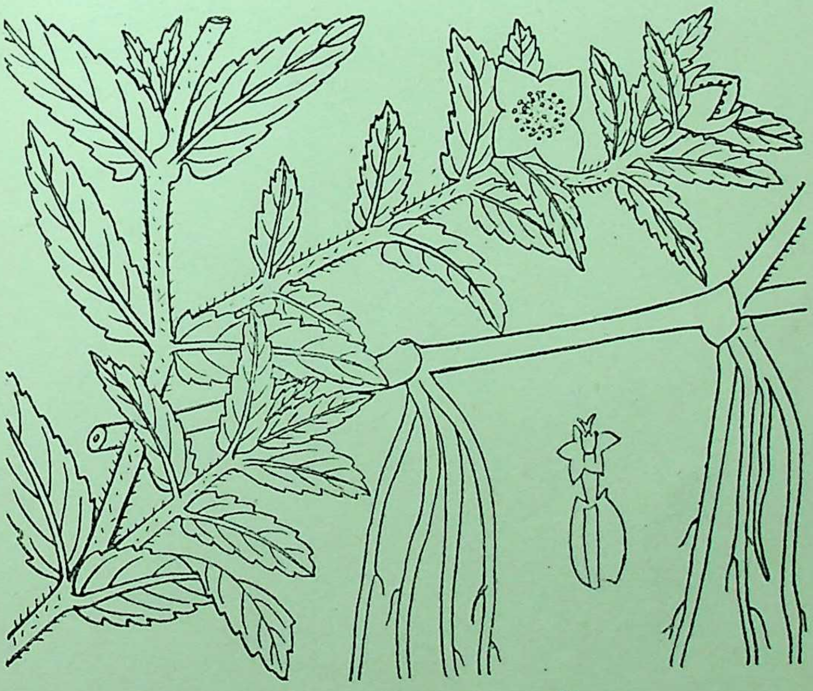

334. Enhydra fluctuans Lour. (হিংচা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

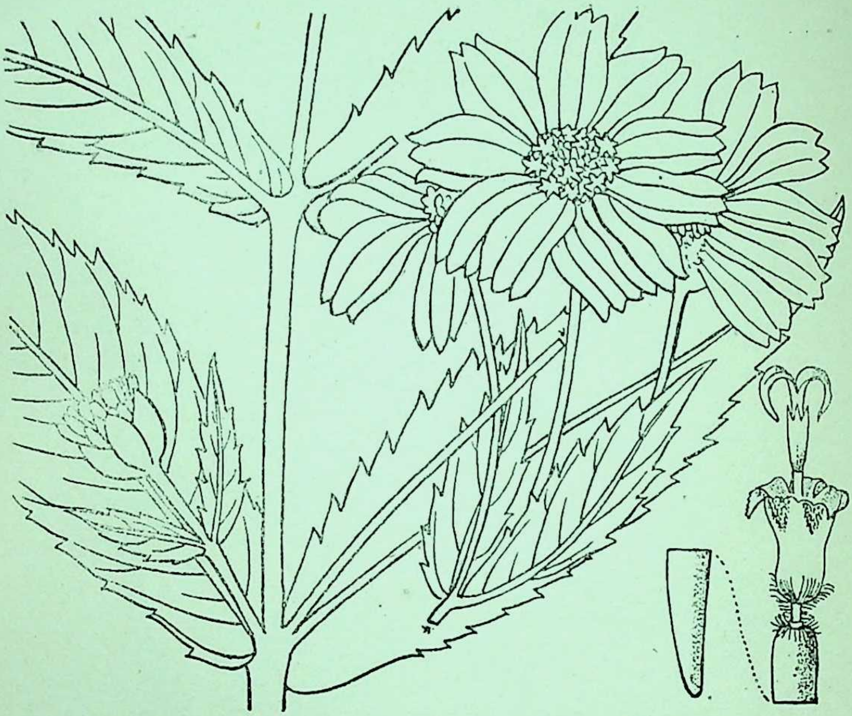

335. Guizotia abyssinica Cass. (রামতিল)

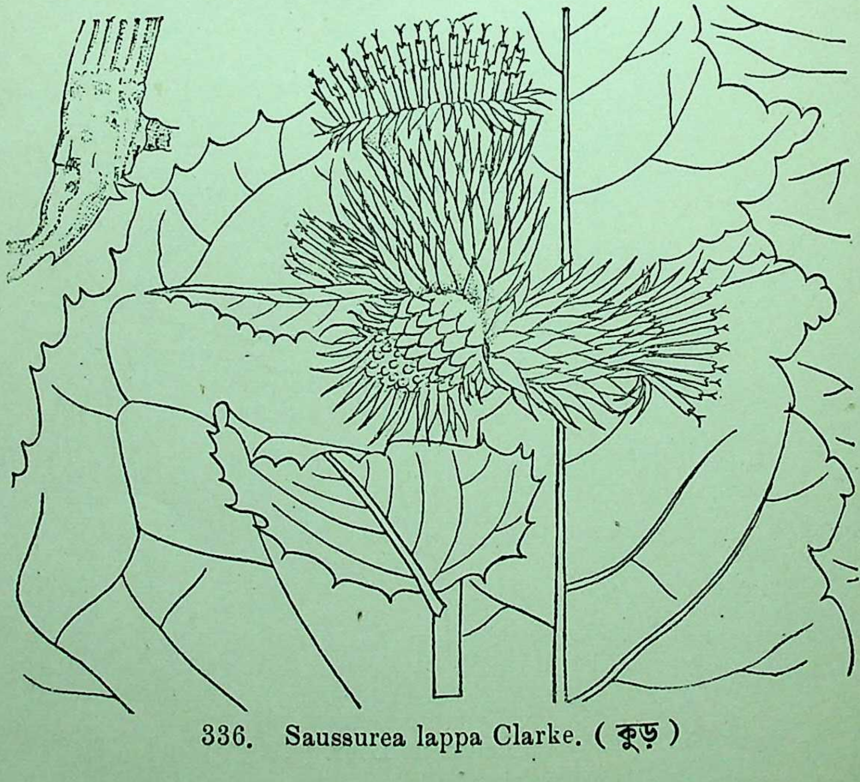

336. Saussurea lappa Clarke. (কুড়)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

337. Xanthium strumarium Linn. (বনওকড়া)

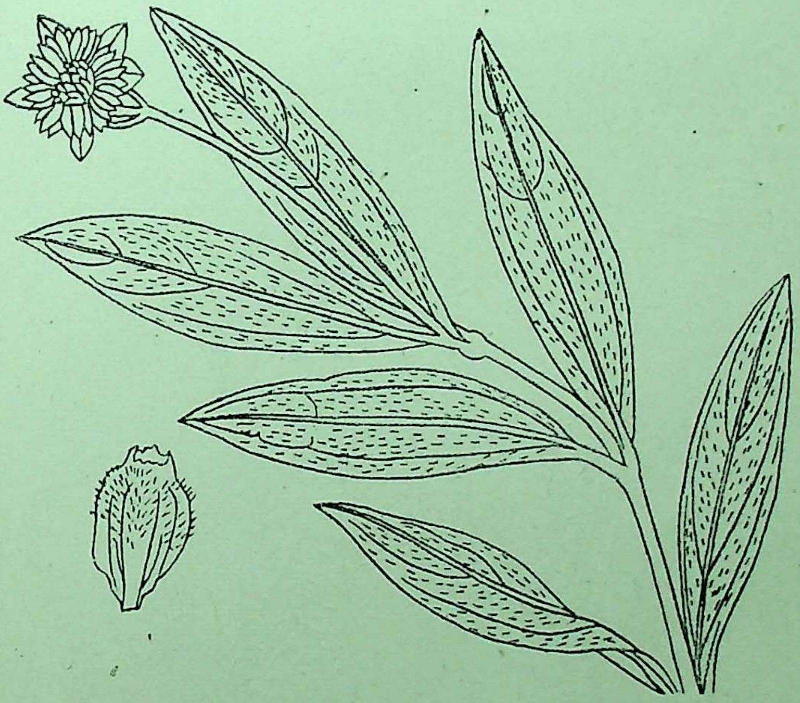

338. Wedelia calendulacea Less. (ভীমরাজ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

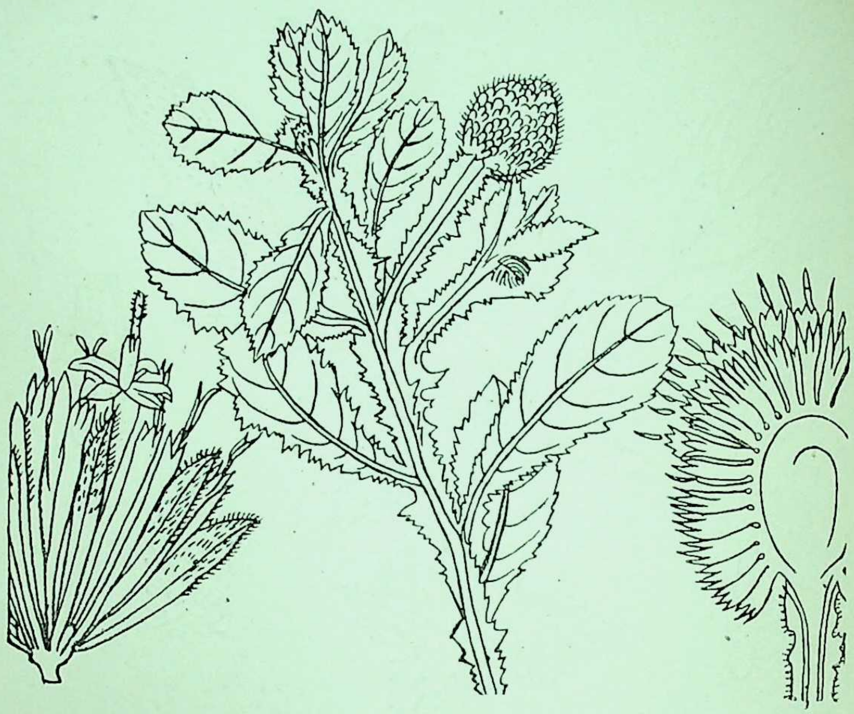

339. Sphaeranthus indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

340. Tagetes erecta Linn. (গেঁদাফুল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

341. Centipeda orbicularis Lour. (মেচেতা)

342. Sonchus arvensis Linn. (বন পালং)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

343. Plumbago zeylanica Linn. (চিতা)

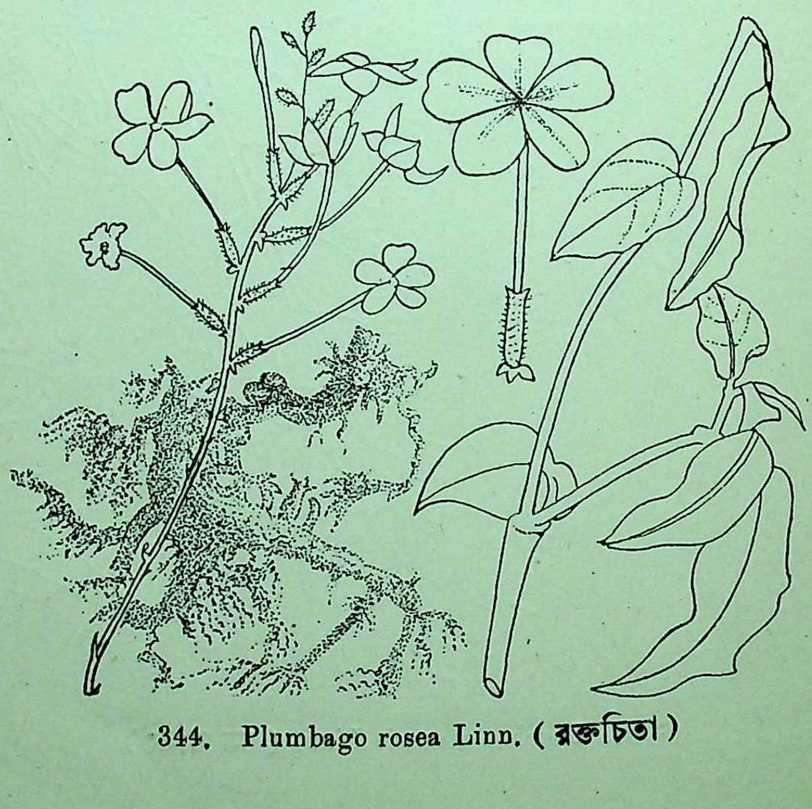

344. Plumbago rosea Linn. (রক্তচিতা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

345. Embelia Ribes Burm. (বিড়ঙ্গ)

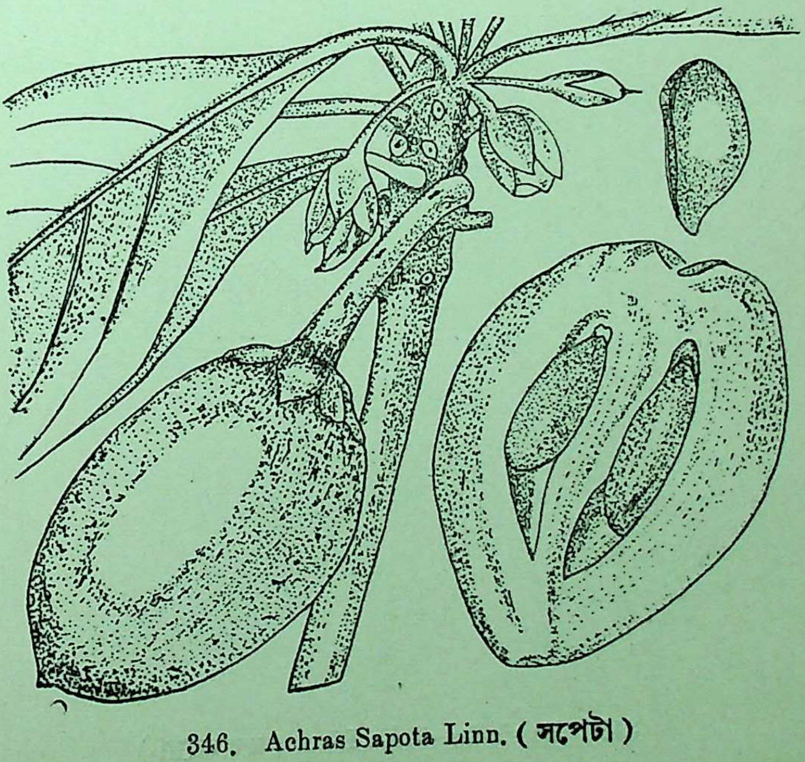

346. Achras Sapota Linn. (সপেটা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

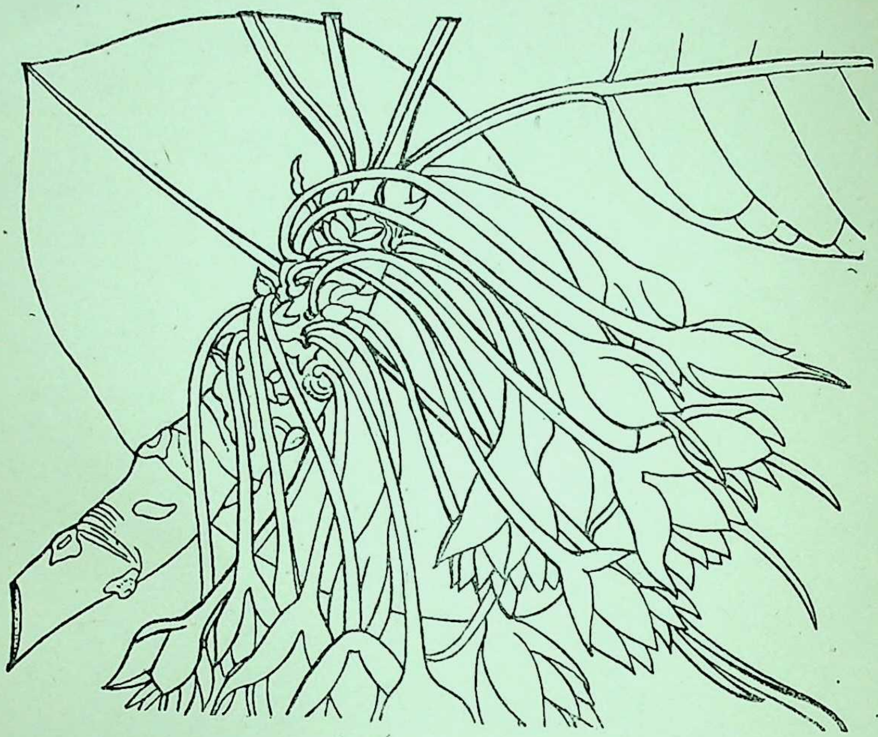

347. Bassia latifolia Roxb. (মহুয়া)

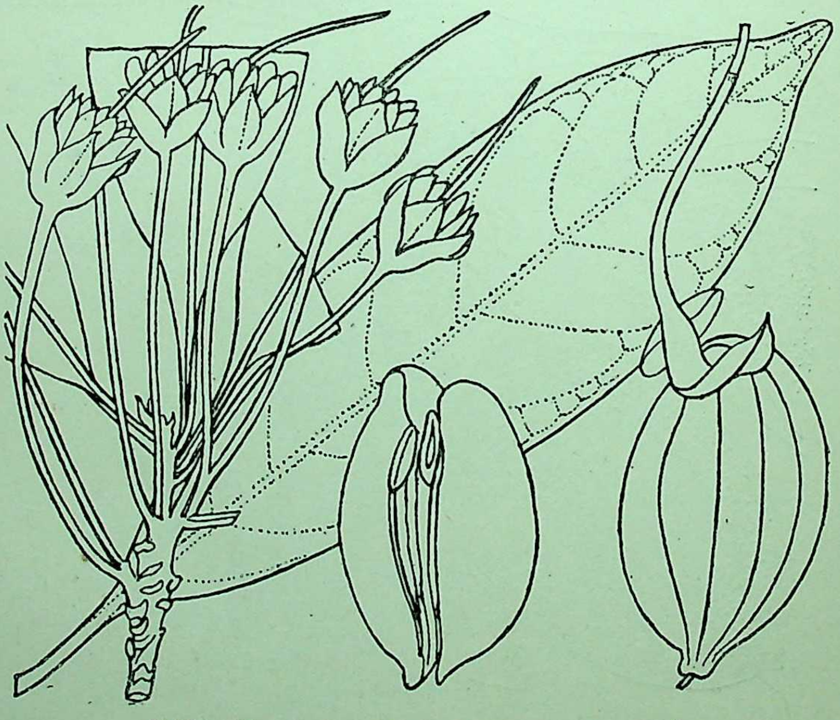

348. Bassia longifolia Linn. (জলমহুয়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

349. Mimusops Elengi Linn. (বকুল)

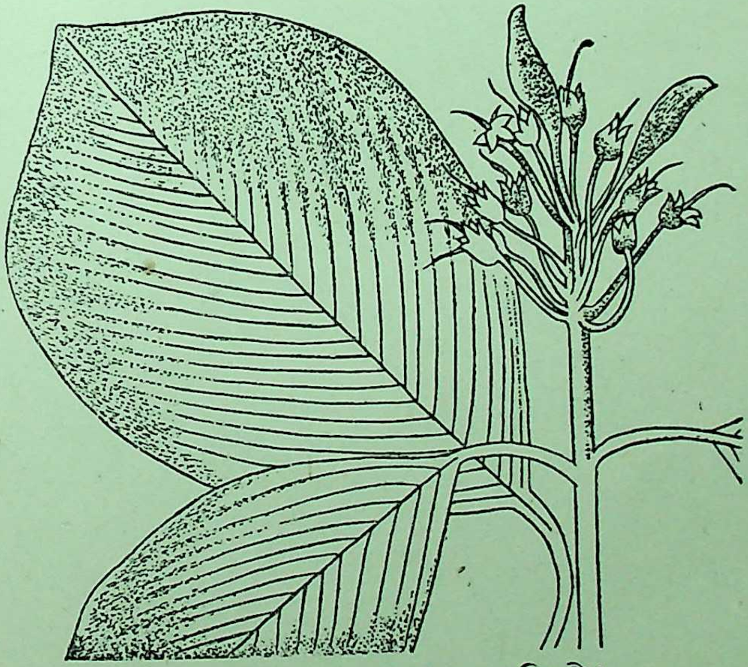

350. Mimusops Kauki Linn. (খিরনী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

351. Mimusops hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)

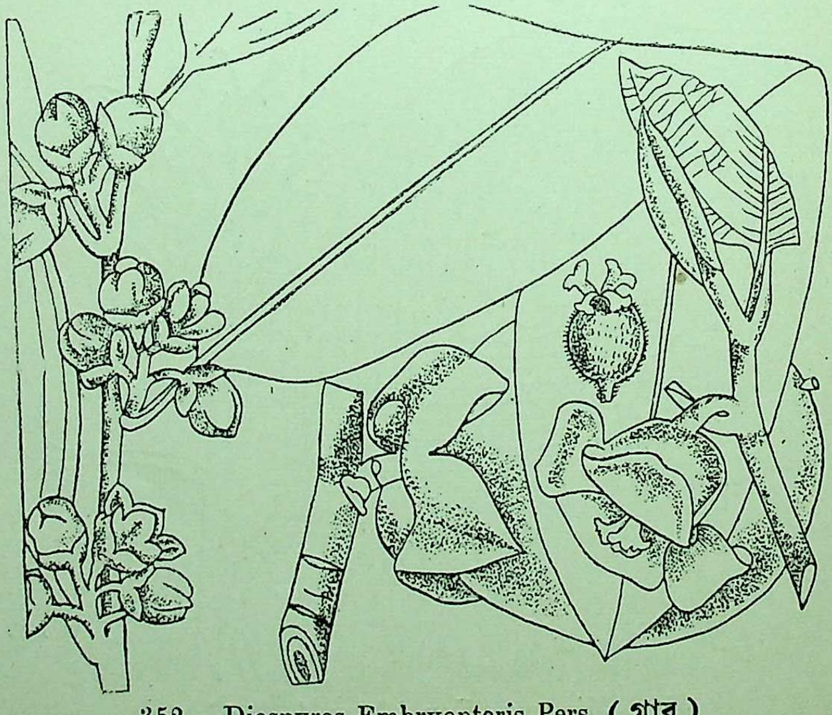

352. Diospyros Embryopteris Pers. (গাব)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

353. Symplocos racemosa Roxb. (লোধ)

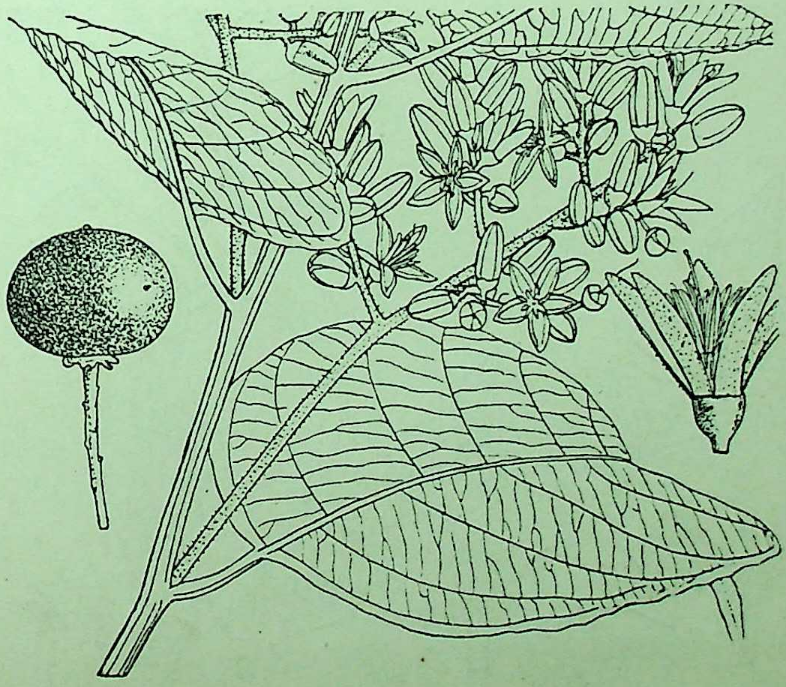

354. Styrax Benzoin Dryand. (লবান)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

355. Jasminum arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

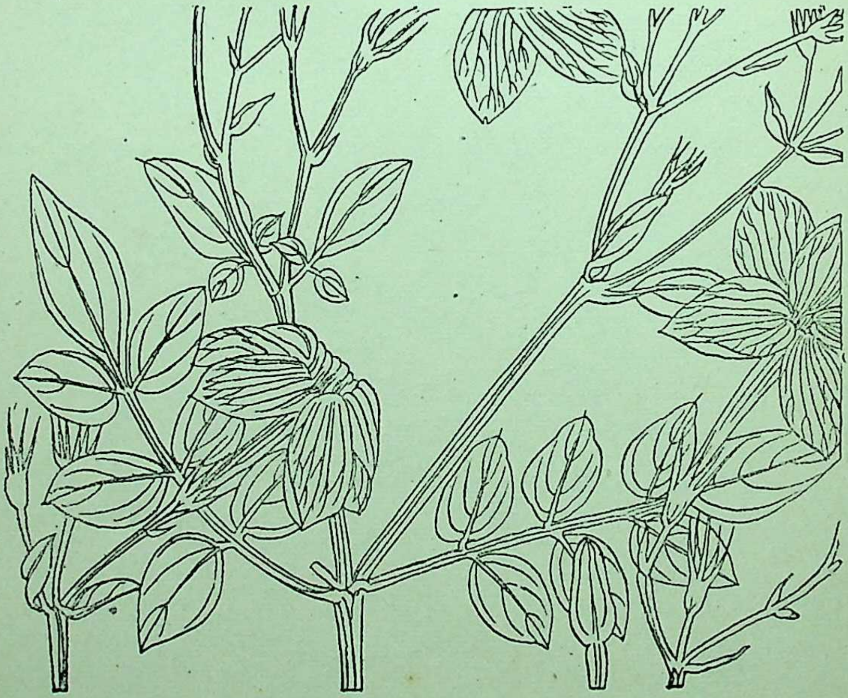

356. Jasminum grandiflorum Linn. (জাতি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

357. Jasminum Sambac Ait. (বেল)

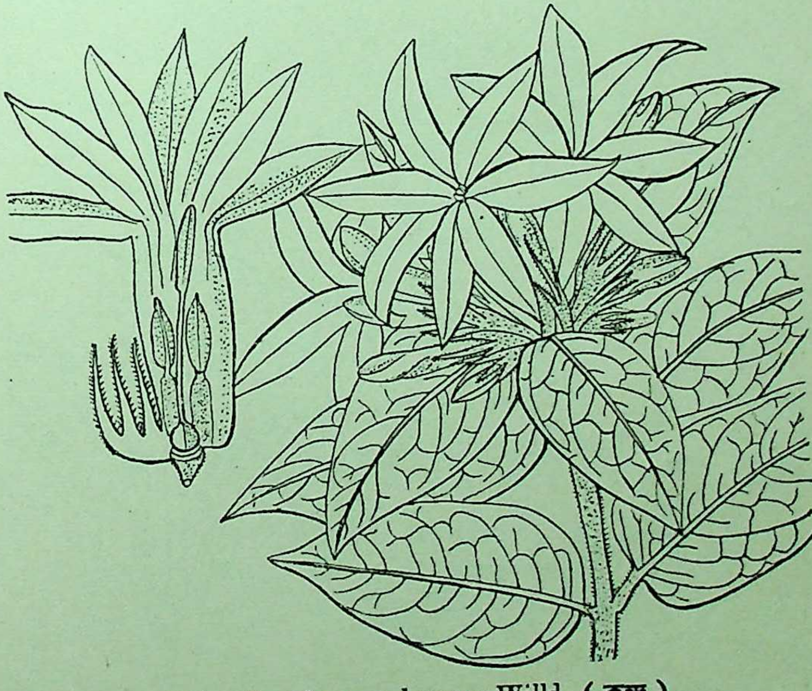

358. Jasminum pubescens Willd. (কুন্দ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

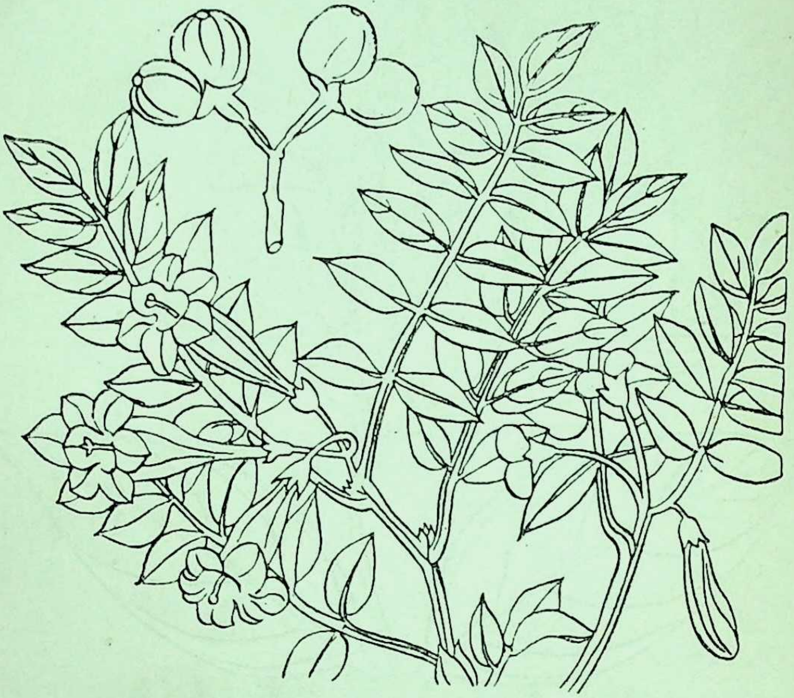

359. Jasminum humile Linn. (স্বর্ণযুঁই)

360. Nyctanthes Arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

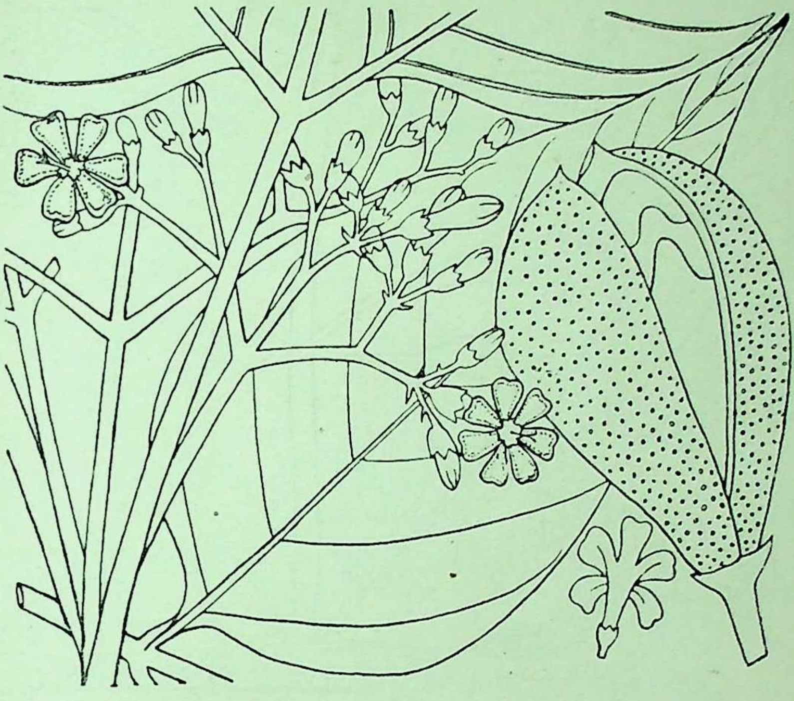

361. Schrebera swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

362. Azima tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

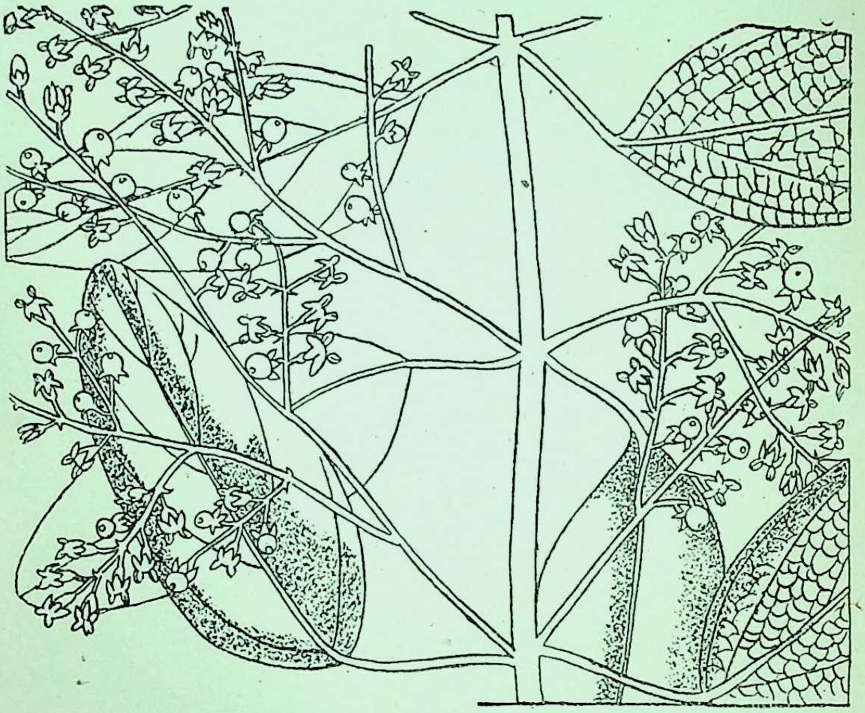

363. Salvadora persica Linn. (পিলু)

364. Carissa Carandas Linn. (করমচা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

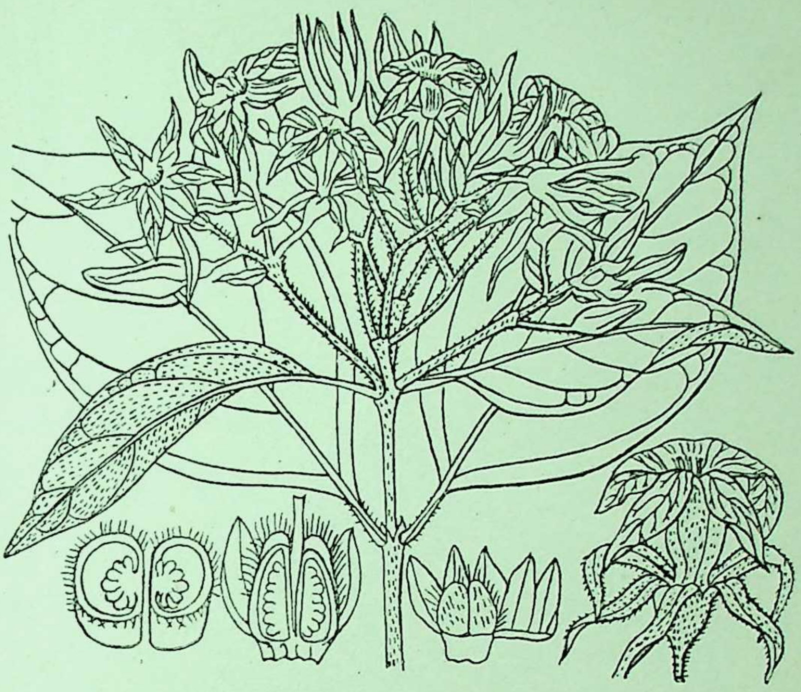

365. Aganosma caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)

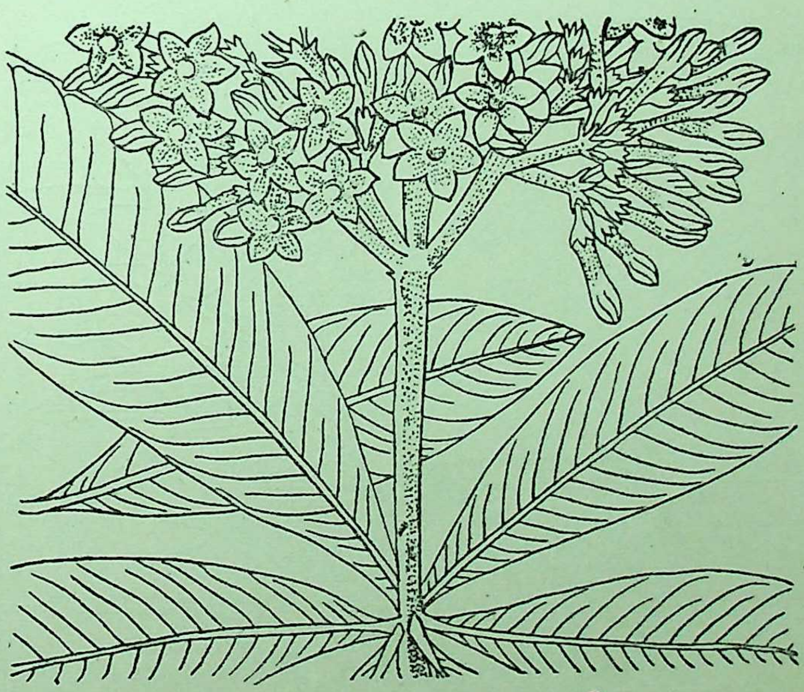

366. Alstonia scholaris R. Br. (ছাতিম)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

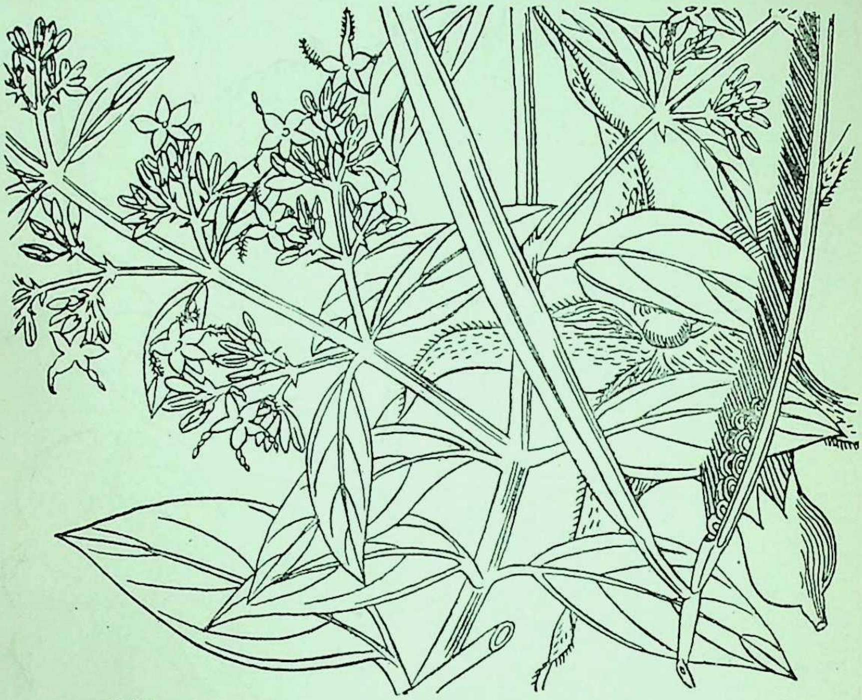

367. Ichnocarpus frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

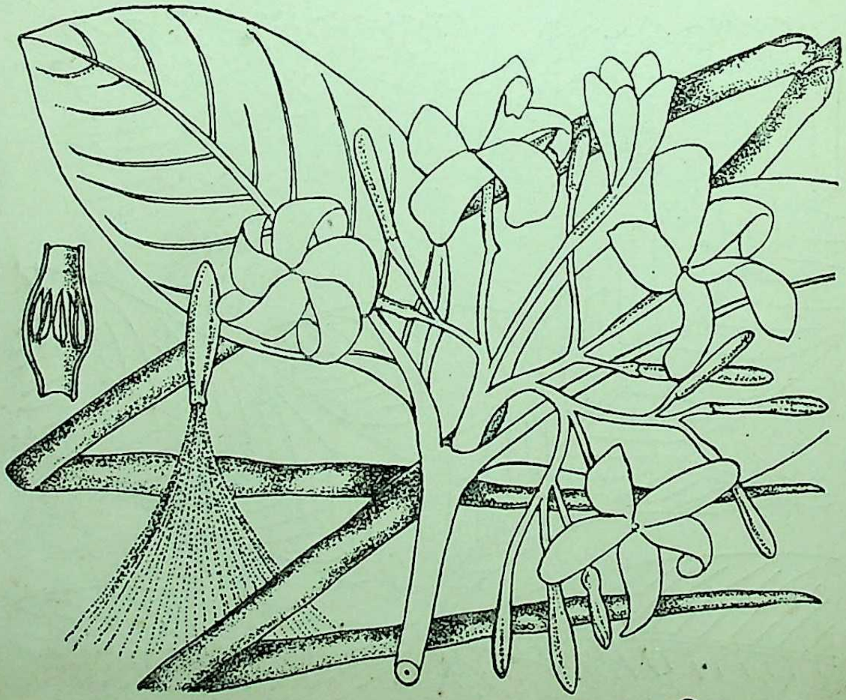

368. Holarrhena antidysenterica Wall. (কুরচি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

369. Rauwolfia serpentina Benth. (চন্দ্রা)

370. Nerium odorum Soland. (করবী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

371. Wrightia tomentosa R. & S. (দুধকরবী)

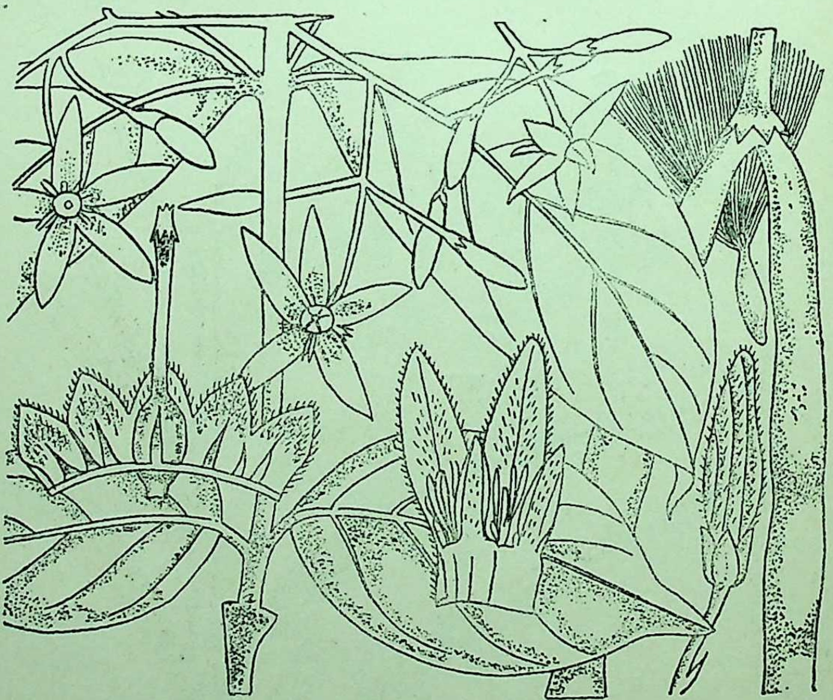

372. Wrightia tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

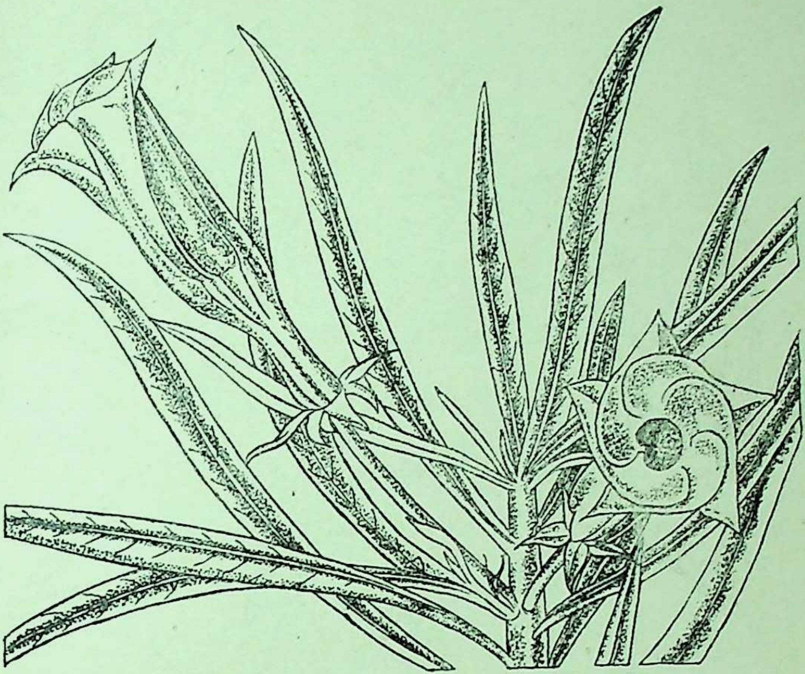

373. Thevetia neriifolia Juss. (কল্‌কেফুল)

374. Vallaris Heynei Spreng. (হাপরমালী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

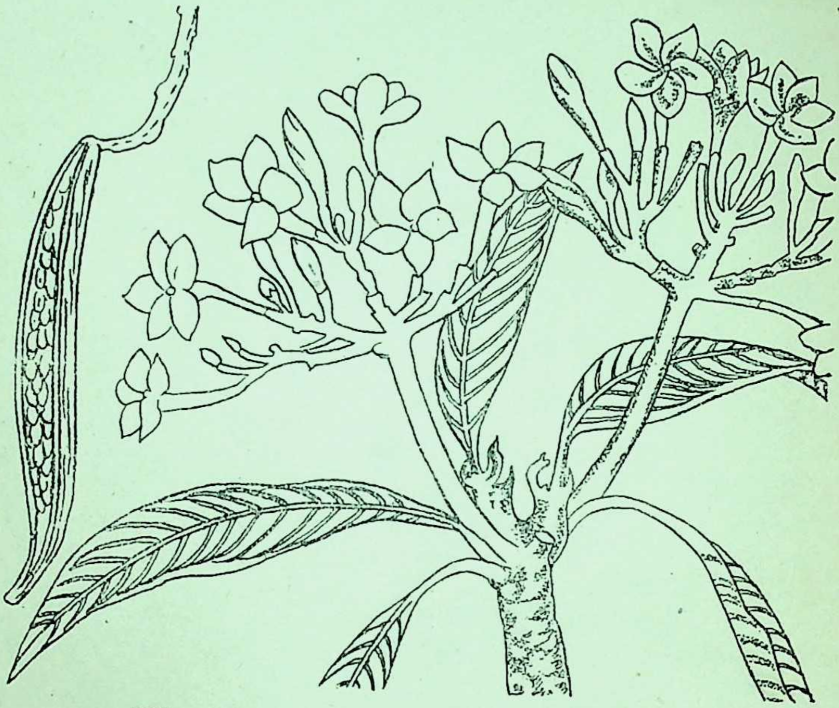

375. Plumeria acutifolia Poir. (গরুড়চাঁপা)

376. Tabernæmontana coronaria R. Br. (টগর)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

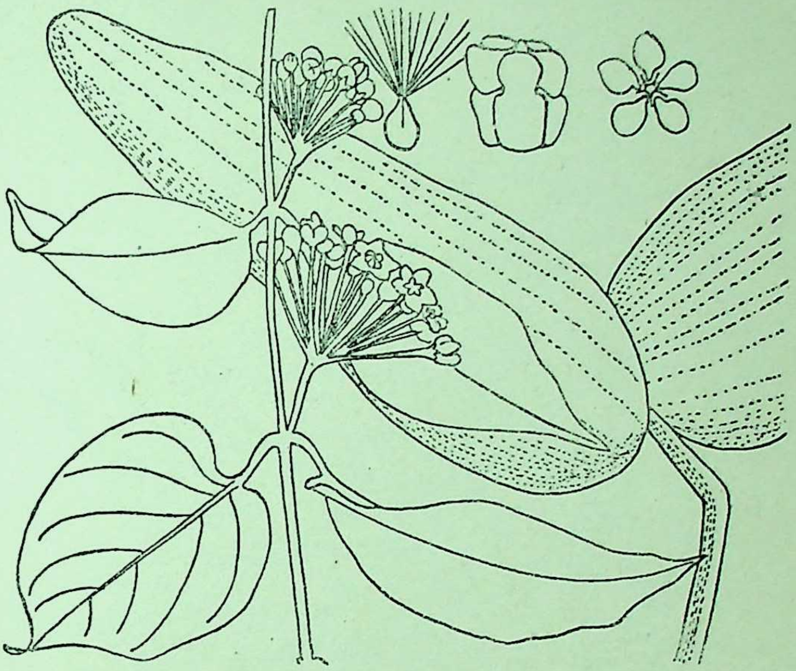

377. Dregea volubilis Benth. (নাকচিকনী)

378. Calotropis gigantea R. Br. (আকন্দ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

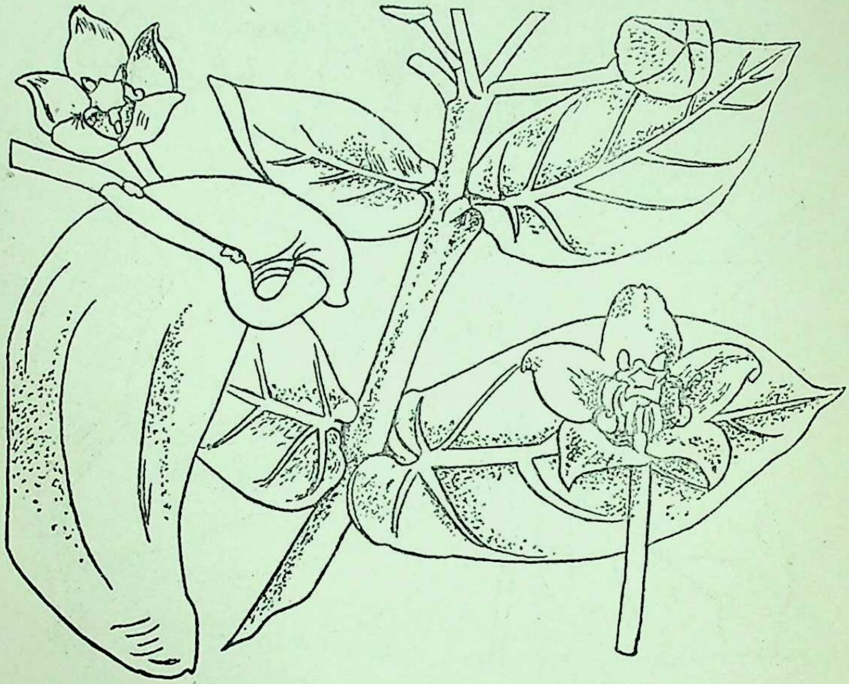

379. Calotropis procera R. Br. (ছোট আকন্দ)

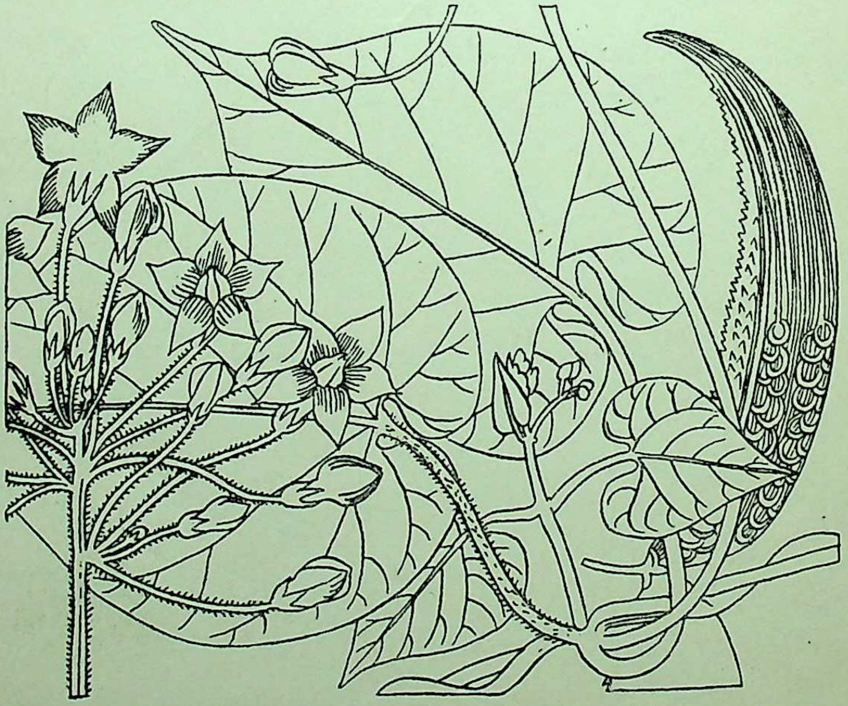

380. Daemia extensa R. Br. (ছাগল বেটে)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

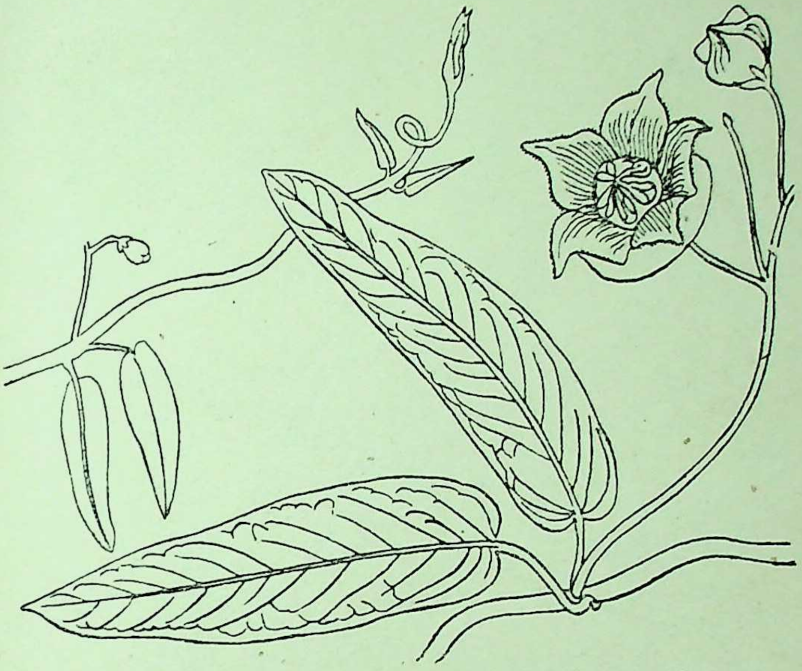

381. Oxystelma esculentum R. Br. (দুধলতা)

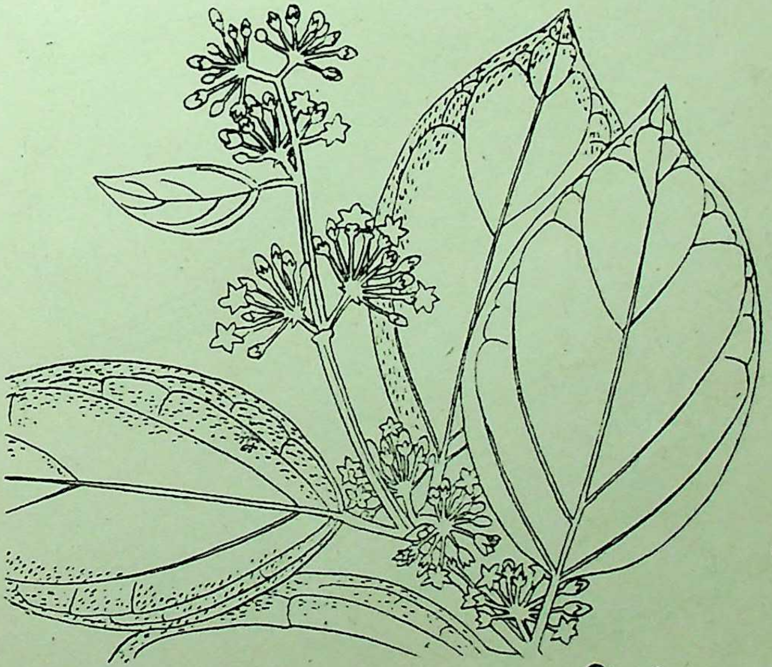

382. Gymnema sylvestre R. Br. (মেড়াশিঙ্গে)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

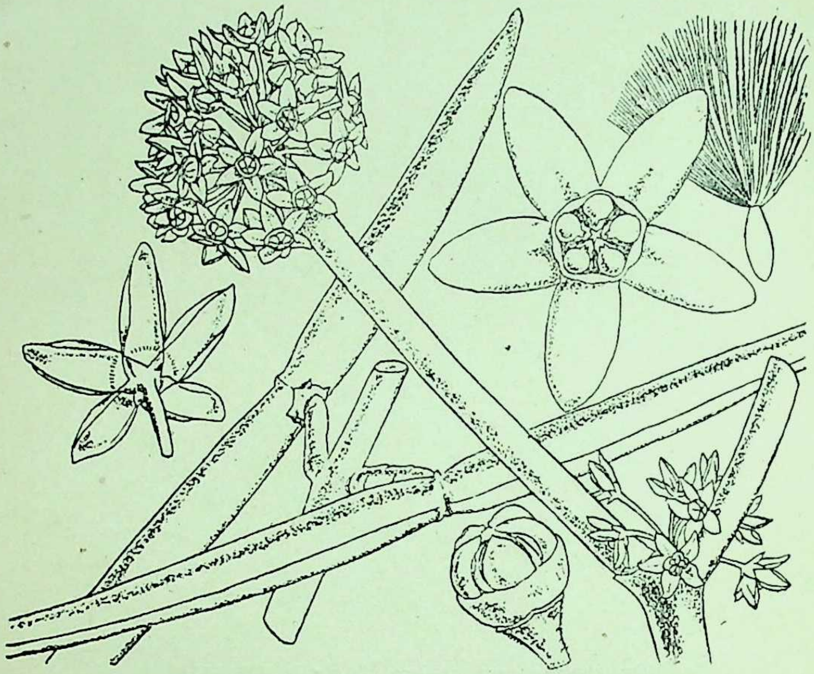

383. Sarcostemma brevistigma Wight. (সোমলতা)

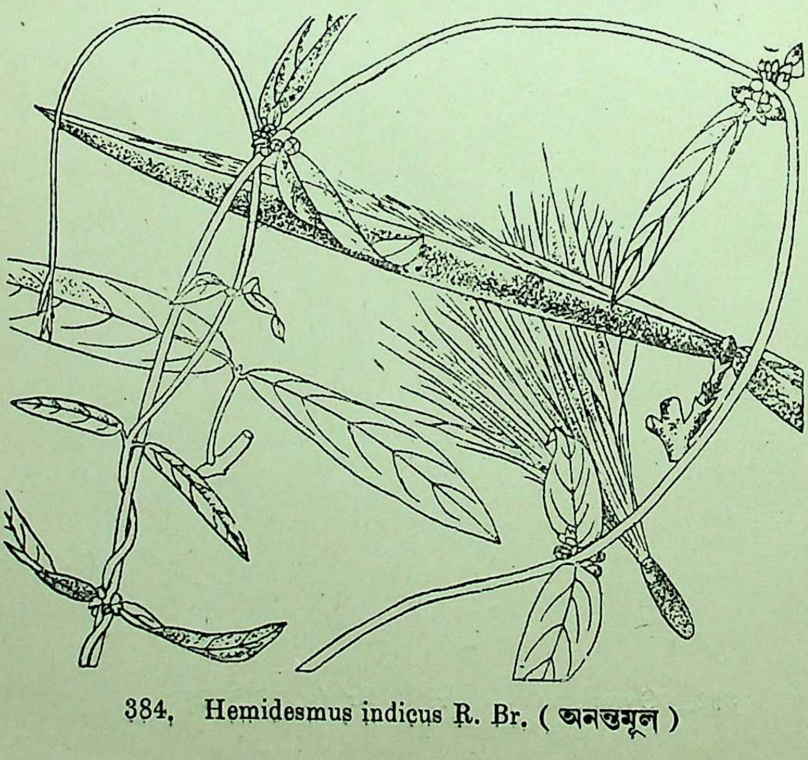

384. Hemidesmus indicus R. Br. (অনন্তমূল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

385. Asclepias curassavica Linn. (কাকতুণ্ডী)

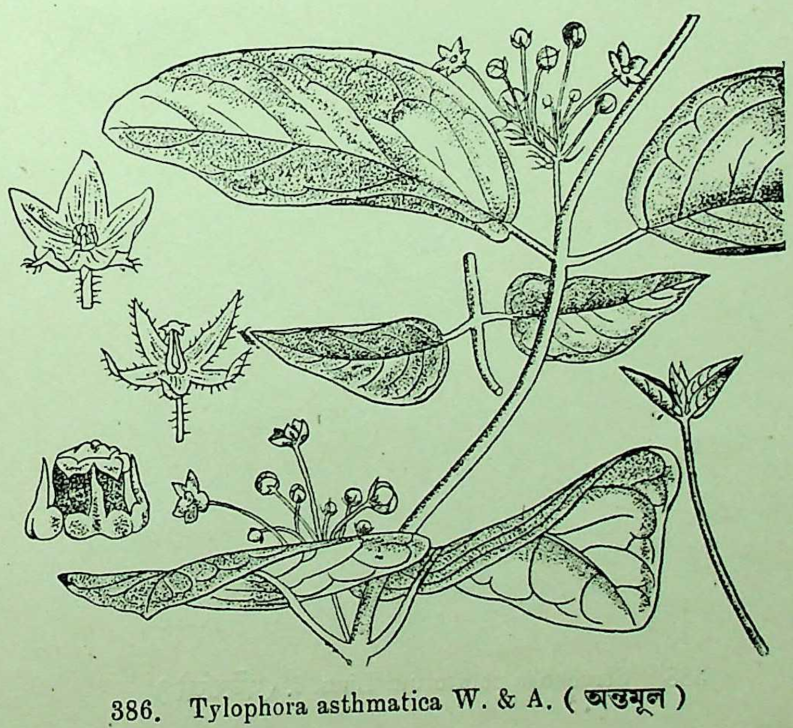

386. Tylophora asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

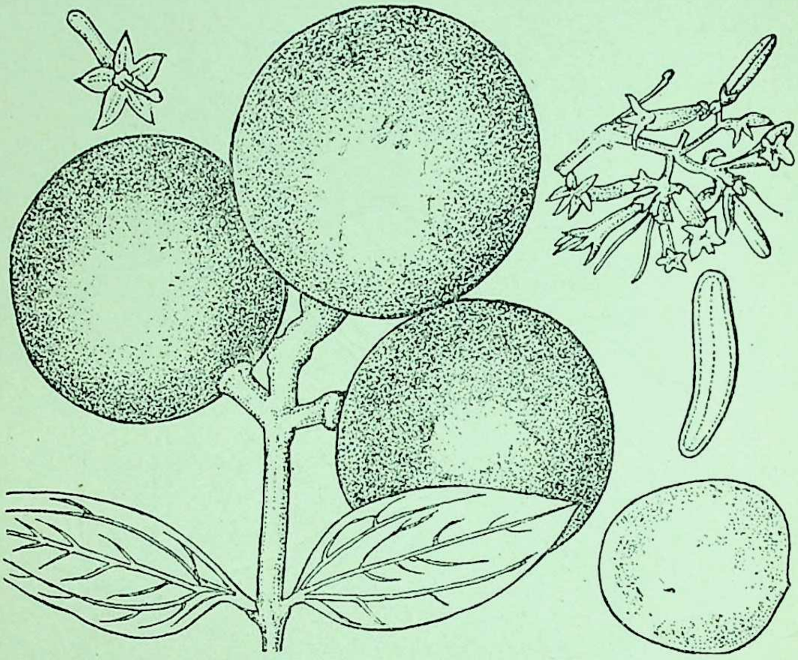

387. Strychnos Nox-vomica Linn. (কুচিলা)

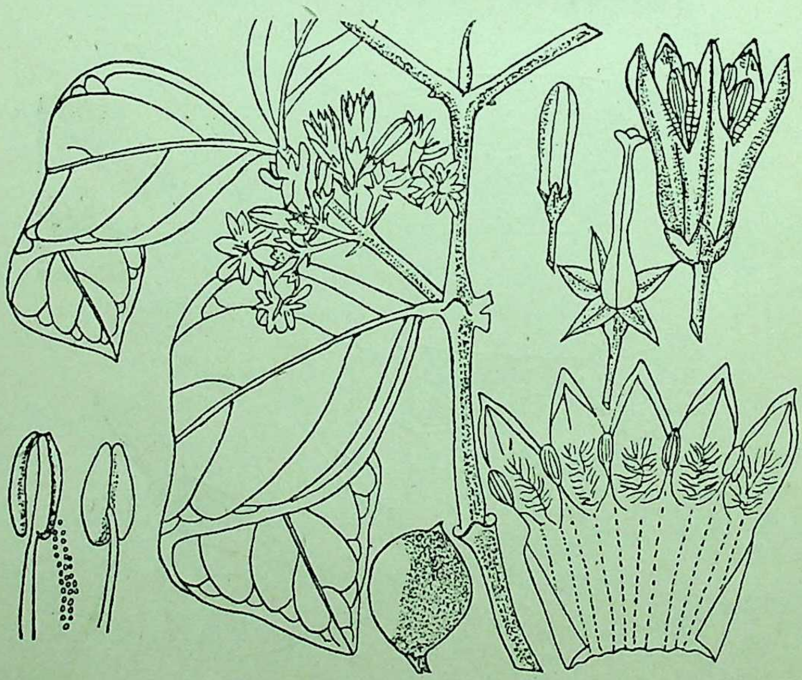

388. Strychnos potatorum Linn. f. (নির্ম্মলী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

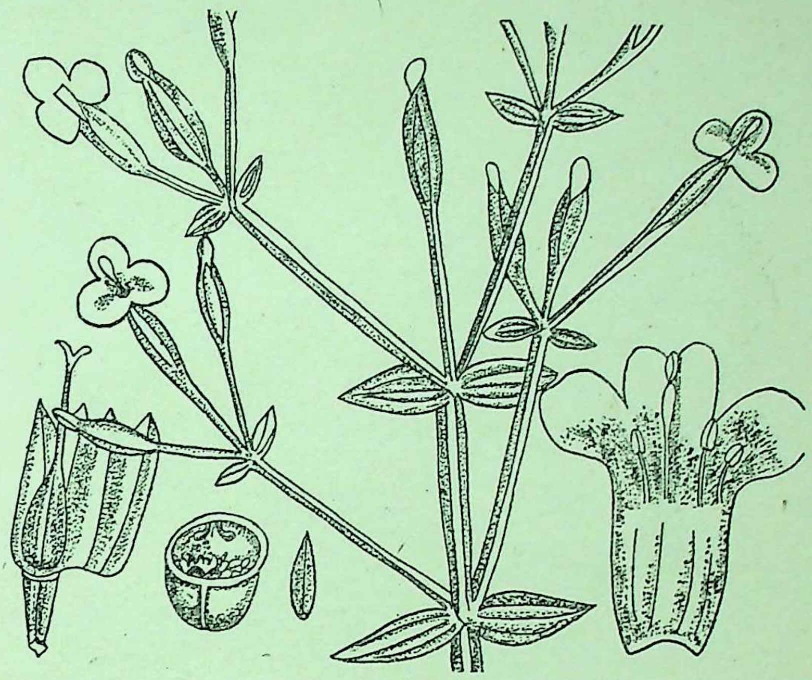

389. Canscora decussata Roem. (ডানকুনি)

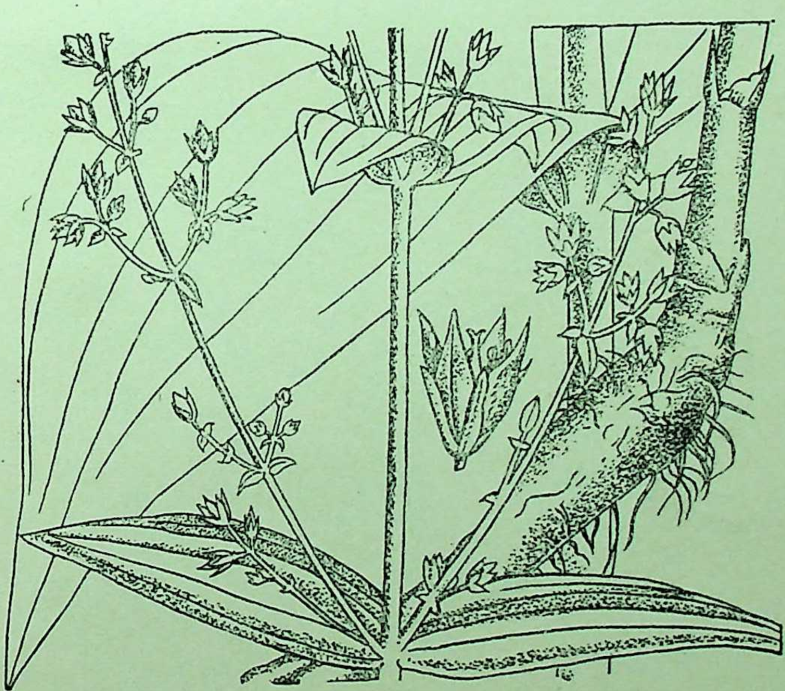

390. Swertia Chirata Ham. (চিরেতা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

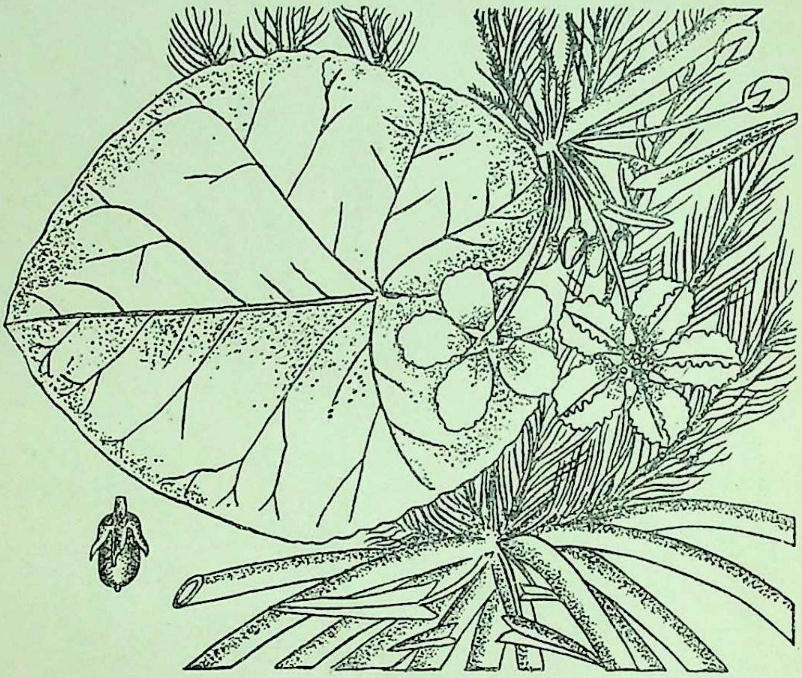

391. Limnanthemum cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

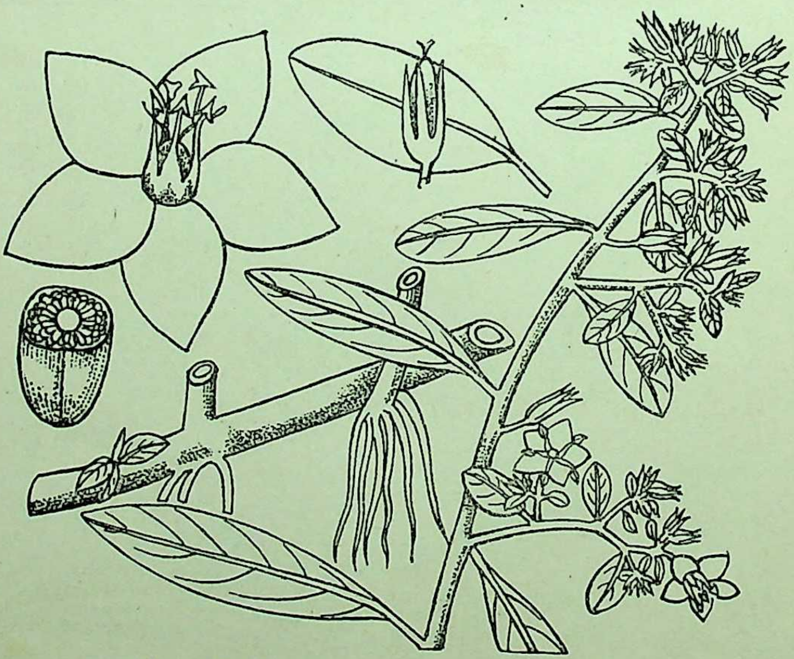

392. Hydrolea zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

393. Cordia myxa Linn. (বহুনারী)

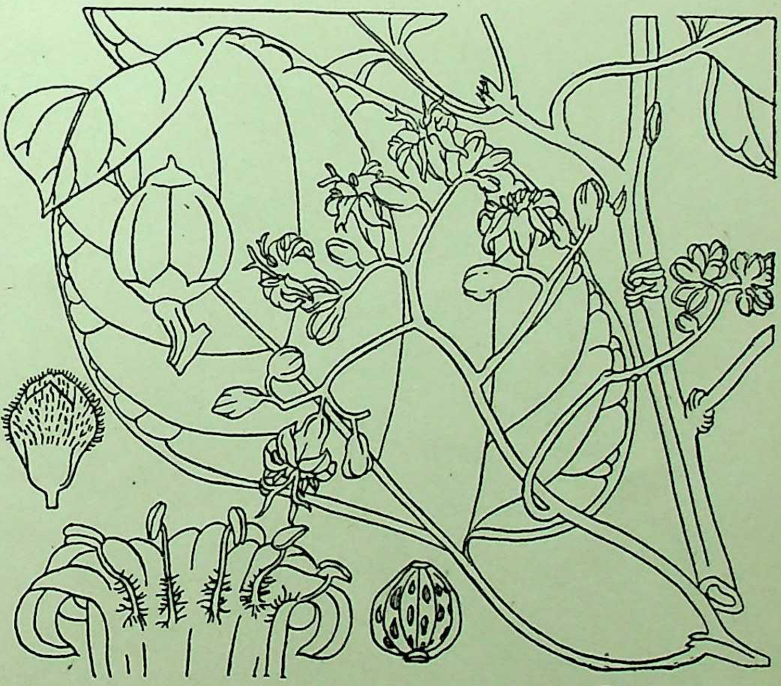

394. Cordia obliqua Willd. (ছোট বহুনারী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

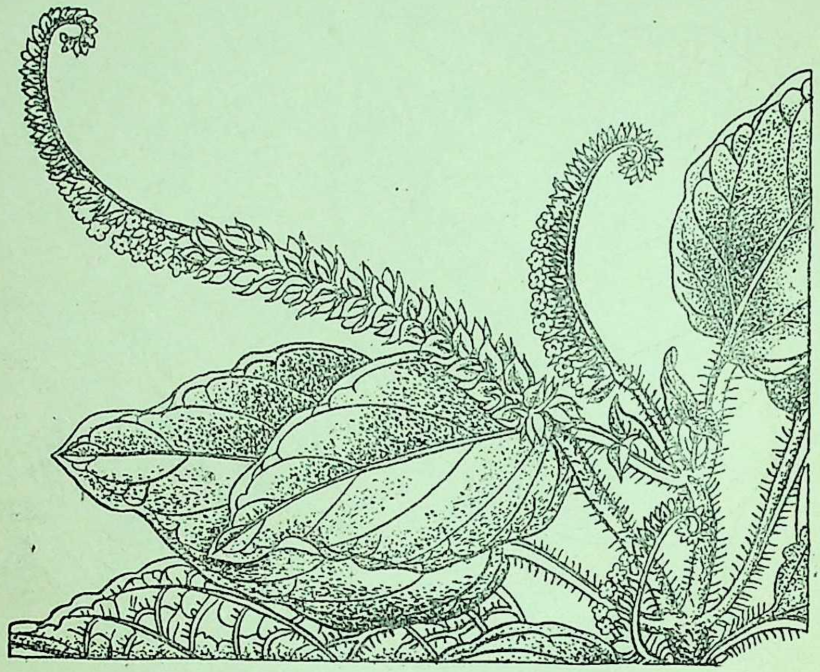

395. Heliotropium indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

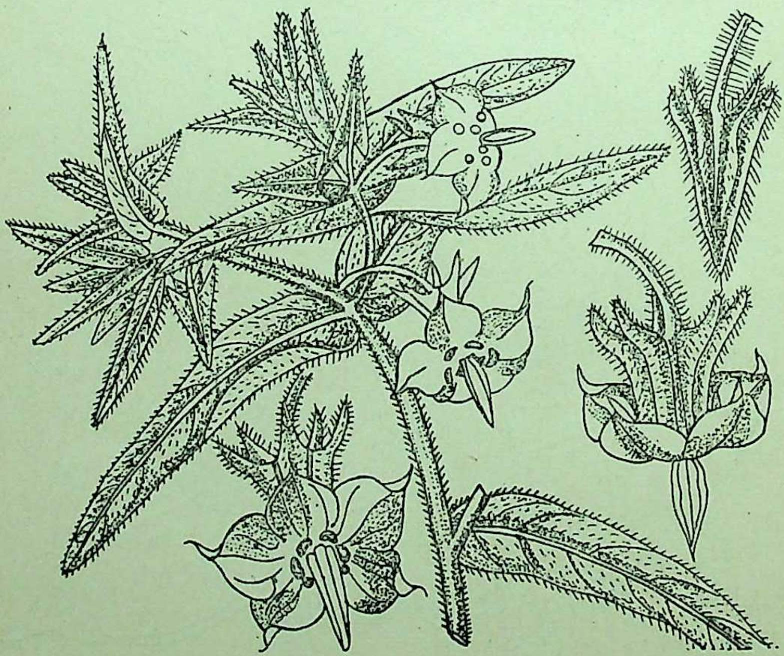

396. Trichodesma indicum R. Br. (ছোট কল্প)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

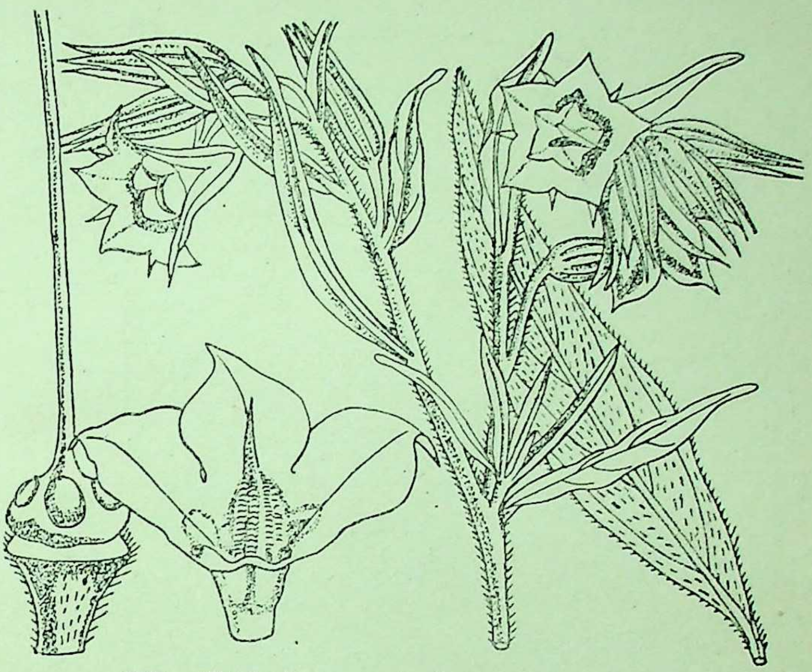

397. Trichodesma zeylanicum Br. (বড় কল্প)

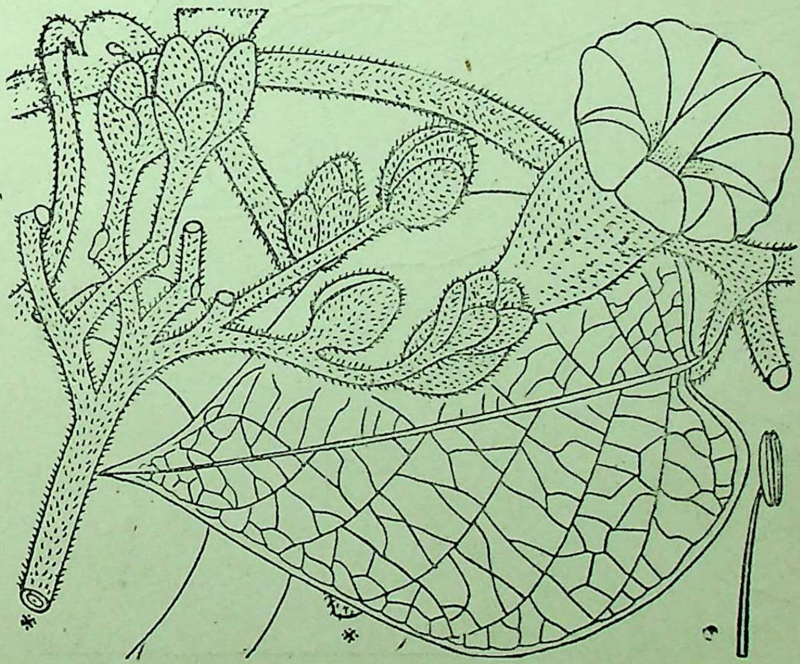

398. Argyreia speciosa Sw. (বীজতাড়ক)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

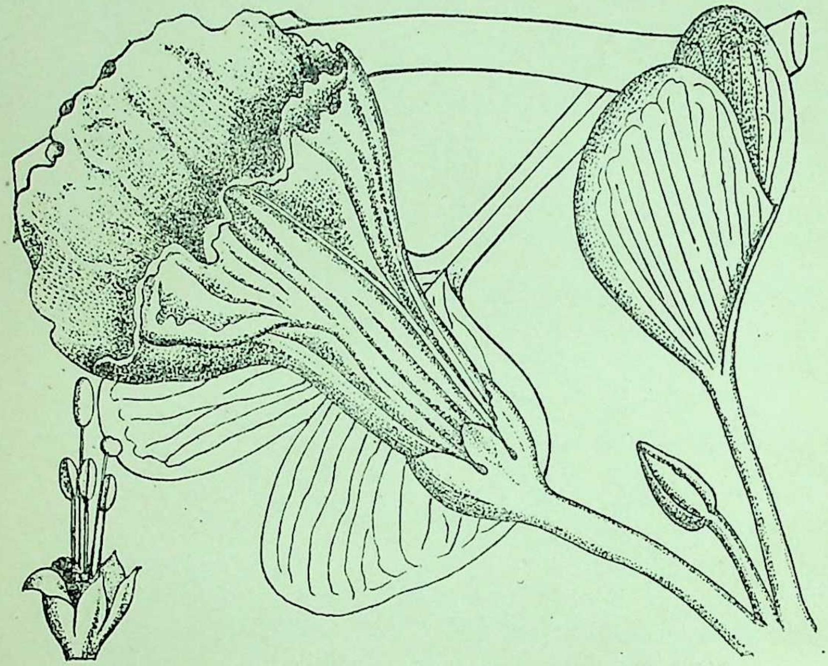

399. Ipomoea Pes-caprae Sw. (ছাগলখুরী)

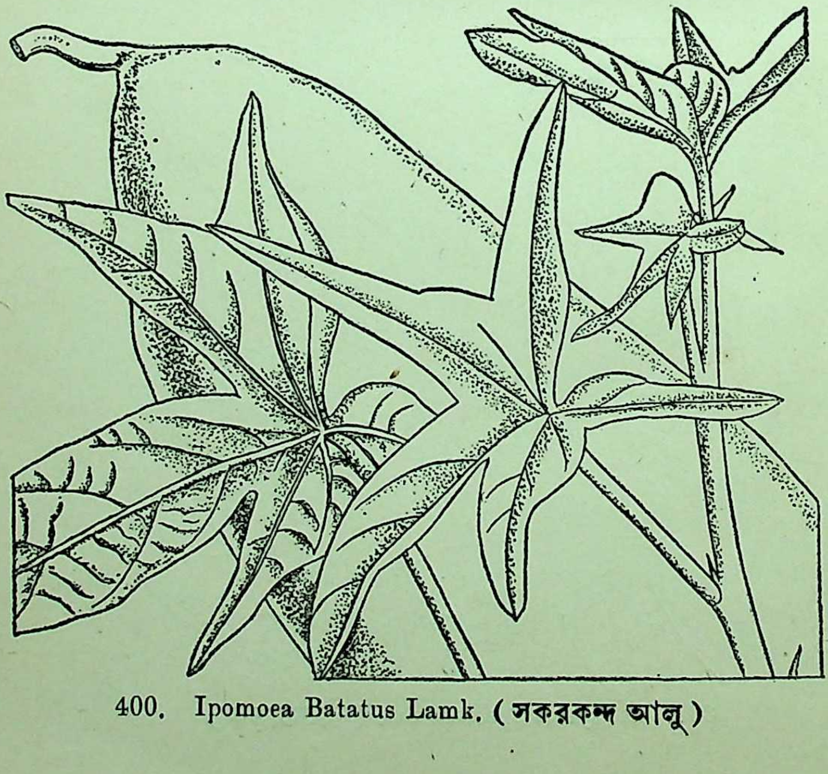

400. Ipomoea Batatus Lamk. (সকরকন্দ আলু)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

401. Ipomoea paniculata R. Br. (ভুঁইকুমড়া)

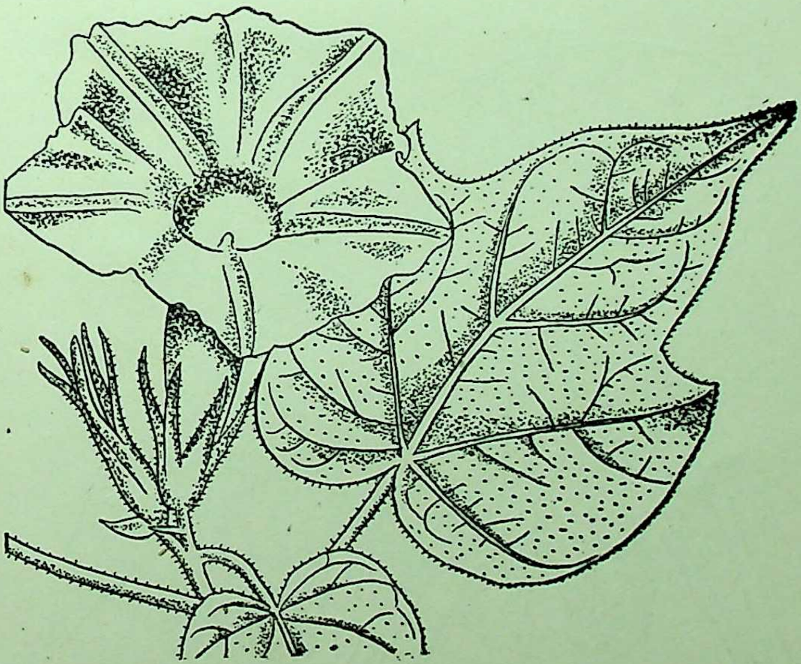

402. Ipomoea Nil Roth. (নীলকলমী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

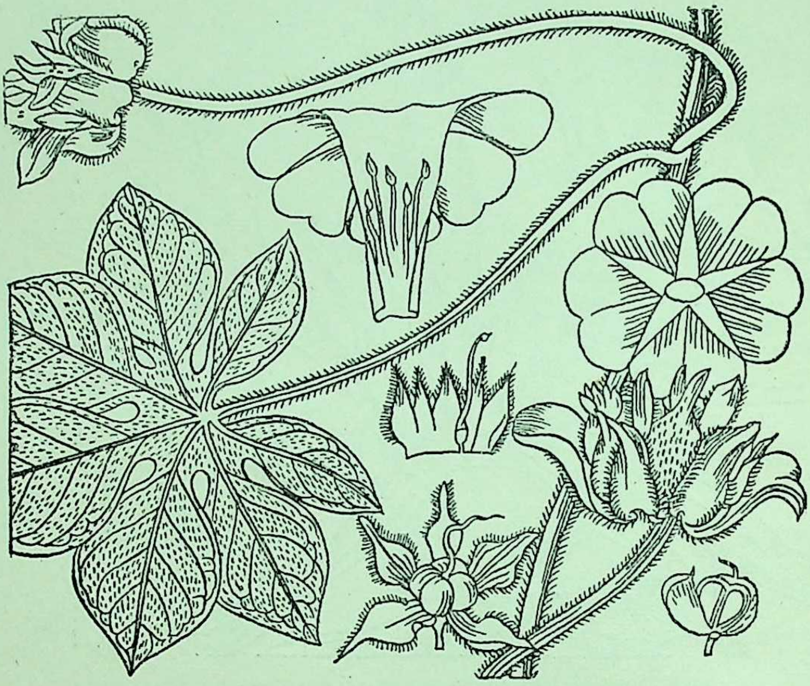

403. Ipomoea Pes-tigridis Linn. (লাঙ্গলীলতা)

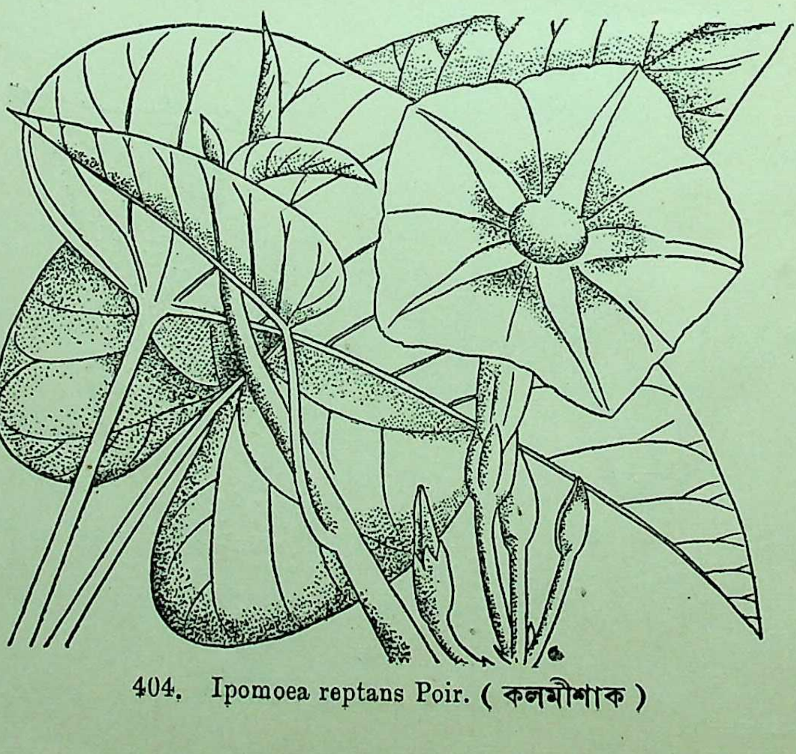

404. Ipomoea reptans Poir. (কলমীশাক)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

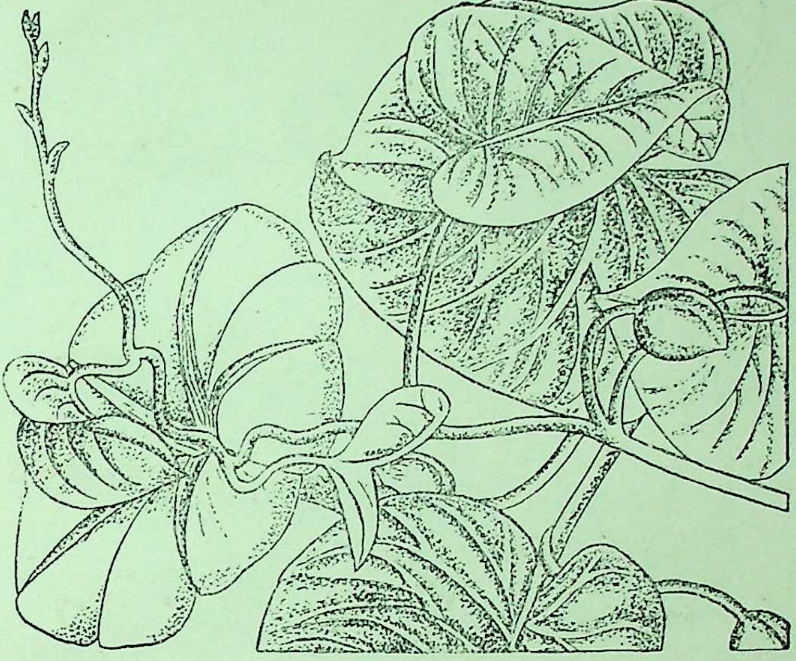

405. Operculina Turpethum Manso. (দুধ কলমী)

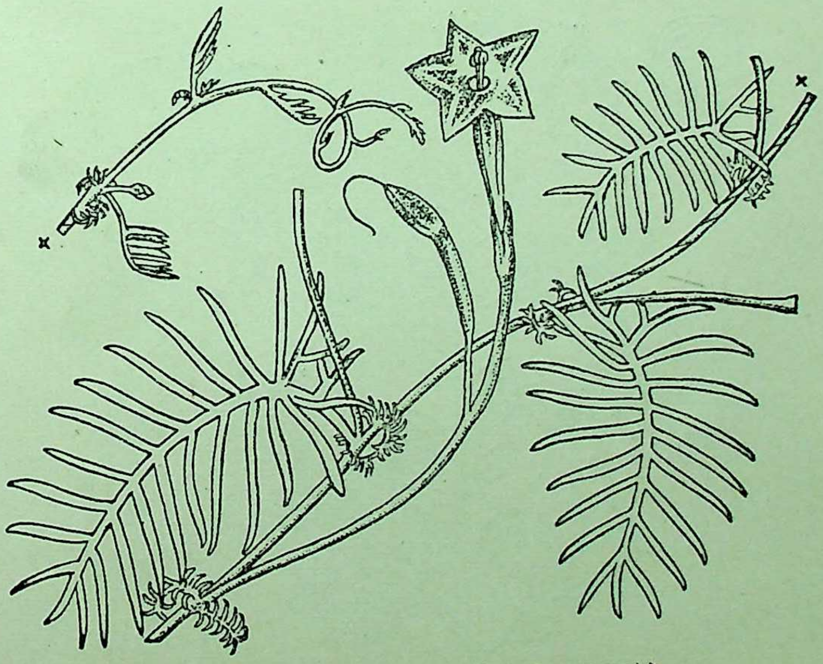

406. Quamoclit pinnata Boj. (তরুলতা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

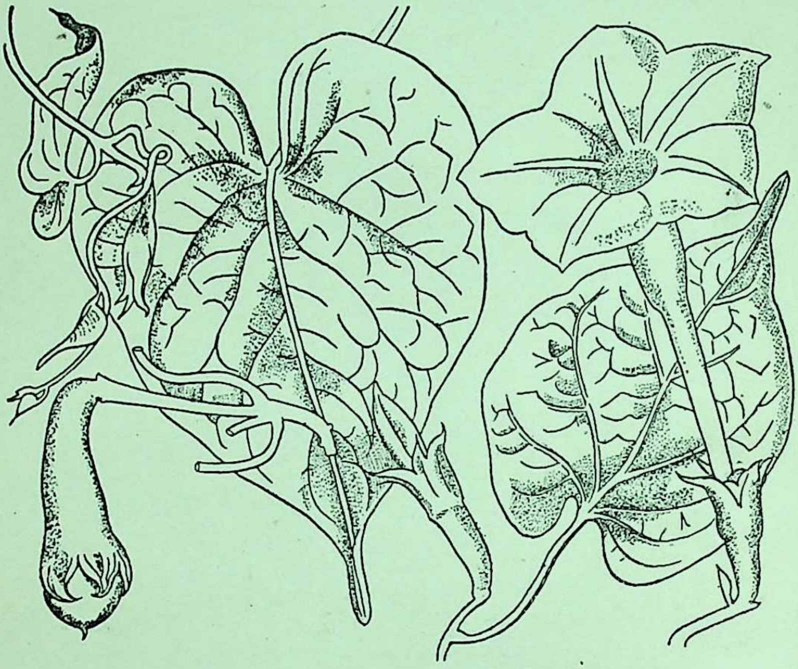

407. Calonyction Bona-nox Boj. (দুধকলমী)

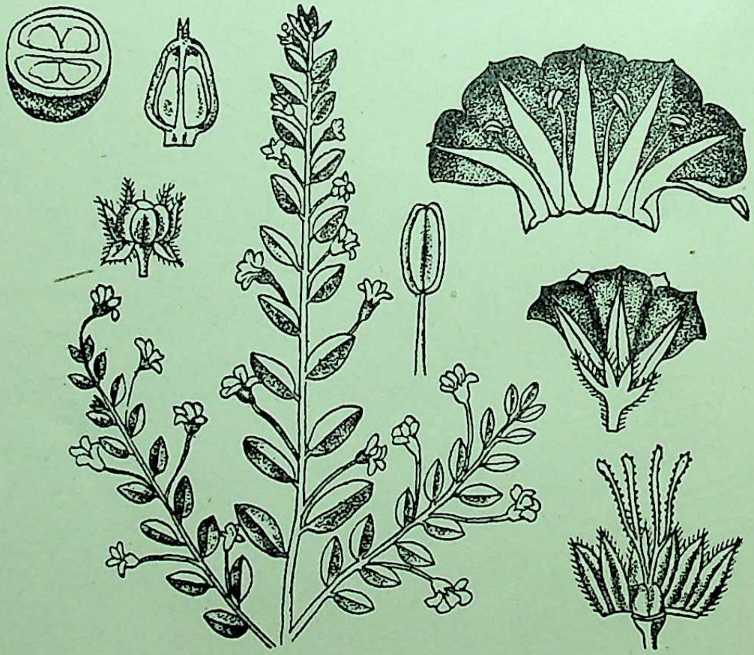

408. Evolvulus alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

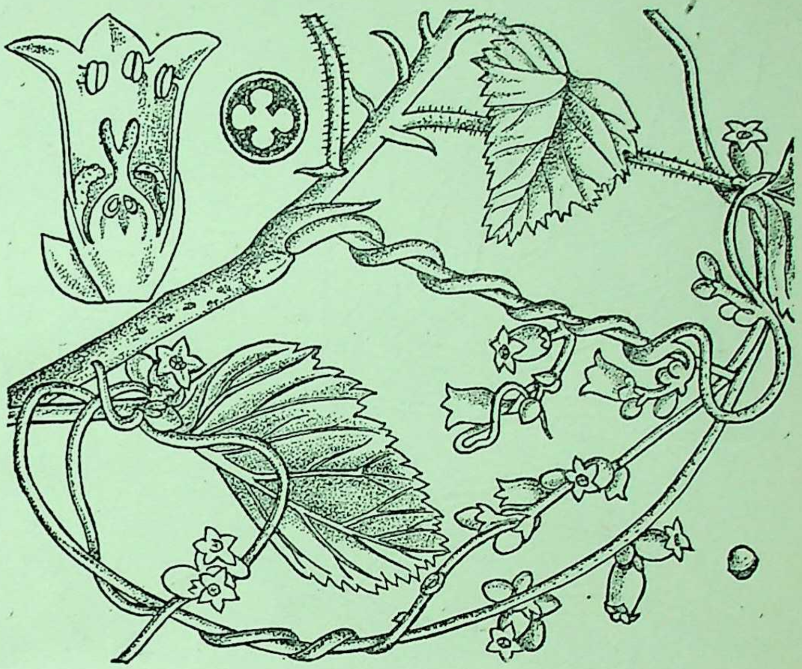

409. Cuscuta reflexa Roxb. (আলোকলতা)

410. Erycibe paniculata Roxb. (অমোঘা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

411. Solanum nigrum Linn. (গুড়কামাই)

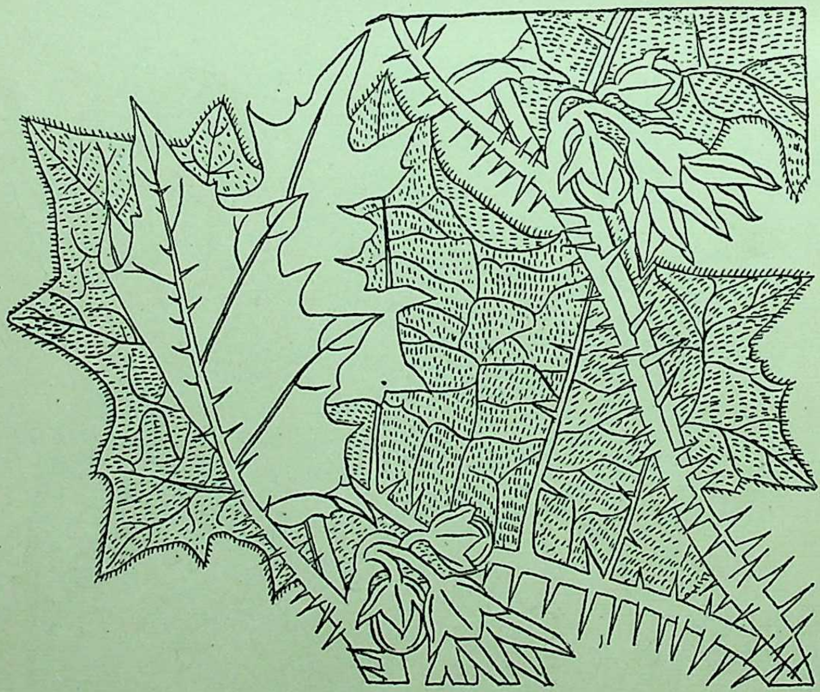

412. Solanum ferox Linn. (রামবেগুন)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

413. Solanum Melongena Linn. (বেগুন)

414. Solanum xanthocarpum Schr. & Wendl. (কণ্টিকারী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

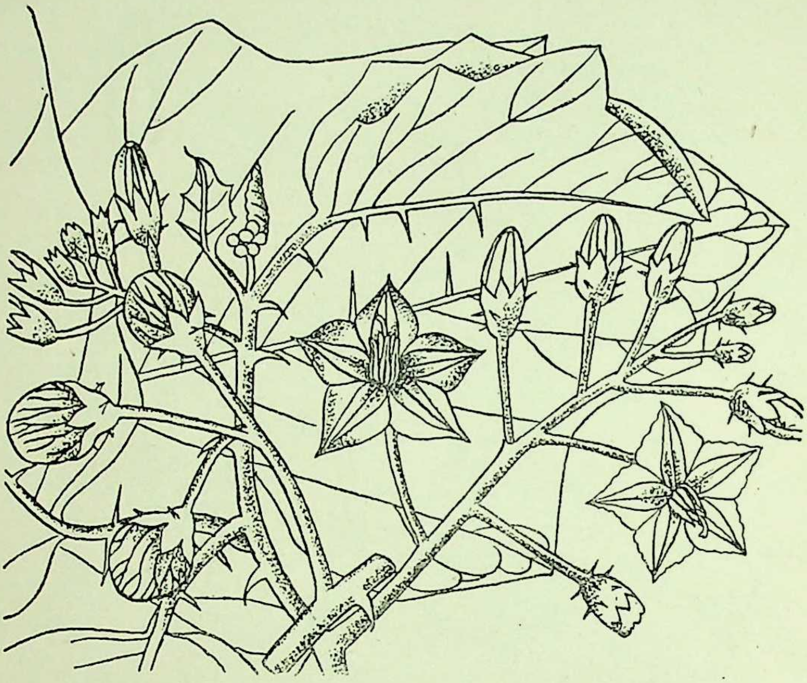

415. Solanum indicum Linn. (বৃহতী)

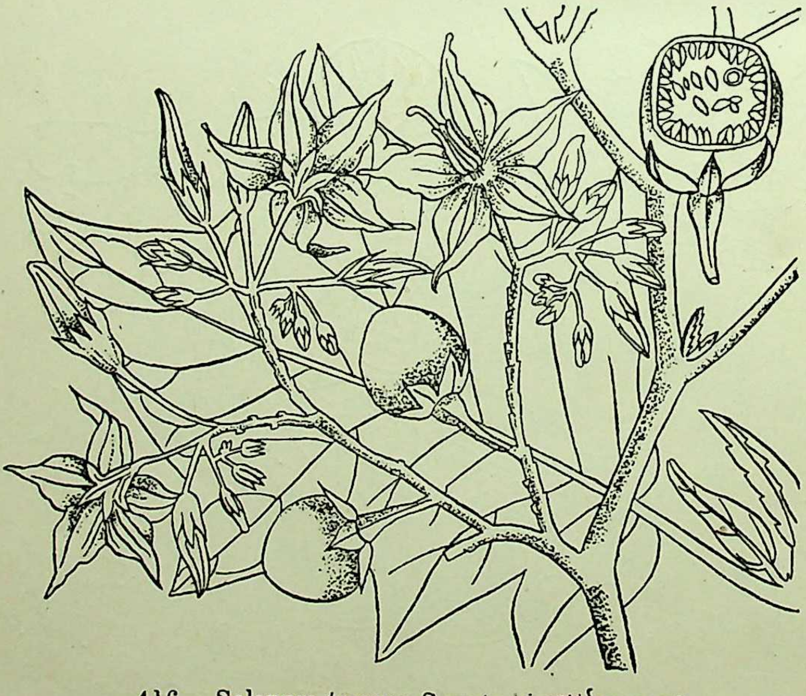

416. Solanum torvum Swartz. (গোঠবেগুন)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

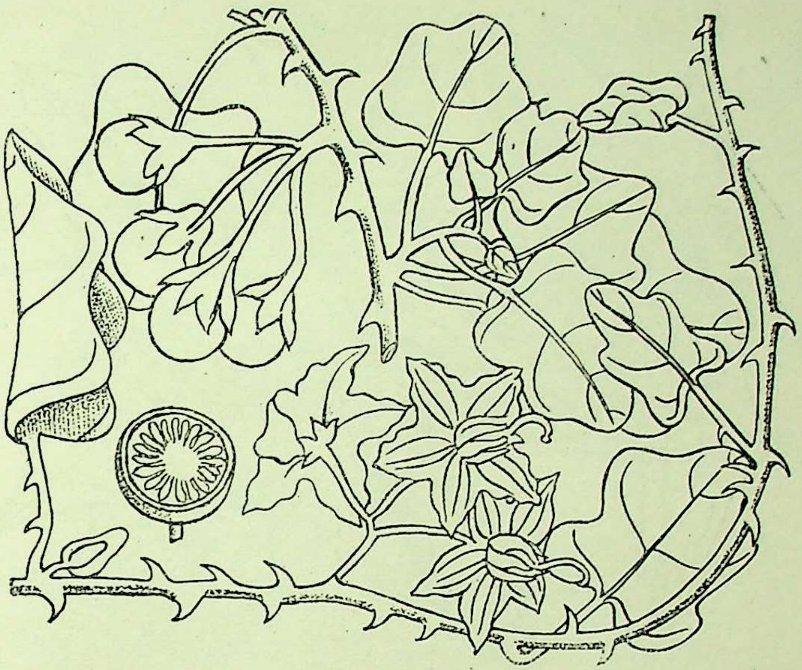

417. Solanum trilobatum Linn. (নাভিআঙ্গুরী)

418. Capsicum frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

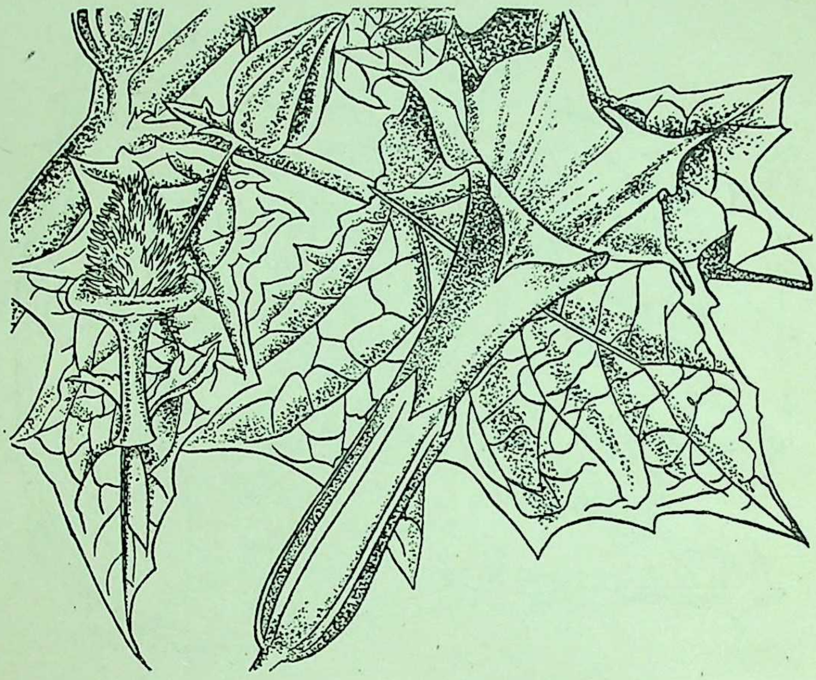

419. Datura fastuosa Linn. var. alba Linn. (ধুতুরা)

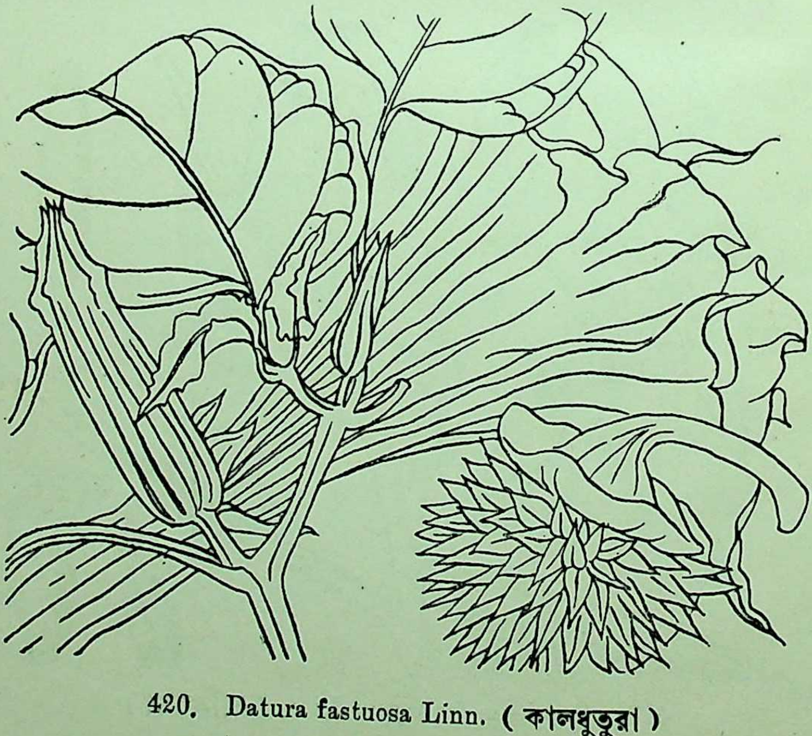

420. Datura fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

429. Picrorhiza Kurrooa Royle. (কটকী)

430. Celsia coromandeliana Vahl. (ছোট কুকসিম)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

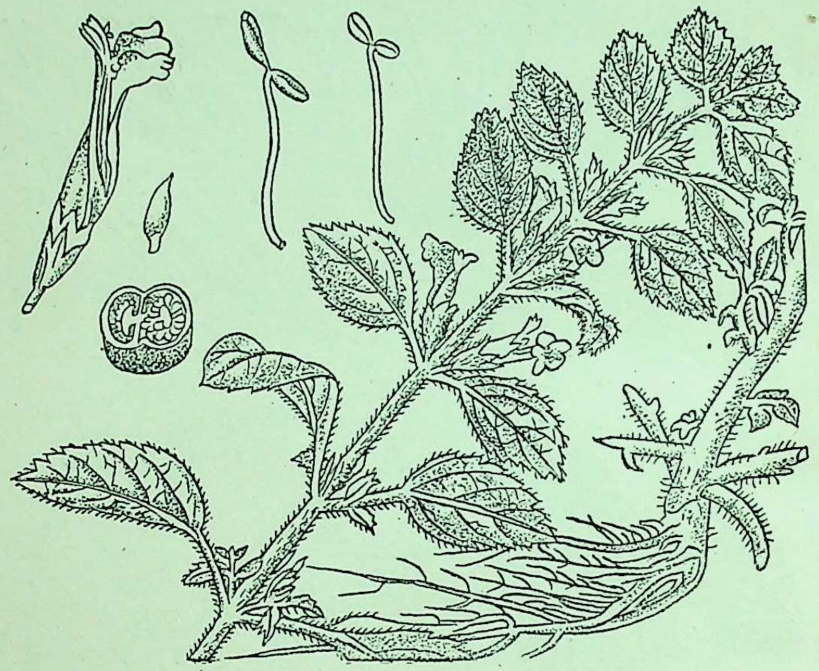

431. Lindenbergia urticaefolia Lehm. (হলদে বসন্ত)

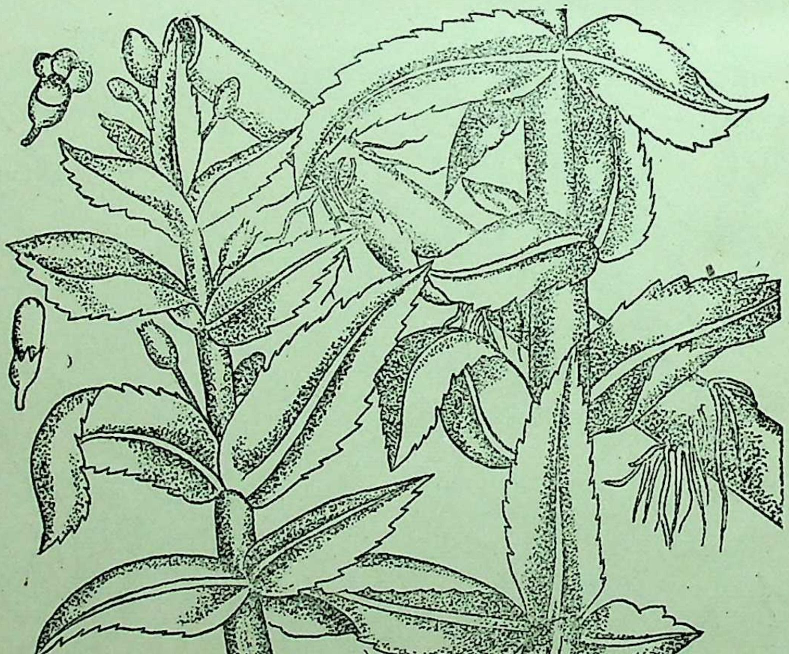

432. Limnophila gratissima Blume. (কর্পূর)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

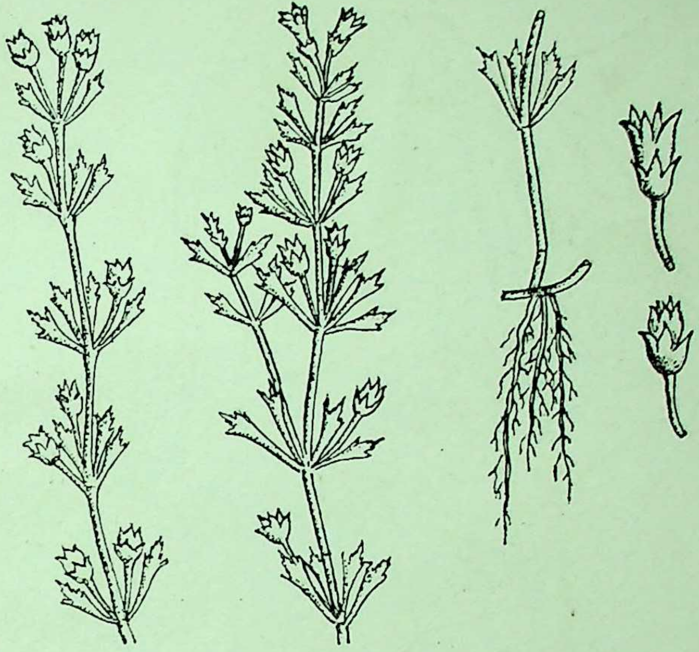

433. Limnophila gratioloides R. Br. (কার্পূর)

434. Vandellia pyxidaria Maxim. (বকপুষ্প)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

435. Digitalis purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

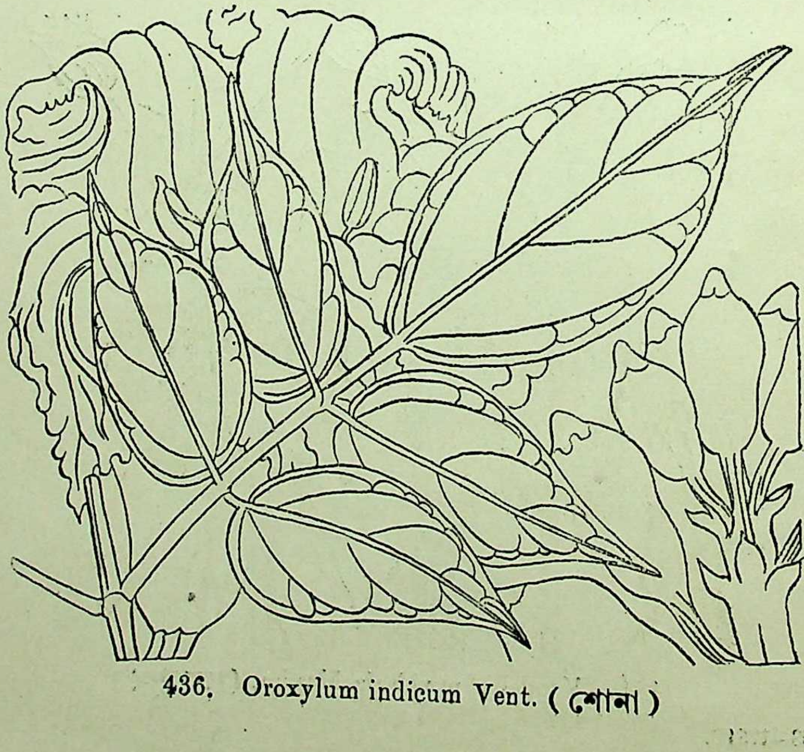

436. Oroxylum indicum Vent. (শোনা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

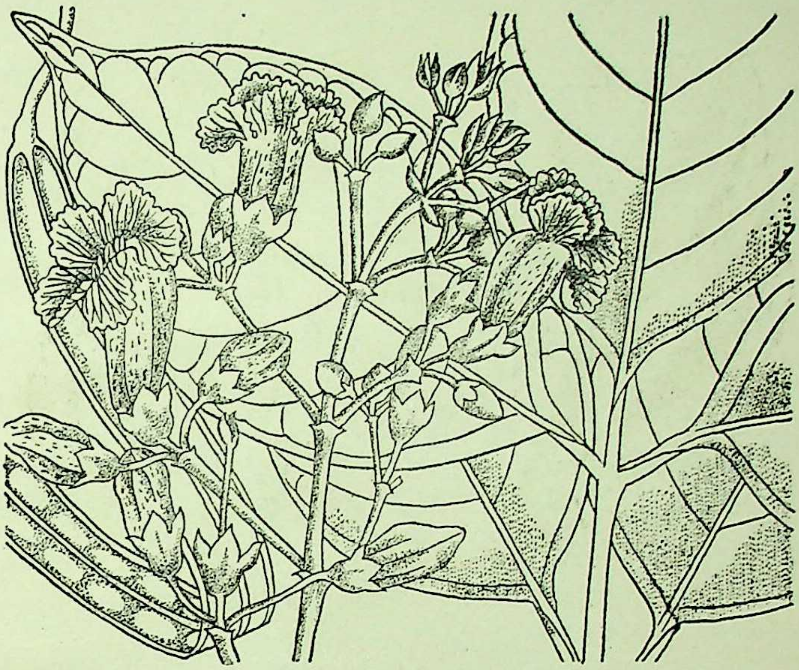

437. Stereospermum chelonoides DC. (পীতপাটলা)

438. Stereospermum suaveolens DC. (পারুল)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

439. Martynia diandra Glox. (বাঘনখা)

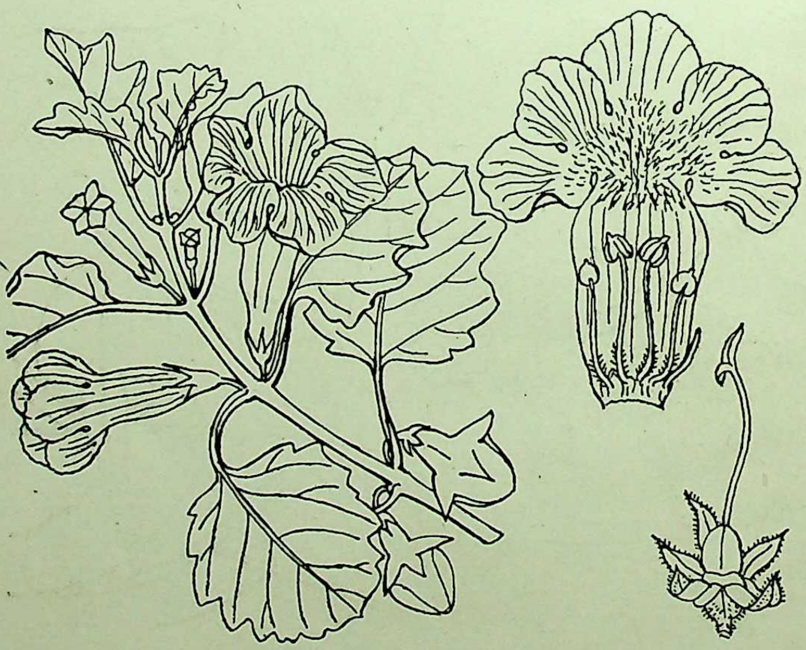

440. Pedalium Murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

441. Sesamum indicum DC. (তিল)

442. Cardanthera uliginosa Buch-Ham. (কালা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

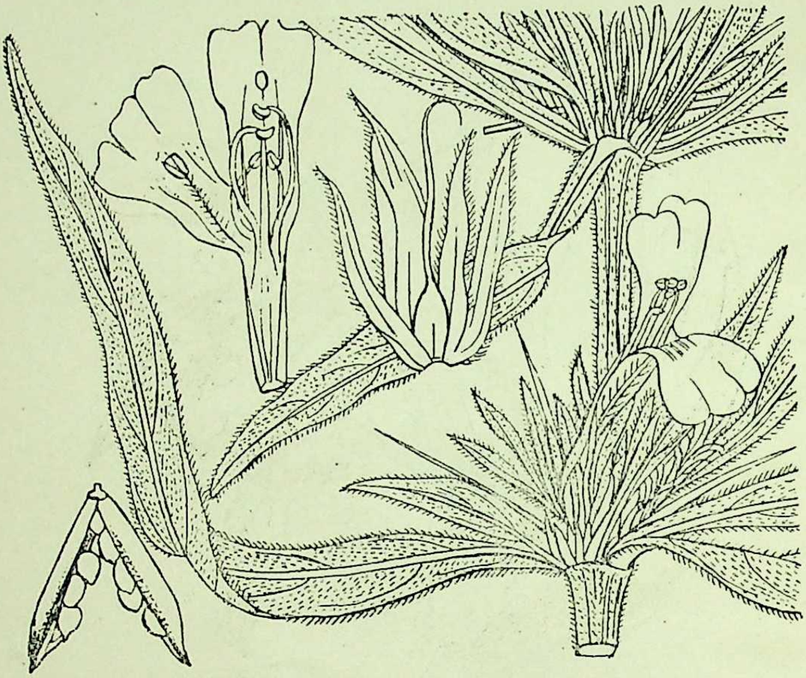

443. Hygrophila spinosa Anders. (কুলেখাড়া)

444. Hygrophila salicifolia Nees. (কাকনাসা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

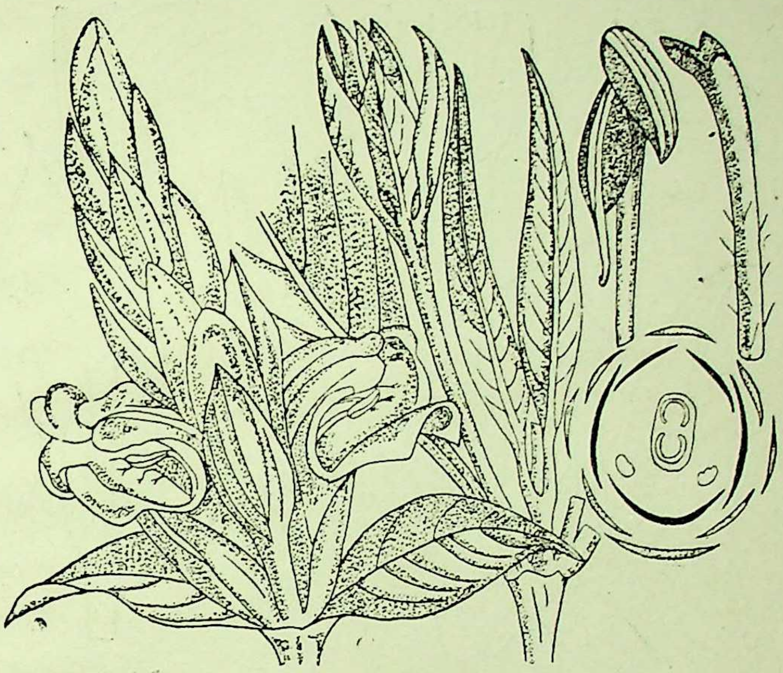

445. Adhatoda Vasica Nees. (বাসক)

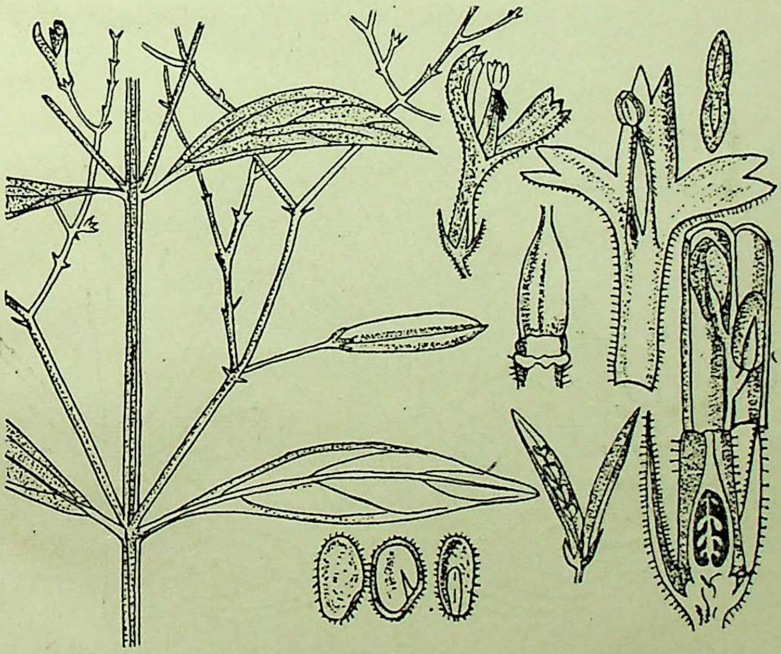

446. Andrographis paniculata Nees. (কালমেঘ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

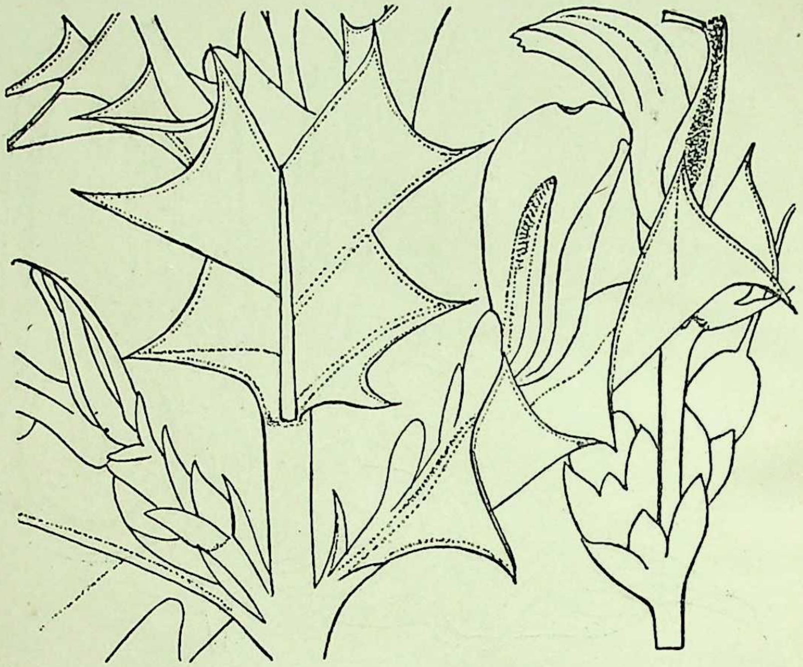

447. Acanthus ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

448. Barleria prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

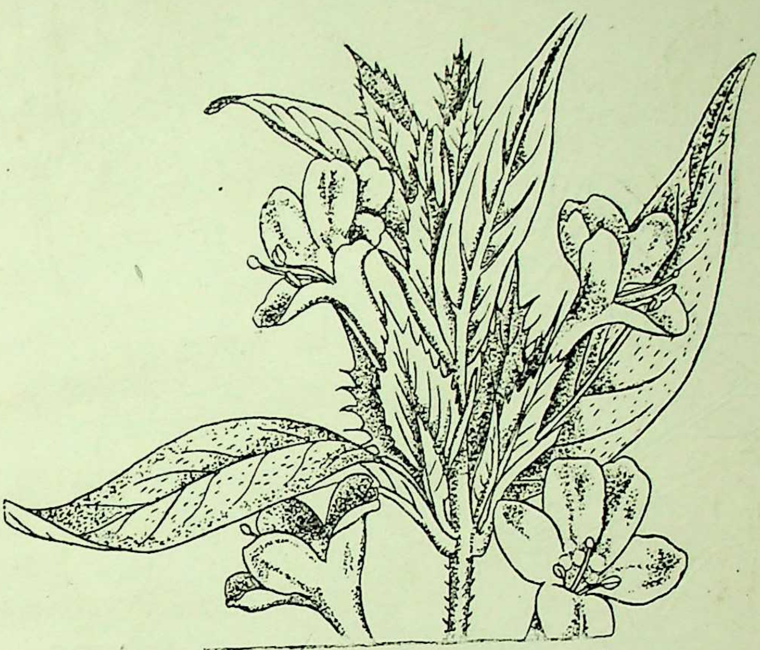

449. Barleria cristata Linn. (শ্বেতঝাটি)

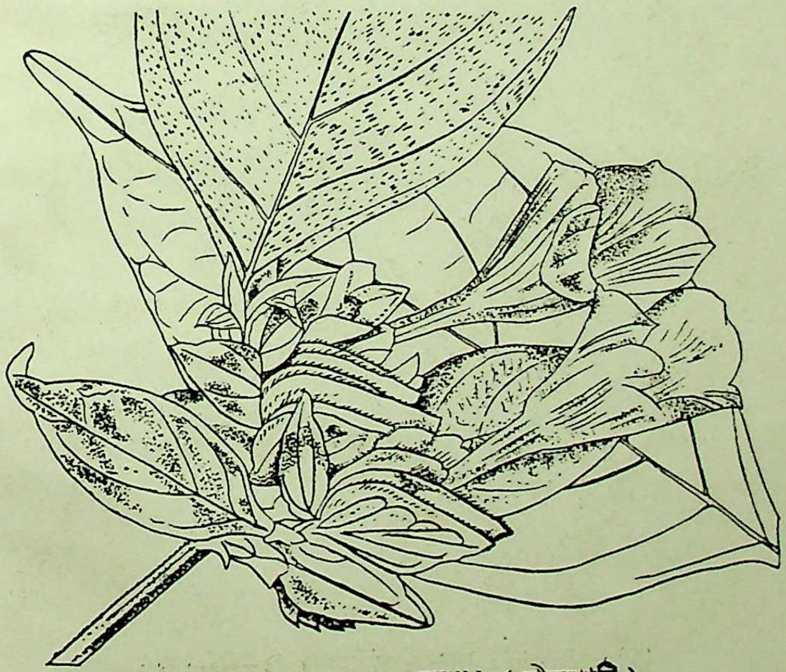

450. Barleria strigosa Willd. (নীলঝাটি)

29—1754B.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

451. Justicia Gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

452. Justicia diffusa Willd. (পীতপাপড়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar